মিসেস্ হেন্‌রি উড্

প্রণীত

ইষ্ট্‌লীন্ ।

শ্রীকুমুদিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ, ।

কলিকাতা

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট্ হইতে

ভট্টাচার্য্য এণ্ড্ সন্স প্রকাশিত ।

১৩১৭

[মূল্য আড়াই টাকা ।

উৎসর্গ।

আমাদের

কালীদা'কে

দিলাম।

ইষ্ট্‌লীন্‌।

প্রথম পরিচ্ছেদ

লেডি ইশাবেল।

মাউণ্ট্‌সেভার্ণের আর্‌ল্‌, উইলিয়ম্‌ ভেন্‌, লণ্ডনস্থ স্বকীয় বিস্তৃত ভবনের সুশোভন ও সুপ্রশস্ত পুস্তকাগারের একটি প্রকোষ্ঠে আরাম-কেদারায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহার মস্তক ধূসর বর্ণ ধারণ করিয়াছে; এবং অকালেই ললাট-দেশের উপর গভীর চিন্তা-রেখা অঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার যে বদনমণ্ডল একদিন অতি মনোরম ছিল, আজ তাহা তাঁহার অমিতাচারিতার নির্ভুল নিদর্শন হইয়া পড়িয়াছে। বস্ত্র-বিজড়িত একখানি পদ, সুকোমল মখ্‌মলের গদির উপর সুরক্ষিত হইয়া, তাঁহার বাতাক্রমণের পরিস্কার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মোট কথা, এই অবস্থায় তাঁহাকে দেখিলে, বোধ হইবে যেন, অকালেই তিনি বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন। বাস্তবিকও তাহাই—বয়স বাদে অন্য সকল বিষয়েই তিনি একজন বর্ষীয়ান্‌ পুরুষের মত দেখাইতেছিলেন।

এই লর্ড মাউণ্ট্‌সেভার্ণ একজন সুপরিচিত পুরুষ। খুব একজন রাজ-নীতিজ্ঞ পণ্ডিত, মহান্‌ যোদ্ধা, সাম্রাজ্যের একজন মহোচ্চ কর্ণধার, অথবা হাউস্‌ অব লর্ডসের একজন কর্ম্মী সভ্য বলিয়া যে তাঁহার নাম লোকের

মুখে মুখে ছিল, তাহা নহে। অবিবেচকের শিরোমণি, অমিতব্যয়ীর অপেক্ষাও অমিতব্যয়ী, জুয়া খেলোয়াড়দের সর্দ্দার, বিলাসীদের টেকা—বলিয়াই মাউণ্ট্‌সেভার্ণ সর্ব্বপরিচিত ছিলেন। লোকে বলিত, তাঁহার দোষ যত, মস্তিষ্কের; কিন্তু তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হৃদয় কি মহত্তর আত্মা মনুষ্য-দেহে কখনও স্পন্দিত হয় নাই। কথাটা অনেক পরিমাণে সত্য। যদি সামান্য উইলিয়ম্‌ ভেন্‌ থাকিয়া, উইলিয়ম্‌ ভেন্‌ রূপেই তিনি ভবলীলা সাঙ্গ করিতে পারিতেন, তবেই তাঁহার পক্ষে মঙ্গল হইত। পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তিনি দৃঢ়চিত্ত ও পরিশ্রমী ছিলেন; যথা-রীতি আইন্‌ অধ্যয়ন করিয়াছেন; তখন সকালে উঠিয়া অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি বিদ্যাভ্যাস করিতেন। পাঠ-বিষয়ে তাঁহার অচল নিষ্ঠার কথা পরিচিত ঋণ-ব্যবহার জীবিদের মুখে লাগিয়াই ছিল; এবং পরিহাস করিয়া তাহারা ইহাঁকে 'জজ্‌ভেন্‌' বলিয়া ডাকিতেন, ও অলসতা এবং আমোদ প্রমোদের দিকে প্রলুব্ধ করিয়া লইয়া যাইবার জন্য, অনেক ব্যর্থ প্রয়াস করিতেন। কিন্তু যুবক উইলিয়ম্‌ ভেনের হৃদয় তখন উচ্চাকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ ছিল,—তিনি জানিতেন, সংসারে উন্নতি লাভ করা একমাত্র তাঁহার পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের উপর নির্ভর করিতেছে। সদ্বংশে জন্ম হইলেও, তিনি বড় দরিদ্র ছিলেন;—তবে মাউণ্ট্‌সেভার্ণের বৃদ্ধ আর্‌লকে আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিবার গর্ব্ব তিনি করিলেও করিতে পারিতেন। কিন্তু কখনো যে তাঁহার ভাগ্যে এই উপাধি ও ঐশ্বর্য্য লাভ ঘটিবে,—একথা কখন স্বপ্নেও তাহার মনে স্থান পায় নাই। কারণ, এই আর্‌ল্‌ ও তাঁহার মধ্যে তিনটী সুস্থ সবলকায় প্রাণী—যাহাদের দুইজনই আবার যুবাপুরুষ—জীবিত ছিলেন। কিন্তু, নিয়তি-চক্রাবর্ত্তনে অচিরেই ইহারা মানবলীলা সাঙ্গ করিলেন;—একজন মৃগী রোগে, দ্বিতীয় আফ্রিকায়

যাইয়া জ্বরে, ও তৃতীয় অক্স্‌ফোর্ডে নৌকা দৌড়াইতে যাইয়া।— আর অকস্মাৎ একদিন আইন্‌-অধ্যয়নকারী যুবক উইলিয়ম্‌ ভেন্‌ আপনাকে বার্ষিক নয়লক্ষ টাকা আয়ের ন্যায্য অধিকারী ও মাউণ্ট্‌সেভার্ণের আর্‌ল্‌ পদবী মণ্ডিত দেখিতে পাইলেন।

প্রথমে তাহার মনে হইল, এত টাকা কেমন করিয়া ব্যয় করিতে হইবে, তাহা তিনি ঠিক করিয়াই উঠিতে পারিবেন না। প্রতি বৎসরেই এত অর্থ! ইহা কিছুতেই নিঃশেষ ব্যয়িত হইতে পারে না। প্রারম্ভেই স্তুতিবাক্যে যে তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গিয়াছিল না, ইহাই বড় আশ্চর্য্যের কথা! তখন সকল শ্রেণীর লোক আসিয়াই তাহার সঙ্গ যাচ্‌না করিত, তোষামোদ করিত, স্তুতি করিত। তদানীং তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্তাকর্ষক পুরুষ ছিলেন; কারণ, এই নবলব্ধ সম্পত্তি এবং উপাধি ব্যতীতও তাঁহার আকৃতি অসামান্য এবং ব্যবহারমনোমুগ্ধকারী ছিল। দুরদৃষ্টক্রমে, যে ভবিষ্যদ্দর্শিতা আইন্‌-অধ্যয়নকারী দরিদ্র উইলিয়ম্‌ ভেনকে, আপনার কুঠুরিগুলির মধ্যেই, নিঃসঙ্গ জীবনযাপনে সমর্থ করিয়াছিল, আর্‌ল্‌ মাউণ্টসেভার্ণের আর তাহা অধিক দিন রহিল না। এবং এত মহাবেগে তিনি জীবন গতি আরম্ভ করিলেন যে, স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তিমাত্রই বলিতে লাগিলেন যে, মস্তকটিকে নিম্নমুখী করিয়া তিনি সর্ব্বনাশ ও সয়তানের দিকে অগ্রসর হইতেছেন।

কিন্তু রাজ্যের এতবড় একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, বার্ষিক আয় যাহার নয় লক্ষ টাকা, একদিনে কিছু সর্ব্বস্বান্ত হইতে পারেন না। এই ত তিনি উনপঞ্চাশ বৎসর বয়সের সময় পাঠাগারে উপবিষ্ট রহিয়াছেন;— কৈ এখনো ত সর্ব্বনাশ আসিয়া উপস্থিত হয় নাই, অর্থাৎ তাহাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলে নাই! সত্য, কিন্তু যে ঋণজাল ও

দুর্য্যোগ তাঁহাকে সুদৃঢ় বেষ্টন করিয়া বসিয়াছে, যাহা তাঁহার চিত্তের স্থৈর্য্য ও শান্তি বিনাশ করিয়া জীবনের অমৃত পাত্রে গরল বমন করিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপেই বর্ণনাতীত। সাধারণে তাঁহার দেনার কথা সাধারণ ভাবে জানে; বন্ধু বান্ধবেরা তদপেক্ষা একটু বেশী অবগত আছে, আর পাওনাদার মহাজনেরা খুব বেশীই উপলব্ধি করিতেছে সত্য, কিন্তু যে যাতনা জীবনসঙ্গী হইয়া তাঁহাকে ক্ষিপ্তপ্রায় করিয়া তুলিয়াছে তাহা অপর কেহ কি বুঝিতে পারে, না অপরের পক্ষে বোঝা সম্ভবপর? কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্বকীয় অবস্থা যদি তিনি সাহস করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেন এবং দেখিয়া যদি মিতব্যয়ী হইতে পারিতেন, তবে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। অলক্ষীর আগমনে অধিকাংশ লোক যাহা করিয়া থাকে, তিনিও তাহাই করিয়াছিলেন। সর্ব্বনাশের মুহূর্ত্তটিকে যতদূর সম্ভব অনাগত রাখিয়া, ঋণের সুবৃহৎ লিষ্টিটিকে আরো বৃহত্তর করিয়া তুলিতেছিলেন মাত্র। আর, এখনত' সর্ব্বস্বান্ত হইবার, এবং সেই কথা জগন্ময় রাষ্ট্র হইবার, মুহূর্ত্ত দ্রুত অগ্রসর হইয়া আসিতেছে।

বোধহয়, লাইব্রেরী টেবিলের উপর দলিল দস্তাবেজের ভীষণ পুঞ্জ সম্মুখে লইয়া লর্ড মাউণ্ট্‌সেভার্ণও তাহাই ভাবিতেছেন। তাঁহার চিন্তা-স্রোত সুদূর অতীতের দিকে প্রবাহিত হইতেছে। আজ তাঁহার মনে হইতেছে, প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া গ্রেট্‌নাগ্রীণে পলাইয়া যাইয়া বিবাহ করা কি ভয়ানক অপরিণামদর্শিতার কাজই না হইয়াছিল! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে হইতেছে, লেডি মাউণ্ট্‌সেভার্ণ কতটা প্রেমময়ী সহধর্ম্মিণী ছিলেন!—তাঁহার দোষ, তাঁহার অনাদর কেমন নির্ব্বিবাদে তিনি সহিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহাদের একমাত্র সন্তানের পক্ষে কেমন প্রশংসনীয় ভাবেই না মাতৃ-কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন! একটি মাত্র সন্তান তাঁহাদের

হইয়াছিল, এবং সেই বালিকার ত্রয়োদশ বৎসর বয়সের সময় লেডি করাল কবলে পতিত হইয়াছেন। আঃ! একটি মাত্র পুত্রের জন্ম-রূপ শুভ আশীর্ব্বাদ যদি তাহারা লাভ করিতে পারিতেন—এখনো সেই পুরাতন দীর্ঘস্থায়ী নৈরাশ্যের যন্ত্রণায় লর্ড কাতর বোধ করিতেছিলেন—তবে, তবে হয়ত তাঁহার বিপদ্ অতিক্রম করিবার পন্থা তিনি দেখিলেও দেখিতে পাইতেন। প্রাপ্তবয়স্ক হইবা মাত্রইত বালক পূর্ব্বকৃত উইল্ অনুসারে, সম্পত্তির কতক অংশের মালিক হইয়া দাঁড়াইত, এবং—

প্রভুর আকাশ কুসুম রচনায় বাধা দিয়া, গৃহে প্রবেশ করিয়া পরিচারক বলিল "হুজুর, একটি ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন।"

তাহার হস্তধৃত টিকেটখানার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই, বিরক্ত ভাবে লর্ড জিজ্ঞাসা করিলেন "লোকটা কে?"

কোন অপরিচিত ব্যক্তিই—পোষাকে আষাকে তিনি ভিন্ন দেশীয় কোনও রাজ দূতই হউন্ না কেন?—রিতিবিগর্হিত ভাবে লর্ড মাউণ্ট্-সেভার্ণের সান্নিধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পাইতেন না। অনেক দিনের দুর্দ্দশা এ বিষয়ে ভৃত্যদিগকে বড় সতর্ক করিয়া দিয়াছিল।

উত্তর হইল "হুজুর, এই তাহার টিকেট। ওয়েষ্টলীনের মিঃ কারলাইল্।"

এই সময় পদে ভীষণ বেদনা অনুভব করিয়া, যন্ত্রণা কাতর ভাবে মাউণ্ট্সেভার্ণ বলিলেন, "ওয়েষ্ট্লীনের মিঃ কার্লাইল্! সে চায় কি? উপরে নিয়ে এস।"

আদেশানুযায়ী ভৃত্য কার্লাইল্কে আনিয়া হাজির করিল। আগন্তুকের বয়স সাতাইশের কাছাকাছি; দেহ দীর্ঘ, আকৃতি অসামান্য মহত্ত্বব্যঞ্জক।

নিজের অপেক্ষা খর্ব্বাকৃতি লোকের সঙ্গে কথা বলিবার সময়, গ্রীবাদেশটি তিনি ঈষৎ অবনত করিয়া থাকেন—পিতার নিকট হইতে এই অভ্যাসটি তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেহ এ বিষয়ের উল্লেখ করিলে, তিনি হাসিয়া বলেন "কৈ! আমিত বুঝিতে পারি না!" তাহার শরীর গঠন পরিপাটী, রং গৌর ও স্বচ্ছ, কেশরাজি গাঢ় পীত, এবং আয়ত ও স্থূল নেত্রাবরণের নিম্নে লোচন যুগল প্রদীপ্ত ও নীলাভ। মোট কথা, তাহার মুখখানা এমন, যাহা দেখিয়া স্ত্রীপুরুষ উভয়ই তৃপ্তি লাভ করে, যাহা সম্মানার্হ ও সরল প্রকৃতির পরিচায়ক। তাহার মুখমণ্ডল সুন্দরের অপেক্ষা মনোরম ও মহিমাব্যঞ্জকই বেশি। যদিও মফস্বলের উকীলের পুত্র, এবং নিজেও ওকালতী ব্যবসায়ের জন্যই অভিপ্রেত হইয়া ছিলেন, তথাপি তিনি ভদ্র-জনোচিত শিক্ষা প্রাপ্ত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধিতে মণ্ডিত হইয়া-ছিলেন। কাজের লোক যেমন বিষয়ান্তরে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সোজাসুজি চলে, তেমনি ভাবে তিনি লর্ড মাউণ্ট্ সেভার্ণের দিকে অগ্রসর হইলেন।

মাউণ্ট্ সেভার্ণ, সমশ্রেণীস্থ অভিজাতদিগের মধ্যে আদরআপ্যায়নে শ্রেষ্ঠ ছিলেন; হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন "মিঃ কার্‌লাইল, আপনার আগমনে বড় সুখী হইলাম। আপনি অবশ্যই দেখিতে পাইতেছেন, বিশেষ যন্ত্রণা এবং অসুবিধা ভোগ না করিয়া, আমি উঠিতে পারিতেছি না। শত্রু বাত রোগটা আবার আমাকে পাইয়া বসিয়াছে। মহাশয়, আসন গ্রহণ করুণ; আপনার কি এখানেই থাকা হয়?"

"এই মাত্র ওয়েষ্ট্ লীন্ হইতে আসিলাম। মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাই আমার আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য।"

তাঁহার অসংখ্য পীড়াদায়ক মহাজনদিগের কাহারো প্রতিনিধিস্বরূপ হয়ত কার্‌লাইল তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন, হঠাৎ মনে

এই প্রকার সন্দেহ জাগ্রত হওয়াতে, ঈষৎ অধীর ভাবেই মাউন্ট্ সেভার্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সঙ্গে আপনার কি প্রয়োজন ?"

চেয়ারখানা অধিকতর নিকটে আনিয়া অধিকতর মৃদুস্বরে কার্লাইল বলিতে লাগিলেন "মহাশয়, একটা জনরব আমার কাণে পঁহুছিয়াছে যে আপনি নাকি ইষ্ট্লীন্টি বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন ?"

সন্দেহ ক্রমেই অধিকতর বদ্ধমূল হইতেছে, তাই, ঠিক উদ্ধত না হইলেও, কতকটা গম্ভীর স্বরে লর্ড মাউন্ট্ সেভার্ণ বলিয়া উঠিলেন "একটু অপেক্ষা করুণ, মহাশয়। আপনার সঙ্গে কি আমি, কোন আত্মসন্মানবোধপূর্ণ পুরুষের সঙ্গে যেমন, তেমন বিশ্বস্ত আলাপ করিতে পারি ? অথবা আপনার প্রশ্নের অন্তরালে কোনও উদ্দেশ্য লুকায়িত আছে ?"

কার্লাইল্ উত্তর করিলেন "আপনার কথা আমি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।"

"আচ্ছা, তবে পরিষ্কার ভাবেই বলি,—আমায় মার্জ্জনা করিবেন, কারণ, আমাকে ত' অবস্থা বিবেচনা করিয়া কথা বলিতে হইবে। আমার নীচাশয় মহাজনেরা, উপায়ন্তরে যে কথা আমার নিকট হইতে কিছুতেই পাইতে পারে না, তাহাদের পক্ষ হইয়া সেই কথা লইবার জন্য আপনি আমার নিকট আসেন নাই ত ?"

আগন্তুক ধীরভাবে উত্তর করিলেন "মহাশয়, আত্মসন্মান-রক্ষা-বিষয়ে উকীলদের ধারণাটা একটু শিথিল সন্দেহ নাই ; ব্যবসায়ের অনুরোধে অনেক সময়ই বিবেককে তাঁহারা বিক্রেয় জিনিষ মনে করিয়া থাকে বলিয়া তাঁহাদের দুর্ণাম আছে, স্বীকার করি। কিন্তু একথা আপনি কখনো মনে স্থান দিবেন না যে, কখনো আমি আপনার বিরুদ্ধে কোন অভিসন্ধিতে লিপ্ত হইব। মনে ত পড়ে না, যে কখনো আমি কোন

নীচ চক্রান্তে লিপ্ত হইয়াছি। এবং কখনো যে হইব, তাহাও আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।"

"ক্ষমা করুণ, মিঃ কার্‌লাইল। আমার উপর যে সকল চালাকী ও জুচ্চোরি খেলা হইয়াছে, তাহা যদি আপনি জানিতেন, তবে আর আমার সংসারটিকে সন্দেহের চোখে দেখিতে দেখিয়া, আপনি আশ্চর্য্য হইতেন না। যাক্‌—এখন আপনার বক্তব্য বলুন।"

"আমি শুনিয়াছি, ইষ্ট্‌লীন্‌ গোপনে বিক্রয় হইবে। আপনার গোমস্তা অতি সংগোপনে এ বিষয়ে আমায় একটু আভাষ দিয়াছেন। যদি এ কথা ঠিক হয়, তবে আমি ক্রেতা হইতে ইচ্ছা করি।"

মাউণ্ট্‌সেভার্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন "কার পক্ষে ?"

"কা'রো পক্ষে নয় ; আমার নিজের জন্যই।"

"আপনার নিজের জন্য !" লর্ড হাসিয়া উঠিলেন, "তবে ত' দেখিতেছি মিঃ কারলাইল্‌, ওকালতিটি তেমন মন্দ ব্যবসায় নয় !"

কারলাইল্‌ উত্তর করিলেন "বাস্তবিকই নয়—যদি আমাদের যেমন আছেন, তেমন বড় বড় আত্মীয় কুটুম্ব থাকেন। আমার মাতুল আমার কিছু সম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন ; এবং বাবাও মন্দ রাখেন নাই।"

"হাঁ, এখন বুঝিলাম। এ সবও কি ওকলাতিরই উপার্জ্জন ?"

"না, ঠিক সবটা নয়। বিবাহের সময় যৌতুক স্বরূপ, মা কিছু নগদ টাকা লইয়া আসিয়াছিলেন। তাই লইয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া বাবা বেশ লাভ করেন। কিছু টাকা খাটাইবার জন্য একটু জমি জমা করিব ভাবিয়া অনেক দিন হইতেই একটা ভাল জায়গার খোঁজ করিয়া আসিতেছি। যদি আমারই দিতে আপনার ইচ্ছা হয়, আর দর দস্তুরে বনি-বনাও হয়, তবে ইষ্ট্‌লীন্‌টী পাইলেই আমার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়।"

কোনো প্রত্যুত্তর করিবার পূর্ব্বে লর্ড মাউণ্ট্সেভার্ণ কয়েক মুহূর্ত্ত কি চিন্তা করিলেন :—পরিশেষে তিনি বলিতে লাগিলেন "আমার অবস্থা বড়ই খারাপ হইয়া পড়িয়াছে, মিঃ কার্‌লাইল। যেখান হইতেই হউক, কিছু নগদ টাকা আমাকে পাইতে হইবেই। পূর্ব্বকৃত কোনও উইল অনুসারে ইষ্ট্‌লীনে আমার যে সুধু জীবন সত্ব আছে, তা' নয়; এবং ইহার মূল্য অনুযায়ী কোনো মরগেজেও ইহাকে আবদ্ধ করি নাই। তবে অবশ্যই আপনি বুঝিতে পারিতেছেন যে, এই শেষের কথাটি এ সংসারের আর কেহ জানে না। আচ্ছা, দেখুন, আমার যত দূর মনে হইতেছে,তাহাতে বোধ হয়, আঠারো বৎসর পূর্ব্বে, যখন অতি সুলভে আমি ইষ্ট্‌লীন্ কিনিয়াছিলাম, তখন আপনিই অপর পক্ষের উকীল ছিলেন।"

ঈষৎ হাসিয়া কার্‌লাইল্ উত্তর করিলেন "না—আমার বাবা। আমি তখন বালক মাত্র।"

"ঠিক, ঠিক, আপনার বাবার কথা বলাই আমার উচিত ছিল। যা'ক্, ইষ্ট্‌লীন্ বিক্রয়ের পরে, এর উপর যত দাবী দাওয়া আছে, সে সব নিষ্পত্তি করিয়া, আমার হাতে মাত্র কয়েক হাজার আসিতে পারে। হাঁফ্ ছাড়িবার মত আমার আর অন্য উপায় নাই; কাজেই ইহা বিক্রয় করিতে আমি সংকল্প করিয়াছি। তবে, এখন আসল কথাটা শুনুন। যদি একথা প্রকাশ হইয়া পড়ে যে, ইষ্ট্‌লীন্ আমার হাতছাড়া হইতেছে, তবে এখনই আমার কাণের কাছে বোলতার ঝাঁক আসিয়া উড়িয়া পড়িবে। কাজেই, আপনি যে বলিয়াছেন, কাজটি গোপনে সমাধা করিতে হইবে। বুঝিলেন ত?"

মিঃ কার্‌লাইল্ উত্তর করিলেন "সম্পূর্ণ রূপে।"

"অপর কেহ কিনিলেও যেমন, আপনি কিনিলেও আমার পক্ষে ঠিক তেমনি—যদি, আপনিই যে বলিয়াছেন, দর দস্তুরে বনিবনাও হয়।"

"মোটামুটি ভাবে, মহাশয়, ইহাতে কত আশা করেন?"

"বিশেষ বিবরণের জন্য আপনাকে আমার গোমস্তা ওয়ার্‌বার্টন্‌দের কাছে যাইতে হইবে। সত্তর হাজার পাউণ্ডের (এক লক্ষ টাকার) কম নয়।"

দৃঢ়ভাবে কার্‌লাইল্‌ উত্তর করিলেন, "বড় বেশী মহাশয়!"

মাউণ্ট্‌সেভার্ণ প্রত্যুত্তর করিলেন "কিন্তু এ ও ঠিক দাম হয় না।"

সরলভাষী আইন ব্যবসায়ী পুনরায় বলিলেন "এ প্রকার দায়-ঠেকা বিক্রীতে কথনও প্রকৃত মূল্য পাওয়া যায় না। বোচ্যাম্পের নিকট হইতে এই আভাষ পাইবার পূর্ব্বে আমার বিশ্বাস ছিল যে, ইষ্ট্‌লীন্‌টী আপনার মেয়েকে দিবেন বলিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন।"

লর্ড মাউণ্ট্‌সেভার্ণের ললাট-রেখাসমূহ অধিকতর প্রকটিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন "না, তাকে কিছুই দেওয়া হয় নাই। নির্ব্বোধের মত পলাইয়া বিবাহ করিবার ফল এমন ধারাই হইয়া থাকে। আমি সেনাপতি কন্‌ওয়ের মেয়ের সঙ্গে প্রেম পাড়িয়াছিলাম। কিন্তু সেনাপতি আমার উপর নারাজ ছিলেন, বলিতেন আমার আমিরী চাইল ও উড়ন্‌ স্বভাব ত্যাগ না করিলে, কথনো তিনি মেরিকে আমায় দিবেন না। কাজেই তথন, আমাদের উভয়ের দুর্ভাগ্যবশতঃ, নির্ব্বোধের মত তাকে আমি গ্রেট্‌নাগ্রীনে চুপি চুপি লইয়া যাই; এবং নির্ব্বোধের মত, তিনিও কোন কাবীন্‌-নামা না লইয়াই মাউণ্ট্‌সেভার্ণের কাউণ্টেস্‌ হইয়া বসিলেন। পরে পরে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা ধরিতে গেলে, একাজটাকে দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে হয়। মেয়ের পলায়নের সংবাদ দিয়া সেনাপতিকে খুন করা হইয়াছিল!"

বিস্মিত কার্‌লাইল্‌ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "খুন করা হইয়াছিল!"

"হাঁ, তাই। তাঁর হৃদ্‌-রোগ ছিল; এই উত্তেজনায় তাহার চূড়ান্ত

সংঘটিত হইল! তদবধি হতভাগিনী স্ত্রী আমার আর কখনো শান্তি পা'ন নাই—পিতার মৃত্যুর জন্ম আপনাকেই তিনি দোষী মনে করিতেন। আমার বিশ্বাস, তা'র নিজের মৃত্যুও ইহাতেই হইয়াছিল। অনেক বৎসর তিনি পীড়িত ছিলেন; ডাক্তারেরা ব্যামোটাকে যক্ষা বলিত—কিন্তু তা'দের পরিবারে কখনো কা'রো যক্ষা হয় নাই। আমার মনে হইতেছে, ব্যামোটা তার, কেমন এক রকম তিল্ তিল্ করিয়া শুকাইয়া যাইবার মত হইয়াছিল। আমি বেশ বুঝিয়াছি, চুরি করিয়া বিবাহ করার ফল কখনো ভাল হয় না; আমার নিজের পরে আরো অনেক স্থলে আমি ইহা লক্ষ্য করিয়াছি। নিশ্চয়ই কিছু-না-কিছু অশুভ ইহা হইতে জন্মিবেই জন্মিবে।"

মাউণ্ট্ সেভার্ণ বিরত হইলেন—বোধ হইল তিনি যেন চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছেন। তাই, মন্তব্যের ভাবে কার্‌লাইল্ বলিলেন "কাবীন্-নামা ত, বিবাহের পরেও হইতে পারিত?"

"জানি যে, হইতে পারিত,—কিন্তু হইয়াছিল না। আমার স্ত্রী কোন সম্পত্তির অধিকারিণী ছিলেন না; আমিও অমিতব্যয়ী জীবন-গতিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছিলাম! আমরা কেহই আমাদের ভবিষ্য সন্তানদের জন্য কোনো সংস্থাপনের কথা কখনো মনেই স্থান দিই নাই। আর যদি মনে করিয়াও থাকি, কাজে কিছুই করি নাই! একটা প্রাচীন কথা আছে, মিঃ কার্‌লাইল্, এবং কথাটা ঠিকও, যে, যাহা কোনো সময়ে করা যাইতে পারে, তাহা কখনো করা হয় না।"

কার্‌লাইল্ সম্মতিসূচক মস্তক সঞ্চালন করিলেন।

রুদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে মাউণ্ট্ সেভার্ণ আবার বলিতে লাগিলেন "তাই আজ বালিকা আমার সম্পত্তিহীনা। যখন সুস্থ ও গম্ভীর হই, তখনি, সে জীবনে ঠিক হইয়া বসিবার আগে আমার মৃত্যু হইলে তাহার কতটা অসুবিধা হইতে পারে, এই ভাবনা আমার মনে উদয় হয়। তা'র যে

ভাল বিবাহ হইবে, সে বিষয়ে আমার অনুমাত্র সন্দেহ নাই--কারণ, সৌন্দর্য্য তা'র অসামান্য ; এবং ইংরেজ বালিকার যে ভাবে লালিত পালিত হওয়া উচিত, সে ভাবেই সে হইয়াছে। চঞ্চলতা ও বিলাসিতা সে শিখে নাই। জীবনের প্রথম বারোটি বৎসর মেয়ে আমার, তা'র জননীর কাছে শিক্ষা পাইয়াছিল ; তা'র এই জননী, (যে পাগলামোর কাজে আমাদ্বারা তিনি প্রণোদিত হইয়াছিলেন, সেটি বাদ দিলে) আদর্শ সাধ্বী ও সুরুচি-সম্পন্না রমণী ছিলেন। তারপর, বালিকা আমার একজন প্রশংসনীয়া শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধানে শিক্ষিত হইয়াছে। সে যে গ্রেট্নাগ্রীণে পলাইয়া যাইয়া বিবাহ করিবে, সে আশঙ্কা আর নাই।"

উকীল মন্তব্য করিলেন "আমার মনে হইতেছে, ছেলেবেলায় তিনি ভারি সুন্দরী ছিলেন ?"

"হাঁ, তা'র মার জীবদ্দশায় আপনি তা'কে ইষ্ট্লীনে দেখিয়া থাকিবেন। যাক্, এখন কাজের কথায় ফিরিতে হয় ; মিষ্টার কারলাইল্, আপনি যদি ইষ্ট্লীন্ সম্পত্তির ক্রেতা হইতে ইচ্ছা করেন, সেটা তবে খুব গোপনে হইতে হইবে। মরগেজ্টা শোধ করিয়া যাহা বাঁচিবে, আপনাকে বলিতেছি, তাহা আমি নিজের জন্য রাখিবই। এবং আপনি অবশ্য বুঝিতে পারিতেছেন যে, হতচ্ছাড়া লোকগুলি যদি এ হস্তান্তরের ঘুণাক্ষরও টের পায়, তবে আর আমি তা'র কাণাকড়িও ছুঁইতে পারিব না। সংসারের চোখে ইষ্ট্লীনের সত্ত্বাধিকারী এখনো লর্ড মাউণ্টসেভাণই থাকিবে— অন্ততঃ অল্প কিছু সময় ত। এতে হয়তঃ আপনি আপত্তি করিবেন না ?"

উত্তর করিবার পূর্ব্বে মিষ্টার কার্লাইল্ কিয়ৎকাল বিবেচনা করিয়া লইলেন। তৎপর ইহা নির্দ্ধারিত হইল যে, প্রাতে প্রথমেই তিনি ওয়ার্-বার্টন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া পরামর্শ স্থির করিবেন। তখন তিনি

যাইবার উদ্দেশ্যে গাত্রোত্থান করিলেন, কিন্তু বেলা বড় বেশী হইয়াছে দেখিয়া লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ বলিলেন "এ বেলাটা, অনুগ্রহ করিয়া, এখানেই থাকুন না ?"

কার্‌লাইল একটু ইতস্ততঃ করিলেন—একবার পরিধেয়ের দিকেও দৃষ্টিপাত করিলেন,—এযে ভদ্রলোকের দিব্য প্রাতঃকালীন বেশ; মধ্যাহ্ন ভোজনের পোষাক ত কোন মতেই নহে !

বুঝিয়া, মাউণ্টসেভার্ণ বলিলেন "সে জন্য ভাবিবেন না। আমার মেয়েটি ছাড়া আমরাই সেখানে সর্ব্বেসর্ব্বা। অবশ্য কাসেল্‌মার্‌লিংএর মিসেস্ ভেন আমাদের সঙ্গে আছেন; গেল দরবার গৃহে আমার মেয়েকে লইয়া যাইবার জন্য তিনি এখানে আসিয়াছিলেন। কিন্তু আমার যতদূর মনে হইতেছে, তিনি দুপুরে বাহিরেই খাইবেন। আর যদি তা নাই হয়, আমরা এখানে বসিয়াই খাইব এখন। আমার এই পোড়া পায়ের জন্য আপনাকে একটু কষ্ট দিতে হইতেছে; অনুগ্রহ করিয়া ঘণ্টাটা একবার টিপিবেন কি ?"

কার্‌লাইল উঠিয়া ঘণ্টাধ্বনি করিলেন, উত্তরে জনৈক পরিচারক কক্ষে প্রবেশ করিল।

লর্ড বলিলেন, "দেখিয়া আস, মিসেস্‌ভেন্ বাড়ীতে খাইবেন কি ?"

অমনি লোকটি উত্তর করিল "হুজুর, তিনি নিমন্ত্রণে যাইতেছেন তাঁহার জন্য গাড়ী আসিয়া দরজায় অপেক্ষা করিতেছে।"

"বেশ, মিষ্টার কারলাইল এখানে খাইবেন।"

সাতটার সময় ডিনারের ঘণ্টা পড়িল; এবং একখানা সচক্র কেদারায় করিয়া লর্ড মাউণ্টসেভার্ণকে পার্শ্বস্থ কক্ষে লইয়া যাওয়া হইল। যখন এক দিকের দ্বার দিয়া তিনি ও মিষ্টার কার্‌লাইল্, প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন বিপরীত দিকের দরজা দিয়া অপর কে আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

কে—কি—এ! মিষ্টার কার্‌লাইল চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না—এ দেবী, কি, মানবী?

একটি তম্বঙ্গী মাধুর্য্যময়ী বালিকামূর্ত্তি,—একখানা অতুল, সুন্দর মুখ, এমন সুন্দর যে চিত্রকরের কল্পনায় ব্যতীত কদাচিৎ ইহা দৃষ্ট হয়!—গাঢ়-চিক্কণ কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ বালিকার মত মসৃণ পৃষ্ঠ ও অংশোপরি দোদুল্যমান্; মুক্তাবিভূষিত সুন্দর কোমল বাহু-যুগল, এবং বহুমূল্য শ্বেত লেস্-পরিশোভিত ফুলানো পরিধেয়। মোটের উপর, আইনব্যবসায়ীর চক্ষুর নিকট দৃশ্যটি এ জগতের অপেক্ষা কোন মনোরম্যতর জগতের বলিয়া প্রতিভাত হইতেছিল।

লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ উভয়ের সঙ্গে উভয়ের পরিচয় করিয়া দিলে, তাঁহারা ভোজন-টেবিলের পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন—মাউণ্টসেভার্ণ শীর্ষদেশে, এবং ইশাবেল্ ও কার্‌লাইল মুখামুখী হইয়া বসিলেন। ইতি পূর্ব্বে কার্‌লাইল কখনো আপনাকে রমণী-সৌন্দর্য্যের বিশেষ প্রশংসাকাঙ্ক্ষী বলিয়া মনে করেন নাই; কিন্তু, আজ সন্মুখোপবিষ্টা যুবতীর অসামান্য লাবণ্য তাহার চিত্ত-স্থৈর্য্য অপহরণ করিয়া ফেলিয়াছে। পরমরমণীয় মুখ-মণ্ডলের পূর্ণ গঠন, কি কোমল কপোলদেশের গোলাপীরাগ, অথবা অবেণী-সংবদ্ধ অপর্য্যাপ্ত দোদুল্যমান্ কেশরাজি দেখিয়া যে, তিনি এতটা মুগ্ধ হইয়াছেন, তাহা নহে। কোমল কৃষ্ণতার চক্ষুর কমনীয় ভাবই তাহাকে এতটা মোহিত করিয়াছে। জীবনে এমন চক্ষু তিনি আর কখনো দেখেন নাই। বালিকার উপর হইতে তিনি দৃষ্টি ফিরাইতে পারিতেছেন না। মুখখানা দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইতেছিল ইহাতে কেমন যেন একটা বিমর্ষ দুঃখের ছায়াও আছে; কিন্তু সকল সময় ইহা অনুভূত হইতেছে না,—সুধু যখন মুখ্খানা সৌম্যভাব ধারণ করিতেছে, তখনই ইহা পরিদৃষ্ট হইতেছে। কার্‌লাইল আরও বুঝিতে

পারিলেন যে, যে চক্ষুর তিনি এতটা তারিফ করিতেছেন, এই বিমর্ষভাবটি সেই চক্ষুতেই বিরাজমান্। ঈদৃশ ভাব, অধিকারীর অজ্ঞাতসারে, বিনা-কারণে, যেখানে বিরাজ করিতে দেখিবে, সেখানেই জানিও, ইহা তাহার ভাবী দুঃখ-দুর্দ্দশার পরিচায়ক। কিন্তু কারলাইল ইহা বুঝিলেন না। ইশাবেল্ ভেনের সম্ভাবিত প্রোজ্বল ভবিষ্যতের সঙ্গে কেইবা দুর্দ্দশার ছায়া সংযুক্ত করিতে পারে!

পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার পরিধেয় দেখিয়া বোধ হইতেছে, তুমি বাহিরে যাইতেছ ইশাবেল?"

কন্যা উত্তর করিলেন "হাঁ, বাবা। মিসেস্ লেভিসন্কে যাহাতে চা নিয়া আমাদের জন্য বসিয়া থাকিতে না হয়, তাই এখনই যাইতেছি। চা খাওয়াটা তিনি একটু আগেই পছন্দ করেন। আমি ঠিক বলিতে পারি, মিসেস্ ভেন্ নিশ্চয়ই ডিনারের সময় তাহাকে অনেকটা বসাইয়া রাখিয়াছেন। ৬টার পর তিনি এখান থেকে গাড়ীতে উঠেন।"

"আমি আশা করিতে পারি কি যে, আজ রাত্রে আর তুমি দেরী করিয়া বাড়ী ফিরিবেনা?"

"এটা, বাবা, মিসেস্ভেনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।"

"তবেই হইয়াছে! আমাদের এই ফ্যাশন্-দুরন্ত সংসারে, যুবতী রমণীরা রাত্রিকে দিনে পরিবর্ত্তিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; ইহা তাহাদের গোলাপ দুইটির পক্ষে বড়ই খারাপ হইয়া থাকে। কেমন, নয় কি মিঃ কারলাইল?"

কারলাইল আপনার সম্মুখস্থ গণ্ডোপরি প্রস্ফুটিত গোলাপ দুইটির উপর একবার বক্র দৃষ্টিপাত করিয়া লইলেন। দেখিলেন, এই দুইটি এত সজীব ও উজ্জ্বল যে, কিছুতেই তাহারা মলিন হইবার নহে।

ভোজনান্তে জনৈক পরিচারিকা একখণ্ড সাদা কাশ্মিরী গাত্রাবরণ লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল, ও যুবতী কর্ত্রীর স্কন্ধোপরি রক্ষা করিয়া জানাইল—গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে।

পিতার নিকট অগ্রসর হইয়া লেডি ইশাবেল বলিলেন "এখন তবে যাই বাবা?"

বালিকাকে আপনার দিকে টানিয়া লইয়া, ও তাহার সুন্দর মুখ চুম্বন করিয়া তিনি উত্তর করিলেন "যাও, বাছা। মিসেস্‌ ভেন্‌কে বলিও, তুমি যে শেষরাত্রি পর্য্যন্ত বাহিরে থাকিবে এ আমার ইচ্ছা নয়।—তুমি যে এখনও ছেলে মানুষটি!—মিঃ কার্‌লাইল, একবার ঘণ্টা-ধ্বনিটা করিবেন কি? বাছাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিবার মত শক্তি আমার নাই!"

ঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে ঈষৎ গোলমেলে ভাবে কার্‌লাইল্‌ বলিলেন "আমায় যদি অনুমতি করেন,—যুবতী রমণীদের পরিচর্য্যায় অনভ্যস্ত ব্যক্তির সেবার ক্রটী যদি লেডি ইশাবেল অনুগ্রহ করিয়া মাফ্‌ করেন,—তবে এঁকে গাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া আপনাকে আমি ধন্য মনে করিতে পারি।"

মাউণ্ট্‌সেভার্ণ ধন্যবাদ করিলেন, যুবতী ঈষৎ হাসিলেন। তখন কার্‌লাইল্‌ প্রশস্ত আলোকিত সোপানাবলি বাহিয়া তাহাকে নিম্নতলে লইয়া গেলেন, ও অনাবৃত মস্তকে সুশোভন শকটের কাছে দাঁড়াইয়া লেডি ইশাবেলকে হাত ধরিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন; এবং আপনার স্বভাবসিদ্ধ সরল প্রসন্ন ভাবে হস্ত প্রসারিত করিয়া যুবতী, কার্‌লাইলের নিকট বিদায় চাহিলেন। তখন ঘর্‌ ঘর্‌ শব্দে শকট গন্তব্য পথে চলিয়া গেল, ও কার্‌লাইল্‌ মাউণ্ট্‌সেভার্ণের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

লর্ড জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন মেয়েটি দিব্য নয় কি ?" অনুচ্চ আন্তরিকতার স্বরে কার্‌লাইল উত্তর করিলেন "দিব্য কথাটিতে তাঁর সৌন্দর্য্যের মত সৌন্দর্য্য বুঝায় না। এর অৰ্দ্ধেক সুন্দর মুখ ও আমি আর দেখি নাই !"

"শুনিতে পাইতেছি, গত সপ্তাহের দরবার গৃহে মেয়েটী আমার একটা উত্তেজনারই সৃষ্টি করিয়াছিল !—এই চিরস্থায়ী বাতটা আমায় একেবারে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে !—সে যেমন সুন্দরী, আবার তেমনই সুচরিত্রা ”

লর্ড মাউন্ট্‌সেভার্ণ পক্ষপাতিত্ব করেন নাই। প্রকৃতি, ইশাবেলকে কেবল যে দেহে ও মনে, তাহা নহে—অন্তরে ও আশ্চর্য্যরূপে বিভূষিত করিয়াছেন। এই বৃহৎ সংসারের সীমা হইতে দূরে ছিলেন বলিয়া, ও তাঁহার শিক্ষা বিষয়ে যে যত্ন নেওয়া হইয়াছে তাহার গুণে,—যতটা সম্ভব পর, লেডি ইশাবেল ততটা ফ্যাশনের হাত এড়াইয়াছেন। জননীর জীবদ্দশায় অবশ্য মধ্যে মধ্যে তিনি ইষ্ট্‌লীনে বাস করিয়াছেন ; কিন্তু তখন প্রধানতঃ ওয়েল্‌স্‌প্রদেশস্থ মাউণ্ট্‌সেভার্ণের বিস্তৃত প্রাসাদেই অধিকতর সময় যাপন করিতেন। জননীর মৃত্যুর পরে, বিচক্ষণ শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধানে, সর্ব্বদাই তিনি মাউন্ট্‌সেভার্ণে বাস করিয়াছেন। সেখানে তাঁহাদের জন্য অতি অল্প লোক জনই রাখা হইয়াছিল ; এবং বলা নাই, কহা নাই, মধ্যে মধ্যে হঠাৎ যাইয়া লর্ড মাউন্ট্‌সেভার্ণ ও তাঁহাদিগকে দেখিয়া আসিতেন। ইশাবেল সদাশয় ও দয়ার্দ্র হৃদয়, ভীতস্বভাব ও চঞ্চলপ্রকৃতিক, এবং সকলের প্রতিই ভদ্র ও বিবেচক, তাঁহাকে এবম্প্রকার প্রশংসিত হইতে দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিও না, পাঠক ; বরং, যত দিন তাঁহাকে সুখ্যাতি করিতে ও ভাল বাসিতে পার, ততদিনই তাহা করিয়া লও—এই নির্দ্দোষ

কৈশোরে তিনি সুখ্যাতি ও ভালবাসার উপযুক্তই বটেন। ইহার পর এমন সময় আসিবে, যখন এই প্রশংসার ও ভালবাসার কথা অপাত্রন্যস্ত হইয়া পড়িবে। ভবিষ্যতে, যে দুরদৃষ্ট এই বালিকাকে গ্রাস করিবে, তাহা যদি তাহার পিতা পূর্ব্বে দেখিতে পাইবেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি সম্মুখে দণ্ডায়মানা বালিকাকে, ক্রোধে নহে, ভালবাসিয়াই, আঘাতে আঘাতে মারিয়া ফেলিতেন, কিছুতেই তাহাকে সেই অদৃষ্টভাগিণী হইতে দিতেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—⁂—

ভগ্নক্রুশ।

চলিতে চলিতে লেডি ইশাবেলের গাড়ী, মিসেস্ লেভিসনের বাস-ভবনের সম্মুখে আসিয়া, তাঁহাকে নামাইয়া দিল।

মিসেস্ লেভিসন্, একজন অশীতিবর্ষদেশীয়া বৃদ্ধা—আলাপ ব্যবহারে রূঢ়া, অথবা মিসেস্ ভেনের ভাষায়, 'খিট্‌খিটে।' যখন লেডি ইশাবেল গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন তিনি ঠিক অসহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তির মত দেখাইতেছিলেন—নিজের কালো সাটিনের গাউনটি ধরিয়া টানিতে ছিলেন; আর তাহার টুপিটি এক পাশে সরিয়া পড়িয়াছিল। মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য মিসেস্ ভেন্ তাহাকে অনেকটা সময় বসাইয়া রাখিয়াছিলেন; এখন আবার ইশাবেলের জন্য তিনি চা খাইতে পারিতেছেন না! এমনধারা কাজ বৃদ্ধাদের মেজাজ ও স্বাস্থ্যের সঙ্গে বড় বেমিল হইয়া পড়ে না কি?

তাহার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে লেডি ইশাবেল বলিয়া উঠিলেন "বড় বেশী দেরী করিয়া ফেলিয়াছি বলিয়া আমার আশঙ্কা হইতেছে। কিন্তু কি করিব?—একজন ভদ্রলোক বাবার সঙ্গে আহারে বসিয়াছিলেন—তাই ভোজন-ব্যাপারে সময়টা আজ কিছু বেশি লাগিয়াছে।"

বিরক্ত ভাবে বৃদ্ধা বলিলেন "যথা সময়ের ২৫টি মিনিট পরে তুমি আসিলে!—আর আমি চা'র জন্য অস্থির!—এম্মা, চা আনিতে বল।"

ঘণ্টাধ্বনি করিয়া মিসেস্ ভেন্ আদেশানুযায়ী কার্য্য করিলেন। ইনি একজন ক্ষুদ্রকায়া বড়বিংশতিবর্ষীয়া রমণী। মুখখানা সাদাসিধা রকমের,

কিন্তু শরীর-গঠন বেশ পরিপাটী; বিশেষ কলাবতী, কিন্তু অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্য্যন্ত ও যেন গর্ব্বস্ফীতা। ইহার স্বর্গগতা জননী, মিসেস্ লেভিসনের কন্যা ছিলেন। আর ইহার স্বামী, রেমণ্ড ভেন্, মাউণ্ট্-সেভার্ণের আর্ল্-পদবীর উত্তরাধিকারী।

ইশাবেলের দিকে চাহিয়া মিসেস্ লেভিসন্ বলিলেন "তোমাদের ওই নিত্যনূতন পোষাকআষাকের অত নামধাম আমি জানিনে, বাছা! ওই তোমার গায়ের ওটা খুলিয়া রাখিবে কি?"

—গাত্রাবরণটি খুলিয়া ফেলিয়া লেডি ইশাবেল তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

চা ভিজাইবার পাত্র প্রভৃতি লইয়া ভৃত্যদিগকে কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মিসেস্ ভেন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "চা যে এখনো তৈয়িরি হয় নাই, ঠাকুর মা! ঘরে আনিয়া তৈয়িরি করানো হয় কি?"

মিসেস্ লেভিসন্ জিজ্ঞাসা করিলেন "নয় ত' কোথায় তৈয়িরি করাইতে হইবে?"

মিসেস্ ভেন্ বলিলেন "কেন—ঠিক ঢালিবার মত করিয়া আনা টাই বেশি সুবিধাজনক মনে হয় না কি? তৈয়িরি করার ঝক্মারিটা মোটেই আমি পছন্দ করি না!"

বৃদ্ধার মুখ হইতে তীব্র উত্তর বাহির হইল "বটে! আর ছ্ছারের উপর ছড়াইয়া ফেলিয়া ঠাণ্ডা করিয়া খাওয়া হউক!—চিরটা কালই তুমি বড় অলস ছিলে, এম্মা!—আর ঐ ফার্শি কথাগুলির বুকুনি দিতে তুমি বরাবরই অভ্যস্ত! আমি হইলে, একটা ছাপানো বিজ্ঞাপন আমার কপালে ঝুলাইয়া রাখিতাম, যে, 'আমি ফার্শি বলি', আর অম্নি করিয়া মানুষকে আমার পাণ্ডিত্যের কথা জানিতে দিতাম!"

মাতামহীর পশ্চাদুপবিষ্টা লেডি ইশাবেলের দিকে একটা সঘৃণ মুখভঙ্গীর 'তার' প্রেরণা করিয়া, মিসেস্ ভেন্ জিজ্ঞাসা করিলেন "বরাবর কে তোমার জন্য চা করিয়া থাকে ?"—তাহার এই কটাক্ষে লেডি ইশাবেলের চক্ষু দুইটি নম্র ভাবে নত হইয়া পড়িল, এবং তাঁহার গণ্ডদ্বয় রক্তিম হইয়া উঠিল। বয়োজ্যেষ্ঠা, তাহাতে আবার—পিতার অতিথি ; তাই তিনি মিসেস্ ভেনের সঙ্গে মতান্তর দেখাইতে তাঁহার ইচ্ছা নাই,—অথচ, মাতামহীর প্রতি প্রযুক্ত অকৃতজ্ঞতা কি পরিহাসের ভাবটুকু স্থান দিতেও তাঁহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল।

মিসেস্ লেভিসন্ উত্তর করিলেন "হ্যারিয়েট্ আসিয়া চা করিয়া দেয় ; আর যখন আমি একা থাকি—বেশীর ভাগ সময়ই এটা ঘটে—তখন আমার সঙ্গে বসিয়াই চা খায়! তোমাদের ভাব ও রুচি, সব সুমার্জ্জিত—তোমাদের এ সব পছন্দ হয় কি, এম্‌মা সায়েবা ?"

"অবশ্যই যেমন তোমার হয়, দিদি মা!"

তারপর বৃদ্ধা বলিলেন "ঐ যে চা-দানটি তোমার কনুইয়ের কাছেই রহিয়াছে ; ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দে কেট্‌লির ধুঁয়া সবও বাহির হইয়া যাইতেছে। আজ রাত্রে যদি চা খাইতেই হইবে, তবে এখনি তৈয়িরি করা ভাল।"

হস্ত দুইটি কি দস্তানা দুইটি নষ্ট হইবার ভয়ে মিসেস্ ভেন্ শিহরিয়া উঠিলেন। সংক্ষেপে বলিতে পারা যায়, যে কোনো প্রয়োজনীয় কাজ করিবার উপরই তাহার একটা বিদ্বেষ ভাব ছিল। তাই তিনি বিরক্তভাবে বলিলেন "কতটা চা দিতে হইবে, আমি জানি না যে!"

ত্রস্ত উঠিয়া লেডি ইশাবেল্ জিজ্ঞাসা করিলেন "মিসেস্ লেভিসন্, আমি করিব কি? মাউণ্টসেভার্ণে আমিই চা করিতাম, এখনো বাবার জন্য করিয়া থাকি।"

বৃদ্ধা উত্তর করিলেন "কর, বাছা, কর। তুমি ওর দশটার সমান।"

আহ্লাদে হাসিতে হাসিতে ইশাবেল্ দস্তানা খুলিয়া ফেলিয়া টেবিলের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। ঠিক এমনি সময়ে একজন সুপুরুষ যুবক অন্যমনস্ক ভাবে সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। সুগঠিত অঙ্গ-প্রতঙ্গ, বায়সবিনিন্দী কেশকলাপও কর্পূরধবল দন্তপাঁতির জন্য, ইনি সমাজে একজন সুশ্রী পুরুষ বলিয়াই পরিগণিত। কিন্তু তীক্ষ্ণদর্শীর চক্ষুর নিকট তাহার এই গঠন-ভঙ্গিমায় আকর্ষক ভাব মোটেই নাই। কাহারো সঙ্গে কথা বলিবার সময় ঐ কৃষ্ণতার চক্ষুদ্বয়ের অন্য দিকে ফিরিয়া দেখিবারও কেমন একটা অভ্যাস আছে। ইনি—ফ্রান্সিস্, কাপ্তান লেভিসন্।

আগন্তুক বৃদ্ধা রমণীর পৌত্র ও মিসেস্ ভেনের মাতুল পুত্র। দেশ-কালপাত্রানুসারে অতি অল্প লোকেই, ব্যবহারে, মুখের ভাবে ও অঙ্গ ভঙ্গিমায় ইহার মত মোহিত করিতে পারেন; অতি অল্প লোকেই ইহার মত শ্রোতাকে আপন বক্তব্য বিষয়ের প্রতি মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারেন; আবার অতি অল্প লোকেই অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে ইহার মতহৃদয়হীন। সংসার ইহাকে আদর করে, সমাজ ইহাকে সম্মান করে, কারণ, যদিও নিজে তিনি একজন নির্গুণ অমিত-ব্যয়ী পুরুষ (এবং ইহা অনেকেরই বিদিত) তথাপি, তিনি বৃদ্ধ ধনী স্যার পিটার লেভিসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী!

যুবক কক্ষে প্রবেশ করিলে, বৃদ্ধা মহিলা বলিয়া উঠিলেন,—"কাপ্তান্ লেভিসন্—লেডি ইশাবেল।" পরিচয়ে উভয় উভয়কে অভিবাদন করিলেন। আপনার প্রতি প্রযুক্ত, যুবক সৈনিকের প্রশংসাত্মক দৃষ্টিতে, সংসার পথের নবীন যাত্রী ইশাবেল, আপাদমস্তক রক্তিম হইয়া উঠিলেন। সমগ্র মানবজাতির মধ্যে যে দুই ব্যক্তি তাঁহার ভাবী জীবনের উপর

এতটা আধিপত্য করিবে, আশ্চর্য্য এই যে, আজ এই একই দিনে, প্রায় একই সময়ে, তিনি সেই দুইজনের সঙ্গেই পরিচিত হইলেন!

চা-পানান্তে, মিসেস্ ভেনের সঙ্গে সান্ধ্যদর্শনালাপের জন্য গমনোন্মুখিনী হইয়া লেডী ইশাবেল আসিয়া তাহার নিকট দণ্ডায়মান হইলে, বৃদ্ধা বলিয়া উঠিলেন,—"বাঃ! ভারি সুন্দর ক্রুশ্‌টিত!"

ইশাবেলের গলদেশ-বিলম্বী সপ্তমরকতমনি-খচিত স্বর্ণ-বিনির্ম্মিত ক্রুশটিকে লক্ষ্য করিয়া মিসেস্ লেভিসন্ ইহা বলিলেন। ক্রুশটি অতি নরম এবং সূক্ষ্মভাবে নির্ম্মিত ও সুচিক্কণ অনতিদীর্ঘ একটি স্বর্ণ-শৃঙ্খলে বিলম্বিত।

ইশাবেল উত্তর করিলেন,—"কেমন, ভারি সুন্দর নয় কি? ঠিক মরিবার পূর্ব্বে স্নেহময়ী মা আমায় এটি দিয়াছিলেন। রসুন, আপনাকে খুলিয়া দিতেছি। বিশেষ ব্যাপার-বিধানের সময় মাত্র আমি ইহা পরিয়া থাকি।"—অবিলাস-প্রতিপালিতা, অনভিজ্ঞা বালিকার নিকট ডিউক-গৃহে তাঁহার এই প্রথম বল-নাচে যোগদানটি, বড়ই সমারোহ বলিয়া মনে হইতেছে!—ক্রুশটির সহিত চেইন্‌টি গলদেশ হইতে বিমুক্ত করিয়া তিনি মিসেস্ লেভিসনের হস্তে প্রদান করিলেন। ইশাবেলকে সম্বোধন করিয়া মিসেস্ ভেন্ বলিয়া উঠিলেন,—"ওমা! এযে দেখিতেছি, ওই ক্রুশটা ও মান্ধাতার আমলের কয়েকগাছা নচ্ছার মুক্তার চুরি ছাড়া তোমার গায়ে আর কিছুই নাই! ওঃ, আমি আগে যে তোমার দিকে তাকাই নাই!"

"মা এই দু'টো জিনিষই আমায় দিয়াছিলেন। বেশি সময়ই তিনি এই ব্রেস্‌লেট পরিতেন।"

মিসেস্ ভেন্ তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"কি সাবেকি ধরণের মেয়ে গো! ওই কত বৎসর আগে তোমার মা এই সব পরিতেন বলিয়া তোমায়ও তা পরিতে হইবে নাকি? জড়োয়া গয়না পর নাই কেন?"

থতমত খাইয়া ইশাবেল উত্তর করিলেন,—"খুব যে জাঁকালো দেখাই, আমার এমন ইচ্ছা ছিল না। সেগুলো এমন চক্‌চক্ করে! আমার ভয় হইয়াছিল, লোকে হয়তঃ মনে করিবে যে, দেমাক করিয়া আমি সে সব পরিয়াছি।"

ঘৃণার সঙ্গে সমালোচনার ভাবে মিসেস্ ভেন্ বলিলেন,—"উঃ!—যা'রা গয়ণা ঘৃণা করে বলিয়া ভাণ করিয়া থাকে, তুমিও তা'দের দলেরই একজন ঠাওরাইতে চাও দেখিতেছি!—এযে অতি সূক্ষ্ম রকমের ভাণ করা গো, লেডি ইশাবেল!"

কিন্তু বিদ্রূপটি ইশাবেলের কর্ণে যাইয়া নির্দ্দোষ ভাবে পতিত হইল, তিনি সুধু মনে করিলেন, যা-হয়-একটা কিছু মিসেস্ ভেনের মেজাজ গরম করিয়া ফেলিয়াছে। বাস্তবিক কথাও তাহাই। সেই একটা কিছু—যদিও ইশাবেল ঘুণাক্ষরেও তাহা সন্দেহ করেন নাই—তাঁহার অস্পৃষ্ট যৌবন-সুলভ মধুর সৌন্দর্য্যের প্রতি উদ্দিষ্ট, কাপ্তান্ লেভিসনের অপ্রচ্ছন্ন অনুরাগ-প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহাতে তন্ময় হইয়া কাপ্তান্ যে মিসেস্ ভেনের সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ লক্ষ্যহীন হইয়া পড়িয়াছেন!

বৃদ্ধা বলিলেন,—"নাও, বাছা, তোমার ক্রুশটি নাও, বড্ড সুন্দর! তোমার গলায় হীরার চাইতেও বেশি মানিয়েছে! তোমার সাজগোজের কোনো আবশ্যক নাই—এম্‌মার কথায় তুমি কাণ দিও না।"

ইশাবেলের হস্তে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য ফ্রান্সিস্ লেভিসন্ তাহার হস্ত হইতে স-ক্রুশ চেইন্‌টি লইলেন। তিনিই একটু বিব্রত ভাবে লইয়াছিলেন, কি দস্তানা, রুমাল ও গাত্রাবরণের জন্য লেডি ইশাবেলেরই হাত ভরা ছিল, যে কারণেই হউক, ইহা ধ্রুব সত্য যে, ক্রুশটি হঠাৎ মাটিতে পড়িয়া গেল এবং ধরিয়া ফেলিবার ক্ষিপ্র চেষ্টা করিতে যাইয়া কাপ্তান্ জিনিষটা পা দিয়া চাপিয়া ফেলিলেন,—আর তাহা ভাঙ্গিয়া দুইখান হইয়া গেল!

মিসেস্ লেভিসন্ চিৎকার করিয়া উঠিলেন,—"এই যে! কাহার দোষে এটি হইল?"

ইশাবেল কোন উত্তর করিতে পারিলেন না—দুঃখে তাঁহার হৃদয়টি পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ভাঙ্গা ক্রুশটি তিনি তুলিয়া লইলেন; তাঁহার চক্ষু হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু পতিত হইতে লাগিল—কিছুতেই তিনি ইহা বারণ করিতে পারিলেন না।

স্বকীয় কদর্য্য কাণ্ডের জন্য লেভিসন্ যে অনুশোচনার ভাব প্রকাশ করিতেছিলেন, তাহাতে বাধা দিয়া মিসেস্ ভেন্ বলিয়া উঠিলেন,—"এ কি এ! এই অকিঞ্চিৎকর জিনিষটার জন্য তুমি কাঁদিতে আরম্ভ করিলে!"

মধ্যস্থভাবে মিসেস লেভিসন্ বলিলেন,—"আবার সারাইয়া লইতে পারিবে, বাছা।"

নয়ন মার্জ্জনা করিয়া, লেডি ইশাবেল্ প্রফুল্ল দৃষ্টিতে কাপ্তান্ লেভিসনের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং শান্ত মেজাজে বলিলেন,—"কেবল নিজেকেই দোষী করিবেন না; দোষটি আমার ও আপনার, উভয়েরই, সমান। আর মিসেস লেভিসন ত বলিতেছেন যে, সারানো যাইবে!" বলিতে বলিতে, ক্রুশের ঊর্দ্ধাংশ হইতে বিমুক্ত করিয়া চেইন্‌টি তিনি গলদেশে জড়াইলেন।

অমনি মিসেস্ ভেন্ বলিয়া উঠিলেন,—"আর কিছুই নাই! সুধু এই সরু সোণার সূতাটা গলায় দিয়াই তুমি বেড়াইতে যাইতে চাও কি?"

ইশাবেল উত্তর করিলেন,—"তা'তে কি? কেউ যদি কিছু বলে, আমি তখন উত্তর করিব, দৈবদুর্ব্বিপাকে ক্রুশটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে!"

হো-হো করিয়া মিসেস্ ভেন্ এক রাশি বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া ফেলিলেন; তারপর, হাসির অনুরূপ স্বরে, ইশাবেলের কথার পুনরুক্তি

করিয়া বলিলেন,—"যদি কেউ কিছু বলে!—না তা তা'রা করিবে না ঃ সুধু, তারা মনে মনে ভাবিবে যে লর্ড মার্ডণ্টসেভার্ণের মেয়ে হীরাজহরতে নিন্দনীয়রূপে খাটো।"

মুচ্‌কি হাসিয়া ইশাবেল মাথা নাড়িলেন,—"দরবার-গৃহেইত তাঁরা আমার হীরার গয়না দেখিয়াছিল।"

এমন সময় বৃদ্ধা গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন,—"আমার সম্বন্ধে যদি তুমি এমন একটা কুৎসিৎ কাজ করিতে, ফ্রান্সিস্‌ লেভিসন, তাহা হইলে একটি মাসের মত আমার গৃহের দরোজা তোমার পক্ষে রুদ্ধ হইয়া থাকিত!" তার পরে মিসেস্ ভেনের দিকে চাহিয়া তেমনি স্বরে বলিলেন,—"বলি, তোমায় যদি যাইতেই হইবে, এম্‌মা, তবে এখনি যাওয়া উচিত। নাচের সন্ধ্যা, রাত্রি দশটার আগে আর তোমাদের আরম্ভ হইতে জানে না! আমাদের সময় সাতটার সময়ই আমরা যাইতাম। কিন্তু এখন রাত্রিকে দিনে পরিবর্ত্তিত করিবার রীতিই দাঁড়িয়েছে!"—

"যখন তৃতীয় জর্জ্জ সিদ্ধ ভেড়ার মাংস ও শালগোমে মধ্যাহ্ন-কৃত্য সম্পন্ন করিত!"—এই কয়টি কথা পিতামহীর কথার উপর টিপ্পনীস্বরূপ লক্ষীছাড়া কাপ্তান যোগ করিয়া দিলেন। মিসেস্ ভেনের অপেক্ষা তিনিও পিতামহীকে অধিক সম্মান ও ভক্তি করিতেন না। বলিতে বলিতে হাত ধরিয়া সীঁড়ি বাহিয়া নীচে লইয়া যাইবার জন্য তিনি ইশাবেলের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। এই প্রকারে সেই একই রাত্রে দুইবার ইশাবেল অপরিচিতপূর্ব্ব লোক দ্বারা, শকটে আনীত হইলেন! যতদূর সাবধানতার সঙ্গে সম্ভবপর হইল, মিসেস্ ভেন্‌ একাকিনীই উপর হইতে নীচে অবতরণ করিলেন। কিন্তু এই প্রক্রিয়াতে তাহার মেজাজটির কিছুমাত্র উন্নতি সাধিত হইল না।

নীচে আসিয়া, গাড়ীতে উঠিয়া,—"রাত্রি টুকু তোমার শুভে লাভে কাটিয়া যাউক্‌" বলিয়া ইশাবেল্‌ কাপ্তানের নিকট বিদায় চাহিলেন।

লেভিসন্ বলিলেন,—"আমি কিন্তু বিদায় চাহিতে পারিলাম না। আমিও ঠিক তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে যাইয়া হাজির হইব আর কি!"

মিসেস্ ভেন্ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কৈ, তুমি না বলিয়াছিলে যে, তুমি যাইবে না—কি একটা কুমার-সভায় তোমাকে যাইতে হইবে?"

"হাঁ, বলিয়াছিলাম বটে।—কিন্তু মনটাকে ফিরাইয়াছি। লেডি ইশাবেল,—তবে এখনকার মত বিদায়।"

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে, সেই বিরক্তিজনক ব্যাপারে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মিসেস্ ভেন্ সুরু করিলেন,—"স্কু'লে মেয়ের চেইন্‌টির মত চেইন্ বই তোমার গলায় আর কিছুই নেই!—বাঃ! তোমায় ভারি সুন্দরই দেখা'বে!"

"আঃ! ইহাতে আর কি আসিয়া যায়, মিসেস্ ভেন্? আমার সুধু ভাঙ্গা ক্রুশটির কথাই মনে হইতেছে।—নিশ্চয়ই ইহা কোনো অশুভ লক্ষণ।"

"অশুভ—কি?"

"অশুভ লক্ষণ। মুমূর্ষু অবস্থায় মা এই ক্রুশটি দিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইহাকে যেন যাদু-কবচের মত মনে করিয়া সাবধানে রাখিয়া দিই; আর যখনি কোন অসুবিধায় পড়ি কিম্বা কোন পরামর্শের আবশ্যক হয়, তখনি যেন ইহার দিকে তাকাইয়া তাঁহার কি মতামত হইতে পারিত, তাহা ভাবিবার চেষ্টা করি, এবং তদনুযায়ী কাজ করি। কিন্তু আজ আমার সেই ক্রুশটি ভাঙ্গিয়া—একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল!"

এমন সময়, গাড়ীর মধ্য দিয়া একটা গ্যাসালোকের ঝাপ্‌টা আসিয়া তাঁহার মুখ-মণ্ডলের উপর পতিত হইল। মিসেস্ ভেন্ বলিয়া উঠিলেন,—"তুমি আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিলে, দেখিতে পাইতেছি! ইশাবেল, তবে আমি যা করিব বলিতেছি—শোন। ডার্টফোর্ডের ডিউক-মহিলার

নাচের আসরে দুইটি লাল চক্ষু আমি হাজির করাইতে পারিব না। তাই বলিতেছি, তুমি যদি এসব কান্নাহাটী হইতে বিরত না হও, তবে গাড়ী ফিরাইয়া লইয়া যাইতে বলিব। তার পরে আমি একাই যাইব।”

চোরের মত ইশাবেল নয়ন মার্জ্জনা করিলেন, ও সঙ্গে সঙ্গে একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। “অবশ্য, টুক্‌রা দুটো আবার যোড়ানো যাইবে—কিন্তু আর যে সে ক্রুশটী হইবে না!”

কুপিতভাবে মিসেস্‌ ভেন্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন,—“টুক্‌রা দুইটি কি করিয়াছ?”

“মিসেস্‌ লেভিসন্‌ যে পাতলা কাগজ দিয়াছিলেন, তাহাতে জড়াইয়া ফ্রকের নিচে রাখিয়া দিয়াছি।—“এই যে এখানে—আমার যে পকেট নাই!”

‘হোঃ’ বলিয়া মিসেস্‌ ভেন্‌ একটা বিরক্তি-সূচক শব্দ করিলেন। তিনি নিজে কখনো অবুঝ্‌ ছেলেমানুষ ছিলেন না—দশবৎসর বয়েসের সময়ই তিনি বিশেষ সেয়ানা ছিলেন; আর ইশাবেল, এত বয়সেও জড়ভাবের অধিক নয়—বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। শেষে অবজ্ঞার স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—“ফ্‌রকের নীচে রাখিয়াছি!’ আর তোমার আঠারো বৎসর বয়স! ধাত্রীর কোলের সঙ্গে সঙ্গে ফ্‌রক্‌ও ছাড়িয়াছিলে বলিয়া আমার ধারণা ছিল!”

সংশোধন করিয়া ইশাবেল বলিলেন,—“পোষাকের কথা বলিতে চাহিয়াছিলাম।”

মিসেস্‌ ভেন্‌ অনুচ্চারিত টিপ্পনি করিলেন,—“তুমি একটি গাধা খুকী, তাই বলিতে চাহিয়াছিলে!”

ইহার কয়েক মিনিট পরেই ইশাবেল তাঁহার দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। নৃত্য-ভবনের উজ্জ্বল কক্ষগুলি তাঁহার অনভিজ্ঞ চক্ষুর নিকট স্বপ্নরাজ্যের

সম্মোহন দৃশ্যের ন্যায় বোধ হইতেলাগিল ; কারণ হৃদয়টিতে তাঁহার এখনো বাসন্তী সজীবতা বিরাজমান্, আর ভোগজ অতিমাত্র পরিতৃপ্তির ন্যাকার-জনক ভাবটুকু এখনো তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করে নাই। উদ্দিষ্ট ষোড়শোপচার পূজা গ্রহণ করিয়া এবং কর্ণকুহরে ঢালিত মধুর কথাগুলি পান করিয়া আর তিনি তাঁহার অতি আদরের ভগ্ন ক্রুশটিকেও মনে রাখিতে পারিলেন না !

উত্তর কালে জমিদার হইবার সম্ভাবনা-বিশিষ্ট অক্সফোর্ডের একজন ছাত্র, নর্ত্তক নর্ত্তকীদের পথ হইতে সরিতে যাইয়া, একেবারে প্রাচীর-গাত্রে স্ক্রু বিদ্ধের মত হইতেছিলেন : হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"এই যে ! আমি মনে করিয়াছিলাম কি, এই সব জায়গায় আসাটা তুমি একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছ !"

সম্বোধিত ইন্দ্রিয়চারী ভদ্রলোকটি উত্তর করিলেন,—"দিয়াছিলাম বটে। কিন্তু এখন একটা খোঁজে আছি, তাই এখানে আসিতে বাধ্য হইয়াছি। আমার মতে বল-নাচের ঘরের মত জীবনে বিরক্তিজনক আর কিছুই নাই।"

"কিসের খোঁজে ?"

"স্ত্রীর। আমার শাসনকর্ত্তাটি টাকা যোগান' একদম বন্ধ করিয়াছেন—দাড়ি ছুঁইয়া শপথ করিয়াছেন যে, আমি চরিত্র সংশোধন না করিলে আর একটি পয়সাও দিবেন না বা আমার দেনাও শুধিবেন না। সংশোধনের উপক্রমণিকা স্বরূপ তিনি বিবাহের জন্য জেদ করিতেছেন ; আর আমিও একটি বাছুনি করিবার যোগাড়ে আছি। তোমরা যা ভাবিতেও পারনা, আমি তার চাইতেও বেশি মজিয়াছি !"

"তবে এই নবীনা রূপসীটিকে নাওনা কেন ?"

"এটি কে ?"

"লেডি ইশাবেল ভেন্‌।"

লর্ড এ্যাষ্টন্‌ উত্তর করিলেন,—"পরামর্শটির জন্য তোমায় ধন্যবাদ। কিন্তু একটি সম্মানিত শ্বশুড় চাই হে! মাউণ্ট্‌সেভার্ণ আর আমি অনেকটা এক পথেরই পথিক!—পরিণামে দুজনে টক্কর খাইলেও খাইতে পারি!"

"একজন কিছু আর সব পাইতে পারে না। মেয়েটার রূপ একেবারে অসাধারণ। দেখ, সেই লম্পট্‌ লেভিসন্‌টাকে আমি এর কাছে ঘেঁষিতে দেখিয়াছি হে! যেখানেই মেয়েমানুষ লইয়া কথা, সেখানেই সে মনে করে যে, সে সব বাধাবিঘ্ন পায় ঠেলিতে পারে!"

ধীর ভাবে উত্তর হইল "অনেক সময় ঠেলিয়াও থাকেত।"

"লোকটাকে আমি ঘৃণা করি। কোঁকড়া চুল, চক্‌-চকে দাঁত আর ধব্‌-ধ'বে হাতের দেমাকেই সে আপনাকে একটা বাহাদুর মনে করে! লোকটা পেঁচার মত হৃদয়হীন। কুমারী সার্‌টেরিসের সম্বন্ধে সেই চাপা-দেওয়া ব্যাপারটা কি হে?"

"কে জানে, বল। সেই ঝঞ্ঝাট্‌ থেকে লেভিসন্‌ কেঁচোর মত সুট্‌ করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। আর মেয়ে গুলিও সব কিনা দিব্যি গালিয়া বলিল যে, সে যা' দোষ করিয়াছে, তার চাইতে তার বিরুদ্ধেই দোষ করা হইয়াছে বেশি! সাংসারের বারোআনা লোকই আবার ইহাদের বিশ্বাস করিয়াছে। ঐ যে, ব্যাটা—এ দিকেই আসিতেছে—মাউণ্ট্‌সেভার্ণের মেয়েটা ও ওর সঙ্গে!"

ঠিক এই সময়ে তাহারা—ফ্রান্সিস্‌ লেভিসন্‌ ও কুমারী ইশাবেল—এই দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। ক্রুশসম্বন্ধীয় দুর্ভাগ্য ঘটনাটির জন্য সেই একই রাত্রে এই দশম বার পুরুষটি দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। ঐ শুনুন, অতি মৃদুস্বরে তিনি বলিতেছেন "আমি বেশ বুঝিয়াছি যে,

এ অপরাধের আর প্রায়শ্চিত্ত নাই! আমার সমস্ত জীবনের আন্তরিক পূজাতেও ইহার যথার্থ ক্ষতি পূরণ হইতে পারে না।”

শ্রবণের তৃপ্তিসাধক কিন্তু হৃদয়ের পক্ষে বিপদ্‌পূর্ণ রোমাঞ্চকর কোমলতার স্বরে তিনি এই কথা গুলি বলিতেছেন। তড়িদ্বেগে ইশাবেল চক্ষু তুলিয়া চাহিলেন, আর অমনি দেখিলেন যে, গভীরতম কমনীয় দৃষ্টির সঙ্গে লেভিসনের নেত্রদ্বয় আপনার উপর নিবদ্ধ রহিয়াছে!—চক্ষুর এমন বেগবতী ভাষার সম্মুখে তিনি আর কথনো পতিত হয়েন নাই! উজ্জ্বল রক্তিম ভাব আবার তাঁহার গণ্ডোপরি প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল—নেত্র-পল্লব আনত হইয়া পড়িল; এবং তাঁহার অস্পষ্ট কথা গুলি মৌনে মিলাইয়া গেল।

ইহারা যখন সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন, তখন অক্সফোর্ডের যুবকটি অতি অনুচ্চ স্বরে বিড়-বিড় করিয়া বলিলেন “সাবধান, সাবধান, অনভিজ্ঞা লেডি ইশাবেল। লোকটা কিন্তু যেমন উচ্চ তেমনি কপট।”

এ্যাষ্টন্ বলিলেন, “আমার বিবেচনায় লোকটা ভারি জুচ্চোর।”

“আমি ঠিক জানি—সে তাই; তার সম্বন্ধে দু একটা কথা আমি ভাল রকমই জানি। মেয়েটি সুন্দরী কি না, তাই, মস্ত একটা কাজ করিয়াছি, সুধু এই বাহাদুরি লইবার জন্য হইলেও, সে ইহার মনের সর্ব্বনাশটা করিবেই—তার পর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া একদম ভাঙ্গিবে! দানের পরিবর্ত্তে প্রতিদান দিবার মত ইহার কিছুই নাই।”

লর্ড এ্যাষ্টন্ বলিলেন “দৌড়ে দৌড়াইবার ঘোড়াটার আমার যা আছে, ওর ও ঠিক তাই আছে!—মেয়েটী কিন্তু পরমা সুন্দরী।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।
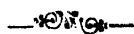
বার্‌বারা হেয়ার।

কোন দ্রব্যজাত-উৎপন্নকারী কি কোন প্রধান ধর্ম্ম-মন্দির-সমন্বিত সহর, অথবা প্রদেশস্থ প্রধান নগরী না হওয়াতে আচার ব্যবহারে যদিও ইহা কতকটা আদিম কলেরই মত, তথাপি ওয়েষ্ট্‌লীন একটু দরের সহর—অন্ততঃ নিজের চক্ষুতে। ওয়েষ্টলীন জাতীয় মহাসভায় তুইজন সভ্য প্রেরণ করিয়া থাকে; এবং ছাদ-সমন্বিত বেশ একটি বাজার ও তদুপরি "টাউন হল" নামধেয় বৃহৎ একটি কক্ষ আছে বলিয়া একটু গর্ব্বও বোধ করিয়া থাকে। এই টাউন্‌ হলে যাষ্টিশ্‌গণ মিলিত হইয়া বিচার আচার করিয়া থাকেন। মফস্বলের ম্যাজিষ্ট্রেট্‌গণ এখন পর্য্যন্ত এই লুপ্ত প্রায় 'যাষ্টিশ' খেতাবটিই পরিগ্রহ্‌ করিয়া আসিতেছেন।

সহর হইতে পূর্ব্বমুখে কিঞ্চিৎ দূর অগ্রসর হইলে, পরস্পরবিচ্ছিন্ন কয়েকটি ভদ্র লোকের বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের অনতি দূরে সেইণ্টয্‌ডের গির্জ্জাটি দণ্ডায়মান। উপাসক-মণ্ডলীর হিসাবে এই ধর্ম্মমন্দিরটি ওয়েষ্টলীনের অন্য সকল ধর্ম্মমন্দির অপেক্ষা একটু বেশী আভিজাতিক গোঁছের। মাইল খানেক কি তদূর্দ্ধ স্থান ব্যাপিয়া এই গৃহগুলি বিচ্ছিন্ন ভাবে বিস্তৃত রহিয়াছে। আর যেখান হইতে ইহারা আরম্ভ হইয়াছে, সেইখানে—সহরের কর্ম্মপূর্ণ অংশের সন্নিকটে—এই ধর্ম্মমন্দিরটি সংস্থাপিত। আরো মাইল খানেক অতিক্রম করিয়া গেলে

মনোমহন ইষ্টলীন্-মহলে যাইয়া উপনীত হওয়া যায়। শকটারোহণে ইষ্টলীন্-সংলগ্ন রাস্তা বাহিয়া চলিলে ইহার সবুজবর্ণরঞ্জিত তরঙ্গায়িত-শীর্ষ বৃক্ষ-বাটিকা দৃষ্টিপথে পতিত হইতে পারে; কিন্তু পদব্রজে চলিলে কিছুই দেখা যায় না; কারণ তখন একটি অসঙ্গত রূপে উন্নত হিংসুক প্রাচীর দৃষ্টির বাধা জন্মায়। সেই বৃক্ষ-বাটিকায় সুবৃহৎ শোভন তরুরাজি, নিদাঘের গ্রীষ্মবহুল দিবসে, মনুষ্যকে যেমন, মৃগকুলকেও তেমন আশ্রয় প্রদান করিয়া থাকে; এবং রাজপথের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ দুইটি ক্ষুদ্র বাস-গৃহের মধ্যবর্ত্তী বৃহৎ ফটক দিয়া প্রবেশ করিলে একেবারে যাইয়া প্রাসাদে উপনীত হওয়া যায়। অধিকাংশ গ্রাম্য বাস-স্থলীর তুলনায় ইহা যে খুব বড় বাড়ী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে তাহা নহে; কিন্তু ইহা দেখিতে ধব্‌ ধ'বে সাদা ও অসামান্য স্ফূর্ত্তিজনক, এবং গ্রাম্য গৃহের ফ্যাসনেই নির্ম্মিত। মোটের উপর, ইহা নয়নের বেশ তৃপ্তিজনক।

উল্লিখিত বাড়ীগুলি ও ইষ্ট্‌লীনের মধ্যবর্ত্তী, মাইল্‌ খানেক দীর্ঘ রাস্তাটি অত্যন্ত নির্জ্জন ও বৃক্ষাচ্ছাদিত। এই নির্জ্জন প্রদেশে, পথি-পার্শ্বে, একটি মাত্র বাড়ী আছে—সেও আবার ঐ গৃহগুলি ছাড়িয়া প্রায় চারিশত চল্লিশ গজ আসিলে, আর ইষ্ট্‌লীনে পৌঁছিবার ১৩২০ গজ পূর্ব্বে। ইহা রাজপথের বামপার্শ্বে, রাস্তা হইতে কিঞ্চিদ্দূরে,—অবস্থিত একটি চতুষ্কোণ কিম্ভূতকিমাকার রক্তিমবর্ণ ইষ্টকনির্ম্মিত পবন-গতি-নির্দ্ধারকযন্ত্রশোভিত অট্টালিকা। সম্মুখে, শষ্পসাচ্ছাদিত ক্ষুদ্র মাঠ; এবং যে সংবেষ্টনী রাস্তা হইতে ইহাকে পৃথক্ রাখিতেছে, তাহার সন্নিকটে কয়েক হস্ত গভীর একটি তরুকুঞ্জ অবস্থিত। একটি নাতি-প্রশস্ত কঙ্করসমাচ্ছাদিত বর্ত্ম মাঠটিকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া প্রাসাদের সম্মুখস্থ গ্রাম্য ধরণের চাঁদনিটি পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহারই

অনুরূপ সংকীর্ণ একটি লৌহ দরজা দিয়া সদর রাস্তা হইতে এই বাড়ীতে প্রবেশ করিতে হয়।

চাঁদনী অতিক্রম করিয়া, সর্ব্ব প্রথম, একটি সুবিস্তৃত প্রস্তরাচ্ছাদিত কক্ষে প্রবেশ করিতে হয়; ইহার উভয় পার্শ্বে দুইটি অভ্যর্থনা-কক্ষ ও সম্মুখে প্রশস্ত সোপানাবলী। এই সোপান-শ্রেণীর পার্শ্ব দিয়া পরিচারকবর্গের মহলে ও ভাণ্ডার-গৃহাদিতে যাওয়া যায়। এই স্থানটির নাম—কুঞ্জ; সাধারণতঃ যিনি যাষ্টিস্ হেয়ার নামে পরিচিত, ইহা সেই রিচার্ড হেয়ারের সম্পত্তি ও বাস-ভবন।

গৃহে প্রবেশ করিলেই বাম ভাগে যে কক্ষটি পরিদৃষ্ট হয়, তাহা সাধারণের বসিবার ঘর; অপর পার্শ্বস্থ কুঠুরীটি ল্যাভেণ্ডার ও বাদামি রংএর হল্যাণ্ড নামধেয় আচ্ছাদন-বস্ত্রের বাক্স ইত্যাদিতেই পূর্ণ থাকে—বিশেষ সমারোহের সময় মাত্র উন্মুক্ত হইয়া থাকে। যাষ্টিস ও মিসেস্ হেয়ারের তিনটী মাত্র সন্তান—একটি পুত্র ও দুইটি কন্যা। জ্যেষ্ঠা এ্যানের পূর্ব্বেই বিবাহ হইয়া গিয়াছে; কনিষ্ঠা বার্‌বারা এখন উনিশ বৎসরের; আর সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রিচার্ড—না, তাহার কথা পরে হইবে।

যে দিন লর্ড মাউণ্ট্সেভার্ণের সঙ্গে কারলাইল্ সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তাহার কয়েক দিবস পরে, মে মাসের প্রথম ভাগে, একদিন শীতার্ত্ত সন্ধ্যায় এই বৈঠকখানা-কক্ষে মিসেস্ হেয়ার্ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ইনি একজন বিবর্ণ ক্ষীণাঙ্গী মহিলা—শাল ও গদির মধ্যে যেন একেবারে নিহিত দেখাইতেছেন! তাহার বাহুযুক্ত কেদারাটি অগ্নিস্থানের পার্শ্বে স্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু অগ্নিস্থানে আদৌ অগ্নি নাই; তবে, দিনটিও বেশ গরমই গিয়াছে। গবাক্ষ সমীপে একটি দিব্য যুবতী বসিয়া রহিয়াছেন—যুবতী পরমসুন্দরী; নেত্রদ্বয় নীলাভ, কেশরাজি সুচিক্কণ,

বর্ণ উজ্জ্বল, মুখাকৃতি ক্ষুদ্র ও বাদামি-ছাঁচে ঢালা। ঈষৎ অন্যমনস্ক ভাবে তিনি একখানা পুস্তকের পাতা উল্টাইতেছেন।

হঠাৎ, কক্ষ-মধ্যস্থ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া প্রৌঢ়া বলিলেন "বার্‌বারা, এতক্ষণে নিশ্চয়ই চা'র সময় হইয়াছে ?"

"সময়টা তোমার পক্ষে বড় ধীরে চলিতেছে বলিয়া বোধ হইতেছে, না। 'ছয়টা বাজিয়া মিনিট দশেক হইয়াছে' যে তোমায় বলিয়াছিলাম, তারপর পনেরোটি মিনিট্‌ও হইয়াছে কিনা সন্দেহ !"

নিঃসহায়া পীড়িতা রমণী কাতর ভাবে বলিলেন "আমার এমনি ভয়ানক তৃষ্ণা পাইয়াছে ! যাও না, বার্‌বারা, আবার ঘড়িটা দেখিয়া আস।"

অসহিষ্ণু ভঙ্গীসহকারে উঠিয়া বার্‌বারা হেয়ার দরজা খুলিয়া ফেলিলেন, ও প্রধান কক্ষ (হল্) মধ্যস্থ ঘড়িটির দিকে তাকাইয়া বলিলেন "এখনো, মা, সাতটা বাজিতে ২৯ মিনিট দেরী ! আজিকার মত তোমার পকেট্ ঘড়িটা সঙ্গে করিয়া বসনা কেন ? ডিনারের পর (দিবসের প্রধান আহার) বড় ঘড়িটা দেখিতে এই চা'র বারত' তুমি আমায় পাঠাইলে !"

একটি অর্দ্ধব্যক্ত দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে মিসেস্ হেয়ার আবার বলিলেন "আঃ, আমার এমন তৃষ্ণা পাইয়াছে ! সাতটা যদি বাজিত ! চা-চা ক'রে প্রাণটা আমার গেল !"

পাঠকপাঠিকারা, হয়তঃ, ভাবিতেছেন "এ আবার কেমন কথা ! স্বয়ং গৃহকর্ত্রী, আপনারই গৃহে বসিয়া, চা'র জন্য এমন 'মর-মর' হইয়া, নির্দ্দিষ্ট সময় হয় নাই বলিয়া কি এক পেয়ালা চা দিতেও বলিতে পারিতেছেন না !"—বাস্তবিকই মিসেস্ হেয়ার্ পারিতেছেন না। বিবাহের পর প্রথম যে দিন স্বামী তাহাকে এই গৃহে আনয়ন করিয়াছেন—সে আজ চব্বিশ বৎসরের কথা—তদবধি এখানে তিনি একটি বাসনাও

সাহস করিয়া ব্যক্ত করেন নাই,—কস্মিন্ কালেও, নিজের দায়ীত্বে কোনো আদেশ করেন নাই। যাষ্টিশ্ হেয়ার্ রুক্ষমেজাজী, কর্ত্তৃত্বপ্রিয় একগুঁয়ে ও বড় 'হামবড়া' লোক; আর ইনি, স্বভাবতঃই, ভীরুপ্রকৃতি, নম্রস্বভাব ও আজ্ঞাবহ। মিসেস্ হেয়ার সমস্তখানি হৃদয় দিয়া স্বামীকে ভালবাসেন, আর সমস্তটি দীর্ঘ জীবন ভরিয়াই তাঁহার ইচ্ছার নিকট আত্ম-ইচ্ছা বিসর্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে, তাহার নিজের কোনো ইচ্ছাই নাই—স্বামীর ইচ্ছাই সর্ব্বেসর্ব্বা। কিন্তু এই বশ্যতাকে কখনো তিনি যন্ত্রণাদায়ক অধীনতাস্বরূপ মনে করেন নাই—এমন মনে করা, তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ; কতগুলি প্রকৃতি এমনই থাকে। আর যাষ্টিশ্ হেয়ারের প্রতি ও সুবিচার করিতে গেলে, বলিতে হয় যে, এবিষয়ে, তাহার সর্ব্বান্তরায় দূরীভূত করণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শক্তিমান ইচ্ছাই দোষী—দয়া ও মমতার তাহার কোনো ত্রুটিই নাই। কখনো ইচ্ছা-পূর্ব্বক তিনি স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রদর্শণ করেন নাই। তাহার সন্তানত্রয়ের মধ্যে একমাত্র বার্‌বারাই এবম্প্রকার 'জবর দস্ত্' ইচ্ছা শক্তির উত্তরাধি-কারিণী হইয়াছেন—যদিও তাহার বেলা ইহা অনেকটা মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে।

আবার, যখন তাহার মনে হইল যে, অন্ততঃ পক্ষে আরো পনেরোটি মিনিট নিশ্চয়ই অতীত হইয়াছে, তখন মিসেস্ হেয়ার্ আবার আরম্ভ করিলেন, "বার্‌বারা!"

"কেন, মা!"

"ঘণ্টা দাও—আর চাকরদের বলিয়া দাও যে, তা'রা যেন সব ঠিক করিয়া রাখে—সাতটা বাজিবার পরে আর একটু ও যেন দেরী না হয়।"

"বেশ ত' বলিতেছ মা! কেন, তুমি কি জান না যে, তা'রা সব ঠিক করিয়াই রাখে? আর, এত তাড়াহুড়াই বা কেন?—বাবা, হয়ত,

তখনো বাড়ী না পৌঁছিতে পারেন।” কিন্তু, এই কথা কয়টি বলিয়াই যুবতী ঈষৎ বিরক্তিসূচক ভাবে ঘণ্টাধ্বনি করিলেন, ও উত্তরে, ভৃত্য কক্ষে প্রবেশ করিলে, ঠিক সময়ে চা আনিতে বলিয়া দিলেন।

তাহার ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া মা বলিলেন “তুমি যদি বুঝিতে পারিতে বাছা, আমার মুখ ও গলা কেমন শুকাইয়া গিয়াছে, তবে নিশ্চয়ই আমায় একটু সহিয়া লইতে!”

তখন পুস্তিকা বন্ধ করিয়া, অনুতপ্ত ভাবে যাইয়া কন্যা মাতৃ-মুখ চুম্বন করিলেন, ও আবার গবাক্ষ সমীপে ফিরিয়া আসিলেন। পরিশ্রমে নহে, মানসিক অবসাদে যেন, তাহাকে বড় ক্লান্ত দেখাইতেছে। অচিরাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন “ঐ যে বাবা আসিতেছেন!”

হতভাগিনী মিসেস্ হেয়ারের মুখ হইতে অমনি সানন্দে এই কথা কয়টি বাহির হইল “আঃ! বাঁচিলাম! চা’র জন্য আমার কেমন কষ্ট হইতেছে বলিলে, তিনি হয়তঃ এখন চা খাইতে আপত্তি করিবেন না!”

যাষ্টিশ্ গৃহে প্রবেশ করিলেন। ইনি একজন প্রমাণাকৃতি পুরুষ; গর্ব্বস্ফীত ধরণধারণ, গর্ব্বোদ্ধত চালচলন, আর রঞ্জিত পরচুলা-পরিশোভিত মস্তক। গরুড়পক্ষীর মত বক্রাগ্র নাসিকায়, চাপা ওষ্ঠাধরে ও সূক্ষ্মাগ্র চিবুকে, কন্যা বার্‌বারার সঙ্গে তাহার বেশ সাদৃশ্য আছে—যদিও রূপসী বার্‌বারার মত কখনো তিনি সুশ্রী ছিলেন না।

যাই যাষ্টিশ্ দরোজা খুলিয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন, অমনি শালাভ্যন্তর হইতে পত্নী ডাকিলেন “রিচার্ড?”

উত্তর হইল “বল।”

“অনুগ্রহ করিয়া এখন আমায় ঘরে চা আনাইতে দিবে কি? আজ একটু সকাল-সকাল চা খাইতে কি তোমার বিশেষ আপত্তি হইবে?

আমার আবার জ্বর-জ্বর ভাব হইয়াছে—গলাটা এমন শুকাইয়া গিয়াছে যে কথা বলিতেও আমার বড় কষ্ট হইতেছে ?”

“তা, সাতটাও বাজে আর কি ? আর বড় বেশী তোমায় অপেক্ষা করিতে হইবে না।”

একজন রুগ্ন ব্যক্তির কাতর অনুরোধে এই অতিমাত্র সদয় উত্তরটি প্রদান করিয়া, এবং খটাস্ শব্দে দরজা বন্ধ করিয়া মিঃ হেয়ার্ পুনরায় কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন! তিনি নিষ্ঠুর কি পরুশ ভাবে কিছু বলেন নাই, সত্য,—কিন্তু মিসেস্ হেয়ার্ নৈরাশ্যে একটা অনুচ্চ দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাহার দীর্ঘনিশ্বাসের ধ্বনি শূন্যে মিলাইতে না মিলাইতেই দরজাটি পুনর্ব্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল, এবং পরচুলাশোভিত মস্তকটি গৃহে পুনঃ প্রবেশ করিল।

“না, এখন চা খাইতে আমার আপত্তি নাই। আজিকার চন্দ্রালোকিত রাত্রিটি বড়ই সুন্দর হইবে। তাই, পিনারের সঙ্গে বোচ্যাম্পের বাড়ী আমি ধূমপানে যাইব। বার্বারা, চা আনিতে বল।”

চা প্রস্তুত হইয়া আসিল। সদর দরজার সম্মুখে আসিয়া পিনার তাহাকে ডাকিতেছেন—পানান্তে যাষ্টিশ্, বোচ্যাম্পের গৃহাভিমুখে বহির্গত হইয়া গেলেন। এই বোচ্যাম্প্ একজন ভদ্র গৃহস্থ; ইহার বিস্তর খামার জমি আছে। ইনি লর্ড মাউণ্ট্সেভার্ণের ইষ্ট্লীনের নায়েব, ইষ্ট্লীন ছাড়িয়া, আরো দূরে, রাস্তার ধারে, ইহার বাড়ী।

প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া কঙ্করাচ্ছাদিত পথটি বাহিয়া যাষ্টিশ্কে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, কম্পিত কণ্ঠে মিসেস্ হেয়ার বলিলেন “বার্বারা, আমি বড় ঠাণ্ডা হয়ে গিয়াছি! চিম্নিতে আগুন জ্বালিয়া দিতে বলিলে, তোমার বাবা আমায় মন্দ বলিবেন নাকি, তাই ভাবিতেছি।”

ঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে বার্‌বারা উত্তর করিলেন "ইচ্ছা হইলে, জ্বালাইতে বল না কেন? কোন মতেই বাবা ইহা জানিতে পাইবেন না। শুইবার সময় বহিয়া না গেলে ত' আর তিনি বাড়ী ফিরিতেছেন না?" তৎপর, ঘণ্টাহ্বানের প্রত্যুত্তরে যে পরিচারিকা আসিল, তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন "মার ভারি শীত করিতেছে, য্যাম্পার; একটু আগুণ জ্বালিয়া দিলে আরাম বোধ করিবেন এখন।"

অনুরোধের স্বরে—কাঠগুলি যেন য্যাম্পারেরই, তাহার কিছুই নয়,—এমন ভাবে মিসেস্ হেয়ার্ বলিলেন "বেশী করিয়া কাঠ দিও য্যাম্পার, যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলে।"

অগ্নি প্রজ্বালিত হইলে, চেয়ার খানা টানিয়া লইয়া মিসেস্ হেয়ার্ তৎসমীপে উপবেশন করিলেন, ও উত্তপ্ত করিবার জন্য ভস্ম-বেষ্টনীর উপর পদ রক্ষা করিলেন।

এখনো বার্‌বারার মনের কিছুই ভাল লাগিতেছে না ভাবটি সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় নাই। সুবৃহৎ কক্ষটিতে প্রবেশ করিয়া, আল্‌না লইতে উলের শালটি লইয়া স্কন্ধোপরি নিক্ষেপানন্তর তিনি বহির্গত হইয়া গেলেন। এবং অনতিদীর্ঘ সরল রাস্তাটিতে পাদচারণা করিতে করিতে যাইয়া লৌহনির্ম্মিত ফটকের কাছে দাঁড়াইয়া, তাহার উপর দিয়া, সদর রাস্তার উপর তাকাইতে লাগিলেন। ঠিক এই স্থানে ও এই সময়ে রাস্তাটিকে সদর না বলিলেও চলে, কারণ স্থানটি এখন ইচ্ছানুরূপ নির্জ্জন। মে মাসের প্রারম্ভ মাত্র, এই হিসাবে যদিও একটু শীতার্ত্ত, তথাপি রাত্রিটি বেশ নিঝুম ও আনন্দদায়িনী; আর শশাঙ্কও আকাশ-মার্গে ক্রমেই ঊর্দ্ধে উঠিতেছেন।

বঙ্কিম ভাবে ফটকের উপর মস্তক স্থাপিত করিয়া, আপনা-আপনি অস্ফুট স্বরে তিনি বলিতে লাগিলেন "সে কখন বাড়ী ফিরিবে? উঃ!

তা'কে ছাড়া জীবনটা কি ভয়ানকই না হইত! এ কয়টা দিন কেমন খারাপই না বোধ হইতেছে! কি ই বা তা'কে আটক করিয়া রাখিয়াছে, তাও ত' বুঝিতে পারি না!—কৈ, কর্ণেলিয়া না বলিয়াছিল যে, সে মাত্র একদিনের জন্য গিয়াছে?"

এমন সময় দূরাগত পদশব্দের অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি চোরের মত আসিয়া তাহার কর্ণে পতিত হইল। যে কোনো বিপথগামী পথিকের দৃষ্টিপথে পতিত হইতে ইচ্ছা না করিয়া, একটু পশ্চাতে সরিয়া যাইয়া, বারবারা বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হইলেন। কিন্তু পদধ্বনি অধিকতর নিকটে আসিলে, তাহার একটা আকস্মিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল—তাহার চক্ষুর্দ্বয় দীপ্তিমান ও গণ্ডদ্বয় লোহিতরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল; আর তাহার শিরাসমূহ, আনন্দাতিশয্যে, টন্ টন্ করিতে লাগিল। পদশব্দ তিনি চিনিতে পারিয়াছেন—ইহা যে তিনি অতিমাত্র ভাল বাসেন।

অতি সাবধানে আসিয়া, আবার ফটকের উপর আনত হইয়া, যুবতী রাস্তা দিয়া তাকাইলেন। একটি দীর্ঘাকৃতি মনুষ্যমূর্ত্তি—যাহার উচ্চতা ও বলিষ্ঠতায়ই অধিকারীর অজ্ঞাতসারে একটা মহিমাত্মক ভাব প্রোথিত রহিয়াছে—ওয়েষ্ট্‌লীনের দিক্ হইতে তাহার অভিমুখে দ্রুত পাদসঞ্চারে অগ্রসর হইতেছে। আবার যুবতী সঙ্কুচিত ভাবে সরিয়া পড়িলেন—প্রকৃত প্রেম যে সর্ব্বদাই আশঙ্কাশীল! বার্‌বারা হেয়ারের অন্য গুণগ্রাম যেমনই হউক্ না কেন, তাহার প্রেম নিশ্চয়ই যথার্থ ও গভীর। কিন্তু আগন্তুকের বলিষ্ঠ হস্তস্পর্শানুরূপ ক্ষিপ্র ও দৃঢ় বেগে দরোজাটি উন্মুক্ত হওয়া ত' দূরের কথা, পদশব্দটি তাহার দিকে এতটুকুও পরিবর্ত্তিত হইল না; বরং সোজাসুজি চলিয়া যাইতেছে বলিয়াই বোধ হইল! বার্‌বারার হৃদয় দমিয়া গেল; চোরের মত আসিয়া আবার তিনি ফটক সম্মুখে দাঁড়াইলেন ও ব্যগ্র দৃষ্টিতে পথাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিলেন।

'হাঁ, ঠিক তাইত,'—সে ই ত' দ্রুত পাদক্ষেপে চলিয়া যাইতেছে!—তাহার কথা ভাবে নাই, তাহার কাছে আসে নাই!' মুহূর্ত্তের নৈরাশ্য ও উত্তেজনায় তিনি পথিককে লক্ষ্য করিয়া ডাকিলেন "আর্কিবল্ড!"

কার্‌লাইল্—এ যে বাস্তবিকই অন্য কেহ নহেন—ফিরিয়া চাহিয়া, গেটের নিকট অগ্রসর হইয়া বলিলেন "কে?—তুমি, বার্‌বারা! চোর ছেঁচোরের খোঁজে আছ, বুঝি! কেমন আছ?"

আগন্তুক করমর্দ্দন করিলে, তাহার প্রবেশার্থ দরোজাটি উন্মুক্ত করিয়া ও স্বীয় চিত্ত-চাঞ্চল্য প্রশমিত করিতে প্রয়াস পাইয়া, যুবতী প্রতিপ্রশ্ন করিলেন "তুমি কেমন আছ? ফিরিয়াছ কখন?"

"এই মাত্র—৮ টার গাড়ীতে। ষ্টেশনে ষ্টেশনে অযথা দেরী করিয়া গাড়ীটা নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত করিয়া আসিয়া পৌছিয়াছে। গাড়ী হইতে নামিয়া, তা'দের মুখ দেখিয়াই আমি বুঝিয়াছি যে, তা'রা আদপেই ভাবে নাই যে আমি তাদের গাড়ীতে ছিলাম! এখনো বাড়ী যাই নি।"

"যাও নি! কর্ণেলিয়া কি বলিবে?"

"মিনিট্ পাঁচেকের জন্য একবার আফিসে গিয়াছিলাম মাত্র। বোচ্যাম্প্‌কে আমার কয়েকটা কথা বলিতে হইবে—তাই এখনই যাইতেছি। তোমায় ধন্যবাদ—কিন্তু এখন আমার ভিতরে যাইবার সময় নাই; ফিরিবার সময় হইয়া যাইব।"

"বাবা বোচ্যাম্পদের বাড়ী গিয়াছেন।"

"মিঃ হেয়ার!—গিয়াছেন?"

বার্‌বারা বলিলেন "বাবা আর স্কোয়ার্ পিনার; এঁরা সব তামাকের আড্‌ডা দিতে গিয়াছেন। যদি তুমি সেখানে বাবার সঙ্গে সঙ্গে বসিয়া থাক, তবে এত দেরী হইবে যে, শেষে আর আমাদের এখানে আসিবার

সময়ই থাকিবে না। এগারো বারোটার আগে ত আর বাবা বাড়ী ফিরেন না!”

অবনত মস্তকে মনে মনে কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া কার্লাইল্ বলিলেন “তবে আর আমার সেখানে যাওয়ায় কোনো ফল হইবে না, দেখিতেছি। বোচ্যাম্পের সঙ্গে আমার যে কাজ, সে খুব গোপনে করিতে হইবে। কাল পর্য্যন্ত, তবে, স্থগিতই রাখিতে হইল।”

বার্বারার হস্ত হইতে কপাট লইয়া তিনি দরজা বন্ধ করিলেন, ও গৃহ পর্য্যন্ত পাশাপাশি হাঁটিয়া যাইবার জন্য যুবতীর দক্ষিণ হস্ত স্বকীয় বাহু বেষ্টিত করিয়া লইলেন। তিনি এই কাজটি অতি সহজ, ডাল-ভাত খাওয়ার, ভাবে করিলেন—তাহার এই কার্য্যে উপন্যাসের কি ভাবুকতার গন্ধটুকুও ছিলনা। কিন্তু বার্বারা হেয়ারের মনে হইতে লাগিল—তিনি যেন নন্দন কাননে!

চলিতে চলিতে কার্লাইল্ জিজ্ঞাসা করিলেন “এই কয়টা দিন তোমরা সব কেমন ছিলে, বার্বারা?”

“খুব ভাল ছিলাম। তুমি এত হঠাৎ চলিয়া গিয়াছিলে কেন? কৈ, যাইবে যে একথা ত কখনো আমায় বল নাই? আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েও ত যাও নাই?”

“তুমিই ত' বার্বারা, এই মাত্র ঠিক কথাটি বলিলে—‘হঠাৎ।’ একটা প্রয়োজনীয় কাজ হঠাৎ উপস্থিত হইয়াছিল—আর তার জন্য আমায় হঠাৎ চলিয়া যাইতে হইয়াছিল।”

“কর্ণেলিয়া বলিয়াছিল যে, তুমি মাত্র এক দিনের জন্য গিয়াছিলে?”

“তাই বলিয়াছিল কি?—কিন্তু লণ্ডনে গেলেই দেখিতে পাই যে, আমায় অনেক কাজ করিতে হইবে। মিসেস্ হেয়ার আগের চাইতে ভাল আছেন কি?”

"না, ঠিক তেম্নি। আমার মনে হয়, মার যত ব্যামো পীড়া, সব মনের—অন্ততঃ অর্দ্ধেক ত'। একটু গা ঝাড়া দিয়া বসিলেই তিনি ভাল হইতে পারেন।—ওই পুলিন্দাটার ভিতরে কি?"

"না, মিস্ বার্‌বারা, তুমি সেটা খোঁজ করিও না। ওতে তোমার কোনোই আবশ্যক নাই;—সুধু মিসেস্ হেয়ারের জন্য।"

"তবে, মার জন্য তুমি কিছু আনিয়াছ, আর্কিবল্ড!"

"অবশ্যই। পাড়াগেঁয়ে লোক লণ্ডনে গেলে, বন্ধুবান্ধবদের জন্য উপহার আনিতে বাধ্য—অন্ততঃ, সেই সেকেলে ধরণের দিনে আনিত।"

বারবারা হাসিয়া বলিলেন,—"হাঁ—যখন রওনা হইবার আগেই লোকে বিত্তসম্পত্তির উইল্ করিত, আর চা'রচাকার ঢাকনী-দেওয়া গাড়ীতে সপ্তাহ দুই পচিয়া, টঙ্গাস্-টঙ্গাস্ করিয়া যাইয়া পৌঁছিত! ছেলে-বেলায় ঠাকুরদাদার কাছে অমন্‌ধারা অনেক গল্প শুনিয়াছি। যাক্, বাস্তবিকই মার জন্য কিছু আনিয়াছ কি?"

"হাঁ, তাই ত' বলিতেছি।—তবে তোমার জন্যও যে কিছু না আনিয়াছি, এমন নয়।"

তাহার মুখখানা ঈষৎ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; কার্‌লাইল্ সত্য বলিতে-ছেন, না, পরিহাস করিতেছেন, ঠিক বুঝিতে না পারিয়া যুবতী বলিয়া ফেলিলেন,—"বলনা, কি আনিয়াছ?"

"ওঃ কি অস্থির তুমি! 'কি আনিয়াছ?'—কেন, একটি মিনিট্ সবুর করিলেইত, সব দেখিতে পাইতে!"

হস্তধৃত নলাকৃতি পুলিন্দাটি উদ্যান-তলে রক্ষা করিয়া তিনি পকেট গুলি অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন। সকল গুলি পকেটেই খোঁজ করা হইল—কিন্তু, বাহ্যতঃ, কোনো ফলই হইল না। তখন বিষণ্ণ ভাবে তিনি

বলিলেন,—"বোধ হয় পড়িয়া গিয়াছে, বার্‌বারা! কোনো না কোনো রকমে জিনিষটা আমি হারাইয়াই ফেলিয়াছি!"

চন্দ্রালোকে যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া মৌনভাবে যুবতী দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন; তাঁহার বক্ষস্থল দুপ্‌-দুপ্‌ করিতেছে—তবে কি জিনিষটা হারাইয়াই গেল?—না-জানি কি ছিল!

কিন্তু দ্বিতীয় অনুসন্ধানের পর, কার্‌লাইল্‌ তাহার কোটের নিম্নভাগস্থ পকেটে কি-একটা প্রাপ্ত হইলেন,—"এই যে, বোধ হইতেছে! এখানে আসিল কেমন করিয়া?" তারপর, ক্ষুদ্র একটি বাক্স খুলিয়া সুদীর্ঘ একটি স্বর্ণহার বাহির করিলেন, ও বার্‌বারার কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। ইহার সঙ্গে একটি লকেট্‌ও সংযুক্ত ছিল।

যুবতীর কপোলের রক্তিম রাগ প্রকটিত ও তিরোহিত হইতে লাগিল। এবং হৃদ্‌-পিণ্ড তাহার দ্রুততর স্পন্দিত হইতে থাকিল। ধন্যবাদ স্বরূপ তিনি একটি কথাও বলিতে পারিলেন না।—পুলিন্দাটি উঠাইয়া লইয়া, কার্‌লাইল্‌ মিসেস্‌ হেয়ারের উদ্দেশ্যে চলিয়া গেলেন।

কতিপয় মিনিট্‌ পরে, বার্‌বারা তাহার অনুসরণ করিলেন। তথন তাহার জননী, দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া, সানন্দ প্রত্যাশায় কার্‌লাইলের কার্য্য কলাপ মনোযোগের সঙ্গে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। যদিও ঘরে কোন মোম্‌ বাতি জ্বলিতেছিল না, তথাপি অগ্নির আলোতেই ইহা বেশ আলোকিত ছিল।

পুলিন্দাটির বন্ধন-রজ্জু খুলিয়া ফেলিয়া কার্‌লাইল্‌ বলিলেন,—"তবে, হাসিবেন না, সাবধান। কোনো পোষাক তৈয়িরি করিবার জন্য যে কতকটা মথ্‌মল জড়াইয়া আনিয়াছি, তা' নয়; কি, বছরে লাখ দু-আড়াই টাকা আপনাকে দিয়া যে তাহার দলিলটাকে এমন ভাবে জড়াইয়া আনিয়াছি, এমনও মনে করিবেন না। এটি একটি—বায়ু-গদি; ইচ্ছামত বাতাস পুরিয়া ইহার উপর খুব আরামে বসা যায়।"

বসিয়া বসিয়া ও শুইয়া-শুইয়া একেবারে তিতি-বিরক্ত হইয়া, মিসেস্ হেয়ার, এমন একটা জিনিষের জন্য বড়ই লালায়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন যে, ইত্যাকার বিলাস-দ্রব্য লণ্ডনে কিনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু কখনো যে দেখিয়াছেন, এমন তাহার মনে নাই! কার্‌লাইলের উপর কৃতজ্ঞ দৃষ্টীপাত করিয়া প্রায় লোপুপ ভাবেই তিনি জিনিষটী গ্রহণ করিলেন, ও অশ্রুপ্লাবিতমুখে বাষ্প-গদগদ কণ্ঠে বলিলেন,—"এর জন্য কি বলিয়া তোমায় ধন্যবাদ দিব।"—

তাহাকে বাধা দিয়া ও তাহার আনন্দদর্শনে অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া স্ফূর্ত্তির সঙ্গে কার্‌লাইল্ বলিলেন,—"আমাকে এতটুকু যদি ধন্যবাদ দিবেন, তবে কখনো আর আপনার জন্য কিছু আনিব না।" যাষ্টিশ্ ও বার্‌বারা যাহাই কেন মনে না করেন, ইনি তাহার জন্য বিশেষ দুঃখ-বোধ, ও তাহার যন্ত্রণায় সমবেদনা প্রকাশ করিয়া থাকেন।—"বায়ু-গদিতে বসিয়া আরাম উপভোগ করিবার ইচ্ছা ও বাসনা প্রকাশ করিতে আপনাকে আমি অনেকবার শুনিয়াছিলাম। তাই ষ্ট্রাণ্ডরাজপথের কোনো দোকানের জানালায় দেখাইবার জন্য কয়েকটা টাঙ্গান রহিয়াছে দেখিয়া, আপনার জন্য একটা আনিবার কথা আমার মনে পড়িয়া গেল।"

সানন্দে মিসেস্ হেয়ার্ বলিলেন,—"ওঃ কেমন পাত্‌লা!

"পাত্‌লা!—ওহো! এখনত' পাত্‌লাই থাকিবে—ফুলানো হয়নি যে! এই দেখুন, এম্‌নি করিয়া বাতাস পুরিতে হয়। কেমন—এখন আর পাত্‌লা নয়?"

কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে মিসেস্ হেয়ার সুধু বলিলেন,—"তোমার ভারি দয়া! তাই আমার কথা তোমার মনে হইয়াছিল, আর্কিবল্ড

কার্‌লাইল্ বলিলেন,—"বার্‌বারাকে আমি বলিয়াছিলাম কি যে লণ্ডনে গেলে বন্ধুবান্ধবদের জন্য উপহার আনিতে হয়। এই দেখুন, ওকে কেমন চমৎকারটি করিয়া তুলিয়াছি!"

ক্ষিপ্রহস্তে চেইন্‌টি খুলিয়া যুবতী মার নিকট রাখিলেন। বিস্মিত হইয়া মিসেস্ হেয়ার বলিলেন,—"বাঃ, কেমন সুন্দর! তোমার কত যে স্নেহ, কত যে দয়া, আর্কিবল্ড, তা' বলিতে পারি না। ইহাতে নিশ্চয়ই ঢের টাকা লাগিয়া থাকিবে—এযে যা'-তা' জিনিষের অনেক উপরে!"

কার্‌লাইল্ হাসিয়া উঠিলেন,—"ভারিত' জিনিষ! কেমন করিয়া এটা কিনিয়া ফেলিয়াছিলাম, তা' আপনাদের দু'জনকেই বলিতেছি, শুনুন। সম্প্রতি আমার ঘড়িটা ভারি অভদ্রভাবে আস্তে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাই সেটাকে নিয়া একটা জহুরীর দোকানে গিয়াছিলাম; সেখানে ঢের ঢের চেইন্ টাঙ্গানো রহিয়াছে;—সে সব দেখিতে লাগিলাম। কতকগুলি জজ্ সাহেবদের উপযুক্ত মোটাসোটা; আবার কতকগুলি বার্‌বারা গলার উপযুক্ত চিকণ ও পরিপাটী।—মেয়েদের গলায় ভারি চেইন আমি মোটেই দেখিতে পারি না।—যে দিন কর্ণেলিয়া ও বার্‌বারা আমার সঙ্গে লিন্‌বড়ো বেড়াইতে গিয়াছিল, সে দিন বার্‌বারা যে চেইন্‌টা হারাইয়াছিল, এইগুলি দেখিতে দেখিতে তাহা আমার মনে পড়িয়া গেল; সেই হারাইবার দোষটা বার্‌বারা জেদ করিয়া বলিত যে আমারই, কারণ কর্ণেলিয়া বাজার করিতে গেলে, আমিই তা'কে নূতন-নূতন দৃশ্য দেখাইতে সহরের ভিতর টানিয়া নিয়াছিলাম—"

বাধা দিয়া বার্‌বারা বলিলেন "কিন্তু আমি ত' শুধু ঠাট্টা করিয়াই বলিয়াছিলাম। তুমি আমার সঙ্গে না থাকিলেও ত' তাহা ঘটিত; ঘোড়াটা যে সব সময়েই খুলিয়া যাইত।"

"হইতে পারে।—লণ্ডন দোকানের এই চেইন্‌গুলি বার্‌বারার দুর্ভাগ্যের কথা আমায় মনে করাইয়া দিলে, আমি একটা বাছনি করিলাম; তখন দোকানদার সুযোগ বুঝিয়া, কয়েকটা লকেট্‌ আনিয়াও হাজির করিল, এবং যতক্ষণ না একটাকে চেইনের সঙ্গে গাঁথিয়া দিতে বলিলাম, ততক্ষণ, স্মৃতি-স্বরূপ, প্রণয়িণী ত' কথাই নাই, অন্যান্য মৃত আত্মীয়স্বজনদেরও চুল-রক্ষা বিষয়ে ইহাদের উপযোগীতা সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলিতে লাগিল। বার্‌বারা, তখন আমার মনে হইল যে, যে চুলগাছটি তুমি অত মূল্যবান্‌ মনে কর, তা ইহাতে রাখিতে পারিবে।" কণ্ঠস্বর নামাইয়া কার্‌লাইল্‌ এই শেষের কথাটি বলিলেন।

মিসেস্‌ হেয়ার্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন "কোন্‌ গাছটি ?"

কার্‌লাইল্‌ তড়িদ্গতিতে একবার কক্ষের চতুর্দ্দিকে চাহিয়া লইলেন, যেন প্রাচীর গুলিও তাহার অতি অনুচ্চ কথাও শুনিতে পাইবে বলিয়া তিনি ভয় করিতেছেন; তারপর অতি মৃদুস্বরে কহিলেন "রিচার্ডের তাহার ডেস্ক ঝাড়িবার সময় বার্‌বারা একদিন আমায় দেখাইয়া বলিয়াছিল যে, সেই অসুখের সময় ইহা কাটা হইয়াছিল।"

মিসেস্‌ হেয়ার্‌ অবসন্নভাবে চেয়ারে চিৎ হইয়া পড়িলেন, এবং পরিষ্কার কাঁপিতে কাঁপিতে হস্তদ্বারা মুখ আবৃত করিলেন। নিশ্চয়ই, এই কথাগুলি তাহার কোন গভীর দুঃখের কারণ জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে! তিনি কাতরস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন "আঃ বাছা আমার! বাবা আমার! যাদু আমার! আমার হতভাগ্য সন্তান! আর্কিবল্ড, মিঃ হেয়ার্‌ আমার অসুস্থতায় আশ্চর্য্য বোধ করেন—বার্‌বারা পরিহাস করে! কিন্তু তা'রা বোঝেনা যে, এখানেই আমার মানসিক ও শারীরিক সকল যাতনার মূল নিহিত! রিচার্ড! রিচার্ড!"

উপস্থিত বিষয়ে আশ্বাস কি সান্ত্বনা দিবার কিছুই নাই—তাই ক্লিষ্টভাবে কারলাইল্ ও বার্‌বারা উভয়েই নীরবে বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে কারলাইল্ বলিলেন "বার্‌বারা, আবার চেইন্‌টি পর। পরিয়া-পরিয়া ক্ষয় করিবার মত যেন তোমার স্বাস্থ্য থাকে, আমি সেই আশীর্ব্বাদ করিতেছি—বুঝিলে বালিকা, স্বাস্থ্য ও দৈহিক শ্রী।"

বার্‌বারা মুচ্‌কিয়া হাসিলেন ও তাহার সেই গভীরপ্রেমপূর্ণ চক্ষুতে কারলাইলের দিকে কটাক্ষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কর্ণেলিয়ার জন্য কি আনিয়াছ?"

উপহাস-গম্ভীর মুখে যুবক উত্তর করিলেন—"যদি ঠকিয়া না থাকি! তাঁর জন্য একটা শাল কিনিয়াছি। যাদের দোকান থেকে আনিয়াছি, তা'রা ত, শপথ করিয়া বলিয়াছে, যে জিনিষটা খাঁটি প্যারিসের কাশ্মিরী। শেষে না সাধারণ ম্যান্‌চেষ্টারের কাপড় হইয়া বসে, আমার ত সেই ভয় হইতেছে।"

"হয়ই যদি, কর্ণেলিয়া সে পার্থক্য ধরিতে পারিবেনা।"

"সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে পারি না" তারপর জাতীয় ভাবান্বিত হইয়া তিনি মন্তব্য করিলেন "কিন্তু নিজের কথা বলিতে পারি, কেন যে বিদেশী জিনিষ স্বদেশী জিনিষের উপর টেক্কা দিবে, আমিত তা বুঝিতে পারি না। আমি যদি শাল পরিতাম, তবে আমাদের নরুউইচ্ কি পেইলির কারখানায় তৈয়িরি মাঝারি গোছের খাঁটি শালের বদলে ফরাসীদেশের অত্যুত্তম শালটিকেও পরিত্যাগ করিতাম!"

অর্থসূচকভাবে বার্‌বারা বলিলেন "না-পরা পর্য্যন্ত থাম, থাম। শীঘ্রই তবে ভিন্ন গল্প বলিতে।"

মুখের উপর হইতে হস্ত অপসৃত করিয়া মিসেস হেয়ার্ জিজ্ঞাসা করিলেন "শালটির দাম হইয়াছে কত?"

"শুনিতে হইলে, আগে প্রতিজ্ঞা করুণ, কথনো কর্ণেলিয়ার নিকট বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বলিয়া ফেলিবেন না! তা হ'লে অমিতব্যয়িতার জন্য আমায় গালিমন্দ শুনাইয়া, সে শালটি সে ফুর্-ফুরে কাগজের ভাজে পুরিয়া তুলিয়াই রাখিয়া দিবে—কথনো আর বাহির করিবে না। ইহার জন্য আমি তিন শো টাকা দিয়াছি।"

সমালোচনার ভাবে মিসেস্ হেয়ার্ বলিলেন "এ যে বড় বেশী! জিনিষটা তবে খুব ভাল হওয়া চাই। আমার জীবনে আমি কথনো একশো টাকার বেশি দিয়া শাল কিনিনাই।"

উচ্চ হাস্য করিয়া কার্লাইল্ বলিলেন,—"আর আমি এ কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, কর্ণেলিয়া কথনো একশোর অর্দ্ধেকের বেশি দিয়াও কিনে নাই! এথন তবে আপনাদের কাছে বিদায় লইয়া তা'র কাছে যাইতে পারি। সে যদি জানিতে পারে যে, এতটা সময় আমি ফিরিয়া আসিয়াছি, তবে আমায় গালাগালের বক্তৃতা শুনিতে হইবে।"

করমর্দ্দন করিয়া তিনি তাহাদের নিকট বিদায় লইলেন; কিন্তু বার্বারা দরোজা পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে সঙ্গেই চলিলেন, ও শেষে বাহিরও হইয়া পড়িলেন। তথন কার্লাইল্ বলিলেন,—"তোমার ঠাণ্ডা লাগিবে, বার্বারা। তুমি যে শাল ভিতরে ফেলিয়া আসিয়াছ!"

"ওগো না, লাগিবে না। কত শীঘ্রই তুমি ফিরিয়া চলিলে! দশটি মিনিটও আমাদের কাছে রহিয়াছ কি না সন্দেহ।"

"কিন্তু তুমি ভুলিয়া যাইতেছ যে, আমি এথনো বাড়ী যাই নি!"

বার্বারা তাড়াতাড়ি উত্তর করিলেন,—"তুমি ত' বোচ্যাম্পের ওথানেই যাইতেছিলে; তথন ত' আর দুই একঘণ্টায় বাড়ী ফিরিতে পারিতেনা।" তাহার স্বরে ক্রোধের গন্ধ পাওয়া গেল।

"সে যে ভিন্ন কথা—সে যে কাজের জন্য! কর্ণেলিয়ার অপেক্ষা অধিকতর সহজে কাজের জন্য কেউ মাফ করিতে জানে না। কিন্তু কাজ ব্যতীত অন্য কিছুর অনুরোধে যদি আমি তা'র কাছ থেকে দূরে থাকি, তবে আমার বকুনি শোনার আর শেষ হইবে না। তুমি নিশ্চিত জানিয়া রাখিতে পার যে, এই মুহূর্ত্তে লণ্ডন সম্বন্ধে পাঁচশো প্রশ্ন তা'র জিহ্বাগ্রে রহিয়াছেই।—বার্‌বারা, আমার বোধ হইতেছে, তোমার মা একটু বেশি অসুস্থ দেখাইতেছেন।"

যুবতী উত্তর করিলেন,—"জান ত' তুমি, মা কেমন তুচ্ছ বিষয়েও সময় সময় আপনাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তোলেন! গত রাত্রে তিনি আবার, ঐ যা'কে তিনি স্বপ্ন-দেখা বলেন, তা'রই একটা দেখিয়াছেন। তিনি বলেন, একটা-কিছু অশুভ যে ঘটিবে, ইহা তা'রই পূর্ব্বাভাষ। আজ সমস্তটা দিনই তিনি চূড়ান্ত অসুখী ও জ্বর-জ্বর-ভাবাপন্ন ছিলেন। মা এমন দুর্ব্বলচিত্ত বলিয়া বাবা ভারি রাগিয়াছেন,—বলিয়াছেন, এই সকল আরব ক্রিয়ার হাত হইতে তাহাকে গা-ঝাড়া দিয়া উঠিতে হইবে। অবশ্য স্বপ্নসম্বন্ধে বাবাকে কিছু বলিতে আমরা সাহস করি নাই।"

"তাঁ'র স্বপ্ন, বুঝি, ঐ-ঐ-সম্বন্ধেই—" কার্‌লাইল্ বিরত হইলেন; এবং কম্পিত ভাবে চতুর্দ্দিকে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, তাহার আরো নিকটে আসিয়া—কার্‌লাইল্ এবার তাহাকে বাহু-আশ্রয় দেন নাই—বার্‌বারা তাহার কানে কানে বলিতে লাগিলেন,—"হাঁ, খুন সম্বন্ধে। তুমি অবশ্যই শুনিয়াছ যে, মা সর্ব্বদাই বলিয়া আসিতেছেন বীথেল ইহাতে কিছু-না-কিছু করিয়াছেই। তিনি বলেন, অন্য কিছু না করিলেও, শুধু তাঁ'র স্বপ্নই এ বিষয়ে সকল সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া তাঁর মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাইতে পারিত। মা স্বপ্নে বীথেল্‌কে তা'র—তা'—র-তা'র সঙ্গে একত্র দেখিয়াছিলেন।—তুমি ত' সবই জান?"

অতি অনুচ্চ স্বরে কার্লাইল্ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হ্যালিজন্?"

শিহরিয়া বার্বারা বলিতে লাগিলেন,—"হাঁ, হ্যালিজন্। ঠিক যেমন ভাবে সে পড়িয়াছিল, তেমনি ভাবে সে পড়িয়া রহিয়াছে, আর বীথেল্ যেন তার কাছে উপুড় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে,—স্বপ্নে এমন দেখাইতেছিল—আর সেই ঘৃণিতা এ্যাফাই রান্নাঘরের পাছে দাঁড়াইয়া সব দেখিতেছে।"

প্রতিবাদের স্বরে কার্লাইল্ বলিলেন,—"কিন্তু স্বপ্নগুলিকে দিনের বেলায় ও তাঁর শান্তির ব্যাঘাত জন্মাইতে দেওয়া কখনো মিসেস্ হেয়ারের পক্ষে উচিত নয়। সর্ব্বদা ঐ একটা বিষয় ভাবিতে ভাবিতে তিনি যে খুনের স্বপ্ন দেখিবেন, সেটা বড় আশ্চর্য্য কথা নয়। কিন্তু রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাবটা দূর করিয়া ফেলা ত' উচিত ও কর্ত্তব্য।"

"মা যে কেমন প্রকৃতির, তা জানিতে ত' আর তোমার বাকী নাই। অবশ্য, তাঁ'র করা উচিত, কিন্তু তিনি করিতে পারেন না। তাঁকে এমন অসুস্থ ভাবে বিছানা হইতে উঠিতে দেখিয়া ও সকালবেলাটায় এমন কাঁপিতে দেখিয়া, বাবা ভারি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকেন, আর মাকে সকল রকমের ওজর-আপত্তি করিতে হয়। কারণ, তুমি ত' জান, খুন সম্বন্ধে ঘুনাক্ষরটিও বাবার কাছে বলা যাইতে পারে না।"

গম্ভীর ভাবে কার্লাইল্ সায়-সূচক ভাবে মস্তক সঞ্চালন করিলেন।

বার্বারা আবার বলিতে লাগিলেন,—"বীথেলের সম্বন্ধে মা বড় বেশি বেশি ভাবেন। আমি ঠিক বলিতে পারি, জগতের অন্য কিছু হইতেই এ স্বপ্নের উৎপত্তি হয় নাই; সুধু কাল যে তিনি তা'কে আমাদের সদর দরোজার কাছ দিয়া যাইতে দেখিয়াছিলেন, তাহাই ইহার মূল! অবশ্য মা মনে করেন না যে, সে ইহা করিয়াছে—আমাদের দুরদৃষ্টবশতঃ এমন মনে করিবার সুযোগটুকুও নাই—তবে একথা তিনি জেদ্ করিয়া বলেন

যে, কোনো-না-কোনো রকমে ঐ ব্যাপারে তাহার হাত আছেই আছে; আর সেও পুনঃপুনঃ স্বপ্নে দেখা দিয়া বিরক্ত করিতেছে!"

নীরবে কার্‌লাইল্‌ হাটিতে লাগিলেন—বাস্তবিকই উত্তর দিবার মত কিছুই নাই। হেয়ার-পরিবারের উপর একটা মেঘের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে—এবং বিষয়টি নিতান্তই অসুখকর। বার্‌বারা বলিতে লাগিলেন,—"কিন্তু তিনি এই স্বপ্নটা দেখিয়াছেন বলিয়াই যে, কোনো একটা অশুভ ঘটিতে যাইতেছে বলিয়া তাঁহার মাথায় যে একটা ভাবনা ঢুকিয়াছে, ও তাই ভাবিয়া ভাবিয়া যে তিনি আপনাকে এমনধারা অসুখী ও অসুস্থ করিয়া তুলিতেছেন, এটা এতবড় অসঙ্গত যে, আজ সমস্তটা দিনই আমি তাঁর উপর ভারি বিরক্ত বোধ করিয়াছি। 'স্বপ্ন গুলি ভাবী ঘটনার পূর্ব্ববর্ত্তী ছায়া স্বরূপ'—এই বিশ্বাসই কি ভয়ানক মূর্খতা, না, আর্কিবল্ড!—আমাদের এই বিজ্ঞান-প্রদীপ্ত দিনের কতই না, পশ্চাতে!"

ধীর গম্ভীর ভাবে কার্‌লাইল্‌ বলিলেন,—"তোমার মার যাতনা বড় বেশি—তা'তে আবার তিনি তেমন সবলও নহেন!"

বার্‌বারা উত্তর করিলেন,—"জানি যে, সেই—সেই ভীষণ সন্ধ্যাটা হইতেই আমাদের যাতনার মাত্রা বড় বেশি হইয়া পড়িয়াছে!"

আবদ্ধ যন্ত্রণাদায়ক বিষয়টি পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক হইয়া কার্‌লাইল্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন,—এ্যানের কোন খবর পাইয়াছ কি?"

"হাঁ, সে খুব ভাল আছে। বল দেখি, তা'রা খুকীটির কি নাম রাখিবে?—মার ও তা'র নিজের নামানুসারে 'এ্যান্‌' রাখিতে যাইতেছে! কি ভয়ানক কুৎসিৎ নাম!"

মাথা নাড়িয়া কারলাইল্‌ বলিলেন "না, আমি এমন মনে করিতে পারি না। আমার কিন্তু নামটি বেশ সহজ ও বাগাড়ম্বরশূন্য মনে হয়। এমনধারা নাম আমি বেশ পছন্দ করি। আমাদের পরিবারের

অসঙ্গত নামগুলি একবার দেখ দেখি—আর্কিবল্ড, কর্ণেলিয়া! আর তোমার টিও বার্বারা! ওঃ! এগুলি কি মুখ-ভরা না!"

যুবতী ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন—কার্লাইল্ তাহার নামটি পছন্দ করেন না ও ইহা বলা যে প্রায় একই কথা হইল।

কার্লাইল্ আবার আরম্ভ "করিলেন কালিকার দিনটায় ম্যাজিষ্ট্রেটদের কি বড় বেশি ভিড় গিয়াছে! তুমি কিছু জান?"

"আমার ত' বিশ্বাস, বড় বেশি। কিন্তু আমি যে তোমায় কোনো সংবাদ দিতে পারি, এতটা সময় ত আর তুমি রহিলে না!"

এমন সময় তাহারা সদর দরোজার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কার্লাইল্ বাহির হইয়া যাইতেছেন, দেখিতে পাইয়া বার্বারা স্বকীয় হস্ত তাহার বাহূপরি স্থাপিত করিয়া বাধা দিয়া বলিলেন "আর্কিবল্ড!—"

হাসিয়া কার্লাইল বলিলেন "কিগো!—"

চেইন্ ও লকেট স্পর্শ করিয়া যুবতী বলিলেন "ইহার জন্য তোমায় যে আমি একটি ধন্যবাদের কথাও বলি নাই! আমায় অকৃতজ্ঞ মনে করিওনা।"

"আঃ, বোকা মেয়ে কোথাকার! এটা ধন্যবাদের উপযুক্ত নয় গো!—কেমন এই!—এখন আমি খুব ধন্যবাদ পাইলাম!—বিদায়, বার্বারা!" আনত হইয়া কার্লাইল্ তাহার মুখ চুম্বন করিলেন, ও হাসিতে হাসিতে গেটের মধ্য দিয়া ঝুলিয়া পড়িয়া লম্বা পাদক্ষেপে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। শেষে একবার ফিরিয়া বলিলেন "আর বলিতে পারিবে না যে কখনো তোমায় আমি কিছু দিই নাই! বিদায়!"

যুবতীর সকলগুলি ধমনী টন্ টন্ করিতেছে ও সমস্ত গুলি শিরা স্পন্দিত হইতেছে, আর পরম সুখাস্বাদে তাহার হৃৎ-পিণ্ড নৃত্য করিতেছে! যতদূর তাহার মনে পড়িতেছে, সেই ছেলেবেলার পর কার্লাইল আর কখনো তাহাকে চুম্বন করেন নাই। যখন তিনি কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন

করিলেন, তখন তাহার দিল্‌ এতটা মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছে যে, মিসেস্‌ হেয়ার ভারি বিস্ময় বোধ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল উভয়েই নীরব রহিলেন। শেষে জননী বলিলেন "বার্‌বারা, আলো দিতে বল। এখন তুমি তোমার কাজে বসিতে পার। কিন্তু জানালাগুলি বন্ধ রাখিওনা—এমন জ্যোৎস্নামাখা রাত্রিতে আমি বাহিরে চাহিয়া থাকিতে বড় ভালবাসি!"

বার্‌বারা কিন্তু, এখন আর তাহার কার্য্যারম্ভ করিলেন না। তিনিও হয়তঃ জ্যোৎস্নামাখা রাত্রিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিতেই ভাল বাসিতেছেন—কারণ তিনিও যাইয়া গবাক্ষ সমীপে উপবেশন করিলেন। গত অর্দ্ধঘণ্টার উপর আবার তাহার অস্তিত্ব ঘুরিতে লাগিল। তিনি আপন মনে বলিতে লাগিলেন "আর বলিতে পারিবেনা যে কথনো আমি তোমায় কিছু দিই নাই!" আঃ সে কি চেইন্‌টিকে, অথবা সেই—সেই চুমোটিকে উদ্দেশ্য করিয়া একথা কয়টি বলিয়াছিল? আঃ আর্কিবল্ড! একবার কেন বলনা যে আমায় তুমি ভালবাস!"

সমস্তটি জীবন ভরিয়াই কার্‌লাইল্‌, হেয়ার-পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে মিশামিশি করিয়া আসিতেছেন। তাহার পিতার প্রথমা স্ত্রী—মৃত উকিল কার্‌লাইল্‌ দুইবার দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন—জাষ্টিশ্‌ হেয়ারের খুল্লতাত ভগিনী ছিলেন। এই জন্যই এ দুইটি পরিবারের মধ্যে এতটা ঘনিষ্টতা জমিয়াছে। দ্বিতীয়া পত্নীর পুত্র—আর্কিবল্ড স্বয়ং—ছেলে বয়সে যেমন করিয়া থাকে, তেমনি নিঃসঙ্কোচে একবার এ্যান্‌ ও বারবারা হেয়ার্‌কে মারিতেন, আবার সোহাগ করিতেন। আপনার ভগিনী হইলে যেমন করিতেন, তেমনি ভাবে সুন্দরী বালিকা দুইটির সঙ্গে কখনো ঝগড়া করিতেন, আবার কখনো তাহাদিগকে সোহাগ-আদরে অভিভূত করিতেন; আর তখন ইহাদের উভয়েরই সম্মুখে, নিঃসঙ্কোচে, তিনি

বলিতেন, এ্যান্‌ই তাহার প্রিয়পাত্রী। এ্যান্‌, জননীরই ন্যায় নম্রা ও আত্মসমর্পিণী ছিলেন; পক্ষান্তরে, বালিকা বার্‌বারা, স্বকীয় ইচ্ছা ও জেদ্‌ বলবৎ রাখিতেই চেষ্টা করিত! ইহার ফলে অনেক সময়ই তাহার ও কার্‌লাইলের ইচ্ছায় সংঘর্ষণ উপস্থিত হইত।

ঘড়িতে দশটা বাজিলে, মিসেস্‌ হেয়ার, তাহার রীতি অনুসারে একমাত্রা জল-ব্রাণ্ডি পান করিলেন। তাহার বিশ্বাস, ইহা না হইলে তিনি ঘুমাইতেই পারেন না। তিনি বলিয়া থাকেন যে, ইহাতে তাহার দুশ্চিন্তার তেজ মন্দীভূত হয়। জননীকে এই জল-ব্রাণ্ডি প্রস্তুত করিয়া দিয়া, বার্‌বারা আবার জানালার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু আসন গ্রহণ করেন নাই—সম্মুখের দিকে আনত হইয়া, মধ্যের শার্সিটির উপর, কপাল-দেশ বিন্যস্ত করিয়া, ইহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। উজ্জ্বল আলোকবিকিরণ-কারী প্রদীপটি তাহার পশ্চাতে; সুতরাং যদি কেহ সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র মাঠটিতে আসিয়া দাঁড়ায়, তবে সে বার্‌বারার মূর্ত্তিটি পরিষ্কার দেখিতে পাইবে।

ইহার সর্ব্বপ্রকার মনোমোহন ও গভীর প্রতারণাময় মাধুর্য্যের নিকট আত্ম সমর্পণ করিয়া, যুবতী যেন এক স্বপ্ন-রাজ্যের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। কার্‌লাইল্‌, পৃথিবীতে যেমন তাহার হৃদয়ের প্রিয়তম বস্তু, নিকটবর্ত্তী প্রদেশসমূহের মধ্যে ও তেমনি শ্রেষ্ঠতম বিবাহযোগ্য পাত্র। কল্পনায় আপনাকে তিনি এই কার্‌লাইলের পত্নীস্বরূপ দেখিতেছেন! এমন মা নাই, যিনি সন্তানরূপে কার্‌লাইল্‌কে পাইতে ইচ্ছা করেন না; এমন কুমারী যুবতী নাই, যিনি, মনোমোহন আর্কিবল্ড কার্‌লাইলের বিবাহ-প্রস্তাবে অতিমাত্র আহ্লাদের সঙ্গে বলিয়া উঠিবেন না "আচ্ছা, সর্ব্বান্তঃকরণে!" লকেট্‌টিকে সোহাগ করিয়া ও গণ্ডস্থলে চাপিয়া ধরিয়া যুবতী আপনা-আপনি বলিতে লাগিলেন "আজিকার রাত্রির পূর্ব্বে কখনো

আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত—সম্পূর্ণ নিশ্চিত—হইতে পারি নাই। সর্ব্বদাই আমার মনে হইত, তা'র মনে কিছু থাকিলেও থাকিতে পারে,নাও থাকিতে পারে! কিন্তু এইটিকে আমায় দিয়া—আমায় চুমো দিয়া—আঃ,আর্কিবল্ড!" তিনি নীরব হইলেন—তাহার পলকহীন চক্ষুর্দ্বয় চন্দ্রালোকের উপর সংন্যস্ত রহিয়াছে। আবার বলিতে লাগিলেন "সে যদি সুধু বলিত—সে আমায় ভাল বাসে! আমার হৃদয়ের যাতনা সে যদি একটু দেখিত, একটু লাঘব করিত!—কিন্তু একদিন সে করিবেই—আমি জানি,সে নিশ্চয়ই করিবে। কিন্তু যদি সেই বদ্‌মেজাজী—বুড়ী কর্ণি—"তিনি হঠাৎ বিরত হইলেন। মাঠটির অপর প্রান্তে, তরুকুঞ্জের ঠিক সম্মুখ ভাগে, ও কি দেখা যাইতেছে! বৃক্ষপত্র দ্বারা ত' এ গতি কখনো উৎপন্ন হয় নাই—রাত্রিটি যে একেবারে নির্ব্বাত। কয়েক মিনিট্ যাবৎই ইহা এখানে রহিয়াছে—পরিষ্কার মনুষ্যমূর্ত্তি যে! কি এ? ঐ যে আবার, নিঃসন্দেহ তাহাকে সঙ্কেত করিতেছে!—অন্ততঃ, এমন দেখাইতেছে যে যেন সঙ্কেত করিতেছে! ঐ যে, নিঃসন্দেহ, মূর্ত্তির বাহুটি নড়িতেছে!—এই যে এক পদ অগ্রসর হইল!—আবার, ঐ যে মাথায় কি পরিয়া আসিয়াছে,—একগাছা তৃণপরিবেষ্টিত, প্রশস্ত-কিনার জীর্ণ একটা টুপি উত্তোলিত করিল!

একটা কথা আছে যে, "বুকটা লাফিয়ে মুখে উঠেছে!'—বার্‌বারা হেয়ারের ও সেই দশা ঘটিল চন্দ্রালোকে তাহার মুখমণ্ডল শবের মত সাদা দেখাইতেছে! প্রথমে তাহার মনে হইল, বিপদ্-ঘণ্টাধ্বনি করিয়া ভৃত্যদিগকে জাগরিত করিবেন; কিন্তু দ্বিতীয়বার ভাবিলেন, চুপ করিয়া থাকিবেন, কারণ বাড়ীটির সঙ্গে যে ভীতির কারণও রহস্য বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাও তাহার মনে পড়িল। তখন তিনি বড় কক্ষটিতে যাইয়া জননীকে বৈঠকখানা কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, ও চাঁদনীর আঁধারে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। বেশ বুঝা গেল, মূর্ত্তিটিও

তাহার গতির অনুসরণ করিয়াছে—ঐ যে, টুপিটি আবার খুলিয়া লইয়া, সজোড়ে আন্দোলিত করিয়া, আবার সঙ্কেত করিল !

বিষম আতঙ্কে জর-জর হইয়া যুবতী ফিরিলেন। তাহাকেই ইহা তলাইয়া দেখিতে হইবে—তাহাকেই বুঝিতে হইবে, ইহার অর্থ কি এবং কেই বা করিতেছে ;—ভৃত্যদিগকে ডাকিতে সাহসে কুলাইল না। এদিকে, অঙ্গ-চালনা গুলিও বেশ কর্ত্তৃত্বের সঙ্গেই হইয়াছে—হয়তঃ, উপেক্ষিত হইবার নহে। তবে, অধিকাংশ যুবতীদের ভাগ্যে যে সাহসটুকু পড়ে, তদপেক্ষা অনেক বেশী অন্তর্জ্জাত সাহস বার্‌বারার হৃদয়ে আছে।

বৈঠকখানা কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আল্‌না হইতে শালটি লইলেন, ও অনুত্তেজিত ভাবে কথা কহিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন "মা, এই আমি একটু রাস্তায় ঘুরিয়া দেখিয়া আসি, বাবা আসিতেছেন কি না।"

মিসেস্ হেয়ার্ কোনো উত্তর করিলেন না। দুর্ব্বলদেহীর মনে অল্প একমাত্রা সুরা যে সুখময় জড়ত্বের ভাব উদ্রিক্ত করে, সেইভাবে মগ্ন হইয়া তিনি বিষয়ান্তর চিন্তা করিতেছিলেন। মৃদু শব্দে দরজা বন্ধ করিয়া, চোরের মত নিঃশব্দ পাদসঞ্চারে, বার্‌বারা চাঁদনীর নিকট গমন করিলেন। হৃদয়ের বিত্রস্ত সাহস সংগ্রহ করিবার জন্য তিনি মুহূর্ত্ত-মাত্র দাড়াইয়াছনে। আর অমনি অসহিষ্ণু ভাবে টুপিটি আবার আন্দোলিত হইয়া উঠিল।

মন্ত্রচালিতার ন্যায় বার্‌বারা মূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন ;—একটা অস্পষ্ট অশুভ ভাবনা তাহার মজ্জমান্ হৃদয়টিকে পূর্ণ করিয়া তুলিল। ইহার সঙ্গে বিজড়িত হইয়া আবার, মিসেস্ হেয়ার্ যে ভাবী অমঙ্গলের ছায়া স্বরূপ আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিতেন, সেই অমঙ্গলের অস্পষ্ট আশঙ্কা তাহাকে অধিকতর উদ্বিজিত করিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—⊰⁂⊱—

চন্দ্রালোকে সাক্ষাৎ।

জ্যোৎস্না-স্নাত হইয়া প্রাচীন বাড়ীটি আজ বড়ই স্নিগ্ধ ও শান্ত দেখাইতেছে। শশাঙ্ক কখনো আজিকার অপেক্ষা উজ্জ্বলতর মূর্ত্তি লইয়া দেখা দেয় নাই। আজি সে দূর-বিস্তৃত উদ্যানটিকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে এমন কি বায়ু-গতি-নির্দ্ধারক যন্ত্রটিকেও প্রোজ্জ্বল করিয়াছে; আর চাঁদনীর উপর এবং বারবারা বহির্ভাগে আসিলে, তাহার উপর, সৌন্দর্য্যের লহরী তুলিয়া ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বিষম ভয়ে ভীত হইয়া, উদ্যান-প্রান্তস্থ তরুকুঞ্জের উপর সবলে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া, চাঁদনী হইতে চোরের মত মৃদু পাদসঞ্চারে বারবারা অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গবাক্ষ সমীপে তাহার অবস্থান-কালে, বৃক্ষ-মধ্য হইতে ধীর পাদ-ক্ষেপে বহির্গত হইয়া, রহস্যময় অঙ্গুলি সংকেতে যাহা তাহাকে আহ্বান করিয়াছিল—যাহা দেখিয়া হৃদয়টি তাহার আড়ষ্ট হইয়াছিল—তাহা কি? যে গৃহে ইতিপূর্ব্বেই এতটা অশুভ-পাত হইয়া গিয়াছে, সেই গৃহের উপর আরও অশুভ-আনয়নকারী কোনও মনুষ্য মূর্ত্তি কি?—না, কি কোনও অশরীরী প্রাণী?—অথবা, এ কি শুধু তাহার দৃষ্টিবিভ্রম? শেষোক্তিটি ত' কখনই নহে—ঐ যে আবার পূর্ব্বেরই মত নিস্পন্দ আড়ষ্ট ভাবে মূর্ত্তিটি বহির্গত হইতেছে! শালটি আবার গায় টানিয়া দিয়া, রক্তহীন মুখে কম্পিত হস্তপদে বারবারা, চন্দ্রালোকে, পথ বাহিয়া চলিলেন। তিনি সন্নিকটে উপস্থিত হইলে, সংকেতকারী মূর্ত্তিটি

আবার বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হইল। তিনিও স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন এবং অনুচ্চ জড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি?—কি তুমি? কি চাও?"

অতি মৃদু ও ব্যগ্র স্বরে উত্তর হইল "বার্‌বারা, আমায় কি তুমি চিনিতে পারিতেছ না?"

হাঁ, এখন অতি নিশ্চিতরূপেই তিনি চিনিতে পারিয়াছেন—অন্ততঃ, কণ্ঠস্বরটিকে। যদিও উভয়ই প্রকাশ পাইল, তথাপি আনন্দ অপেক্ষা আশঙ্কা অধিকতর প্রকাশ করিয়া, অজ্ঞাতসারে তাহার মুখ হইতে একটা অনুচ্চ চীৎকার-ধ্বনি বহির্গত হইয়া পড়িল। তিনি বৃক্ষাভ্যন্তরে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন; আর কৃষক-বেশপরিহিত এক ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে বাহু-বেষ্টিত করিয়া ফেলিল। দরবিগলিতধারে যুবতী অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কৃষক-বেশ সত্ত্বেও, ঘন-কৃষ্ণ গুম্ফ-যুগল সত্ত্বেও, যুবতী ইহাকে আপন সহোদর বলিয়া চিনিতে পারিলেন। "উঃ রিচার্ড! তুমি কোথা হইতে আসিলে? কেন এখানে আসিলে?"

উত্তরে আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমায় তুমি চিনিতে পারিয়াছিলে, বার্‌বারা?"

"তোমার এই ছদ্মবেশে সেও কি সম্ভব?—তবে,একটা ভাবনা আমার মনে উঠিয়াছিল যে, হয়ত, তোমার নিকট হইতে কেহ আসিয়া থাকিবে। কিন্তু তা'তেও আমি ভয়ে অস্থির হইয়াছিলাম!" তৎপর, করে কর নিপীড়ন করিতে করিতে তিনি আবার বলিতে লাগিলেন "এমন ঝুঁকি মাথায় লইয়া, কেমন করিয়া তুমি এখানে আসিতে সাহস করিলে? যদি ধরা পড়, তবে যে মৃত্যু নিশ্চয়! কিসে—মৃত্যু—জান ত' তুমি!"

গম্ভীর স্বরে রিচার্ড হেয়ার্ উত্তর করিলেন,—"জানি, বার্‌বারা—ফাঁসিকাষ্ঠে।"

"তবে এমন বিপদ ঘাড়ে লইয়া আসিলে কেন? তোমায় দেখিতে পাইলে, মা একদম্‌ খুন হইবেন!"

বিষণ্ণ ভাবে রিচার্ড উত্তর করিলেন,—"যে ভাবে রহিয়াছি, সে ভাবে যে আর থাকিতে পারি না, বার্‌বারা! সেই অবধি আমি লণ্ডনে কাজ করিয়া আসিতেছি"—

বাধা দিয়া বার্‌বারা বলিলেন,—"লণ্ডনে!"

"হাঁ, লণ্ডনে! সেখান হইতে কখন ও আমি কোথাও যাই নাই! —কিন্তু কাজটি আমার পক্ষে বড় কঠিন। তবে অল্প কিছু টাকা জোগাড় করিতে পারিলে, এখন একটা ভাল কাজের সুবিধা হইতে পারে। এই টাকা চাহিতেই আসিয়াছি।"

"কি কাজ কর? কোথায় কাজ কর?"

"আস্তাবলে!"

গভীর মর্ম্মাহত স্বরে বার্‌বারা বলিয়া উঠিলেন,—"আস্তাবলে!—রিচার্ড, তুমি!"

"হাঁ, আমি তবে তুমি কি ভাবিয়াছিলে যে, কোন মহাজনের মত, কি কোনো ব্যাঙ্কারের মত, কোনো কাজ, অথবা রাজার কোনো মন্ত্রীর মুন্সী-গিরি করিতেছি!—না কি, আমি একজন স্বাধীন ভদ্রলোক যে সম্পত্তির আয় হইতে খাইয়া পরিয়া আছি?" শুনিতে প্রাণে আঘাত লাগে, এমন ক্রুদ্ধ জ্বালার স্বরে রিচার্ড হেয়ার্‌ এই তীব্র উত্তর করিলেন; তারপর একটু ধীর ভাবে বলিলেন,—"সপ্তাহে আমি মাত্র ছয়টি টাকা উপায় করি। তাহাদ্বারাই আমাকে সব করিয়া লইতে হয়।"

অশ্রুসিক্ত করিয়া ভ্রাতার হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে, কাতর স্বরে বার্‌বারা বলিলেন,—"আঃ, হতভাগ্য রিচার্ড! হতভাগ্য রিচার্ড! সেই

রাত্রিতে কি শোচনীয় কাজই না ঘটিয়াছিল! তবে রিচার্ড, আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, নিশ্চয়ই উন্মত্ত অবস্থায় তুমি তাহা করিয়াছিলে।"

ভ্রাতা উত্তর করিলেন,—"আমি কথনো তা' করি নাই।"

মনের আবেগে বার্‌বারা সজোরে বলিয়া উঠিলেন,—"কি?"

"বার্‌বারা, শপথ করিয়া বলিতেছি—আমি নির্দ্দোষ; শপথ করিয়া বলিতেছি, লোকটা যখন খুন হয়, আমি তখন সেখানে আদৌ উপস্থিত ছিলাম না; শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার চাক্ষুষ জ্ঞানে, খুনী সম্বন্ধে তুমি যা জান, তার অপেক্ষা বেশি আমি কিছুই জানি না। তবে এবিষয়ে অনুমানই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমাদের উপরিস্থ আকাশে চন্দ্রদেব রহিয়াছেন,—এ যেমন ধ্রুব সত্য, আমার অনুমানও সেইরূপ ধ্রুব সত্য।"

থর-হরি কম্পিত হইয়া বার্‌বারা তাহার আরো নিকটে আসিলেন। বিষয়টিতে বাস্তবিকই কম্প হইবার কথা,—"নিশ্চয়ই তুমি বীথেলের ঘাড়ে দোষ চাপাইতে যাইতেছ না?"

অবজ্ঞা-বিমিশ্র স্বরে রিচার্ড হেয়ার উত্তর করিলেন,—"বীথেল! এই ব্যাপারে সে কিছুই করে নাই। যেমন পাখী-চোর সে, এই রাত্রিতেও তার জাল ও ফাঁদ লইয়াই সে ব্যস্ত ছিল।"

"না, রিচার্ড, বীথেল্ পাখীচোর নয়।"

অর্থসূচক ভাবে রিচার্ড উত্তর করিলেন,—"নয়?"—সে যে কি পদার্থ, সেই তত্ত্বকথাটা একসময় না একসময় বাহির হইতে পারে। তবে আমি অবশ্য ইচ্ছা করি না যে, তাহা কথনো বাহির হয়। লোকটা আমার কোনও অনিষ্টই করে নাই। ভগবানের নিকট অন্তিম বিচারের দিন পর্য্যন্ত সে নির্ব্বিঘ্নে পাখী চুরি করিতে থাকুক্, আমার তাহাতে কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। সে আর লক্স্‌লি—"

চাপা স্বরে বাধা দিয়া তাহার ভগ্নী বলিলেন,—“রিচার্ড, মার মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে—কিছুতেই তিনি ইহা দূর করিতে পারিতেছেন না। মা বলেন তিনি নিশ্চিত বুঝিয়াছেন যে খুনের ব্যাপারে বীথেল কিছু না কিছু করিয়াছেই।”

“তবে তিনি ভুল বুঝিয়াছেন। কেন তিনি এমন মনে করেন?”

“প্রথমে প্রত্যয়টি কেমন করিয়া যে হইয়াছিল, আমি তা’ বলিতে পারিবনা ; বোধ হয় মা নিজেও তা’ জানেন না। খুব সম্ভবতঃ তোমার অবশ্য মনে আছে তিনি কেমন দুর্ব্বলচিত্ত ও কল্পনাপ্রিয় ; তার উপর, সেই ভীষণ রাত্রিটি হইতে, যাহা তিনি স্বপ্ন বলেন, রোজই তাহা তিনি পাইয়া আসিতেছেন—অর্থাৎ তিনি খুনের স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন ; আর এই সকল স্বপ্নের বীথেলই সুস্পষ্ট বিষয়। তাই মা বলেন, তিনি মনে মনে নিঃসন্দেহ বুঝিয়াছেন যে, কোনো-না-কোনো রকমে সে খুনের ব্যাপারে জড়িত আছেই।”

“কিন্তু, আমি বলিতেছি, বার্‌বারা, এই তুমি যতটা জড়িত ছিলে, সে তাহার অপেক্ষা অধিক জড়িত ছিল না।”

“আর তুমি ইহাও বলিতে চাও যে, তুমিও ছিলে না?”

“এমন কি, তথন আমি সে কুটিরেও উপস্থিত ছিলাম না—ইহা আমি শপথ করিয়া বলিতেছি। যে লোকটা এই কাজ করিয়াছে, তাহার নাম থর্ণ।”

মস্তকোত্তোলিত করিয়া বার্‌বারা প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিলেন,—“থর্ণ! সে কে?”

“আমি জানি না। ওঃ! যদি জানিতামই—যদি তাহার গুপ্তস্থান হইতে একটিবার তাহাকে বাহির করিতে পারিতাম্!—সে এ্যাফাইর একজন বন্ধু ছিল।”

উদ্ধত ভঙ্গিমা সহকারে মস্তকটি পশ্চাৎদিকে নিক্ষিপ্ত করিয়া যুবতী ডাকিলেন,—"রিচার্ড !"

"কেন ।"

"তুমি নিশ্চয়ই আত্মবিস্মৃত হইতেছ, নহিলে আমার কাছে সেই নাম কর !"

রিচার্ড প্রত্যুত্তর করিলেন,—"বেশ ! এই সব বিষয় লইয়া তর্ক করিবার জন্য নিজকে এমন বিপদাপন্ন করিয়া আমি এখানে আসি নাই। আর আমি বেশ জানি যে, আমার নির্দ্দোষত্ব প্রতিপন্ন করিতে যাওয়ায় কোনও ফল হইবে না। 'ইচ্ছাপূর্ব্বক খুন করিয়াছে,' এই মর্ম্মে "ছোট রিচার্ড হেয়ারের" বিরুদ্ধে করোণার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছে, আমার চেষ্টা কিছুতেই তাহা খণ্ডন করিতে পারিবে না।—বাবা কি বরাবর যেমন, এখন ও আমার উপর তেমনই বিরক্ত ?"

"ঠিক তেমনই। কথনো তিনি তোমার নাম করেন না—কাহাকেও করিতে দেন না। চাকরদের উপর হুকুম জারি করিয়া রাখিয়াছেন যে, তাঁহার বাড়ীতে তোমার নাম কথনো যেন কেউ উচ্চারণ না করে। এলিজার মনে থাকিত না, কি, সে ইচ্ছা করিয়াই রাখিত না—আর জেদ করিয়া তোমার ঘরটিকে "রিচার্ডের ঘর" বলিত। আমার বিশ্বাস, মাগীটা অসতর্ক ভাবেই ইহা করিত—বাবাকে ক্ষেপাইবার জন্য, দুষ্টুমি করিয়া যে করিত, তাহা নহে। তুমি ত' জান, সে কেমন ভাল লোক ছিল, আর তিনটি বৎসর আমাদের কাছে ছিল। প্রথম বার যথন সে হুকুম অমান্য করে, বাবা তা'কে সমজাইয়া দিলেন ; দ্বিতীয় বার, বজ্র-নাদে ধম্‌কাইলেন—আমার খুব বিশ্বাস এমন ধম্‌কাইতে পৃথিবীতে আর কেহ পারে না ! আর তৃতীয়বারে একটি, মুহূর্ত্ত ও অপেক্ষা না করিয়া তিনি তা'কে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিলেন ! ফটকের কাছে একটা

চাকর যাইয়া তা'র টুপি ও শাল দিয়া আসে, আর সেই দিনই তা'র বাক্স পেটারা পাঠাইয়া দেওয়া হয়। বাবা শপথ করিয়াছিলেন যে—তুমি কি এসম্বন্ধে কিছু শুনিয়াছিলে ?"

"কোন্ শপথ সম্বন্ধে ? তিনিত অনেকই করিয়া থাকেন !"

"কিন্তু এবারকারটি রিচার্ড, পবিত্র ও গম্ভীর ! তোমার বিরুদ্ধে রায় বাহির হইলে পর, বিচারালয়ে বসিয়াই, সমব্যবসায়ী ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের সম্মুখে তিনি শপথ করিয়াছিলেন যে, যদি কখনও তিনি তোমাকে দেখিতে পান, তবে তখনই তোমাকে ন্যায়ের হাতে সমর্পণ করিবেন,—দশ বছর পরেও যদি তুমি ফিরিয়া আস, তবে তখনও তিনি ইহা করিবেন। তাঁ'র চরিত্র ত' তুমি জান, রিচার্ড ?—তাহাতেই নিঃসন্দেহ বুঝিতে পার যে, তিনি ইহা করিবেন ও। বাস্তবিকই, এখানে আসা তোমার পক্ষে ভারি বিপজ্জনক।"

কাতরভাবে রিচার্ড বলিয়া উঠিলেন,—"ভুলি নাই আমি যে, আমার সঙ্গে যেমন ব্যবহার করা তাঁর উচিত ছিল, তেমন ব্যবহার তিনি কখনও করেন নাই ! আমার স্বাস্থ্য ক্ষীণ ছিল বলিয়া, দুঃখিনী মা আমায় একটু বেশি প্রশ্রয় দিতেন। কিন্তু তাই বলিয়া, একটু সুবিধা পাইলেই কি ঘরে বাহিরে আমায় ঠাট্টা বিদ্রূপ করা তাঁর উচিত কাজ হইত ? যেমনটি হইয়াছিল, গৃহ যদি তদপেক্ষা বেশি সুখের হইত, তবে আর আমি, অন্যত্র যে লোকের সঙ্গ খুঁজিতে যাইতাম, তাহা যাইতাম না ! যা'ক্, বার্‌বারা, মার সঙ্গে আমায় একবার দেখা করাইতে হইবেই।"

খানিক চিন্তা করিয়া যুবতী বলিলেন "কিন্তু ইহা সংঘটন করিবার ত' কোনো উপায়ই দেখিতে পাইতেছি না।"

"কেন, তুমি যেমন আসিয়াছ, মা কি তেমন আসিতে পারেন না ? তিনি কি এখনো জাগিয়া আছেন ?"

ভীতি-প্রাপ্ত স্বরে বার্‌বারা উত্তর করিলেন "আজ রাত্রিতে সে কথা ভাবাও যে অসম্ভব!—যে কোনো সময়ে বাবা আসিয়া পড়িতে পারেন! বোচ্যাম্প্‌দের ওখানে তিনি সন্ধ্যাটা কাটাইতেছেন।"

রিচার্ড বলিলেন "আঠারোটি মাস মার কাছ ছাড়া হইয়া থাকা ও এত কাছে আসিয়াও না দেখিয়া ফিরিয়া যাওয়া বড় কষ্টকর, বার্‌বারা! আর টাকার কথা কি বল?—হাজার বারোশ' টাকা আমার চাই ই চাই।"

"কাল রাত্রিতে অবশ্যই এখানে আসিও, রিচার্ড। টাকা যে পাইতে পারিবে, তাহাতে কোনো সন্দেহই নাই। কিন্তু মাকে দেখা সম্বন্ধে আমি ততটা নিশ্চিত হইতে পারি না। তোমার নির্ব্বিঘ্নতার জন্যই আমার বড় ভয়!" তার পর, একটু নীরব থাকিয়া, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু দেখ, যেমন বলিলে, যদি তুমি তেমন নির্দ্দোষ হও, সে কি তবে প্রমাণিত হইতে পারে না?"

"কে তা প্রমাণ করিবে? আমার বিরুদ্ধে প্রবল সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে। আর আমি যদি থর্ণের নাম বলি ও, অন্যের নিকট তাহা একটা অর্থহীন গল্পের মত মাত্র বোধ হইবে। তা'র সম্বন্ধে কেহই কিছু জানিত না।"

মৃদুস্বরে বার্‌বারা জিজ্ঞাসা করিলেন "বাস্তবিকই কি সে কাল্পনিক?"

রিচার্ড তীব্র প্রত্যুত্তর করিয়া উঠিলেন "তুমি আর আমিও কি কাল্পনিক?—এই ত! তুমি ও আমায় সন্দেহ করিতেছ!"

হঠাৎ যুবতী আবেগ সহকারে বলিয়া উঠিলেন "আর্কিবল্ড্‌ কার্‌লাইলের কাছে সমস্তগুলি ঘটনা বল না কেন? যদি কাহারো তোমাকে সাহায্য করিবার, কি তোমায় নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিবার, ক্ষমতা থাকে,—তবে তাহারই আছে। আর তুমি, বোধ হয় জান ও যে, সে ইস্পাতের মত বিশ্বাসী।"

"আমি যে এখানে আসিয়াছি এই গোপনীয় কথাটি, কার্‌লাইল্‌ ব্যতীত এমন আর কেহ নাই, যাহাকে বিশ্বাস করিয়া বলা যাইতে পারে। আমি কোথায় আছি বলিয়া লোকে অনুমান করে, বার্‌বারা ?"

"কেহ বলে, তুমি আর বাঁচিয়া নাই; কেহ বলে তুমি অষ্ট্রেলিয়ায় আছ। এই অনিশ্চয়তাই মাকে এক প্রকার খুন করিতে বসিয়াছে। লিভারপুলে, অষ্ট্রেলিয়া-গামী একটা জাহাজে, কেহ-কেহ তোমায় দেখিয়াছে বলিয়া একটা গুজব উঠিয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই আমরা ইহার ভিত্তিমূলে পৌঁছাইতে পারি নাই।"

"মূলে কিছু ছিলও না। নানা রকম চক্রান্ত করিয়া আমি যাইয়া লণ্ডনে পৌঁছি, আর তদবধি সেখানেই রহিয়াছি।"

"আস্তাবলের কাজ লইয়া ?"

"ইহার চেয়ে ভাল কাজ ত' আর আমি করিতে পারিতাম না! কোনো কিছুই ত' আমাকে শিখানো হইয়াছিল না। ঘোড়ার বিষয়েই আমার যা একটু বিদ্যা ছিল।—বিশেষতঃ, যা'র পেছনে পুলিশের লোক লাগিয়াই আছে, সে যদি ভদ্রবংশজ হয়, তবে তা'র পক্ষে অজ্ঞাত জীবন যাপনই অধিকতর নিরাপদ।—"

হঠাৎ বার্‌বারা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, দুই হাতে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া চুপি চুপি বলিলেন "প্রাণের দায়ে চুপ্‌ কর—ঐ বাবা আসিতেছেন!"

সিংহ-দরোজার অভিমুখী কণ্ঠস্বর শুনিতে পাওয়া গেল—স্বর যাষ্টিশ্‌ হেয়ার ও স্কোয়ার পিনারের। পিনার চলিয়া গেলেন—হেয়ার্‌ ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ভয়ে ভ্রাতা-ভগ্নী একত্রে সঙ্কুচিত হইয়া রহিলেন—নিঃশ্বাস ফেলিতেও সাহসে কুলাইতেছে না। কাণ পাতিলে বার্‌বারার

বক্ষস্পন্দন পর্য্যন্ত শুনিতে পাওয়াযায়। ফটক বন্ধ করিয়া মিঃ হেয়ার পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন।

ত্রস্ত ভাবে বার্‌বারা বলিলেন "আমায় এখন যাইতে হয়, রিচার্ড; আর এক মূহূর্ত্ত ও দেরী করিতে আমায় সাহসে কুলাইতেছে না। কাল রাত্রিতে আবার এখানে আসিও—ইহার মধ্যে দেখি কিছু করা যায় কি না!"

তিনি ত্রস্ত চলিয়া যাইতেছিলেন; কিন্তু পশ্চাদ্দিক হইতে রিচার্ড তাহাকে টানিয়া ধরিলেন, আমার "নিরপরাধত্ব প্রতিপন্ন করিতে আমি যা' বলিয়াছি, তুমি তা' বিশ্বাস করিয়াছ বলিয়া বোধ হয় না। বার্‌বারা, এই সৌম্য নিশীথে তুমি আর আমি এই নির্জ্জন স্থানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি; আমাদের মাথার উপর জগদীশ্বর আছেন, এবং একদিন তোমায় ও আমায় মুখামুখী হইয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে হইবেই। এ সব যেমন সত্য, আমি যাহা বলিয়াছি, সে সবও তেমনি সত্য: থর্ণ ই হ্যালিজনকে খুন করিয়াছে—আমি কিছুই করি নাই!"

বৃক্ষাভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইয়া বার্‌বারা যেন উড়িয়া চলিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহার পৌছিবার পূর্ব্বেই মিঃ হেয়ার দরোজা বন্ধ করিতেছিলেন। কন্যা ডাকিয়া বলিলেন "আমায় যাইতে দাও বাবা।"

যাষ্টিশ্ পুনর্ব্বার দরোজা খুলিলেন; আর, তাহার পরচুলা, তাহার বক্রাগ্র নাসিকা ও তাহার বিস্মিত নেত্রদ্বয়, বার্‌বারার দিকে তাকাইয়া রহিল। ঈষৎ বিরক্তিসূচক বিদ্রূপের স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "বলি, বাঃ যুবতি! এত রাত্রিতে বাহিরে যাওয়া হয় কেন?"

হাঁপাইতে হাঁপাইতে বার্‌বারা উত্তর করিলেন "তুমি আসিতেছকি না দেখিবার জন্ত আমি সদর দরোজায় গিয়াছিলাম, আর—আর, হ্যাটিতে

হাটিতে পাশের রাস্তাটিতে যাইয়া পড়িয়াছিলাম। কেন, তুমি কি আমায় দেখিতে পাও নাই ?”

—প্রকৃতি ও অভ্যাসে বার্‌বারা আজন্মকালই সত্যপ্রিয়া। কিন্তু উপস্থিত বিষয়ের মত বিষয়ে কেমন করিয়া তিনি প্রতারণা না করিয়া পারেন ?—

“তোমায় ধন্যবাদ দিতেছি” বলিয়া তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

ক্রুদ্ধ ভাবে যাষ্টিশ্‌ উত্তর করিলেন “এক ঘণ্টা আগে তোমার বিছানায় যাওয়া উচিত ছিল !”

পঞ্চম অধ্যায়।

—⊶*⊷—

মিঃ কার্‌লাইলের আফিস।

ওয়েষ্ট্‌লীনের কেন্দ্রস্থলে, পাশা-পাশিভাবে পরস্পরসংলগ্ন দুইটি অট্টালিকা দণ্ডায়মান। একটি বেশ বড়, অপরটি অনেক ছোট। বড়টি কার্‌লাইলের বাস-গৃহ, আর ছোটটী তাহার আফিস্‌ ইত্যাদির জন্য নির্দ্দিষ্ট। এতদ্দেশে কার্‌লাইল্‌ নামটি বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বকালে কার্‌লাইল্‌ এবং ডেভিডসন্‌নামীয় কোম্পানীটি প্রথমশ্রেণীর আইন্‌-ব্যবসায়ী বলিয়াই পরিজ্ঞাত ছিল। এই কার্‌লাইল্‌ এবং ডেভিড্‌সন্‌ যৎসামান্য উকীল ছিলেন না। পূর্ব্বে যে ব্যবসায়টি উপরি-উক্ত কোম্পানীর নামে চলিতেছিল, তাহাই এখন, সুধু কার্‌লাইলের নিজ নামে চলিতেছে। পুরাতন কোম্পানীর অংশীদ্বয়ের মধ্যে শ্যালক-ভগিনীপতি সম্বন্ধ ছিল, মৃত কার্‌লাইল্‌ মহাশয়ের প্রথমা পত্নী ডেভিড্‌সনের ভগিনী ছিলেন। ইনি কর্ণেলিয়া নাম্নী একটি বালিকা রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন ; এবং এই বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাহার পিতা দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। কিন্তু, তাহার দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার এই পত্নীও পুত্র আর্কিবল্ডের (বর্ত্তমান কার্‌লাইলের) জন্মসময়ে পরলোক গমন করেন। তদবধি বৈমাত্রেয়া ভগিনী কর্ণেলিয়াই কার্‌লাইলকে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন—ভাল বাসিতেছেন ও শাসন করিতেছেন ; মোট কথা, আর্কিবল্ডের উপর তিনি সমস্ত মাতৃ-কর্ত্তৃত্বই পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। বালক আর্কিবল্ডও অপর কাহাকেও জানিত না—শৈশবাবস্থায়, প্রতিপালনকারিণী স্নেহময়ী ভগিনীকেই 'মা কর্ণি' বলিয়া ডাকিত। 'মা কর্ণি' অবশ্যই আপনার কর্ত্তব্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করিয়াছেন—কিন্তু শাসন-রজ্জু শিথিল করিতে তিনি কখনো

শিখেন নাই; শৈশবাবস্থায় যেমন, এখনো তেমনি, ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল বিষয়েই, আর্কিবল্ড্‌কে তিনি-লৌহ হস্তে শাসন করিতে চাহেন। আর অভ্যাসের বেগ বলবান্ বলিয়া, আর্কিবল্ড্‌ও সাধারণতঃ তাহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াই আসিতেছেন। কর্ণেলিয়া প্রখরবুদ্ধিমতী—কিন্তু কোনো কোনো বিষয়ে বিচারশক্তিটি তাহার অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল। আর্কিবল্ডের প্রতি অপরিমেয় স্নেহ ও অর্থসঞ্চয়ের দুর্দ্দমনীয় লালসাই তাহার জীবনের সর্ব্বনিয়ামক আসক্তি। কার্‌লাইলের পূর্ব্বেই ডেভিড্‌সনের মৃত্যু হয়। বিবাহ করিয়াছিলেন না বলিয়া, তিনি স্বকীয় বিত্ত-সম্পত্তি আর্কিবল্ড্ ও কর্ণেলিয়াকে তুল্য ভাগে ভাগ করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, আর্কিবল্ডের সঙ্গে তাহার কোনো সম্পর্ক ছিলনা—তথাপি "দিল্-খোলসা" বালকটিকে তিনি আপন ভাগিনেয়ী কর্ণেলিয়া অপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতেন। সম্পত্তির সামান্যমাত্র অংশ কার্‌লাইল দুহিতাকে দিয়া গিয়াছেন—অবশিষ্ট সমস্তই পুত্র আর্কিবল্ড প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা বোধ হয়, ন্যায্যই হইয়াছে; কারণ দ্বিতীয় পত্নীকে বিবাহ করিয়া মৃত কার্‌লাইল যে তিন লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাই তাহার প্রভূত অর্থ সঞ্চয়ের ভিত্তিস্বরূপ দাঁড়াইয়াছিল।

মিস্ কার্‌লাইল্—সহরের লোকদের অনুকরণে তাহাকে মিস্ কর্ণি বলাই ভাল—কখনো বিবাহ করেন নাই; এবং ইহা একপ্রকার নিশ্চিত যে, তিনি আর কখনো করিবেনও না। লোকে মনে করিয়া থাকে যে, কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি অপরিমেয় স্নেহবশতই তিনি "একাকিনী" রহিয়াছেন। ইহা কি কখনো সম্ভবপর যে, সুবিখ্যাত ধনী মৃত কার্‌লাইলের কন্যা বিবাহ-প্রস্তাব প্রাপ্ত হ'ন নাই? অধিকাংশ কুমারীর হৃদয়ই কোমলও প্রীতিপ্রদ চিত্ত-বৃত্তির আধিপত্য স্বীকার করে—অধিকাংশই এমন আশা হৃদয়ে পোষণ করেন যে, কোনো-না-কোনো সময়ে পিতৃ-নাম

পরিত্যাগ করিতে সানুর্ব্বন্ধ অনুরুদ্ধ হইয়া, তাহারা অপরের অঙ্কশায়িনী হইবেন। কিন্তু মিস্ কার্‌লাইল্ তাহাদের দলভুক্ত নহেন, বরং, যাহারা প্রেমের ছুট্-ফটানির গল্প লইয়া তাহার কাছে আসিয়া থাকে, তাহা-দিগকে তিনি তৎক্ষণাৎ বহিষ্কৃত করিয়া দেন। কর্ণেলিয়া তখন চল্লিশ বৎসরে উপনীত হইয়াছেন, যখন নবাগত সহকারী ধর্ম্মযাজকটি এ বিষয়ে শেষ দুঃসাহসিক চেষ্টা করিয়াছিলেন। একদিন অতি প্রত্যুষে, রবিবারে পরিধেয় শ্বেতবর্ণ গলাবন্ধটি জড়াইয়া, এবং এতদুদ্দেশ্যেই প্রস্তুত নূতন ল্যাভেণ্ডারদস্তানাদ্বয়ে হস্তদ্বয় পরিশোভিত করিয়া, যুবক পাদ্রী আসিয়া কর্ণেলিয়ার গৃহে উপস্থিত হইলেন। স্বগৃহে মিস্ কর্ণি অতিমাত্র কর্ম্মপটু গৃহকর্ত্রীর স্বরূপ কাজ করিয়া থাকেন—এত বেশি যে, দাস দাসীরা তাহা আদৌ পছন্দ করে না! পাদ্রীসাহেব যখন আসিলেন, ঠিক সেই সময়ে তিনি, মধ্যাহ্নভোজন প্রস্তুতকরণার্থ প্রয়োজনীয় আদেশাদি করিতেছিলেন। এই ভোজন ব্যাপারের অন্যান্য উপকরণাদির সঙ্গে পাচিকাদিগের জন্য একটা গুড়ের পুডিংও তৈয়ার করিবার কথা ছিল। তাই, হাতার সাহায্যে আবশ্যক মত গুড় বাহির করিয়া দিবার জন্য একটা পাত্র লইয়া তিনি ভাণ্ডার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন। ভোজন-কক্ষ দিয়া এই কক্ষে প্রবেশ করিতে হয়। কর্ণেলিয়া এই ভাণ্ডার-গৃহে থাকিতে থাকিতেই, পাদ্রী-সাহেবকে ভোজনাগারে আনিয়া বসান হইয়াছে। কার্‌লাইল-দুহিতা আদব-কায়দা একদম মানেন না—জীবনে কখনো তাহা প্রতিপালন করেনও নাই। গুড়ের পাত্রটি হস্তে করিয়াই তিনি বাহির হইয়া আসিলেন, এবং টেবিলের উপর রক্ষা করিয়া, পূজনীয় অভ্যাগতের কথা শুনিবার জন্য অতিকষ্টে আপনার কর্ম্মব্যস্ত মনকে বাধ্য করিয়া, তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ধর্ম্মযাজকটি তাহার অপেক্ষা বারো বৎসরের ছোট হইবে; ইহার উপর আবার অতিমাত্র লজ্জাশীল। কাজেই তিনি মধ্যে মধ্যে আপন বক্তব্য

বিষয় ঠিক বলিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। এদিকে, গুড়ের অভাবে পুডিং বানানো পড়িয়া রহিয়াছে জানিয়া, মিস্ কর্ণি মনে মনে তাহার তোঁৎলামির সঙ্গে ধর্ম্মযাজককে জাহান্নমে দেখিতে ইচ্ছা করিতে-ছিলেন, এবং শীঘ্র বিদায় করিবার জন্য, যেখানে যেখানে পাদ্রীসাহেব মনোগতভাবপ্রকাশক শব্দ খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না, সেখানে সেখানেই তাহাকে শব্দ যোগাইয়া দিতেছিলেন। তিনি মনে করিলেন, লোকটা হয়তঃ কোনো চাঁদার খাতায় তাহার নাম বসাইবার অনুমতি চাহিতে আসিয়াছে; তাই সন্নত গ্রীবায়—বক্তা তাহার অপেক্ষা অন্ততঃ এক ফুট তো খাটো হইবেই—অসহিষ্ণুভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। অবেশেষে, যখন ধর্ম্মযাজক, অর্থ নহে স্বয়ং তাহাকেই, ভিক্ষা চাহিবার জন্য আসিয়াছে, এই চমকপ্রদ তথ্যটি প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তখন মিস্ কার্‌লাইল্ ভীষণ ভাবে আপনার মেজাজ হারাইয়া বসিলেন। তার স্বরে তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন "তুমি কঁচি খোকাটি মাত্র! এই ধৃষ্টতার জন্য তোমার নিজের নিকটই তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত!" আর তাহার সুপরিষ্কৃত কামিজটির সম্মুখ ভাগের উপর পাত্রস্থ জিনিষ নিক্ষেপ করিলেন! অতঃপর, কেমন করিয়া যে হেঁট মস্তকে তিনি এই গৃহ হইতে আপনার গৃহে পলায়ন করিয়াছিলেন, পাদ্রীসাহেব কখনো আর তাহা মনে করিতে চাহিতেন না! গল্পটি কিন্তু বাতাসের আগে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল;—মিস্ কর্ণিকে আর কখনো বিবাহ-প্রস্তাব লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় নাই।

লণ্ডন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পরদিবস সকাল বেলায় কার্‌লাইল্ আফিস বাড়ীতে তাহার খাস্-কাম্‌ড়ায় বসিয়া রহিয়াছেন—বিশ্বস্ত মুহুরী ও ম্যানেজার তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। ইহার নাম ডিল্; দেহ, খর্ব্ব; দেখিতে শান্ত শিষ্ট;—মাথায় টাক্ ইনিও উকিলের তালিকাভুক্ত—

কত-কত বৎসর হইল ওকালাতির সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু কখনো তিনি নিজে ব্যবসায় করিতে বসেন নাই—হয়ত, কার্‌লাইল্‌ও ডেভিডসন্ কোম্পানীর মোটাবেতনসমন্বিত প্রধান ম্যানেজারের পদকেই তিনি আত্ম উচ্চাকাঙ্খার পক্ষে যথেষ্ট মনে করিতেন। বর্ত্তমান কার্‌লাইল্ যখন নিতান্ত ছেলে মানুষটি, তখন হইতেই তিনি এই ম্যানেজারী করিয়া আসিতেছেন। তিনি "একা" মানুষ—সন্নিকটেই কয়েকটি সুন্দর কক্ষ ভাড়া করিয়া বাস করিতেছেন—সমগ্র বাড়ীটি লইয়া তাহার কি হইবে? এই ডিল্ কর্ণেলিয়ার একজন অনন্যমনাঃ ভক্ত, এবং দূর হইতেই তাহাকে অনাড়ম্বরে পূজা করিয়া আসিতেছেন, ইত্যাকার একটা অতি ধূর্ত্ত সন্দেহের কাণা-কাণি অনেক দিন হইতেই ওয়েষ্ট্লীনে প্রাধান্য লাভ করিয়া আসিতেছে। ইহা সত্য হউক. আর নাই হউক, এটা কিন্তু ঠিক যে, ডিল্ তাহার বর্ত্তমান প্রভুর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত এবং, সাধারণতঃ তাহাকে ঘনিষ্ট ভাবে "মিঃ কার্‌লাইল্" বলিয়াই ডাকেন। কার্‌লাইলের অনুপস্থিতির কতিপয় দিবসের মধ্যে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহাই তিনি এখন তাহাকে বলিতেছেন।

বক্তব্য-তালিকাটি প্রায় শেষ করিয়া ডিল্ বলিলেন "অবশেষে জোন্‌স্ ও রাস্‌ওয়ার্থের মধ্যে একটা ভাঙ্গা-ভাঙ্গিই হইয়াছে। ফলে, গ্রীষ্মের কোর্টে একটা মাম্‌লা রুজু হইবে। একে একে তারা দু'জনই কাল এখানে আসিয়াছিল। প্রত্যেকেরই ইচ্ছা যে, তুমি তা'রই কাজটি কর। তোমার উত্তর শুনিবার জন্য আজ আবার তাহারা এখানে আসিবে।"

কার্‌লাইল্ উত্তর করিলেন "না, আমি কা'রো কাজই লইব না; তা'দের সঙ্গে কোনো সংশ্রবই আমি রাখিতে ইচ্ছা করি না। তা'রা একদল ভারি দুষ্ট লোক দাঁড়াইয়াছে। প্রথমটায় যে ভাবে তা'রা টাকাটা পাইয়াছিল, সেটাই ভারি অন্যায়। বদ্‌মায়েসে বদ্‌মায়েসে বিবাদ বাধিলেই

সাধু লোকেরা নিজেদের প্রাপ্য পাইয়া থাকেন। তাদের কাজ করিতে আমি সম্পূর্ণ নারাজ —অন্য কোথাও যেন তা'রা চেষ্টা দেখে।"

ডিল্ উত্তর করিলেন "বেশ, বেশ !"

এমন সময় একজন কেরাণী দরোজা খুলিয়া আসিয়া কার্‌লাইল্‌কে বলিল "কর্ণেল বীথেল্ আপনার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য বসিয়া রহিয়াছেন। এখন দেখা করিতে পারিবেন কি ?"

কেরাণীর দিকে ফিরিয়া ডিল্ উত্তর করিলেন "তাঁকে একটু অপেক্ষা করিতে বল।" এবং লোকটি চলিয়া গেলে পর প্রভুকে বলিলেন "বোধ হইতেছে, সকলেই আসিয়াছেন।"

"উত্তম। ডিল্, কয়েক দিন পরে ইষ্ট্‌লীন্-সম্পত্তির উপর মর্‌গেজ্ ও অন্যান্য দাবীদাওয়াসম্বন্ধীয় কয়েকটা কাগজপত্র, স্বত্বের দলিল-দস্তাবেজের সঙ্গে এখানে আসিবে। খুব মনোযোগের সঙ্গে সে গুলি তোমাকে দেখিতে হইবে।—কিন্তু কিছু যেন প্রকাশ না হয়।"

নীরবে মস্তক নাড়িয়া ডিল্ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

কার্‌লাইল্ আবার বলিতে লাগিলেন "ইষ্ট্‌লীন্ শীঘ্রই হস্তান্তরিত হইবে। মাউণ্ট্‌সেভার্ণের মত ঋণ-জড়িত লোকের নিকট হইতে সম্পত্তি কিনিতে হইলে, খুব হুঁসিয়ার্ ও সতর্ক হওয়া আবশ্যক।"

"হাঁ, নিশ্চয়ই। তাঁহার দৌড়ের সীমায় যাইয়া তিনি পৌঁছিয়াছেন কি ?"

"আমার মনে হয়, আর বড় বেশী দূরে নহেন।—কিন্তু ইষ্ট্‌লীন্‌টি খুব গোপনে হাতছাড়া হইবে। ইহার ঘুণাক্ষরও প্রকাশ হইতে পারিবে না—বুঝিলে ?"

"বুঝিলাম, মিঃ আর্কিবল্ড্। খরিদ্দার কে ? ভারি সুন্দর সম্পত্তি !"

মিঃ কার্‌লাইল্‌ হাসিয়া বলিলেন "জগতের লোকে জানিবার অনেক আগেই তুমি জানিতে পারিবে—কে। য়িহুদির মত সতর্ক চক্ষুতে কাগজপত্র-গুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিও। তবে, এখন বীথেল্‌কে পাঠাইতে পার।"

কার্‌লাইলের ও কেরাণীদের কক্ষদ্বয়ের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি চতুষ্কোণ স্থান বা কক্ষ আছে। বাড়ীতে প্রবেশ করিবার সঙ্কীর্ণ রাস্তাটি হইতেও ইহাতে প্রবেশ করিবার একটি দরোজা আছে। এই স্থানটি হইতে আর একটি সঙ্কীর্ণ কুঠুরিতেও যাওয়া যায়—সেইটি মিঃ ডিলের 'খাস্‌ কাম্‌ড়া'। যখন কার্‌লাইল্‌ বাহিরে থাকেন, কি কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত রহেন, তখন এখানে বসিয়াই ডিল্‌ মক্কেলদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন, ও স্বকীয় আদেশ-উপদেশ জারি করেন। একটি কাচের সার্সির অপেক্ষা আয়তনে বৃহত্তর নহে, এমন একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ খুলিলে, কেরাণী-গৃহের অভ্যন্তর-ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। কেরাণীগণ "বুড়ো ডিলের উঁকি মারিবার ছিদ্র" বলিয়া এই গবাক্ষপথটির নামকরণ করিয়াছে ; এবং ইহা যে স্থানে আছে, সেখানে না থাকিয়া অন্তত্র থাকিলেই ভাল হইত, তাহারা এমন ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকে—কারণ, এই জানালার মধ্য দিয়া, যতবার তৃপ্তিকর হইতে পারে, তদপেক্ষা অনেক অধিকবার ডিলের চশ্‌মা জোড়া দেখা দিয়া থাকে। তাহাদের ঘরেও এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির একটা ডেস্ক আছে ; এখানে আসিয়াও তিনি অনেক সময় বসেন। ঠিক এই সকালেই যখন তিনি এইখানে বসিয়া মাতব্বরের মত চতুর্দ্দিকে বড় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিতেছিলেন, তখন অত্যন্ত আস্তে আস্তে দরোজাটি খুলিয়া গেল, ও সলজ্জ গোলাপীরাগরঞ্জিত বার্‌বারা হেয়ারের মনোরম মুখখানা আসিয়া হাজির হইল। "মিঃ কার্‌লাইলের সঙ্গে দেখা করিতে পারি কি ?"

আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া ডিল্‌ তাহার সঙ্গে করমর্দ্দন করিলেন, ও বাহিরে আসিয়া দরোজাটি বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন

বার্‌বারা তাহাকে লইয়া নাতিপ্রশস্ত রাস্তাটিতে গেলেন। ডিল্ কিছু আশ্চর্য্য বোধ করিতে ছিলেন, কারণ কার্‌লাইলের অনুসন্ধানে অবিবাহিতা যুবতী ভদ্রমহিলাদের সেখানে আসিবার রীতি মোটেই ছিল না।

যুবতীর প্রশ্নের উত্তরে ডিল্ বলিলেন "এই একটু পরে, কুমারী বার্‌বারা। এখন তিনি কাজে ব্যাপৃত; ম্যাজিষ্ট্রেট্‌রা তাঁ'র সঙ্গে।"

ভীত স্বরে বার্‌বারা বলিয়া উঠিলেন "ম্যাজিষ্ট্রেট্‌রা! তা' হলে বাবাও তা'র মধ্যে! আমি তবে এখন কি করি? বাবাকে যে কিছুতেই দেখা দিতে পারিতেছি না।—না, সমস্ত পৃথিবীর বদলেও আমি তাঁ'হাকে দেখা দিতে পারি না!"

হঠাৎ একটা অশুভ কলরব শ্রুত হইল—বেশ বুঝা গেল, ম্যাজিষ্ট্রেট্‌রা বাহির হইয়া আসিতেছেন। ডিল্ বার্‌বারার হাত ধরিলেন, ও অন্য রাস্তায় লইয়া গেলে পাছে ইহার সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ ঘটিয়া যায়, এই আশঙ্কায় কেরাণীদের ঘরের মধ্য দিয়াই, এক প্রকার টানিয়া লইয়া গিয়া তিনি বার্‌বারাকে আপন কক্ষে বন্ধ করিয়া রাখিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। আরক্তিম বদনে বার্‌বারা ভাবিতে লাগিলেন "এ সময়ে বাবা এখানে আসিলেন কেন?"

কয়েক মিনিট্ পরে ডিল্ আসিয়া পুনর্ব্বার দরোজা খুলিয়া বলিলেন "তাঁ'রা চলিয়া গিয়াছেন—আর এখন পথও পরিষ্কার, কুমারী বার্‌বারা।"

অনুচ্চ স্বরে যুবতী বলিলেন "জানি না, আমার সম্বন্ধে আপনি কি ধারণা করিবেন। কিন্তু আপনাকে খুব গোপনে আমি বলিতেছি মা নিজে আসিবার মত সুস্থ ছিলেন না বলিয়াই তাঁ'র কোনো কাজ লইয়া আমি এখানে আসিয়াছি। বিষয়টা একটু গোপনীয়—মা'র ইচ্ছা নয় যে, বাবা জানেন।"

বৃদ্ধ ম্যানেজার উত্তর করিলেন "বাছা, উকীল অনেকেরই দর্শন পাইয়া থাকেন। যা'রা এখানে আসেন, তা'দের সম্বন্ধে কোনো "ধারণা" করিবার স্থান এটা নয়।"

বলিতে বলিতে দরোজা খুলিয়া ও কার্‌লাইলের সমক্ষে যুবতীকে হাজির করাইয়া তিনি আবার বাহির হইয়া আসিলেন। সবিস্ময়ে কার্‌লাইল্ উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

উদ্বেগ গোপন করিবার জন্য একটু কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া বার্‌বারা বলিলেন "আমায় মক্কেল বলিয়াই মনে করিও এবং অনধিকার-প্রবেশের জন্য ক্ষমা করিও। মার পক্ষ হইয়া আমি আসিয়াছি। তোমার বাড়ীর রাস্তায় বাবার সম্মুখে পড়-পড় হইয়া, ভয়ে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইবার মত হইয়াছিল। ভাগ্যে মিঃ ডিল্ তার ঘরে লইয়া যাইয়া আমায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন!"

কার্‌লাইল্ বার্‌বারাকে বসিবার জন্য সংকেত করিলেন, ও শেষে টেবিলের পার্শ্বে স্বকীয় আসন পরিগ্রহ করিলেন। উকীলকর্ত্তব্যাবস্থত কার্‌লাইলের সায়ংকালীন ব্যবহার তাহার বর্ত্তমান্ ব্যবহার হইতে কত যে পৃথক, বার্‌বারা তাহা লক্ষ্য না করিয়া পারিলেন না। এখানে কার্‌লাইল্ শান্ত, গম্ভীর, কাজের লোক!

খুব অনুচ্চ স্বরে যুবতী বলিতে লাগিলেন "একটা আশ্চর্য্য কথা তোমায় বলিবার আছে। কিন্তু—" ভীত মুখে তিনি অকস্মাৎ বিরত হইলেন, "কেহ আমাদের কথা শুনিতে পাইবে, এমন সম্ভাবনা আছে কি? তবে যে মরণ হইবে—হইতে পারে!"

শান্ত ভাবে কার্‌লাইল্ উত্তর করিলেন "সম্পূর্ণ অসম্ভব। দরোজায় ডবল্ কপাট;—কেন, তুমি কি খেয়াল করিয়া দেখ নাই?"

তথাপি বার্‌বারা চেয়ার ত্যাগ করিলেন, ও কার্‌লাইলের সন্নিকটে আসিয়া, টেবিলের উপর হস্ত সংস্থাপন করিয়া দাঁড়াইলেন। কার্‌লাইল্ ও, অবশ্য, উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

যুবতী বলিলেন "রিচার্ড এখানে।"

কার্‌লাইল্ প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিলেন "রিচার্ড! ওয়েষ্ট্‌লীনে!" "ছদ্মবেশে গেল রাত্রিতে সে বাড়ীতে দেখা দিয়াছিল, ও গাছের ঝোপ হইতে আমায় লক্ষ্য করিয়া সংকেত করিয়াছিল। এতে আমার যে কি ভয় হইয়াছিল, তুমি অবশ্যই তা' কল্পনা করিতে পার। এই এতটা কাল অর্দ্ধ অনাহারে সে লণ্ডনেই কাজ করিয়া আসিতেছে—তোমারও কাছে বলিতে আমার লজ্জা বোধ হইতেছে—ঘোড়ার আস্তাবলে! আর, উঃ! আর্কিবল্ড, সে বলে যে সে নির্দ্দোষ!"

কার্‌লাইল্ কোনো উত্তর করিলেন না—সম্ভবতঃ এই কথায় তিনি আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। চেয়ার খানা আরো নিকটে টানিয়া লইয়া তিনি স্বধু বলিলেন "বস, বার্‌বারা।"

যুবতী পুনর্ব্বার উপবেশন করিলেন; কিন্তু তাহার ক্রিয়া-কলাপে আচার-ব্যবহারে ব্যস্ততা ও স্নায়বিক দুর্ব্বলতা দিব্য প্রকাশ পাইতেছে, "নিশ্চয়ই কোনো অপরিচিত লোক এখানে আসিয়া হাজির হইবে না ত'? আমায় এখানে দেখিতে পাইলে, তা'রা যে ভারি বিসদৃশ মনে করিবে! কিন্তু, কি করি, মা যে নিজে আসিবার মত সুস্থ ছিলেন না;—না ঠিক তা-ই নয়। তিনি যে এখানে আসিয়াছিলেন ইহা জানিতে পারিলে, বাবা যে তাঁ'কে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে থাকিবেন, স্বধু সেই ভয়ে মা আসেন নাই।"

কার্‌লাইল্ উত্তর করিলেন "সুস্থির হও। কোনো অপরিচিত লোকের আপনা হইতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হওয়া সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। রিচার্ডের কি হইল, বল।"

"সে বলে যে, যখন খুন্‌টা হয়, তখন আদপেই সে সে কুটীরে উপস্থিত ছিল না ; আরো বলে যে, যে লোকটা প্রকৃত খুন করিয়াছে, তাহার নাম থর্ণ।"

অবিশ্বাসের সর্ব্বপ্রকার বাহ্যিক নিদর্শন প্রশমিত করিয়া কার্‌লাইল জিজ্ঞাসা করিলেন "কোন্‌ থর্ণ ?"

"আমি চিনি না—রিচার্ড বলিয়াছে যে এ্যাফাইর একজন বন্ধু। আর্কিবল্ড, এ সম্বন্ধে সে অতি গম্ভীর ও পবিত্র ভাবে শপথ করিয়াছে। তোমার কাছে সেই কথা গুলি আমি পুনরাবৃত্তি করিতেছি, ইহা যেমন সত্য, সে ও ঠিক তেমনি সত্যই বলিয়াছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। আমার বড় ইচ্ছা যে সম্ভব হইলে তুমি একবার যাইয়া রিচার্ডের সঙ্গে দেখা কর—আজ রাত্রিতে ও সে সেই জায়গায় আসিবে। তা'র বক্তব্য যদি সে একটিবার বলিতে পারে, তবে তা'র নির্দ্দোষত্ব প্রতিপন্ন করিবার একটা উপায় ও তুমি বাহির করিতে পারিবে। এমন চালাক তুমি—. —তুমি সব করিতে পার !"

কার্‌লাইল্‌ ঈষৎ হাসিলেন "না, ঠিক সবটা পারি না, বার্‌বারা। রিচার্ডের আগমনের সার কথা কি এই ?— ইহা বলিতেই কি সে আসিয়াছে !"

"ও হো—না ! সে মনে করে যে এ সব বলাবলিতে কোনই ফল হ'বে না ; কারণ, তা'র বিরুদ্ধে যে সকল সাক্ষ্য প্রদত্ত হইয়াছে, সেই সব সত্ত্বে বিরুদ্ধে কেহই তাহাকে বিশ্বাস করিবে না। রিচার্ড সুধু দেড় হাজার টাকা চাহিতে আসিয়াছে ;—সে বলে যে, এই টাকা যোগাড় করিতে পারিলে, তাহার একটা ভাল কাজ হইবার সুবিধা হইতে পারে। তাই, মা আমায় তোমার কাছে পাঠিয়েছেন— তাঁহার নিজের হাতে এত টাকা এখন নাই ; এদিকে রিচার্ডের জন্য কিনা, তাই তিনি বাবার

কাছে চাহিতেও সাহস করেন না। তিনি তোমায় বলিতে বলিয়াছেন যে, তাঁহার উপর অনুগ্রহ করিয়া যদি তুমি আজ টাকাটা চালাইয়া দাও, তবে তিনি ইহা শোধ করিবার একটা বন্দোবস্ত তোমার সঙ্গে করিবেন।"

কার্‌লাইল্ জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি টাকাটা এখনি চাও!—তবে আমায় ব্যাঙ্কে পাঠাইতে হয়। যখন আমি অন্যত্র থাকি, তখন ডিল্ বাড়ীতে বেশি টাকা রাখে না।"

"না, সন্ধ্যার আগে না। রিচার্ডের সঙ্গে দেখা করিবার তোমার সুবিধা হইবে কি?"

চিন্তান্বিত ভাবে কার্‌লাইল্ বলিলেন "কাজটা বিপদসঙ্কুল—অর্থাৎ তা'র পক্ষে। তবু, যখন আজও তাহার ঝোপের মধ্যে আসিয়া থাকিবার কথা, তখন আমিও সেখানে যাইতে পারি। কি রকম ছদ্মবেশ সে পরিয়া থাকে?"

"চাষার!—এ জায়গার আশে-পাশে তা'র পক্ষে এ বেশই ভাল—আর বড় বড় কালো গোঁফ। সে বলিয়াছে যে, তিন মাইল দূরে, দৃষ্টিপথের বাহিরে, লুকানোর পক্ষে সুবিধাজনক কোনো একটা জায়গায় সে রহিয়াছে। এবং এখন "যুবতী বলিতে থাকিলেন "তোমার কাছে আমি একটা উপদেশ চাই। রিচার্ড যে এখানে আছে, এ কথা মাকে বলা ভাল, না, না-বলাই ভাল!"

কার্‌লাইল্ কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিলেন না—বারবারাকে তাহা বলিলেন ও।

যুবতী বলিয়া উঠিলেন "আমায় স্বীকার করিতে হইতেছে যে, আমি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছি! আমার আগেই বলা উচিত ছিল, মাকে এখনো জানাই নাই যে, রিচার্ড নিজেই এখানে আসিয়াছে। আমি তাঁ'কে বলিয়াছি যে, একজন লোক দ্বারা সে এই টাকা চাহিয়া পাঠাইয়াছে।

আসল কথাটা তাঁ'কে জানানো কি যুক্তিসঙ্গত হইবে?"

"কেন হইবে না!—আমার বিবেচনায় তোমার তাহাই করা উচিত।"

"তবে তাই করিব। এতে যে বিপদের সম্ভাবনা আছে—আমি তাহারই ভয় করিতেছিলাম। কারণ, মা নিশ্চয়ই তাঁ'কে দেখিবার জন্য জেদ করিবেন। রিচার্ডও সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছে।"

"ইহা ত' সুধু স্বাভাবিক। সে যে নিরাপদ আছে, এই টুকু শুনিতে পাইলেই মিসেস্ হেয়ার্ ভারি খুসি হইবেন।"

বার্‌বারা প্রত্যুত্তর করিলেন "এমন ধারা আর কখনো আমি কিছু দেখি নাই! পরিবর্ত্তনটি প্রায় যাদু-ক্রিয়ার মত! মা বলেন যে, এই সংবাদটি তাঁহার দেহে নূতন জীবনের সঞ্চার করিয়াছে। এখন, শেষকার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে—আজ রাত্রিতে বাড়ীতে বাবার অনুপস্থিতি কেমন করিয়া সংঘটন করানো যাইতে পারে? যে ভাবেই হউক্— ইহা সমাধা করিতেই হইবে। তুমি ত' বাবার মেজাজ জান—আমি কি মা যদি কোনো বন্ধুকে দেখিতে যাইবার, অথবা আড্ডায় যাইবার আভাষ দিতে যাই, তবে নিশ্চয়ই তিনি বাড়ীতেই রহিয়া যাইবেন—কিছুতেই ইহার ব্যতিক্রম ঘটিবে না। কোনো উপায় তুমি ঠাওরাইতে পার না কি?" তিনি আরো বলিলেন "তুমি দেখিতে পাইতেছ, ছেলেবেলায় য়্যান আর আমি যেমন করিয়াছি, এখনো আমি তেমনি, আমার সর্ব্বপ্রকার অসুবিধায়ই, তোমার কাছে আসিয়া আপিল্ করি!"

এই শেষের মন্তব্যটুকু কার্‌লাইল্ শুনিয়াছেন কি না, সন্দেহ। কারণ, চিন্তা-ভারে তাহার নেত্র-পল্লব অবনত হইয়া পড়িয়াছে।

হঠাৎ চক্ষুর পাতা উত্তোলিত করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "আমায় সব বলিয়াছ?"

"তাই বোধ হইতেছে।"

"আচ্ছা, এ সম্বন্ধে আমি চিন্তা করিয়া, এবং—"

বাধাদিয়া বার্বারা বলিলেন"আবার এখানে আসিতে হইলে,আমার মন আর উঠিবে না। ইহতে—ইহাতে—সন্দেহ উদ্দীপিত হইতে পারে; আমায় দেখিতে পাইয়া কেহ হয়তঃ বাবার কাছে বলিয়াও দিতে পারে! এদিকে আমাদের ওখানে লোক পাঠানো ও ত' তোমার পক্ষে ঠিক হইবে না!"

"সে জন্য ভয় নাই—আজ বৈকালে চারিটার সময় রাস্তায় থাকিবার বন্দোবস্ত করিও। হইয়াছে!—সে বুঝি আবার তোমাদের ডিনারের সময়। তিনটায় রাস্তার মাথার দিকে হাটিতে থাকিও—ঠিক তিনটা; আমি তোমার সঙ্গে দেখা করিব।"

তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ও করমর্দ্দনানন্তর ক্ষুদ্রায়তন 'হল্'টির মধ্য দিয়া ও বাড়ীর রাস্তা ধরিয়া রক্ষকস্বরূপ সদর দরোজা পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে সঙ্গে গেলেন;—বোধ হয়, এ পর্য্যন্ত অন্য কোনো মক্কেলই কারলাইলের নিকট হইতে এই সৌজন্য প্রাপ্ত হয় নাই। বার্বারা বাহির হইয়া পড়িলেন, ও তাহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ দরোজাটি বন্ধ হইল। যুবতী একপদ অগ্রসর হইতে না হইতেই, পাইল্-ভরে পূর্ণবেগে গমনশীলা জাহাজের মত বড় কি-একটা হঠাৎ আসিয়া তাহাকে যেন একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

পারস্যের তীর্থযাত্রিনী স্ত্রীলোকের দল বাদ দিলে, আগন্তুকা নিশ্চয়ই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘাকৃতি রমণী। যখন দিন ছিল, তখন তিনি বেশ সুন্দরীই ছিলেন—কিন্তু এখন সুধু অস্থিচর্ম্মে পর্য্যবসিত! তথাপি, এই অস্থিময়তা এবং কৃশতা সত্ত্বেও, মিস্ কার্লাইলের আকৃতিতে বেশ একটু মহিমা আছে!

তিনি আরম্ভ করিলেন "এ কি এ!—বড় তাজ্জবের কথা! তুমি আর্কিবল্ডের সঙ্গে ছিলে?"

ডিলের নিকট যে কারণ বলিয়াছিলেন, এখানেও ঠেকাঠেকা ভাবে বার্‌বারা হেয়ার্‌ সেই কারণই বলিলেন।

"তোমার মা তোমায় কাজে পাঠাইয়াছিলেন!—এমন কথা আমি কখনো শুনি নাই! দুইবার আমি আর্কিবল্ডের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি, দুইবারই ডিল্‌ আমায় উত্তর দিয়াছে যে, সে কাজে ব্যস্ত রহিয়াছে; তা'র ব্যাঘাত জন্মানো যাইতে পারে না। আমার কাছে এই রহস্য রাখিবার জন্য বুড়ো ডিল্‌কে কৈফিয়ৎ দিতে হইবেই।"

পাছে মিস্‌ কার্‌লাইল্‌ কেরাণীদের কাছে কি তাহার পিতার নিকট বলিয়া ফেলেন যে ইহার মধ্যে কোনো রহস্য ছিলই, এই আশঙ্কায় অতিমাত্র উদ্বিগ্ন বোধ করিয়া, বার্‌বারা উত্তর করিলেন "ইহাতে কোনো রহস্যই নাই। সামান্য একটা গোপনীয় কাজের জন্য কার্‌লাইলের সঙ্গে মার পরামর্শের আবশ্যক হইয়াছিল; এবং নিজে আসিবার মত সুস্থ ছিলেন না বলিয়া আমায় পাঠাইয়াছিলেন।"

ইহার একটি কথাও মিস্‌ কার্‌লাইল্‌ বিশ্বাস করিলেন না। শিষ্টাচার উল্লঙ্ঘন করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কাজটা কি!"

"এমন কিছু নয়, যাহা আপনি আগ্রহ করিয়া শুনিতেন। সামান্য বিষয়—অল্প কিছু টাকার সম্বন্ধে। বাস্তবিক, বিষয়টা কিছুই নয়।"

"আচ্ছা, তবে—এমন যদি কিছুই নয়—আর্কিবল্ডের সঙ্গে এতটা সময় একটা ঘরে বন্ধ হইয়া ছিলে কেন!"

চিত্ত-স্থৈর্য্য পুনরধিকার করিয়া বার্‌বারা বলিলেন "সে বিশেষ বিবরণ শুনিতে চাহিয়াছিল, তাই।"

মিস্‌ কার্‌লাইল্‌ সশব্দে শ্বাস টানিলেন—কোনও বিষয়ে মতানৈক্য ঘটিলেই, নির্ভুলভাবে তিনি ইহা করিয়া থাকেন। তিনি নিশ্চয় বোধ করিলেন যে, কোনো একটা গুপ্তব্যাপার সতেজে চলিতেছে ই। বার্‌বারার

নিকট হইতে আর কিছু বাহির করিবার এতটুকু সম্ভাবনা না থাকিলেও ফিরিয়া তিনি রাস্তা ধরিয়া যুবতীর সঙ্গে সঙ্গেই চলিলেন।

এ দিকে, আপনার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কার্লাইল্ কয়েকমুহূর্ত্ত গম্ভীর ভাবে কি চিন্তা করিলেন, এবং শেষে একবার ঘণ্টাধ্বনি করিলেন। ইহার উত্তরে, একজন কেরাণী আসিয়া উপস্থিত হইল।

কার্লাইল্ বলিলেন "বাক্সহেডে যাও। মিঃ হেয়ার্ ও অন্যান্য ম্যাজিষ্ট্রেট্রা যদি সেখানে থাকেন, তবে আমার সঙ্গে একবার দেখা করিতে বলিও।"

আদেশানুযায়ী খ্যাতনামা ম্যাজিষ্ট্রেট্দিগকে সঙ্গে করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই যুবক ফিরিয়া আসিল। ব্যস্ত সমস্তভাবে তাঁহারা কার্লাইলের আহ্বানটি মান্য করিয়াছেন; কারণ তাঁহারা বিচারসম্বন্ধীয় যে বিভ্রাটে পতিত হইয়াছেন, তাঁহাদের বিশ্বাস, তাহা হইতে একমাত্র কার্লাইল্ই তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিতে সমর্থ।

কার্লাইল্ বলিতে লাগিলেন "মিনিট্খানেক মাত্র আপনাদিগকে অপেক্ষা করাইব বলিয়া, বসিবার জন্য আর অনুরোধ করিবনা। লোকটাকে জেলে পাঠাইবার কথা আমি যতই ভাবিতেছি, ততই যেন কাজটাকে আমি বেশি-বেশি না-পছন্দ করিতেছি! তাই আমার ইচ্ছা যে আপনারা পাঁচ জনেই বরং আজ সন্ধ্যায় আমার ওখানে যাইয়া তামাক টানিবেন, আর তখন আমরা সব একসঙ্গে বসিয়া বিচার করিয়া দেখিব কি করা যাইতে পারে। সাতটার সময় যাইবেন—পরে নয়। আমার বাবার সেই পুরানো পাত্র-ভরা ব্রড্কাট্ মদ আর আধ ডজন চার্ব্ব্ওয়ার্ডেন চুরুটও পাইবেন, বুঝিলেন? কেমন, এখন রাজি আছেন?"

পাঁচজনের প্রত্যেকেই ব্যগ্রভাবে নিমন্ত্রণটি গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে যাইতেছিলেন, এমন সময় যাষ্টিশ হেয়ারের বাহুর উপর

অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া, কার্‌লাইল্ কাণে-কাণে বলিলেন "আপনি কিন্তু নিশ্চয়ই আসিবেন, মিঃ হেয়ার। আপনাকে ছাড়িয়া কোনো কাজ আমরা করিয়া উঠিতে পারিবনা।" তারপর, যাঁহারা বাহির হইয়া যাইতেছিলেন তাঁহাদিকের দিকে মস্তকটি ঈষৎ অবনত করিয়া বলিলেন "আপনার মাথায় যে তীক্ষ্ণবুদ্ধি আছে, সকল মাথায় তা' নাই!"

পরিতুষ্ট যাষ্টিশ্ উত্তর করিলেন "নিশ্চয়ই—ঠিক। আগুন কি জল ও আমায় বাধা দিয়া রাখিতে পারিবে না।"

কার্‌লাইল্ আবার একাকী হইতে না হইতেই, অপর একজন কেরাণী আসিয়া বলিল "মহাশয়, মিস্ কার্‌লাইল্ আপনার সঙ্গে দেখা করিতে চাহিতেছেন; কর্ণেল বীথেল্ ও আবার আসিয়াছেন।"

উত্তর হইল "প্রথমে মিস্‌কার্‌লাইল্‌কে পাঠাইয়া দাও।" তিনি আসিলে কার্‌লাইল্ জিজ্ঞাসা করিলেন "কি, কর্ণেলিয়া!"

"বাঃ! বেশ জিজ্ঞাসা করিতেছ—'কি!' ছটার সময় ডিনার খাইতে-পারিবেনা বলিয়া চলিয়া আসিয়াছ; তারপর আর সময় ঠিক করিয়া দাও নাই। কেমন করিয়া খাবার তৈয়িরি করিতে বলি বল দেখি?"

"ভাবিয়াছিলাম যে, কাজের জন্য বাহিরে যাইতে হইবে কিন্তু এখন আর যাওয়া হইল না। আজ আমরা একটু সকাল-সকালই খাইব, কর্ণেলিয়া,—ধর, ছ'টা বাজিবার মিনিট্ পনের আগে। আমি নিমন্ত্রণ—"

বাধা দিয়া কর্ণেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্যাপারখানা কি, আর্কিবল্ড?"

"ব্যাপার! আমিত কিছুই জানি না। আজ বড় ব্যস্ত আছি, কর্ণেলিয়া, আর কর্ণেল্ বীথেল ও আমার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। খাইবার সময় তোমার সঙ্গে কথা বলিব এখন।" এই পরিষ্কার সংকেতের উত্তরস্বরূপ, মিস্ কার্‌লাইল্ পা-এর উপর পা আড়াআড়ি ভাবে স্থাপিত করিয়া মক্কেলের চেয়ারে আরো দৃঢ়ভাবে উপবেশন করিলেন। তাহার

পাদুকাদ্বয় ও মোজাজোড়া সমস্তই বাহির হইয়া পড়িল। কারণ, লম্বা পোষাক ও পরিধেয় ফুলাইবার ক্রিণোলিন্ নামক যন্ত্র—এই দুইটিকেই তিনি তুল্যভাবে না-পছন্দ করিতেন। "আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি হেয়ারদের বাড়ীতে হইয়াছে কি যে বার্‌বারা এখানে আসিয়া একটা নির্জ্জন ঘরে দরোজা বন্ধ করিয়া বসে! সে বলিয়াছে—তার মার কি কাজের জন্য।"

দুর্ব্বোধ্যপ্রায় ক্ষণিক বিরামের পর কার্‌লাইল্ বলিলেন "কেন, রবিবারে তার বাগান হইতে একটা চারাগাছ উপড়াইয়া ফেলিয়াছিল বলিয়া সেই দুর্ভাগ্য লোকটাকে জেলে পাঠাইয়া হেয়ার্ ও অন্যান্য যষ্টিশ্‌রা যে কি গোলযোগে পড়িয়াছেন তাহা ত তোমার অজ্ঞাত নাই! মিসেস্ হেয়ার্—"

বাধা দিয়া কর্ণেলিয়ার মুখ হইতে এই অতি সম্মান-সূচক উক্তিটি বাহির্গত হইল "গোময়-পূর্ণ-মাথা বুড়ো গাধার দল কিনা! সমস্ত গুলি ম্যাজিষ্ট্রেটের ও এক সঙ্গে দু' ছটাক বুদ্ধি নাই!"

"স্বভাবতঃই, হেয়ার পত্নী আমার পরামর্শ লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কারণ, লোকটা হোম্ সেক্রেটারীর কাছে আপীল করাতে কিছু গোলযোগ ঘটিতে পারে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। বার্‌বারা বলিয়াছিল যে তিনি ভারি অসুস্থ, তাই নিজে আসিতে পারেন নাই। কর্ণেলিয়া, আজ রাত্রিতে কয়েক জন ভদ্রলোককে আমি নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছি।"

মিস্ কার্‌লাইল্ প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিলেন "কয়েকজন!"

যাষ্টিশ্‌দের মধ্যে চারি পাঁচজনকে। আমার ওখানে তাঁহারা তামাক খাইতে আসিবেন। বাবার সেই সীসকনির্ম্মিত তামাকের বাক্সটি বাহির করিয়া রাখিও, আর—

মিস্‌ কার্‌লাইল্‌ চিৎকার করিয়া উঠিলেন ."না, তারা আসিতে পারিবে না। তোমার বুঝি ইচ্ছা যে, ডজন খানেক নলের ধোঁয়ার বিষে আমি জ্বর-জ্বর হই!"

"সেখানে তোমার বসিবার ত কোন আবশ্যক নাই।"

"আর তা'দের ও নাই। সবে বাড়ীময় পরিষ্কার পরদা টাঙ্গানো হইয়াছে। আর সব বিট্‌কেলে নল যে তা'দের কালো করিয়া ফেলিবে আমি তা' কিছুতেই হইতে দিবনা।"

গম্ভীর ও দৃঢ়স্বরে কার্‌লাইল্‌ উত্তর করিলেন—তাহার দৃঢ় জেদ্‌ সত্বেও কার্‌লাইলের এবম্প্রকার কথা বলিবার ফল কথনো কর্ণেলিয়ার উপর না ফলিয়া যাইত না—"কাজের কথার জন্য ইহাঁদিগকে আনিতে হইতেছে—বুঝিলে, কাজের কথা! তাহাদিগকে আসিতে হইবেই। বসিবার ঘরে যদি তুমি যাইতে দিতে আপত্তি কর, তবে না হয় আমার শুইবার ঘরেই তাঁহারা বসিবেন এখন।"

মিস্‌ কার্‌লাইলের মানসিক অভিধানে 'কাজ' কথাটি একটি মাত্র অর্থ বহন করিত—সে 'টাকা রোজগার করা'। কার্‌লাইল্‌ তাহার এই দুর্ব্বলতাটুকু জানিতেন, এবং যখন উপায়ান্তরে আর স্বকীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিতেন না, তখনই ইহা লইয়া খেলা করিতেন। অর্থের প্রতি তাহার ভালবাসাটি ঠিক যেন একটা দুর্দ্দমনীয় আসক্তিরই মত। নিজে পাওয়া, কি কার্‌লাইল্‌ পাইতেছে শোনা, তাহার নিকট বড় প্রিয় বস্তু! কিন্তু কার্‌লাইলের সম্বন্ধে একথা বলা যাইতে পারে না। এমন কত কত বিবাদ-বিসম্বাদ, যাহা আদালত পর্য্যন্ত গড়াইলে তাহার বেশ 'দু'পয়সা' হইতে পারিত, তিনি মিটাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং নিজের সরল অকপট সুযুক্তি দ্বারা বিবদমান ব্যক্তিদিগের মধ্যে শান্তি ও প্রীতি সংস্থাপিত করিয়াছেন!

ধীর শান্তভাবে তিনি পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন "তাঁদের নলে তোমার এই পর্দাগুলি যদি নষ্ট হইয়াই যায়, আমি তবে, তোমায় নূতন কিনিয়া দিব। দোহাই তোমার, এখন আমায় বিদায় দাও।"

তখন, তামাকের নল সম্বন্ধীয় বিসম্বাদের বিষয়টি ত্যাগ করিয়া মিস কর্ণি উত্তর করিলেন "হাঁ, বিদায় দিব তখন, যখন বার্‌বারা হেয়ারের সঙ্গে তোমার এই গুপ্তব্যাপারটির তলায় যাইয়া আমি পৌঁছাইতে পারিব। তুমি ভারি চালাক্ আর্কি—কিন্তু আমায় তুমি ঠকাইতে পার না! বার্‌বারাকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কেন সে এখানে আসিয়াছিল! উত্তর করিয়াছিল যে তার মার কোনো টাকা-পয়সা-সম্বন্ধীয় কাজ লইয়া। তোমায় জিজ্ঞাসা করিয়া, উত্তর পাইলাম কিনা যে, ম্যাজিষ্ট্রেটেরা যে বিপদে পড়িয়াছেন, সেইসম্বন্ধে তোমার পরামর্শ লইতে! তবে শোন, আর্কিবল্ড, আমি বুঝিয়াছি, ইহাও নয়, উহাও নয়: এবং তুমি জানিয়া রাখিতে পার ইহা ঠিক না শুনিয়া আমি উঠিবও না। তোমাদের মধ্যে এতটা রহস্য রখিয়া, তুমি আর বার্‌বারা যে কি করিতেছ, আমি তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।"

বলিয়া, আপনার চেয়ারে তিনি পেড়েকের মত সোজা হইয়া বসিলেন, এবং দীর্ঘ দেহযষ্টিটিকে পূর্ণমাত্রায় উন্নত করিয়া, বিস্ফারিত নেত্রে কার্‌লাইলের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আকৃতিতে ইহাদের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নাই; তবে ললাট দেশের প্রশস্ততায় ও কপালের উভয় পার্শ্ব হইতে বক্রভাবে চুলের উৎপত্তিতে, কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও থাকিতে পারে। কর্ণেলিয়ার কেশরাজি এখন শুভ্র হইতে আরম্ভ হইয়াছে; ইহাদিগকে এখন তিনি মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে গুচ্ছাকারে চিরুণী সংবদ্ধ করিয়া রাখেন; কিন্তু এই গুচ্ছ কখনো পরিপাটী রহেনা, এবং চিরুণীটিও কদাচিত স্বস্থানে থাকে। তাহার মুখ-মণ্ডল বিবর্ণ কিন্তু সুগঠিত; একটা

পুরুষোচিত দৃঢ় সংকল্পতার ভাব ব্যতীত অন্য কোনো বিশেষত্বই তাহাতে নাই। তাহার তীক্ষ্ণদর্শী অত্যুন্মুক্ত নেত্রদ্বয়ে, যাহাকে 'সবুজ' বলা যায়। তাহার ঈষৎ আভা আছে। কিন্তু, যদি ও ভ্রাতৃ-স্বরূপের মত স্বরূপের তিনি বড়াই করিতে পারেন না, তথাপি ওয়েষ্টলীনে তাহার অপেক্ষা ও অনেক সাদাসিধা স্ত্রীলোক আছে।

মিঃ কার্লাইল ভগিনীকে ও তাহার মুখের দৃঢ়সংকল্পতাব্যঞ্জক ভাবটুকুকে বেশ চিনিয়াছেন,—তাই প্রকৃত কথা বলিতেই নিশ্চয় করিলেন। কার্লাইলের সম্বন্ধে আপন সহোদরের নিকট বার্বারা যে কথাটি ব্যবহার করিয়াছিলেন, সেই কথাটি ধার করিয়া কর্ণেলিয়ার সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি যে, তিনি ও ইস্পাতের মতই বিশ্বাসী। ইহার নিকট কোন গুপ্ত কথা বিশ্বাস করিয়া বলিলে, ইনিও কার্লাইলের মত বিশ্বাসযোগ্য ও অপরের পক্ষে দুষ্প্রবেশ্য হইতে পারেন। কিন্তু কোনো গুপ্ত ব্যাপার আছে, এবং তাহাকে জানানো হইতেছে না, এই প্রকার সন্দেহকে একবার তাহার মনে স্থান লইতে দিলে, আর রক্ষা নাই! যতক্ষণ না যাইয়া তাহার মূলে পৌঁছাইতে পারেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কর্ণেলিয়া ইন্দুরভোজী বিড়ালের মত মৃত্তিকা খুঁড়িতে থাকেন—বিশ্রাম কাহাকে বলে জানেন না।

সম্মুখের দিকে আনত হইয়া মৃদুস্বরে কার্লাইল বলিলেন "তোমার ইচ্ছা হইলে, অবশ্যই আমাকে বলিতে হইবে। কিন্তু বিষয়টি তেমন সুখশ্রাব্য নয়।—রিচার্ড হেয়ার ফিরিয়া আসিয়াছে!"

কর্ণেলিয়া সম্পূর্ণরূপে ভয়ে আড়ষ্টের মত দেখাইতে লাগিলেন, "রিচার্ড হেয়ার!—সে কি পাগল হইয়াছে!"

"কাজটি বড় প্রকৃতিস্থের মতও হয় নাই। সে তা'র মার কাছে কিছু টাকা চাহিতে আসিয়াছে। তাই মিসেস্ হেয়ার, তাঁহার হইয়া যোগাড় করিয়া দিবার জন্য আমার কাছে পাঠাইয়াছিলেন। বার্বারাকে

যে অতিব্যস্ত ও অতিমাত্র উত্তেজিত বোধ হইয়াছিল, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই—চতুর্দ্দিকেই যে বিপদের আশঙ্কা!”

“সে কি তা’দের বাড়ীতেই আছে?”

“তা’র বাপ বাড়ী থাকিতে কি আর সে সেখানে থাকিতে পারে! চাষার ছদ্মবেশ পরিয়া দু’তিন মাইল দূরে সে লুকাইয়া আছে। এই টাকা লইবার জন্য আজ রাত্রিতে সে আবার কুঞ্জে আসিবে। মিঃ হেয়ার্ যাহাতে আপন গৃহটিকে নিরাপদ করিয়া দূরে থাকেন, সেই জন্যই যাষ্টিব-দিগকে এখানে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছি—দেখিতে পাইলে নিশ্চয়ই তিনি রিচার্ডকে আইনের হাতে সমর্পণ করিবেন। আর—গুরু ফলাফল গুলি বাদ দিলেও—ইহাই তোমার কি আমার পক্ষে বড় সুখের বিষয় হইবে না। ইচ্ছাপূর্ব্বক খুনকরার অপরাধে কোনো আত্মীয়ের ফাঁসি হইলে, কার্‌লাইল পরিবারের সুনামের উপর একটা কুৎসিত কলঙ্ক-কালিমা পড়িবে, কর্ণেলিয়া!”

তাহার প্রশস্ত ললাট-দেশ কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে—সংবাদটি মনে মনে তোল্‌পাড় করিতে করিতে কর্ণেলিয়া নির্ব্বাক্ ভাবে বসিয়া রহিলেন।

“এখন ত কর্ণেলিয়া তুমি সবই জানিয়াছ—তোমার পায় পড়ি, এখন তুমি আমায় ছাড়িয়া যাও। কাজের ভিড়ে আজ আর আমি চোখেমুখে পথ দেখিয়া উঠিতেছি না!”

একটিও কথা না বলিয়া কর্ণেলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, এবং ভ্রাতাকে শান্তিতে রাখিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। তখন কার্‌লাইল এক টুক্‌রা কাগজ ছিঁড়িয়া লইলেন—বেশ বুঝা গেল, যেখানা হাতের সম্মুখে পড়িল, তাহাই—ও একটা থামে পুরিয়া, উপরে নিজেরই নাম লিখিলেন। তারপর, ডিল্‌কে ডাকিয়া, তাহার হাতে থাম খানা দিলেন। শিরোনামা দেখিয়া বিস্মিতভাবে লোকটি তাকাইতে লাগিলেন। বুঝিয়া কার্‌লাইল

বলিলেন "ডিল্, আজ রাত্রি আটটার সময় এই চিঠি খানা আমার বাড়ী লইয়া যাইও—কিন্তু আমার কাছে না পাঠাইয়া, বরং কাহাকেও দিয়া আমায়ই ডাকিয়া পাঠাইও। বুঝিলে ত'?

পত্রখানা পকেটজাত করিতে করিতে মস্তক সঞ্চালন করিয়া বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি উত্তর করিলেন।

সেইদিন অপরাহ্ণ তিনটার সময় কার্‌লাইল রাস্তার প্রান্ত সীমার দিকে পাদচারণা করিতেছিলেন, এমন সময় বার্‌বারাকে দেখিতে পাইয়া, চলিয়া যাইতে যাইতে বলিলেন "সব ঠিক; মদ ও তামাক দিয়া যাষ্টিশ দিগকে আজ রাত্রিতে আমি অভ্যর্থনা করিব - মিঃ হেয়ার ও ইহাদের মধ্যে একজন।"

সন্দেহে বার্‌বারা মুখ তুলিয়া চাহিলেন "তবে, তা'দের যখন তোমারই বাড়ীতে অভ্যর্থনা, তখন তুমি আর রিচার্ডের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছ না?"

ত্রস্ত চলিয়া যাইতে যাইতে কার্‌লাইল সুধু বলিলেন "সে ভার আমায়ই দাও!"

ষষ্ঠ অধ্যায়।
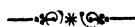
ছোট রিচার্ড হেয়ার।

যাষ্টিশদের দল নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে ক্রটী করিলেন না। ৭টার সময় একজনের অব্যবহিত পরেই অপর জন—এমন ভাবে তাঁহারা কর্ণেলিয়ার বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। পাঠক পাঠিকা হয়ত, 'কর্ণেলিয়ার বাড়ী' বলিতে রাজী নহেন;—কিন্তু কথাটি ঠিক। বাড়ীটি তাহারই, তাহার ভাইএর নয়। পিতার জীবিতাবস্থায় যেমন, যদিও এখনো কারলাইল তেমনি ভাবে এখানে বাস করিতেছেন, তথাপি বাড়ীটি তাহার নহে। উইলের সর্ত্তানুসারে কর্ণেলিয়া যে সকল সম্পত্তি পাইয়াছেন, এই বাড়ী তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

নল এবং ধূম সত্ত্বেও মিস্ কারলাইল কক্ষটিতেই রহিয়া গেলেন, এবং অতি শীঘ্রই যাষ্টিশদের ন্যায় তিনিও আলোচ্য বিষয়ে নিমজ্জিত হইয়া পড়িলেন। সহরের লোকেরা বলে যে, পিতার মত তিনি ও বিশেষ আইনজ্ঞা। আমরাও একথা দৃঢ়তা সহকারেই বলিতে পারি যে, আইন-সম্পর্কিত বিষয়ে তাহার ধীর ও গম্ভীর বিচার-শক্তি এবং দ্রুত প্রবেশাধিকার আছে। ঘড়িতে আট্টা বাজিলে, জনৈক ভৃত্য কক্ষে প্রবেশ করিল ও প্রভুকে সম্বোধন করিয়া বলিল "আজ্ঞে, মিঃ ডিল্ আপনার সঙ্গে দেখা করিতে চাহিতেছেন।"

মিঃ কারলাইল উঠিয়া গেলেন, ও কিৎকাল পরে একখানা উন্মুক্ত পত্র হস্তে করিয়া কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ও বলিলেন "আধ ঘণ্টার জন্য আপনাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে বলিয়া আমি বড়ই দুঃখিত

হইলাম। বিশেষ কোনো ঠেকা কাজ উপস্থিত হইয়াছে। তবে যত শীঘ্র পারি, ফিরিব।”

তৎক্ষণাৎ কর্ত্তৃত্বপূর্ণ স্বরে কর্ণি জিজ্ঞাসা করিলেন “কে তোমাকে নিতে পাঠাইয়াছে ?”

কার্‌লাইল্ তাহার দিকে একবার স্থির দৃষ্টি পাত করিলেন—ইহার অর্থ স্বরূপ ভগিনী বুঝিলেন যে, কোনো প্রশ্ন করিতে নিষেধ করা হইতেছে। তারপর অভ্যাগত দিগকে সম্বোধন করিয়া কার্‌লাইল্ বলিলেন “মিঃ ডিল্ এখানে রহিলেন। তর্ক বিতর্ক করিয়া বিষয়টা সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিবার জন্য সে ও আপনাদিগের সঙ্গে যোগদান করিবে। আইন্ আমার অপেক্ষা সে ভাল জানে—আর আমিও বেশি সময় অনুপস্থিত থাকিতেছি না।”

গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দ্রুত পাদক্ষেপে তিনি কুঞ্জের দিকে চলিতে লাগিলেন। বিগত রজনীর ন্যায় আজিও চন্দ্রটি সমুজ্বল। সহরটিকে পশ্চাতে ফেলিয়া, যখন তিনি, পূর্ব্ববর্ণিত বিক্ষিপ্ত বাড়ীগুলি অতিক্রম করিতে ছিলেন, তখন রাস্তার বামভাগে, ইহাদের পশ্চাদবস্থিত সমুন্নত বন রাজির উপর একবার অনিচ্ছুক দৃষ্টিপাত না করিয়া তিনি থাকিতে পারিলেন না। পূরাকালে ইহার সন্নিকটে একটি মঠ স্থাপিত ছিল বলিয়া, এই অরণ্য এখন ‘মঠ-বন,’ নামে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু গল্পে ব্যতীত, এই মঠের সর্ব্ব প্রকার অস্তিত্ব-চিহ্নই অনেক দিন হইল, বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই বনভূমির ঠিক কেন্দ্রস্থলে, একটি ক্ষুদ্র গৃহ অথবা কুটীর আছে ; যে খুনের অপরাধে রিচার্ড হেয়ারের জীবন এমন বিপদাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে সেই খুনটি এই কুটীরেই সম্পন্ন হইয়াছিল। তৎপরে ইহা আর কখনো অধ্যুষিত হয় নাই ; কারণ কেহই এ বাড়ী ভাড়া নিতে কি বাস করিতে সম্মত হয় নাই।

দরোজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া, কার্‌লাইল্‌ উভয় পার্শ্বস্থ বৃক্ষরাজির দিকে ত্বরিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু এখানে রিচার্ড-হেয়ারের লুক্কায়িত থাকিবার মত কোনো নিদর্শন দেখিতে কি শুনিতে পাইলেন না। গবাক্ষ-সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া বার্‌বারা বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন—কার্‌লাইল্‌কে দেখিতে পাইয়া নিজে আসিয়া তিনি দরোজা খুলিয়া দিলেন; এবং গৃহ প্রবেশ কালে তাহার কাণে কাণে বলিলেন "মা ভারি উতলা হইয়া পড়িয়াছেন!—আমি আগেই জানিতাম যে, এমন হইবে!"

কার্‌লাইল্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন "সে কি এখনো আসে নাই?"

"আমার কোনো সন্দেহই নাই যে, সে আসিয়াছে—তবে এখনো কোনো সংকেত করে নাই।"

নিতান্ত অসহিষ্ণু ও উদ্বেগাকুল ভাবে মিসেস্‌ হেয়ার চেয়ারের সন্নিকটে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন—বসিতে পারিতেছেন না। তাহার কোমল গণ্ডদেশে উতপ্ত লোহিতচক্র প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার হাতে একখানা পকেট্‌ বই দিয়া মিঃ কার্‌লাইল্‌ বলিলেন "বেশির ভাগই নোট্‌ আনিয়াছি—মোহরের চাইতে নোট্‌ নিয়ে চলাই বেশি সুবিধা।"

কৃতজ্ঞতাব্যঞ্জক একটিমাত্র দৃষ্টিদ্বারা মিসেস্‌ হেয়ার ইহার উত্তর দিলেন, এবং আপনার হস্তদ্বয় দ্বারা কার্‌লাইলের হস্ত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন "আর্কিবল্ড, আমার বাছাকে আমি দেখিবই। কিন্তু কেমন করিয়া তাহার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে? আমাকেই তাহার নিকট বাগানে যাইতে হইবে, না, সে ই এখানে আসিতে পারিবে?"

"আমার বিবেচনায় সে ই এখানে আসিতে পারে; রাত্রির বাতাস আপনার পক্ষে কত খারাপ, তাহাত আপনি জানেন। আজ চাকর বাকরগুলি কি বড় বেশি হৈ-চৈ করিতেছে?"

বার্‌বারা উত্তর করিলেন "না, ঘটনা গুলি সব আমাদের ভালর জন্যই ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে। ভাগ্যক্রমে আজ আবার এ্যানের জন্মদিন; তাই এই মাত্র মা আমায় একখানা পিঠে ও এক বোতল মদ দিয়া রান্নাঘরে বলিতে পাঠাইয়া ছিলেন যে, আজ তারা দিদির স্বাস্থ্য কামনা করিয়া স্বচ্ছন্দে পান-ভোজন করিতে পারে। দরোজা বন্ধ করিয়া দিয়া তা'দের বলিয়া আসিয়াছি যে, আজ তারা নিরুদ্বেগে ইচ্ছামত আমোদ আহ্লাদ করিতে পারে; কোনো কিছুর আবশ্যক হইলে, আমরা ঘণ্টাধ্বনি করিব।"

মন্তব্যের ভাবে কার্‌লাইল্ বলিলেন "তবে তাহাদের দ্বারা আর কোনো ভয়ের কথা নাই। রিচার্ড এখন স্বচ্ছন্দে ভিতরে আসিতে পারে।"

তখন বার্‌বারা বলিলেন "সে আসিয়াছে কিনা আমি নিশ্চয়রূপে দেখিয়া আসিতেছি।"

বাধা দিয়া মিঃ কার্‌লাইল্ বলিলেন "যেখানে রহিয়াছ, ওখানেই থাক, বার্‌বারা; আমি নিজেই যাইতেছি। যখন আমাদিগকে রাস্তা ধরিয়া এদিক পানে আসিতে দেখিবে, তখন দরোজাটি খুলিয়া দিও।"

এমন সময় যুবতী একটি অস্পষ্ট চিৎকার করিয়া উঠিলেন ও কাঁপিতে কাঁপিতে কার্‌লাইলের বাহু জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন "ঐ যে সে! ঐ দেখ—গাছগুলি হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে, ঠিক জানালার বিপরীত দিকে!"

মিসেস্ হেয়ারের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া, কার্‌লাইল্ বলিলেন "তাহাকে আমি এখনই আপনার নিকট লইয়া আসিবনা; কারণ, আমার সঙ্গে যদি তাহার কোনো কথা থাকে, তবে তাহা প্রথমেই সারিতে হইবে, যেন, আপনাদিগকে নিরাপদ করিবার জন্য, যাষ্টিশ্‌দের নিকট ফিরিয়া যাইয়া মিঃ হেয়ারকে আমি আমার ওখানে আটক রাখিতে পারি।"

তিনি বাহির হইয়া আসিলেন, এবং বৃক্ষরাজির দিকে অগ্রসর হইয়া তন্মধ্যে নিমজ্জিত হইলেন। একটি গাছের গায় ঠেঁস দিয়া রিচার্ড হেয়ার দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাহার ছদ্মবেশ এবং ভীষণ ও কৃত্রিম গুম্ফযুগল বাদ দিলে, তিনি একজন নীলনয়ন, সুশ্রী, প্রফুল্লাকৃতি, কৃশতনু, মধ্যমাকার যুবা পুরুষ, এবং ঠিক জননীরই মত পরানুবর্ত্তীও নম্রপ্রাকৃতিক। তবে, জননীর বেলা প্রকৃতির এই নমনীয়তা বরং শোভন গুণস্বরূপই হইয়াছে; কিন্তু তাহার বেলা ইহা একটি ঘৃণনীয় দুর্ভাগ্যস্বরূপ বিবেচিত হইয়া আসিতেছে বাল্যকালে তাহার ডাক নাম ছিল "গাছের পাতা ডিক্‌"; কোনো অপরিচিত লোক ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলা হইত যে গাছেরপাতা যেমন বায়ুবেগে ইতস্ততঃ চালিত হইয়া থাকে, এ ও তেমনি যে ইহার কাছে থাকে, তাহার দ্বারাই চালিত হয়, নিজের ইহার কোনো ইচ্ছাই নাই। সংক্ষেপে বলা যায়, রিচার্ড হেয়ারের প্রকৃতি অমায়িক এবং প্রেমপ্রবণ; কিন্তু সংসার যাহাকে মস্তিষ্ক বলে, সেই জিনিষটির ভারে তাহাকে কখনো বিব্রত হইতে হয় নাই। মস্তিষ্ক অবশ্যই তাহার আছে কিন্তু সূক্ষ্ম নহে।

কার্‌লাইলের সঙ্গে কয়েকটি কথার আদান প্রদান করিয়া রিচার্ড জিজ্ঞাসা করিলেন "মা কি এখানে আমার নিকট বাহির হইয়া আসিবেন?"

"না, তোমাকেই ঘরে যাইতে হইবে। তোমার বাবা বাড়ী নাই, আর চাকর-বাকরগুলিও রান্না ঘরেই আবদ্ধ রহিয়াছে। তোমায় তাহারা দেখিতে পাইবে না; আর দেখিতে পাইলেও এ পোষাকে তাহারা চিনিতে পারিবে না। দিব্য গোঁফ জোড়াটিত' রিচার্ড!"

"চল, তবে ভিতরে যাই। এখান হইতে চলিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত আমার কাঁপুনি থামিবে না। টাকাটা পাইব কি?"

"হাঁ, পাইবে। কিন্তু রিচাড তোমার ভগিনী বলিয়াছিলেন যে, সেই শোচনীয় রাত্রির প্রকৃত ইতিহাসটি আমায় তুমি খুলিয়া বলিতে চাহিতেছ। যদি তাই হয়, তবে এখানে থাকিতে থাকিতেই বলা ভাল।"

"বারবারাই তোমাকে শুনাইতে চাহিয়াছিল—আমি বেশ বুঝি, ইহাতে কোনই ফল হইবে না। যদি সমস্ত লোকও আমার কাছে প্রকৃত ব্যাপারটি শোনে, তাহাতেও কোনো লাভ হইবে না, কারণ কেহই আমাকে বিশ্বাস করিবে না, এমন কি তুমি ও নয়!"

"আমাকে একবার চেষ্টা করিয়াই দেখ না কেন, রিচার্ড—যত কম কথায় সম্ভব।"

"আচ্ছা,—হ্যালিজনের ওখানে আমার যাতায়াত নিয়া বাড়ীতে একটা হৈ-চৈ পড়িয়াছিল, তাহা বোধ হয় তুমি জান। কর্ত্তা ও মা ভাবিয়াছিলেন, আমি য়্যাফাইর পাছে-পাছে ঘুরিতাম—হইতে পারে, আমি ইহাই করিতাম, হইতে পারে আমি ইহা করিতাম না—যাক্ সে কথা। হ্যালিজন্ আমার কাছে আমার বন্দুকটি ধার চাহিয়াছিল, এবং সেইদিন সন্ধ্যা বেলায় যখন আমি কোনও লোকের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম—এসব কথায় মন দিও না—"

বাধা দিয়া কার্‌লাইল বলিলেন "একটা পুরাতন কথা আছে—আর কথাটিও বেশ সারগর্ভ—যে, উকীল ও ডাক্তারের নিকট সবটুকু তথ্যই বলিও। তোমার পক্ষে কিছু চেষ্টা তদ্বির চলিতে পারে কিনা, তাহাই যখন আমাকে বিবেচনা করিতে হইবে তখন সমস্তটি তথ্যই আমাকে তোমার বলিতে হইবে—নতুবা আমি কিছুই শুনিব না। তবে, ধরিয়া লইতে পার যে, আমায় যাহা বলিবে, তাহা পবিত্র জিম্মার ন্যায়, খুব সংগোপনেই রাখা হইবে।"

প্রত্যুত্তরে নমনীয় রিচার্ড বলিতে লাগিলেন "তবে, যখন বলাই আবশ্যক, তখন আমি খুলিয়াই বলিব। মেয়েটাকে আমি ভালবাসিতাম

কিন্তু যতদিন না নিজের কর্ত্তা নিজে হইয়া তাহাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে পারি, ততদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে রাজী ছিলাম,—ইহাতে যদি চের-চের বৎসরও লাগিত। বাবার বিরুদ্ধতাসত্ত্বে আমি বিবাহ করিতে পারিতাম না, ইহা অবশ্যই তুমি জান ?”

কথাটির উপর একটু জোর দিয়া কার্‌লাইল্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন “স্ত্রীরূপে ?”

বিস্মিত ভাবে তাকাইয়া রিচার্ড কহিলেন “কেন, তুমি কি মনে কর যে আমার অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল! না, এমন বদ্‌মায়েস্‌ হওয়া আমার ক্ষমতার বাহিরে।”

“ভাল, বলিয়া যাও, রিচার্ড। সে তোমার ভালবাসার প্রতিদান করিয়াছিল ?”

“আমি ঠিক বলিতে পারি না, কখনো মনে হইত, করিয়াছে; আবার কখনো ভাবিতাম, করে নাই। আমাকে লইয়া সে খেলা করিত, আমার সঙ্গে চালাকী করিত, আর—আর—বেশির ভাগ সময়ই তাহার কাছে থাকিতে চাহিত। প্রথমটায় আমার মনে হইত সে ভারি খাম্‌খেয়ালি গ্রস্তা - আমায় বলিত কিনা ‘আজ সন্ধ্যাবেলায় তুমি আসিও না, অমুক দিন ও আসিও না। কিন্তু শেষে বুঝিতে পারিলাম যে, এই সকল সন্ধ্যা বেলায়ই তাহার আসিবার কথা থাকিত। এক সঙ্গে কখনো আমরা সেখানে থাকি নাই।”

“ভুলিয়া যাইতেছ, রিচার্ড, যে, তোমার এই ‘তাহাকে, তাহার’ লোকটার নামটি তুমি এখনো আমাকে বল নাই! তাই, তোমার কথা আমি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিনা।”

রিচার্ড হেয়ার্‌ সম্মুখের দিকে এতটা অবনত হইয়া পড়িলেন যে, তাহার ঘনকৃষ্ণ গুম্ফযুগ আসিয়া কার্‌লাইলের অংশদেশ সম্মার্জ্জিত করিতে লাগিল। তিনি বলিলেন “এই, সেই অভিশপ্ত থর্ণ!”

বার্‌বারা যে নামটি বলিয়াছিলেন, সেই নামটি কার্‌লাইলের মনে পড়িল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "থর্ণ কে! ইহার নাম আমি কখনো শুনি নাই।"

"আমার বিশ্বাস, ওয়েষ্ট্‌লীনের অন্য কেহও শোনে নাই। এ বিষয়ে সে ভারি সতর্ক ছিল; কয়েক মাইল্‌ দূরে সে থাকিত, এবং গোপনে যাতায়াত করিত।"

"য়্যাফাইর সঙ্গে প্রেম করিতে?"

উগ্রস্বরে রিচার্ড প্রত্যুত্তর করিলেন "হাঁ, য়্যাফাইর সঙ্গে প্রেম করিতেই। অবস্থানের দূরত্ব তাহার কার্য্যের কোনো প্রতিবন্ধকতাই সাধিতে পারে নাই। সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘোড়া দৌড়াইয়া আসিয়া বনে একটা গাছের সঙ্গে ঘোড়াটা বাঁধিয়া রাখিত, এবং, যখন য়্যাফাইর বাপ ঘরে থাকিত, তখন ঘরে বসিয়াই য়্যাফাইর সঙ্গে দু' একঘণ্টা কাটাইয়া যাইত, আর যখন সে বাড়ী থাকিত না, তখন তাহাকে লইয়া বনের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইত।"

"আসল কথায় আস, রিচার্ড,—সেই সন্ধ্যা বেলায়।"

"তাহার নিজের বন্দুকটা বে-মেরামত হইয়াছিল বলিয়া, আমারটি ধার পাইবার জন্য হ্যালিজন আমায় খোসামোদ করিয়াছিল। সেইদিন আবার তাহাদের ওখানে সন্ধ্যা কাটাইব বলিয়া য়্যাফাইর সঙ্গে আমার বন্দোবস্ত ছিল। তাই ডিনারের পর বন্দুকটি সঙ্গে লইয়া আমি রওনা হইলাম। কোথায় যাইতেছি জানিবার জন্য বাবা আমাকে পেছন হইতে ডাকিলেন। তাহার নিষেধ অমান্য করিতে সাহসী না হইয়া আমি মিথ্যা বলিলাম 'বোচ্যাম্পের ছেলের সঙ্গে বাহির হইতেছি'। বিচার-কালে এই মিথ্যা আমার বিরুদ্ধে বেশ দাঁড়াইয়াছিল! মাঠ ও বন্য পথটি ধরিয়া পেছন দিক্‌কার যে রাস্তাটি গিয়াছে, সাধারণতঃ সেই রাস্তাটি দিয়াই আমি

যাতায়াত করিতাম। সেদিনও তেমনি যাই সেই রাস্তাটি দিয়া হ্যালিজনের বাড়ী যাইয়া পৌঁছিয়াছি,অমনি গম্ভীর মুখে য়্যাফাই বাহির হইয়া আসিল—এমন সে মধ্যে মধ্যেই করিত—এবং বলিল যে, সেদিন সে আমাকে জায়গা দিতে পারিবে না, আমাকে বাড়ী ফিরিতে হইতেছে। এ বিষয় লইয়া আমাদের মধ্যে একটু বাদানুবাদ হয়,—এবং যখন আমরা বলাবলি করিতে-ছিলাম, তখন লক্স্‌লি সেখান দিয়া যাইতেছিল, ও আমার হাতে বন্দুক দেখিতে পাইয়াছিল। য়্যাফাইর কথায় আমি সম্মত হইলাম—সে আমাকে দিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করাইতে পারিত, কারণ, তাহাকে ত' দূরের কথা, যে মাটির উপর দিয়া সে হাটিত, সেই মাটিটাকেও আমি ভালবাসিতাম। য়্যাফাইর হাতে বন্দুক দিয়া বলিয়া দিলাম, ভরা রহিয়াছে। তখন আমাকে বাহিরে রাখিয়াই, বন্দুকটি লইয়া যাইয়া সে দরোজা বন্ধ করিয়া দিল। কিন্তু আমি চলিয়া আসিলাম না ; কারণ, য়্যাফাই অস্বীকার করিলেও আমার মনে বেশ সন্দেহ হইয়াছিল যে, সে দিন থর্ণকে সে জায়গা দিয়াছে। ঐ বাড়ীর সন্নিকটেই কয়েকটা গাছের আড়ালে আমি লুকাইয়া রহিলাম। আবার লক্সলি আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং আমাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন তুমি এখানে লুকাইয়া রহিয়াছ ? আমি আরো সরিয়া গেলাম—তাহার কথায় কোনো উত্তর করিলাম না, ভাবিলাম, আমার কার্য্যকলাপে তাহার কি আসিয়া যায় ?—কিন্তু বিচার-কালে ইহাও আমার বিরুদ্ধে বলিয়াছিল। ইহার বেশি সময় পরে নয়, হয়তঃ মিনিট কুড়ি হইতে পারে—আমি একটা বন্দুকের আওয়াজ শুনিতে পাইলাম ; কুড়ে ঘরটার দিক হইতে শব্দটা আসিয়াছে বলিয়া যেন বোধ হইল ! ভাবিলাম, হয়তঃ এই অসময়ে কেহ তিত্তিরী পক্ষীর উপর গুলি চালাইতেছে। তখন সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল। সেই সময়ে আমি দেখিতে পাইলাম যে, গাছের ভিতর হইতে বাহির

হইয়া বীথেল্ কুড়ে ঘরটার দিকে দৌড়িয়া যাইতেছে। এই গুলিতেই হ্যালিজন্ খুন হয়।"

ক্ষণেক রিচার্ড নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন, আর কার্‌লাইল্ চন্দ্রালোকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। রিচার্ড আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন "খুব শীঘ্র, বোধ হইল যেন সেই মুহূর্ত্তেই, কুড়ে ঘরটা হইতে যে রাস্তা বাহির হইয়াছে, সেই রাস্তা দিয়া একটা লোক হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া গেল। এ আর কেহ নয়—থর্ণ। তাহার চেহারা দেখিয়া আমি চমকিয়া গেলাম—ইহার অপেক্ষা বেশি ভয় দেখাইতে কোনো লোককে আর আমি কখনো দেখি নাই। তাহার মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ, চক্ষু যেন ছুটিয়া বাহির হইতেছে, আর ওষ্ঠদ্বয় দন্ত ছাড়িয়া উপরে উঠিয়া গিয়াছে! বলিষ্ঠ হইলে, তখনই যাইয়া আমি তাহাকে আক্রমণ করিতাম—হিংসায় আমি পাগল হইয়া উঠিয়াছিলাম, কারণ তখন আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, ইহাকে লইয়া আমোদ করিবার জন্যই য়্যাফাই আমাকে বিদায় করিয়া দিয়াছে।"

কার্‌লাইল্ মন্তব্য করিলেন "আমার যেন মনে হইতেছে যে, তুমি বলিয়াছিলে এই থর্ণ কখনো গোধূলির পূর্ব্বে আসিত না!"

"সেই সন্ধ্যার আগে কখনো সে এমন আসিয়াছে বলিয়া আমিও জানিতাম না। আমি শুধু ইহাই বলিতে পারি যে, সে তখন ওখানে ছিল। তীরের মত সে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়া গেল, এবং অব্যবহিত পরেই তাহার ঘোড়ার পদশব্দে বুঝিতে পারিলাম যে, সে ঘোড়া হাঁকাইয়া চলিয়া যাইতেছে। বিস্মিত হইয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম, এমন কি হইয়াছে যে তাহাকে এমন ত্রাসিত দেখাইতেছে! আমি আশ্চর্য্য বোধ করিলাম, তবে কি সে য়্যাফাইর সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছে! অমনি ঐ বাড়ীর পানে দৌড়াইলাম, দু'টো সিঁড়ি লাফাইয়া উঠিলাম, আর—

কার্লাইল্—আমি যাইয়া একেবারে দণ্ডবৎ ভূপতিত হ্যালিজনের শরীরের উপর পড়িলাম! ঠিক মধ্যস্থানে, রান্নাঘরের মেজের উপর, সে পড়িয়া রহিয়াছে—মড়া! তাহার চতুর্দ্দিকেই রক্ত—আর আমার সদ্যব্যবহৃত বন্দুকটি তাহার নিকটেই পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার দেহের একপাশে গুলি লাগিয়াছিল!"

নিঃশ্বাস লইবার জন্য রিচার্ড ক্ষান্ত হইলেন; কিন্তু কার্লাইল্ কিছু বলিলেন না।

আবার যুবক বলিতে লাগিলেন "তখন আমি য়্যাফাইকে ডাকিলাম, কিন্তু কেহই উত্তর করিল না। নীচের ঘর গুলিতে কেহ ছিল না, এবং বোধ হইল যে উপরে ও কেহ নাই। তখন ন-যেন একটা আতঙ্ক আমায় পাইয়া বসিল—কেমন একটা ভয়! জানই যে, বাড়ীর সকলেই আমাকে কাপুরুষ বলিত। আমার জীবন রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় হইলেও, ঐ মড়া মানুষটার সঙ্গে আমি আর এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারিতাম না! ক্ষিপ্রহস্তে বন্দুকটি তুলিয়া লইয়া আমি পলাইতেছিলাম, এমন সময়—"

বাধা দিয়া কার্লাইল্ জিজ্ঞাসা করিলেন "বন্দুক তুলিয়া লইলে কেন?"

রিচার্ড হেয়ার উত্তর করিলেন "বলিতে যে সময় লাগে, তাহার অপেক্ষা অনেক তাড়াতাড়ি ভাবগুলি আমাদের মনের মধ্য দিয়া চলিয়া যায়—বিশেষতঃ, এ রকম মুহূর্ত্তে। কেমন একটা অস্পষ্ট ধারণা তড়িদ্গতিতে আমার মাথায় যাইয়া উঠিল যে, আমার বন্দুকটি নিহত হ্যালিজনের কাছে পাওয়া ঠিক হইবে না। তার পর, আমায় বলিয়া যাইতে দাও। আমি দরোজার নিকট হইতে পলাইতেছিলাম, এমন সময় লক্স্‌লি বন হইতে সুট্ করিয়া বাহির হইয়া একেবারে দৃষ্টিপথে আসিয়া হাজির

হইল। কি যে তখন আমায় পাইয়া বসিয়াছিল, আমি বলিতে পারিনা, কিন্তু যতদূর অন্যায় কাজ করা যাইতে পারিত, ততদূর আমি করিয়া বসিলাম অর্থাৎ আবার ঘরের ভিতর বন্দুকটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলাম, এবং দাঁড়াইবার জন্য লক্স্‌লি পশ্চাৎ-পশ্চাৎ ডাকিলেও দৌড়িয়া চলিয়া গেলাম।”

কার্‌লাইল্ বলিলেন “ইহার মত আর কিছুই তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় নাই। লক্স্‌লি সাক্ষ্য দিয়াছিল যে, সে তোমাকে স্পষ্টত ভারি উদ্বিগ্নভাবে, বন্দুক হাতে কুটীর হইতে চলিয়া যাইতে দেখিয়াছিল, এবং যাই তুমি তাহাকে দেখিতে পাইলে, অমনি তুমি থতমত খাইয়া—যেমন ভয়ে হইয়া থাকে—বন্দুকটি আবার ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া পলাইয়া গেলে!”

মাটিতে পদাঘাত করিয়া রিচার্ড বলিলেন “ঠিক! ঠিক!—কিন্তু এ সকলই আমার সেই পোড়া কাপুরুষতার জন্য। আমাকে স্ত্রীলোক করিয়া স্ত্রীলোকের পোষাক পরাইয়া লালনপালন করাই তাহাদের উচিত ছিল। যাক্, আমায় বলিয়া যাইতে দাও। তখন আমি বীথেলের উপর যাইয়া পড়িলাম। যেখানে গাছগুলি সব কাটিয়া ফেলিয়া একটা চক্রার্দ্ধের মত প্রস্তুত করা হইয়াছিল, সে সেখানে দাঁড়াইয়াছিল। আমি বেশ বুঝিলাম যে সে যদি সোজাসুজি কুটীর পানে যাইয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে থর্ণকে সেখান হইতে চলিয়া আসিতে দেখিয়াছে। এই ভাবিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ‘সেই কুকুরটার সম্মুখে পড়িয়াছিলে কি!’ বীথেল ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল ‘কোন্ কুকুরটা!’ আমি উত্তর করিলাম—কারণ, তখন আমার উত্তেজনার মাত্রা এতটা চড়িয়া গিয়াছিল যে, তাহার নাম করিতে আমার এতটুকুও দ্বিধা বোধ হইলনা—‘সেই সৌখীন্ ছোক্‌রা, সেই থর্ণ যে ষ্ট্যাফাইর পেছনে ঘুরিয়া থাকে! বীথেল প্রত্যুত্তর করিল

'আমিত কোনো থর্ণকে চিনি না। আর, তুমি বই অন্য কেহ যে স্যাফাইর পেছনে ঘোরে তা' ও ত' আমি জানিনা।' আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, 'একটা বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়াছিলে!' সে উত্তর করিল 'হাঁ। আমার বোধ হইতেছে, ইহা লক্স্‌লিরই কাজ। সে ই আজ সন্ধ্যায় বন্দুক লইয়া বাহির হইয়াছে।' আমি বলিতে লাগিলাম 'ঠিক যখন বন্দুক ছোড়া হয়, তখন আমি তোমাকে হ্যালিজনের কুটীরের দিকে মোড় ফিরিতে দেখিয়াছিলাম।' সে বলিল হাঁ, ফিরিয়াছিলাম বটে—এই, কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া বেশি করিয়া বনের মধ্যে ঢুকিব বলিয়া। আচ্ছা, এত কথা জিজ্ঞাসা করিবার তোমার উদ্দেশ্য কি?' আবার আমি দৃঢ় ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম 'কুটীর হইতে দৌড়িয়া যাইবার সময় থর্ণ তোমার সম্মুখে পড়ে নাই কি?' সে উত্তর করিল 'না, কা'রো সঙ্গেই আমার দেখা হয় নাই—এবং আমি বিশ্বাসও করি না যে, আমরা দুজন ও 'লক্স্‌লি ছাড়া আশে-পাশে আর কেহ আছে।' তৎপরে, নিম্নলিখিত কথা কয়টি বলিয়া রিচার্ড হেয়ার্ আপনার বক্তব্য শেষ করিলেন "তখন তাহার নিকট হইতে আমি চলিয়া আসিলাম—বেশ বুঝিলাম, সে থর্ণকে দেখে নাই, এবং কিছু জানেও না।"

কার্‌লাইল্‌ বলিলেন "আর সেই রাত্রেই তুমি চম্পট্‌ দিলে? ইহাই তোমার পক্ষে বড় সর্ব্বনাশের কাজ হইয়াছিল!"

রিচার্ড বলিতে লাগিলেন "হাঁ, আমি নিতান্তই আহাম্মকের মত কাজ করিয়াছিলাম। প্রথমটায় মনে করিয়াছিলাম যে, চুপ্‌ করিয়া অপেক্ষা করিব, ও দেখিব ঘটনা-চক্র কেমন হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু তুমিত' আর সবটা জাননা। তিন কি চারি ঘণ্টা পরে আবার আমি কুটীরে যাইয়া স্যাফাইর সঙ্গে কথা বলিবার সুবিধা করিয়াছিলাম। কিন্তু তখন যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা আমি জীবনে কথনো ভুলিতে পারিব না। আমি

একটা অক্ষর বলিতে না বলিতেই, 'আমিই তার বাপকে খুন করিয়াছি' এই দোষারোপ করিয়া সে একেবারে যেন আমার উপর উড়িয়া আসিয়া পড়িল, এবং সেখানেই ঘাসের উপর হিষ্টিরিয়া হইয়া পড়িয়া গেল! তখন বাড়ী লোকে লোকারণ্য :—এই গোলমাল শুনিয়া অনেকে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহা দেখিয়া আমি পলাইয়া আসিলাম। এবং মনে মনে এই যুক্তি ঠাওড়াইলাম, যে—সে ই যদি আমায় দোষী ভাবিতে পারে, তবে সংসার ত আমায় অপরাধী সাব্যস্ত করিতেই পারে! এত সব ভাবিয়া সেই রাত্রিতেই আমি এখান হইতে চলিয়া গেলাম রাস্তাটা পরিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত দুই এক দিন একটু গা ঢাকা দিয়া থাকিব, শুধু এই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সেই রাস্তা আর কখনো পরিষ্কার হইলনা! জুরীর বিচার বসিল; এবং তাহাদের রায় জন্মের মত আমাকে ভূতলশায়ী করিয়াছে। আর য়্যাফাই—কিন্তু ইহার জন্য তাকে আমি অভি-সম্পাত করিতেছি না—য়্যাফাই, তার ওখানে সে রাত্রিতে যে অন্য কেহ গিয়াছিল, ইহা অস্বীকার করিয়া আমার বিরুদ্ধে যে অগ্নি-শিখা প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহাতে বাতাস করিয়াছিল! সে বলিয়াছিল যে, সে একাই বাড়ী ছিল, এবং তাদের খিড়্কির দরোজার সম্মুখ দিয়া ওয়েষ্ট্লীন হইতে যে রাস্তাটি চলিয়া গিয়াছে, সেই রাস্তা পর্য্যন্ত হাটিতে হাটিতে গিয়াছিল; এবং সেইখানে পাদচারণা করিবার সময় সে একটা বন্দুকের আওয়াজ শুনিতে পায়। ইহার মিনিট পাঁচেক পরে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া সে দেখিতে পাইল লক্স্লী তাহার মৃত পিতার কাছে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।"

নীরবে কার্লাইল মনে মনে ত্রস্ত ভাবে রিচার্ড হেয়ারের কথার প্রধান বিষয়গুলি আলোচনা করিতে লাগিলেন; অবশেষে বলিলেন "যেমন বুঝিলাম তাহাতে সেই রাত্রিতে তোমরা চারিজনেই ঐ কুটীরের সন্নিকটে

ছিলে। এইটুকু তবে নিশ্চিতই যে, এই চারিজনেরই একজন ঐ গুলিটা ছুড়িয়াছিল। তুমি বলিতেছ রিচার্ড, যে তুমি একটু দূরে ছিলে; বীথেল্ও করিতে পারে না—"

বাধা দিয়া রিচার্ড বলিলেন "না, বীথেল্ ও পারে না। ইহা সম্পূর্ণ ই অসম্ভব। আমি ত' তোমায় বলিয়াছিই যে, যে মুহূর্ত্তে বন্দুক ছোড়া হয়, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আমি তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম।"

"আচ্ছা, লক্স্‌লি কোথায় ছিল?"

"লক্স্‌লি যে করিয়াছে, ইহাও তেমনি অসম্ভব। আমি যেখানে ছিলাম, সেখান হইতে সমকোণে—রাস্তাগুলি হইতে অনেক দূরে, গভীর বনের ভিতর, কিন্তু আমার দৃষ্টিরই মধ্যে—সে তখন ছিল। নিঃসন্দেহ থর্ণ ই একাজ করিয়াছে, এবং তাহারই বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাকৃত খুনের রায় বাহির হওয়া উচিত ছিল।—কার্লাইল, আমি বেশ দেখিতে পাইতেছি—আমার কথায় তুমি বিশ্বাস কর নাই!"

তাহার স্বভাবসুলভ সরল ভাবে কার্লাইল উত্তর করিলেন "তোমার কথায় আমি চমকিত হইয়াছি; তাই বিশ্বাস করিতে পারি কি না পারি, তাহা বিবেচনা করিবার জন্য আমাকে কিছু সময় লইতে হইবে। অত্যন্ত বিস্ময়ের কথাটি হইতেছে এই যে, তুমি যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছ, সে ভাবেই যদি থর্ণকে তুমি কুটীর হইতে দৌড়াইয়া যাইতে দেখিয়াছিলে, তবে কেন তুমি আগুয়ান্ হইয়া, তাহার অপরাধ জানাইয়া দিলে না!"

রিচার্ড প্রত্যুত্তর করিলেন "নির্ব্বোধ আমি, কাপুরুষ আমি, তাই করি নাই সমস্তটা জীবন ধরিয়াই ত' আমি, এভাবে চলিয়া আসিয়াছি—ইহার যে আমি কোনো প্রতীকারই করিতে পারি নাই! জন্ম মুহূর্ত্ত হইতেই এই কাপুরুষতা আমার সঙ্গ লইয়াছে, এবং আমরণ আমার সঙ্গে সঙ্গেই

থাকিবে। যখন আমার কথা সমর্থন করিবার কেহ ছিল না, তখন থর্ণ ই খুন করিয়াছে, আমার একার এই কথায় কি হইত? পক্ষান্তরে, যে বন্দুকটি ছোড়া হইয়াছিল, সেটি আমার—ইহাই ত' আমার বিরুদ্ধে দণ্ড প্রদানের যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছিল।"

কারলাইল আবার বলিয়া উঠিলেন "আর একটা কথা আমার নিকট বড় বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইতেছে। থর্ণ নামের লোকটা যদি রোজই ওয়েষ্টলীনে আসিত, তবে কেমন করিয়া ইহা সম্ভবপর হইতে পারে যে, কেহ কথনো তাহাকে দেখে নাই! ঐ ঘটনাটার সঙ্গে, কি য়্যাফাইর নামের সঙ্গে, এই প্রথম আমি একজন অপরিচিত লোকের নামোল্লেখ শুনিতে পাইলাম।

রিচার্ড উত্তর করিলেন "অলি-গলি দিয়া আসাটাই থর্ণ পছন্দ করিত; এবং সেই একদিন ব্যতীত কথনো সে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইবার পূর্ব্বে আসে নাই। ইহাতে তখন আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, সে য়্যাফাইর সঙ্গে গুপ্তপ্রেম করিতে আসিত। একথা আমি য়্যাফাইকে বলিয়াছিলামও; আরও বলিয়াছিলাম যে, কাজটি তাহার পক্ষে বড় যুক্তি-সঙ্গত হইতেছেনা।—আমার কথায় তুমি আস্থা স্থাপন করিতে পার নাই! আমিও ইহার অধিক কিছু আশা করি নাই। তথাপি আমি শপথ করিতেছি যে, তোমায় আমি নিরেট্ সত্যই বলিয়াছি। থর্ণ, য়্যাফাই, হ্যালিজন্ ও আমি—আমাদিগকে স্রষ্টার সম্মুখে একদিন মিলিত হইতে হইবেই। ইহা যেমন ধ্রুব ও সত্য, আমি যে তোমায় প্রকৃত কথা বলিয়াছি, তাহাও তেমনি সত্য।"

কথা কয়টি গম্ভীর ভাবে উচ্চারিত হইয়াছে, তাহাদের ধ্বনিতেও ঐকান্তিকতা প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে। চিন্তাভারাক্রান্ত মনে কারলাইল্ নির্ব্বাক্ রহিলেন।

রিচার্ড বলিতে লাগিলেন "আর কোন্ উদ্দেশ্যে আমি একথা বলিতে পারি! ইহাতে আমার কোনই উপকার হইতে পারে না। আমি যত কথাই বলিনা কেন, আমাকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিবার পক্ষে তাহার কিছুই একচুলও সহায়তা করিতে পারিবে না।"

সায় দিয়া কার্লাইল্ বলিলেন "না, তা' পারিবে না। কখনো যদি তুমি নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হইতে পার, সে তবে প্রমাণ দ্বারা হইতে হইবে। কিন্তু—এ বিষয়ে আমি চিন্তা করিতে বিরত রহিব না; এমন যদি কিছু ঘটে,—আচ্ছা, থর্ণ লোকটা দেখিতে কেমন ছিল?"

"বয়সে তেইশ কি চব্বিশ হইবে—লম্বা ও কৃশ; পুরামাত্রায় বড়মান্ষি চাইলের।"

"তা'র আত্মীয়কুটুম্ব সম্বন্ধে কিছু জান কি? সে কোথা থাকিত?"

"না, তা আমি কখনো জানিতে পারি নাই। তাহার স্বাভাবিক দেমাকে ধরণে য়্যাফাই বলিত যে, দশটি মাইল ঘোড়া হাঁকাইয়া সোয়েইনসন্ হইতে সে আসিয়া থাকে।"

ত্রস্ত বাধা দিয়া কার্লাইল বলিয়া উঠিলেন "সোয়েইনসন্ হইতে! তবে কি এ সোয়েইসনের থর্ণদের কেউ হ'বে?"

রিচার্ড উত্তর করিলেন "সেখানকার যে সকল থর্ণদের আমি জানিতাম এ তাঁ'দের কেউ নয়। তা'র সেই সুগন্ধিমাখানো হাত, সেই সব আংটি আর সেই সৌখিন্ দস্তানাজোড়া—ইহাতে করিয়া সে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিল। তবে, সে যে বড় ঘরের ছেলে, ইহা আমি বিশ্বাস করি—কিন্তু বড় কুরুচিসম্পন্ন ও কুকায়দাবিশিষ্ট—অপর্য্যাপ্ত হীরাজহরৎ দেখাই-তেই ভাল বাসিত?"

কার্লাইলের মুখে একটা অর্দ্ধব্যক্ত হাসি রেখা, তড়িল্লেখার মত উদিত হইয়া মিলাইয়া গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "এগুলি কি খাঁটি, রিচার্ড?"

"হাঁ, খাঁটি, বই কি! সে হীরার সার্টের বোতাম, হীরার আংটি, হীরার পিন্ ব্যবহার করিত। সব গুলিই ভারি উজ্জ্বল। আমার মনে হইত যে, য়্যাফাইর চক্ষুতে ধাঁধাঁ লাগাইবার জন্যই সে এ সব পরিয়া আসে। য়্যাফাই একদিন আমায় বলিয়াছিলও যে, ইচ্ছা করিলেই সে, আমি তাহাকে যতটা সাজাইতে গুজাইতে পারি, তদপেক্ষা অনেক অধিক সাজিয়া গুজিয়া—উচ্চদরের একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা হইয়া, বাহির হইতে পারে! আমি উত্তর করিয়াছিলাম, হাঁ, পার বটে;—কিন্তু গোপনে;—প্রকাশ্যে নয়!' য়্যাফাই হ্যালিজনের শ্রেণীস্থ কোন স্ত্রীলোকের প্রতি সুভাব পোষণ করিবার মত মানুষ সে নহে। কিন্তু বয়স্থা কুমারী গুলি চিরকালই হাঁসের মত বোকা।"

কার্লাইল্ বলিলেন "তুমি যেরূপ বর্ণনা করিলে, তাহাতে এ লোক কখনো সোয়েইন্সনের থর্ণদের কেহ হইতে পারে না। তাহারা ব্যবসায়ী ধনী, অল্পবয়স্ক পরিবারের কর্ত্তা, ক্ষুদ্রদেহী ও বলিষ্ঠ, এবং ডাচ্ম্যান্দের মত মোটাসোটা; আর স্থিরবুদ্ধি ও সম্মানার্হ। এমন একটা ক্ষিপ্র ও অবিমৃষ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা তা'দের মত লোকের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব।"

রিচার্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ ক্ষিপ্র কাজটা?—খুনটা কি?"

"না, য়্যাফাইর পেছনে ঘোড়া দৌড়াইয়া যাওয়াটা। রিচার্ড, সে এখন কোথায়?"

বিস্মিতভাবে রিচার্ড হেয়ার মুখ তুলিয়া চাহিলেন "আমি কেমন করিয়া জানিব? এই আমিই তোমাকে একথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতে-ছিলাম।"

উত্তরটিকে নিতান্তই ফাঁকি মনে করিয়া কার্লাইল কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিলেন, ও শেষে বলিতে লাগিলেন "অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অব্যবহিত

পরেই সে অন্তর্ধ্যান হয়। সকলে তখন মনে করিয়াছিল—মোট কথা, রিচার্ড, আশে-পাশের লোকেরা তখন বিশ্বাসই করিয়াছিল—যে, সে তোমার সঙ্গে যাইয়াই মিলিত হইয়াছে!"

"না কখনো না। কিন্তু, তা'রা এমন বিশ্বাস করিয়াছিল!—ভয়ানক আহাম্মকের দল! কার্‌লাইল, সেই দুর্ভাগ্য রাত্রিটার পরে আর কখনো আমি তা'কে দেখি নাই।—এমন কি তা'র সম্বন্ধে কোনো কথা শুনিও নাই। সে যদি কাহারো পেছনে যাইয়াই থাকে, তবে থর্ণেরই—অন্য কাহারো নয়।"

"লোকটা দেখিতে কি ভাল ছিল?"

"আমার ত' বোধ হয়, জগতের লোকেরা তাই মনে করিত।—য়্যাফাই ত' ভাবিত যে, গল্পে ছাড়া, এমন সুপুরুষ আর কখনো জন্মায়ই নাই! তা'র চুল ও গোঁফ খুব চকচকে কাল ছিল—চোখের তারা দুটিও কাল—মুখাবয়ব দিব্য মনোরম। কিন্তু, তার সেই দেমাকে বাবুয়ানাই তাকে মাটি করিয়াছিল।"

কার্‌লাইলের আর বিশেষ কোনো কথা জানিবার সম্ভাবনা নাই—এদিকে, রিচার্ডের গৃহাভ্যন্তরে যাইয়া জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার সময়ও যথেষ্ট চলিয়া গিয়াছে। কাজেই আর বিলম্ব না করিয়া তাহারা রাস্তা ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। কার্‌লাইলের অনুগমন করিতে করিতে রিচার্ড হঠাৎ কম্পিতস্বরে বলিয়া উঠিলেন "কি সৌভাগ্য যে চাকরদের ঘরের জানালাটা এদিক পানে চাহিয়া নাই! কিন্তু যদি তা'রা উপর তালার দিকে চাহিয়া থাকে?"

—তাহার এই আশঙ্কা সর্ব্বৈব মিথ্যা হইল। ইহাদের সকলের অলক্ষিত ভাবেই তিনি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেন। কার্‌লাইলের অভিনয়াংশ শেষ হইয়াছে—তাহার থাকিবার আর

আবশ্যকতা নাই; তাই হতভাগ্য রাজ-বিপক্ষ নির্ব্বাসিতকে তাহার হিষ্টেরিয়াপীড়িত, অশ্রুপ্লাবিত জননীর সহিত অশ্রুকলুষিত ক্ষণিক সাক্ষাৎ-কারের জন্য রাখিয়া শ্রুত বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে করিতে যতদূর সম্ভব ত্রস্তপদে তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

জর্জ্জ হ্যালিজন্ রিচার্ডের হস্তেই যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহের ছায়াটুকুও এতদিন কার্লাইলের মনে প্রবেশ করে নাই; কিন্তু জুরীদের রায় সত্ত্বেও, সাধারণের বিরুদ্ধ বিশ্বাস সত্ত্বেও, কখনো এই হত্যাকাণ্ডকে তিনি "স্বেচ্ছাপূর্ব্বক খুন" বলিয়া মনে করেন নাই। রিচার্ডকে তিনি নম্র, দয়ালু, অনপকারী এবং নিষ্ঠুরতা-দোষে দোষী হইবার, কি কোন চিন্তিতপূর্ব্ব অপরাধের কার্য্য করিবার পক্ষে সর্ব্বশেষ ব্যক্তি বলিয়াই জানিতেন। আর তিনি সর্ব্বদাই ভাবিয়াছেন যে, যদি প্রকৃত রহস্যটা উদ্ঘাটন করা যাইত, তবে মারাত্মক গুলিটা যে কোনো আকস্মিক ঘটনার ফলে, কি, খুব বেশি হইলেও, কোনো ধস্তাধস্তির সময় হঠাৎ ছুটিয়া গিয়াছিল, ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারিত। একটা গুজব উঠিয়াছিল যে, হ্যালিজন্ তাহার মেয়ের সঙ্গে রিচার্ডের সাক্ষাতালাপে আপত্তি করিত। হয়তঃ সেই রাত্রে উভয়ের মধ্যে ইহাই একটা আকস্মিক্ বিসম্বাদে পরিণত হইয়াছিল!

তিনি আরও ভাবিলেন—এই থর্ণটা কে?—রিচার্ডের সৃজনপটু-কপোল-কল্পিত ত' কখনই হইতে পারে না। কিন্তু এই নামটি যে আর কখনো উচ্চারিত হয় নাই, এবং ইহার কথা কি ইহার আগমনের কথা যে প্রতিবেশীদের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল, ইহা মনে করিয়া তিনি বিস্ময় বোধ করিতে লাগিলেন। রিচার্ড যেমন বলিয়াছে, এই ক্ষীণমস্তিষ্ক ঘৃণার্হ সুচিক্কণকেশ, অঙ্গুরীয়শোভিতাঙ্গুলি লোকটা কি তেমনি কোনো সম্ভ্রান্ত বংশের? অথবা, সেই শোভনবেশ পকেটকাটা দলের কেহ?

এই কি যথার্থ খুনী?—মূলে যাহাই থাক্, ইহা কিন্তু ঠিক যে, কার্‌লাইলের সমস্তটুকু তীক্ষ্ণবুদ্ধি—পরিমাণে তাহার বড় কম ছিলনা—খেলাইবার উপযোগী যথেষ্ট আহার্য্যই আজ প্রদত্ত হইয়াছে।

আজিকার সন্ধ্যাটা ম্যাজিষ্ট্রেট্‌দের বড়ই আমোদে অতিবাহিত হইল; কার্‌লাইল্ তাঁহাদিগকে নৈশভোজন দানেও পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। ভোজনান্তে তাঁহারা আর একবার ধূমপানের জন্য নল গ্রহণ করিলেন। কিন্তু মিস্ কার্‌লাইল্ আর বসিলেন না, শয়ন করিতে চলিয়া গেলেন। পিতার মৃত্যুর পর আর কখনো তিনি তামাকের ধূম সহ্য করিতে অভ্যস্ত হয়েন নাই, তাই আজ তাহার মাথা ধরিয়াছে ও চক্ষু বেদনা করিতেছে। প্রায় এগারোটার সময় যাষ্টিশ্‌রা কার্‌লাইলের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন; কিন্তু তখনো মিঃ ডিল্ মণিবের সংকেতানুসারে সেখানেই বসিয়া রহিলেন।

কার্‌লাইল বলিলেন "ডিল্ মিনিট খানেক ব'সো। তোমায় আমার একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার আছে। সোয়েইন্‌সনের থর্ণদের সঙ্গে তোমার বেশ ঘনিষ্টতা আছে। তা'দের অল্পবয়সের কোনো সৌখিন্ ভাইপো টাইপো অথবা কোনো জ্যাঠতুতো কি খুড়্‌তুতো ভাই আছে কি?"

যেমন ভাবে সাধারণতঃ তিনি প্রশ্নের উত্তর করিয়া থাকেন, জিজ্ঞাসা বিষয়ের দিকে তদপেক্ষা কম লক্ষ্য করিয়া ডিল্ উত্তর করিলেন "যুবক জেকবের সঙ্গে দিনটা কাটাইবার জন্য গত রবিবারের দু' সপ্তাহ পূর্ব্ব রবিবারে আমি তা'দের ওখানে গিয়াছিলাম।"

কার্‌লাইল হাসিয়া বলিলেন "যুবক জেকব! আমার বোধ হইতেছে সে চল্লিশের কম নয়।"

"কাছা-কাছি বটে।—তবে, মিঃ আর্কিবল্ড, তুমি আর আমি ঠিক একই ভাবে বয়সের হিসাব করি না। তা'দের কোনো ভাইপো-টাইপো

নাই; বুড়ো লোকটার জেকব্ ও এড্ওয়ার্ড বই আর ছেলেপুলেই হয় নাই। আর তা'দের কোনো জ্যাঠ্তুতো কি খুড়্তুতো ভাই ও নাই। এখন তারা, বড় মানুষ হ'য়ে উঠ্লো আর কি!—জেকব্ নিজের গাড়ী করেছে।"

কার্লাইল চিন্তা করিতে লাগিলেন,—জিজ্ঞাসা করিবার সময় তিনি ও এমন উত্তরেরই আশা করিয়াছিলেন। চর্ম্ম-ব্যবসায়ী থর্ণ ভ্রাতাদ্বয়ের উক্ত-উপাধিধারী কোনো আত্মীয় আছে বলিয়া তিনিও কখনও শোনেন নাই। তার পর প্রকাশ্যে বলিলেন "এমন একটা কিছু ঘটিয়াছে ডিল্, যাহাতে করিয়া রিচার্ড হেয়ারের অপরাধ সম্বন্ধে আমার মনে বেশ একটু সন্দেহ জন্মিয়াছে।—খুনে তা'র কোনো হাতই ছিল কিনা, আমার সেই বিষয়েই সন্দেহ হইয়াছে।"

মিঃ ডিল্ চক্ষু বিস্ফারিত করিলেন "কিন্তু তা'র পলায়নটা, মিঃ আর্কিবল্ড?—আর দেশ ছেড়ে থাকাটা!"

"আমি স্বীকার করিতেছি, এ সব অবশ্যই সন্দেহজনক ঘটনা; তবু, সন্দেহ করিবার আমার ভাল কারণই আছে। যখন এই খুনটা হয়, তখন প্রেম করার জন্য য়্যাফাই হ্যালিজনের কাছে গোপনে একটা সৌখিন ছোঁকরা আসিত। তাহার সম্বন্ধে আমি এইরূপ বর্ণনা শুনিয়াছি—দেখিতে লম্বা ও কৃশ, নাম থর্ণ এবং সোয়েইন্সনে থাকিত। এ কি থর্ণদের কেহ হইতে পারে?"

বৃদ্ধ কেরাণী প্রতিবাদের স্বরে বলিলেন "মিঃ আর্কিবল্ড, তোমার কথায় বোধ হইতেছে যেন, স্ত্রী এবং ছোট ছোট ছেলে পুলে সত্ত্বেও এই দুইটি সম্ভ্রান্ত লোক সেই পলাতকা য়্যাফাইর পাছে চোরের মত লুকাইয়া লুকাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত!"

কার্লাইল প্রত্যুত্তর করিলেন "না, তা'দের সম্বন্ধে আমি কোনো নিন্দাবাদ করিতেছি না। এ একজন যুবাপুরুষ; তেইশ চব্বিশ বৎসর

বয়স—ইহাদের দুজনেরই অপেক্ষা মাথায় উঁচু। লোকটা ইহাদের কোনো আত্মীয় হইতে পারে বলিয়া আমি ভাবিয়াছিলাম।"

"আমি পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে বলিতে শুনিয়াছি যে, সংসারে তাহাদের আর কেহ নাই—ঐ নামের তা'রা দুজনই শেষ ব্যক্তি। আমার কথায় তুমি নির্ভর করিতে পার যে, এই লোকটা তাহাদের সঙ্গে কোনো প্রকারেই সম্পর্কিত নহে। মিঃ আর্কিবল্ড, হ্যাফাইর পেছনে লোক ঘুরিত বলিয়া কে বলিয়াছে? ঘুরিত বলিয়া আমি ত একজন বই আর কারো কথা জানিতাম না,—এবং সে ত' রিচার্ড হেয়ার।"

কার্‌লাইল ফাঁপড়ে পড়িলেন—তিনি কিছুতেই বলিতে পারেন না যে, রিচার্ড নিজেই তাহাকে একথা বলিয়াছে। কাজেই প্রশ্নটির কোনো উত্তর না দিয়া তিনি বলিলেন "রিচার্ড হেয়ারের অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার ও এই থর্ণের উপর সেই সন্দেহ নিবদ্ধ করিবার মত, যথেষ্ট কারণই আমাকে দেখান হইয়াছে। এবং আমি সংকল্প করিয়াছি যে, ব্যক্তিগত ভাবে সংগোপনে কিছু অনুসন্ধান করিয়া দেখিব, ইহার কোনো তথ্য বাহির করিতে পারি কি না। তোমায় আমাকে সাহায্য করিতে হইবে।"

মিঃ ডিল্ প্রত্যুত্তর করিলেন, "সর্ব্বান্তকরণে—যদিও আমি বিশ্বাস করিতে পারি না যে, রিচার্ড ব্যতীত অন্য কেহ এ কাজ করিয়াছে!"

কার্‌লাইল আবার বলিলেন. "আবার যখন সোয়েইনসনে যাইবে, তখন, এই থর্ণদের সঙ্গে সম্পর্কিত হোক্, কি না হোক্, থর্ণ নামের কোনো ছোকরা খুনের সময়ে ওখানে থাকিত কি না, তাহা বাহির করিবার চেষ্টা করিও।—দিব্য দেখিতে, কাল চুল, কাল গোঁফ, কাল চোখের পাতা; হীরার পিন্, হীরার বোতাম ও হীরার আংটিতে সজ্জিত হইয়া সে

বেড়াইতে বাহির হইত। আমি যা'র কাছে শুনিয়াছি, সে ইহাকে সম্রান্ত-বংশজই বলিয়াছে। আমার কিন্তু ইহাও সম্ভবপর মনে হয় যে, লোকটা হয়তঃ ভদ্রলোকসাজা—অনেক সময়ই তারা ভদ্রলোকের অপেক্ষাও বেশি ভদ্রলোক সাজিয়া থাকে,—গাঁট-কাটা দলের কেহ হইবে। দেখিও যদি খুঁড়িয়া কিছু বাহির করিতে পার।''

"দেখিব" বলিয়া কার্‌লাইলের নিকট রাত্রিকার মত বিদায় লইয়া ডিল্ প্রস্থান করিলেন।

বিরক্তিজনক নলগুলির কার্য্য শেষ হইয়া গেলে, মিস্ কার্‌লাইল সে গুলিকে মুক্ত বাতাসে ফেলিয়া রাখিবার জন্য আদেশ করিলেন। তদনুসারে গেলাস ও নলগুলিকে অপসারিত করিবার জন্য জনৈক পরিচারক গৃহে প্রবেশ করিল। অন্যমনস্কভাবে কার্‌লাইল্ কি চিন্তা করিতেছিলেন—হঠাৎ ইহার দিকে মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "যয়েশ্ কি শুইতে গিয়াছে ?"

"না, হুজুর, যায়নি,—এখনই যাইবে।"

"এইগুলি লইয়া যাইবার পর তাহাকে এখানে পাঠাইয়া দিও।"

মিস্ কার্‌লাইল্-গৃহের প্রধান পরিচারিকা, যয়েশ্ আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার দৈহিক উচ্চতা মধ্যমরকমের—পঞ্চত্রিংশ বৎসর পুনর্ব্বার দেখিবার আর তাহার সম্ভাবনা নাই; কপাল প্রশস্ত, ধূসরবর্ণ চক্ষুযুগল কোটরপ্রবিষ্ট; মুখমণ্ডল উজ্জ্বলতাবিহীন। মোটের উপর, সাদাসিধা হইলেও, যয়েশ্‌কে বুদ্ধিমতীর মতই দেখায়। এই পরিচারিকা য়্যাফাই হ্যালিজনের বৈমাত্রেয়া ভগিনী।

কার্‌লাইল্ বলিলেন "দরোজা বন্ধ কর, যয়েশ্।"

আদেশানুযায়ী কার্য্য করিয়া যয়েশ, অগ্রসর হইয়া টেবিলের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল।

কতকটা ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কার্‌লাইল্‌ আরম্ভ করিলেন "যয়েশ, তোমার ভগিনীর কোনো চিঠি পাইয়াছ কি ?"

উত্তর হইল "না, মহাশয়। আমার বিবেচনায়, তা'র চিঠি পাওয়াটাই বরং বিস্ময়ের বিষয় হইবে।"

"কেন ?"

"যে রিচার্ড হেয়ার্‌ তাহার পিতাকে কবরে প্রেরণ করিয়াছে, যদি সে সেই রিচার্ড হেয়ারেরই অনুসরণ করিতে পারিয়া থাকে, তবে, মহাশয়, সে বরং নিজের অবস্থান ও কার্য্যকলাপ আমাকে না জানাইয়া, আমার নিকট গোপনই রাখিতে চাহিবে।"

"সেই আর একজন—সেই সুন্দর সম্ভ্রান্ত লোকটি যে য়্যাফাইর আশায় ঘুরিয়া বেড়াইত—সে কে ?"

যয়েশের গণ্ডদ্বয় আরক্তিম হইয়া উঠিল, ও তাহার কণ্ঠস্বর নামিয়া পড়িল "আজ্ঞে, আপনি কি তাঁর কথা শুনিয়াছিলেন ?"

"সে সময়ে নয়—পরে। সে সোয়েইন্‌সন্‌ হইতে আসিত, কেমন নয় কি ?"

"আজ্ঞে, আমারও সেই রকম বিশ্বাস। য়্যাফাই তা'র সম্বন্ধে বেশি কিছু বলিত না। এবিষয়ে আমাদের মতের মিল ছিল না। আমি বলিতাম যে, ইহার মত বংশমর্য্যাদাসম্পন্ন লোকের নিকট তাহার কোন্‌ই সু-আশা নাই। তা'র বিরুদ্ধে যদি কিছু আমি বলিতাম, তবে য়্যাফাই রাগে গস্‌-গস্‌ করিতে থাকিত !"

ত্রস্তভাবে কার্‌লাইল্‌ যয়েশের কথাটি ধরিয়া ফেলিলেন,—"তা'র বংশমর্য্যাদা ? কোন্‌ বংশ তার ?"

"য়্যাফাই দেমাক করিয়া বলিত যে, সে রাজামহারাজার কাছাকাছি লোক। এবং সেও এমন ভাবেই চলিত। আমি তা'কে একবার মাত্র

দেখিয়াছিলাম। একদিন আমি সকালে বাড়ী যাইয়া দেখিতে পাইলাম যে, সে য়্যাফাইর কাছে বসিয়া রহিয়াছে। তাহার সাদা-ধব্ধবে হাত দু'খানা আংটিতে চক্-চক্ করিতেছে; আর যেখানটায় বোতাম থাকে, তাহার সার্টের সেখানটা পাথরে জ্বল্-জ্বল্ করিতেছে।"

"ইহার পর আর তাহাকে কখনো দেখিয়াছ ?"

"তদবধি আর নয়।—সেই একটিবার বই আর তাহাকে আমি কখনো দেখি নাই; এবং আমার মনেও হয় না যে, আবার দেখিলে তাহাকে আমি চিনিতে পারিব: যাই আমি বৈঠকখানায় গেলাম, অমনি সে য়্যাফাইর সঙ্গে করমর্দ্দন করিয়া চলিয়া গেল।—দিব্য সোজা শরীর—প্রায় আপনারই মত লম্বা, কিন্তু ভারি পাতলা।—এই সকল সৈনিকদের চা'লচলন সর্ব্বদাই বেশ কায়দা-দুরস্ত !—"

ত্রস্তভাবে কার্লাইল্ জিজ্ঞাসা করিলেন "সে যে সৈনিক, তুমি তা' কেমন করিয়া জানিলে ?"

"য়্যাফাই বলিয়াছিল। সে ইহাকে কাপ্তান্ বলিয়াই ডাকিত।—কিন্তু য়্যাফাই আমাকে বলিয়াছিল যে, সে তখনো ঠিক কাপ্তান্ হয় নাই—কাপ্তানের নীচেকার শ্রেণীতে ছিল।—ঐ যে কি বলে———"

স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য কার্লাইল্ বলিলেন,—"লেফ্টেন্যাণ্ট্ কি ?"

"হাঁ, হাঁ, ঠিক তাই, তাই!—লেফ্টেনাণ্ট্ থর্ণ! সেই দিন সন্ধ্যার পরে যখন সে রান্নাঘরের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল, তখন তাহার রুমালটা পড়িয়া যায়,—আঃ, কি সুন্দর!—আমি তুলিয়া লইলাম; কিন্তু য়্যাফাই আমার হাত হইতে কাড়িয়া লইল, ও দরোজা পর্য্যন্ত দৌড়িয়া যাইয়া ডাকিয়া বলিল,—'কাপ্তান্ থর্ণ, রুমাল ফেলিয়া গিয়াছ যে!' সে ফিরিয়া আসিয়া য়্যাফাইর নিকট হইতে রুমালখানা লইয়া গেল। লোকটা যখন অনেকটা

দূরে চলিয়া গিয়াছে, য়্যাফাই তখন মার্মার্ শব্দে এই বলিয়া আমার উপর আসিয়া পড়িল যে, বাড়ী আসিয়া আমি তাহার রসভঙ্গ করিয়া দিয়াছি! ইহা লইয়া আমাদের উভয়ের মধ্যে বিবাদ হয়। সেই সন্ধ্যায়ই আমি ছোট হেয়ারকেও বনের মধ্যে পাদচারণা করিতে দেখিয়াছিলাম—যেন আর একজনের বাহির হইয়া যাইবার মাত্র অপেক্ষা করিতেছে! তখন আমার মনে হইল যে, ইহাদের দুইজনের মাঝখানে পড়িয়া কিছুতেই য়্যাফাইর ভাল হইবে না। আমি তাহাকেও একথা বলিয়াছিলাম—কিন্তু তখন সে সুধু আমার উপর রাগিয়াই উঠিয়াছিল!—ইহার সপ্তাহ খানেক পরেই সেই—আমার বাবার কপাল ভাঙ্গিল!”

কার্লাইল্ বলিলেন,—“যয়েশ, ইহা কি কখনো তোমার মনে হয় নাই যে, য়্যাফাইর, রিচার্ড হেয়ারের অনুসরণ না করিয়া বরং এই থর্ণেরই অনুসরণ করার সম্ভাবনা বেশি?”

যয়েশ উত্তর করিল,—“না মহাশয়, আমি বরাবর স্থির বুঝিয়াছি যে, সে রিচার্ড হেয়ারের সঙ্গেই আছে; কিছুই আমার সে বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না।—ওয়েষ্টলীনের সকলেরই এই দৃঢ় বিশ্বাস।”

তাহার এই ‘বিশ্বাস পরিবর্ত্তন করিতে’ কার্লাইল্ কোনো চেষ্টা করিলেন না। তাহাকে বিদায় দিয়া তিনি বসিয়া বসিয়া সকল দিক্ হইতে বিষয়টি সম্বন্ধে মনে মনে তোলাপাড়া করিতে লাগিলেন।

জননীর সঙ্গে রিচার্ড হেয়ারের ক্ষণস্থায়ী সাক্ষাৎ ও আলাপ শীঘ্রই শেষ হইয়া গেল। পরিচারকবর্গ কোন গোলযোগ বাধাইতে পারে, উভয়ই এমন আশঙ্কা করিতেছিলেন—তাই মিনিট পনের মাত্র সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তারপর, টাকা বারোশত পকেটে করিয়া ও হৃদয়ে নিঃসঙ্গতা ও নৈরাশ্যের যাতনা লইয়া হতভাগ্য যুবক আবার তাহার শৈশবের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। তিনি যখন, ফুট্-ফুটে চন্দ্রালোকে,

চোরের মত নিঃশব্দ পাদসঞ্চারে বাগানের পথ বাহিয়া যাইয়া সদর-রাস্তায় উঠিতেছিলেন, তখন মিসেস্ হেয়ার্ ও বার্বারা উভয়ই লোলুপ দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতেছিলেন—এবং তাহার ওষ্ঠাধরে তাহারা যে বিদায়-চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, অনেক বৎসর,—হয়তঃ, এজন্মে—আর তাহা অঙ্কিত করিতে পাইবেন না, ভাবিয়া ভাবিয়া প্রাণে অসহ্য বেদনা অনুভব করিতেছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

—⁂—

আপনার গৃহে মিস্ কার্‌লাইল্।

জুলাই মাসের একদিন মধুর প্রভাতে ওয়েষ্টলীনের ধর্ম্মমন্দিরের ঘড়ি গুলিতে আটটা বাজিয়া উঠিল; এবং তাহার অব্যবহিত পরেই, আজ রবিবার—উপাসনা করিবার দিন,—ইহা জানাইয়া দিবার জন্য, ঘণ্টাগুলি ঢং ঢং করিতে আরম্ভ করিল। ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে, মিস্ কার্‌লাইল্, প্রাতঃপরিধেয়, 'আটপৌরে' পোষাক পরিধান করিয়া শয়ন-কক্ষ হইতে ত্রস্ত বাহির হইয়া পড়িলেন। সচরাচর রবিবারে তিনি যে পোষাক পরিধান করিয়া থাকেন, আজিকারটি তাহা নহে!—আজ আগুল্‌ফ-বিলম্বিত, রঙ্গিনসূত্রনির্ম্মিত একটি পীতাভ গাউন তাহার পরিধানে; কটিদেশে, কুঁচি-শোভিতাধোভাগ একটি ল্যাভেণ্ডার পুষ্পের রংএ রঞ্জিত বিচিত্র 'শয়ন-গাউন' রেশমীগুচ্ছশোভিত একগাছা রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ। সেই 'সেকেলে ধরণের' দিনে তাহার জননী ইহা প্রভাতকালে পরিধান করিতেন। এখন ইহার ব্যবহার বিলুপ্ত হইয়া থাকিলেও, মিস্ কার্‌লাইল্ হাল্ ফ্যাশন এতটাই না-পছন্দ করেন যে, তিনি ইহাই পরিধান করিয়া আসিতেছেন। ইহার ছাট্-কাট্ সম্বন্ধে আধুনিক মহিলারা অকিঞ্চিৎকর আপত্তি উত্থাপন করিলেও করিতে পারেন, সত্য; কিন্তু যে উপাদানে এই বস্ত্রখানা নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার গুণ ও নূতনত্ব সম্বন্ধে তাহারা এমন কোন আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিবেন না।—এবিষয়ে মিস্ কার্‌লাইল্ বড় অল্পে সন্তুষ্ট হইবার লোক নহেন।

রবিবার প্রাতে সমস্তদিনের মত পোষাক পরিধান করিয়া শয়ন-গৃহ হইতে বাহির হওয়াই তাহার রীতি। কিন্তু আজ তিনি তাহা করেন নাই—ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, তাহার কোনো সাংসারিক কাজ বাকী রহিয়াছে। তাহার শিরোভূষাটি বর্ণনীয় নহে।—কোনো ফ্যাশনের পুস্তকে, কি তাহার বাহিরেও, ইহার তুলনা মিলে না। কেহ হয়তঃ ইহাকে পাগ্‌ড়ী মনে করিবেন, কেহবা নাইট-ক্যাপ; অপরে হয়তঃ ভাবিবেন যে, পূর্ব্বকালে গ্রাম্য পাঠশালায় যে গাধার টুপির চল ছিল, ইহা তাহারই আদর্শে গঠিত। আসল কথা—ইহা যেমন উচ্চ, তেমনি চওড়া, ও ধব্‌ধবে সাদা এবং উদ্ধত ও গর্ব্বিতভাবাত্মক।

উভয় পার্শ্বস্থ কক্ষগুলির মধ্য দিয়া যে সংকীর্ণ পথ আছে, তাহা পার হইয়া, মিস্ কারলাইল্ আসিয়া, ঠিক আপনার কক্ষের সম্মুখবর্ত্তী কক্ষের দরোজায়, কুম্ভকর্ণকেও জাগ্রত করিতে পারে, এমন জোরে একটা আঘাত করিয়া বলিলেন,—"ওঠো, আর্কিবল্ড !"

ভিতর হইতে নিদ্রালস স্বরে বিরক্ত ভাবে উত্তর হইল,—"উঠিব !—কেন ?—সবে আটটা বাজিয়াছে !"

তাহার স্বাভাবিক কর্ত্তৃত্বের স্বরে মিস্ কার্লাইল্ আবার বলিলেন,—"যদি মাত্র ছ'টাও বাজিয়া থাকে, তবু তোমায় উঠিতেই হইবে। প্রাতর্ভোজন পড়িয়া রহিয়াছে। এখনই আমাকে সে সব সারিয়া লইতে হইবে।—সব জিনিষ বিশৃঙ্খল অবস্থায় রহিয়াছে !"

তৎপরে তিনি সিঁড়ি বাহিয়া নীচে অবতরণ করিলেন, ও প্রাতর্ভোজন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ভোজন ব্যাপার আরম্ভ করিবার উপযুক্ত ভাবেই সকল জিনিষ এখানে প্রস্তুত রহিয়াছে বলিয়া, বোধ হইল। জিহ্বাটি তাহার সময় বিশেষে, কিন্তু চক্ষু দুইটি সকল সময়ই, বড় তীক্ষ্ণ; খুঁটি-নাটি সকলই তাহার চক্ষুতে পড়িত। সদর রাস্তার উপর কক্ষটির

প্রধান দরোজা। গবাক্ষ গুলি তখন সকলই উত্তোলিত রহিয়াছে—ইহাদের শোভন শ্বেতবর্ণের পরদাগুলি, মিস্‌ কার্‌লাইলের নিষ্কলঙ্ক শিরোভূষাটির মত, নিদাঘের মৃদুল পবনে ধীরে ধীরে আন্দোলিত হইতেছে। মিস্‌ কার্‌লাইলের নেত্রদ্বয় কক্ষ মধ্যে চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে, কিঞ্চিৎ ধূলিরাশি দেখিতে পাইল। এই অতি শুভ সংবাদ দান করিয়া পরিচারিকা যয়েশ্‌কে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কর্ণি লম্বা পাদক্ষেপে রন্ধন শালার অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। যয়েশ্‌ তখন অগ্নিতাপে লবনাক্ত শূকর-মাংসের শুষ্কীকরণ ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল।

"তোমার সাহসটা কি যে, তুমি এতটা খেয়ালশূন্য হইয়াছ, যয়েশ? —প্রাতর্ভোজন কক্ষের ধূলো আর তুমি কখনো ঝাঁটাইতে জান না?"

যয়েশ্‌ প্রত্যুত্তর করিল "কখনো ঝাঁটাই না!—ইহা দেখিতে আপনার চক্ষু দুইটি কোথায় গিয়াছিল, ঠাকুরাণি?"

মিস্‌ কার্‌লাইল্‌ উত্তর করিলেন "ধূলোরই উপর। যাও, তোমার চক্ষু খাইয়া যাইয়া দেখ,—আর ঝাঁটাটি সঙ্গে লইয়া যাও। জঞ্জালময় ঘরে আমি কিছুতেই বসিতে পারি না। আজ সকালে তোমায় একটু অতিরিক্ত কাজ করিতে হইবে কি না—তাই তুমি কুঁড়েমি করিতেছ!"

ইত্যাকার দোষারোপটিকে সম্পূর্ণই ভিত্তিশূন্য মনে করিয়া তেজের সঙ্গে যয়েশ্‌ বলিল "না, ঠাকুরাণি, এই সকালে আমি সাধ্যমত গতর খাটাইয়াছি। যাহাতে এই দ্বিগুণ খাটুনির কাজ নিরুদ্বেগে—আপনি কোনো দোষ ধরিবার আর সুযোগ না পা'ন, এমন ভাবে—সারিয়া উঠিতে পারি, সেই জন্য আজ আমি সকালে পাঁচটায় উঠিয়াছি, এবং বরাবর যেমন, আজ ও তেমন, প্রাতর্ভোজন কক্ষটা লইয়াই বেশি খাটিয়াছি। আপনি জান্‌লাগুলি তুলিয়া রাখিবার জন্য কেবল জেদ করেন—ধুলোত' উড়িয়া ঘরের ভিতর আসিবেই।"

সম্মার্জ্জনী লইয়া যয়েশ্ প্রস্থান করিল। ঠিক এমনি সময়ে একটা ঘণ্টাধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল। এবং ইহার অব্যবহিত পরেই সম্ভ্রান্ত-গোছের, প্রমাণোচ্চ, স্থূলবপু একজন খানসামা আসিয়া রন্ধন-কক্ষেপ্রবেশ করিল।

মিস্ কারলাইল্ জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কিছু চাও, পিটার ?"

"বিবি সায়েব, সায়েবের ক্ষৌর কার্য্যের জন্য জল। ইহার জন্যই তিনি ঘণ্টাধ্বনি করিয়াছেন।"

মিস্ কারলাইল্ তীব্রস্বরে উত্তর করিলেন "সায়েব তা' এখন পাইবেন না।—যাও, বল যাইয়া। তাহাকে বলিও যে, তাহার জন্য প্রাতর্ভোজন পড়িয়া রহিয়াছে। তার পর যেন সে কামায়।"

সংবাদ লইয়া পিটার প্রস্থান করিল; সম্ভবতঃ প্রদানের সময় সে ইহা একটু নরম করিয়াই দিয়াছিল। মিস্ কারলাইল্ তখনই প্রাতর্ভোজন কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, ও টেবিলের পার্শ্বে আসন পরিগ্রহ করিয়া ভ্রাতার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

গত কল্য সন্ধ্যায় পাচিকার সঙ্গে যে বিসম্বাদ ঘটিয়াছিল, তাহাতে মিস্ কারলাইল্ বড়ই উত্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পাচিকাটি কিছু উগ্রচণ্ডা মেজাজের—মুখে মুখে উদ্ধত ভাবে বাদ প্রতিবাদ করিয়াছিল। চাকর-বাকরদের ঔদ্ধত্য কর্ণি কথনই সহ্য করিতে পারিতেন না। প্রকৃত পক্ষে কস্মিন্‌কালেও তাহার প্রতি কেহ উদ্ধত ব্যবহার করে নাই। আজ, প্রথমতঃ তিনি পাচিকাকে সাবধান করিয়া দিলেন যে, এমন ভাবে চলিলে, আর তাহাকে কাজে রাখা হইবে না। ক্রোধ বশে পাচিকাও উত্তর করিল, যে সে এইরূপ শাসাইবার ভয় রাখে না—তথনি সে চলিয়া যাইবে; এবং গেলও চলিয়া তথনই। তখন মিস্ কারলাইল্ হাঁফ্ ছাড়িলেন যে, সে চলিয়া যাওয়াতে বাড়ীটা রক্ষাই পাইল।

একটি বিষয়ে মিস্‌ কার্‌লাইল্‌ বড়ই কড়া ছিলেন—সেটি, রবিবারে যত-সম্ভব কম কাজ করিয়া পারা যায়। এমন কি, যখন রবিবারের প্রধান ভোজন (ডিনারটি) এমন গোছের হইত যে, শনিবারেই তাহার প্রস্তুত কার্য্য অগ্রিম করিয়া রাখিতে পারা যাইত, তখন তাহা শনিবারেই করিয়া রাখা হইত। ইহা লইয়াই তাহার ও পাচিকার মধ্যে ভাঙ্গা-ভাঙ্গিটা হইয়াছে। তাতেই আজ বড় অসুবিধা হইয়াছে; তদুপরি আবার প্রধান পরিচারিকাটিও এক দিনের ছুটি লইয়া বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছে।

যথাযথ পোষাক পরিধান না করিয়া, কাহারো সম্মুখে বাহির হইতে কার্‌লাইলের অপরাজেয় বিতৃষ্ণা ছিল; তাই তিনি, ঠাণ্ডাজলেই ক্ষৌর-কার্য্য সমাধা করিয়া, সম্পূর্ণ বেশ পরিধানপূর্ব্বক প্রাতর্ভোজন কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ও জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ ৮টার সময়ই কেন প্রাতর্ভোজনটা হইতেছে?"

মিস্‌ কার্‌লাইল্‌ উত্তর করিলেন "আমাকে যে আজ এত এত কাজ করিতে হইবে! প্রাতর্ভোজনটা যদি সকাল সকাল শেষ করাইতে না পারি, তবে আর কাজ সারিয়া যথা সময়ে গির্জ্জায় যাইতে পারিব না। রাঁধুনী চলিয়া গিয়াছে।"

বিস্মিত হইয়া কারলাইল্‌ বলিলেন "রাঁধুনী চলিয়া গিয়াছে!"

"তুমি সন্ধ্যাটা কাটাইবার জন্য বাহির হইয়া গেলে এই সব ঘটিয়াছে। তোমায় বলিবার জন্য আমি বসিয়াছিলাম না বলিয়া, তুমি কাল শুনিতে পাও নাই। আজ ডিনারে আমাদের হাঁস খাওয়া হইবে। সে জানিত যে এজন্য কালই হাঁস গুলিতে মাল মসল্লা পূরিয়া রাখিতে হইবে, ঝোল বানাইতে হইবে—মোট কথা, খাঁটি সিদ্ধ করা ব্যতীত আর যা কিছু আবশ্যক, সবই করিতে হইবে। রাত্রিতে যখন আমি তাহাকে

জিজ্ঞাসা করিলাম যে এ সব কাজ হইয়াছে কি না, তখন সে বলিল, "হ'য়েছে গো, সব হ'য়েছে।" তখন কেমন করিয়াছে, দেখিবার জন্য আমি তাহাকে "জিব্‌লেট্-পাই টা লইয়া আসিতে বলিলাম—জানিতাম কিনা, মটরের খোসাগুলি পোড়াইয়া ফেলিবার তা'র বেশ বিদ্যা আছে। কিন্তু কিছুই সে আনিতে পারিল না—সে আমায় মিথ্যা বলিয়াছিল, আর্কিবল্ড! আনিবার মত কোনো "পাই" ই তাহার ছিল না! হাঁস গুলি যেমন বাড়ীতে আসিয়াছিল, তেমনই রহিয়া গিয়াছে। আল্‌সামি করিয়া আজিকার জন্য সে সবই ফেলিয়া রাখিয়াছিল,—ভাবিয়াছিল যে, আমি আর তা'কে ধরিতে পারিব না! কিন্তু আমার "পাই" দেখিতে যাওয়াই তাহাকে একেবারে ভূতলশায়ী করিয়া ফেলিল। ইহার উপর, সে আবার উদ্ধত ভাবে কথাবার্ত্তা বলিয়াছে। কতকটা এই কারণে ও কতকটা মিথ্যা বলিয়াছে বলিয়া আমি তাহাকে শাসাইয়াছিলাম; কিন্তু গত রাত্রিতেই চলিয়া যাওয়া সে ভাল মনে করিয়াছে।—এই সব কাজই আজ সকালে আমাকে করিতে হইবে।"

কার্‌লাইল্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "যয়েশ্ কি একাজ করিতে পারে না?"

"যয়েশ্!—রান্নার সে অনেকই জানে। আমার টেবিলে তা'র রান্না চলিবে না।—বার্‌বারা হেয়ার্ আজকার দিনটা এখানে কাটাইতে আসিবে।"

"বটে!"

"ভারি ব্যতিব্যস্ত হইয়া বার্‌বারা কাল সন্ধ্যাবেলা এখানে বেড়াইতে আসিয়াছিল। তাহার ও থাষ্টিশের মধ্যে একটা গোলমাল চলিতেছে। তাই সে বলিয়াছিল তা'র বড় ইচ্ছা যে, আজ তাহাকে আমি নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাই। বার্‌বারা কিছু গহনা-পত্র আনিয়া মজুত করিয়াছে।

সে গুলি যখন বাড়ী আসিয়া পৌছায়, যাষ্টিশ্ তখন দেখিয়া ফেলেন ; আর তাই নিয়া বার্‌বারাকে বেশ একটু বেগ পাইতে হইয়াছে। যেমন অপদার্থ বোকা মেয়ে, তেমন তা'র শিক্ষা হইয়াছে!—ঐ শোন কেমন ঢন্-ঢনিয়ে ঘণ্টাগুলি বাজিয়া উঠিল!"

মিঃ কার্‌লাইল্ মস্তক উত্তোলন করিলেন। সেইণ্ট-জুডের গির্জ্জার ঘণ্টাগুলি, যেন কোন বিবাহ, কি অন্য কোনো উৎসব উপলক্ষে, আনন্দে ঢং ঢং করিয়া বাজিতেছে। বিস্মিত হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"এ আবার কিসের জন্য?"

"আর্কিবল্ড, তোমার ঐ বয়সে আমি যা চালাক ছিলাম, তুমিত, দেখিতেছি, তার অর্দ্ধেকও নও! লর্ডমাউণ্টসেভার্ণ আসিয়াছেন ; তাঁ'কে সাদরসম্ভাষণ করা ব্যতীত আর কিসের জন্য ঘণ্টাগুলি এমন করিয়া বাজিবে?"

"হাঁ, ঠিক তাই বটে। সেইণ্ট জুডেইত ইষ্টলীনের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসন।"

হস্তান্তরিত হইয়া ইষ্ট্লীন্ এখন কার্‌লাইলের সম্পত্তি হইয়াছে। যেমন অবস্থায় ছিল, তেমনই—আস্‌বাব পত্র সমুদায় সহিতই—তিনি ইহা ক্রয় করিয়াছেন। কিন্তু এই হস্তান্তর-কার্য্য সংগোপনে সমাধা হইয়াছে—কেহই এবিষয়ে কোনো সন্দেহ করিতেছে না। ইহাতে, কাহারো হস্তান্তরের গন্ধটুকুও পাইবার আশঙ্কা থাকিবে না, লর্ডমাউণ্টসেভার্ণ ইহাই মনে করিয়া থাকেন ; কি, যে স্থানটিকে তিনি এতটা ভালবাসিতেন, সে স্থানের নিকট চিরবিদায় লইবার ইচ্ছাই তাঁহার হইয়া থাকে—এটুকু ঠিক যে, সপ্তাহখানেক কি দুইএর জন্য তিনি ইষ্টলীন দেখিতে বাসনা প্রকাশ করিয়াছিলেন ; এবং মিঃ কার্‌লাইল্ও অতিমাত্র আহ্লাদের সঙ্গে তখনই তাহাতে সম্মতিদান করিয়াছেন। তাই লর্ডমাউণ্ট্সেভার্ণ, কন্যা ও অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে পূর্ব্বদিবস এখানে আসিয়া পৌছিয়াছেন।

তাঁহার আগমন-সংবাদে ওয়েষ্টলীন আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছে। চিরকালই ওয়েষ্টলীন নিজকে সম্ভ্রান্তলোকের বাসস্থান বলিয়া গৌরব বোধ করিয়া আসিয়াছে; আর এখন এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছে যে, হয়তঃ লর্ডবাহাদুর আবার ইষ্টলীনে বসবাস করিয়া, তাঁহার উপস্থিতিরূপ আলোক ইহাকে দান করিতে যাইতেছেন। তাঁহার তৃপ্তিপ্রকাশক লোচনযুগলের অভ্যর্থনার্থ পরিধেয়ের বিরাট্-রাশি প্রস্তুত হইয়াছে। সুন্দরী বার্বারাই একমাত্র যুবতী নহেন, যাহাকে এই উপলক্ষ্যে পিতৃ-ক্রোধের প্রচণ্ড ঝড়-বেগ সহ্য করিতে হইবে।

ডিনার-ভোজনের উপকরণাদির মধ্যে যাহা বিশ্বাস করিয়া যয়েশের উপর ভার দিতে পারেন নাই, তাহা স্বয়ং সমাধা করিয়া, মিস্ কার্লাইল্, 'সাদা-সিধা কিন্তু পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন বেশ পরিধান করিয়া, যথাসময়ে গির্জ্জায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন। তিনি ও আর্কিবল্ড গৃহ হইতে বহির্গত হইতে যাইতেছেন, এমন সময় তাহারা দেখিতে পাইলেন, কি, যেন, একটা, রাস্তা জুড়িয়া, সূর্য্যালোকে ঝিক্‌মিক্ করিতে করিতে চক্ষু ঝল্‌সাইয়া তাহাদিগের দিকে আসিতেছে। প্রথমে, পাটল-বর্ণের একটা ছাতা, তৎপরে পাটলবর্ণের পালকপরিশোভিত একটি স্ত্রীশিরোভূষা, বুটাদার সোনালী কারুকার্য্যবিশিষ্ট পরিধেয় ও কর্পূর-ধবল দস্তানা আসিয়া তাহাদের দৃষ্টি-পথে পতিত হইল।

মিস্ কার্লাইল্ বলিয়া উঠিলেন,—"তুচ্ছ, অপদার্থ, আহাম্মক কোথাকার!" আপনার প্রতি উদ্দিষ্ট এই সম্বোধনটি শুনিতে না পাইয়া, সগৌরবে হেলিয়া-দুলিয়া রাস্তা অতিক্রমপূর্ব্বক বার্বারা তাহা-দিগের দিকে অগ্রসর হইলেন।

"চমৎকার, বার্বারা!" বলিয়া মিস্ কার্লাইল্ তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন,—

"যাষ্টিশ ত' যথার্থই অবাক্‌ হইতে পারেন!—তুমি যে সূর্য্যকিরণেরও অধিক সুন্দর হইয়াছ!"

কার্‌লাইলের অভিবাদনের প্রত্যুত্তর দিতে যাইয়া, সলজ্জ নীলাভ লোচনযুগল ও লজ্জারক্তিম মুখখানা উত্তোলিত করিয়া, বার্‌বারা বলিলেন,—"না, আর সকলে যেমন সুন্দর সাজিয়া আজ গির্জ্জায় যাইবে, তাহার অর্দ্ধেকও নয়। লেডি ইশাবেলকেও পোষাকে হারাইয়া দিবে, ওয়েষ্টলীন যেন এমন সংকল্প করিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে। কাল সকালে টুপী-ওয়ালার দোকানে যাওয়াটা আপনার উচিত ছিল, মিস্‌ কার্‌লাইল্‌।"

প্রায় ফরাসীদেশীয় লোকের মত, কার্‌লাইলেরও একসঙ্গে দুইজন স্ত্রীলোককে বাহু-অবলম্বন দেওয়ার সম্বন্ধে অপরাজেয় বিতৃষ্ণা ছিল। তাই যখন বার্‌বারাও তাহাদিগের সঙ্গে গির্জ্জার দিকে ফিরিলেন, তখন তিনি কাহাকেও বাহু আশ্রয় না দিয়া, ভগিনী ও তাহার পাশাপাশি হইয়া চলিতে লাগিলেন; এবং চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যত সুন্দর গহনা-পত্র, সবই কি আজ বাহির হইবে?"

বার্‌বারা উত্তর করিলেন,—"নিশ্চয়ই—লর্ডমাউণ্টসেভার্ণ ও তাঁহার মেয়ে যে আজ গির্জ্জায় আসিতেছেন।"

অবিচলিত মনোভাবাব্যঞ্জক মুখে মিস্‌ কার্‌লাইল্‌ তীব্র স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা, যদি সে ময়ূরপুচ্ছে শোভিত না হইয়া আসে?"

ত্রস্ত বার্‌বারা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার প্রশ্নের অর্থ যদি মূল্যবান্‌ পোষাক পরিয়া আসা হয়, তবে,—নিশ্চয়ই তিনি ময়ূরপুচ্ছশোভিত হইয়া আসিবেন!"

কার্‌লাইল্‌ হাসিয়া বলিলেন,—"অথবা, মনে কর, তাঁহারা একদম গির্জ্জায় আসিলেনই না? এসব টুপী ও পালকের কপালে তা'হ'লে কি নৈরাশ্যটাই না ঘটিবে!"

মিস্ কার্‌লাইল্ আবার আরম্ভ করিলেন,—"আসল কথা, বার্‌বারা,—তা'রা আমাদের কে, আমরাই বা তা'দের কে? কখনো আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ না ও হইতে পারে। ওয়েষ্টলীনের নগণ্য ভদ্রলোক আমরা—ইষ্টলীনের উপর "গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল" গোঁছে যাইয়া পড়াটা আমাদের ঠিক হইবে না। এমন কাজ করিতে যাওয়া কখনই উচিত নয়— লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ কি লেডি ইশাবেলও উচিত মনে করিবেন না।"

বিরক্ত ভাবে বার্‌বারা কহিলেন, "বাবাও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন! হঠাৎ তিনি এই টুপীটাকে দেখিতে পান এবং যখন ওজর দেখাইতে যাইয়া আমি বলিলাম যে, তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিব বলিয়া ইহা আনিয়াছি, তখন তিনি বলিলেন আমি কি মনে করি যে ওয়েষ্ট্‌লীনের লোকেরা আবার, প্রাদেশিক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মত, মাউণ্ট্‌সেভার্ণের সঙ্গে 'গায় পড়িয়া' সাক্ষাৎ করিতে যাইবে!—এই পালকটাই তাঁহাকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছে!"

গম্ভীর মুখে তাকাইতে তাকাইতে মিস্ কার্‌লাইল্ বলিয়া উঠিলেন "এটা ভারি লম্বা!"

গির্জ্জায় পৌছিয়া যাষ্টিশের (তাহার পিতার) নিকট হইতে যত দূরে বসা যায়, বার্‌বারা ততই মঙ্গল ভাবিতেছিলেন।—ঠিক কি, প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া, উপাসনার সময়, তিনি কেন না চুপি চুপি পালকটাকে একটু কাটিয়া ফেলিয়া ইহার সৌন্দর্য্য মাটি করিয়া দেন? তাই, বার্‌বারা সেদিন, গির্জ্জায় কার্‌লাইল্ পরিবারের বসিবার জন্য যে নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল, সেইখানে বসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ইঁহারা বসিতে না বসিতেই, কয়েকটি অপরিচিত ভদ্রলোক উপাসনা-কক্ষের মধ্যস্থ রাস্তা দিয়া নিঃশব্দ পাদসঞ্চারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আগন্তুকদিগের মধ্যে একজন কুঞ্চিতকপাল, পক্ককেশ ভদ্রলোক—ইনি কতকটা খঞ্জের মত পা ফেলিতে ছিলেন ঃ—আর একটি যুবতী রমণী। ব্যগ্রতাসহকারে বার্‌বারা তাঁহাদিগের দিকে তাকাইলেন—আবার অমনি চক্ষু ফিরাইয়া লইলেন। তাহার মনে হইল, প্রতি মুহূর্ত্তে যে অপরিচিতদের আগমন প্রতীক্ষা করা হইতেছে, আগন্তুকগণ কখনই তাঁহারা হইতে পারেন না।—এই রমণীর পরিধেয় যে অতিমাত্র সাদাসিধা! একটা উজ্জ্বল মস্‌লিনের গাউন; তা'র উপর কয়েকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লীলাক পুষ্পের পল্লব, এবং একটা খড়ের টুপী, এইমাত্র!—আপনাকে অতিরিক্ত জাঁকালো মনে না করিয়া, রবিবার ব্যতীত সপ্তাহের অন্য যে কোনো দিনে মিস্‌ কর্ণিও ত' ইহা পরিধান করিতে পারেন।—তবে, অবশ্য নিদাঘের উত্তপ্ত দিনের হিসাবে পোষাকটি বেশ আরামজনক সন্দেহ নাই। কিন্তু এ আবার কি!—তাহার অনন্তভাজ-সমন্বিত কোটটি পরিধান করিয়া, ও তাহার শৃঙ্খলাকারী দণ্ডটি হস্তে করিয়া, ধর্ম্ম মন্দিরের বৃদ্ধ পরিচারকটি যে ইঁহাদের অগ্রে অগ্রে মন্দিরের এক প্রান্তের দিকে হাটিয়া যাইতেছে!—না, এই যে একেবারে ইষ্ট্‌লীনের যে নির্দ্দিষ্ট আসন এত দিন ব্যবহৃত হয় নাই, সেইখানে লইয়া যাইয়া ইহাদিগকে উপবেশন করাইল!

বিস্মিতা বার্‌বারা কর্ণেলিয়ার কাণে কাণে বলিলেন "এঁরা কা'রা?"

"লর্ড মাউণ্ট্‌সেভার্ণ ও লেডি ইশাবেল।"

তড়িদ্বেগে রক্তস্রোত যাইয়া বার্‌বারার মুখমণ্ডলে উঠিল; চমকিয়া উঠিয়া তিনি মিস্‌ কর্ণির দিকে তাকাইয়া বলিলেন "এ কি বলিতেছ! এঁর রেশ্‌মী পোষাক নাই, পাখীর পালক নাই—কিছুই নাই যে! ইনি যে গির্জ্জার সকল মেয়েদের অপেক্ষাই সাদাসিধা পোষাক পরিয়া আসিয়াছেন!"

"বিলাসিনীদের অপেক্ষা,—ধর যেমন তুমি—অবশ্যই সাদাসিধা। লর্ড মাউণ্ট্ সেভার্ণের অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু যেখানেই হউক্ না কেন, আমি ইঁহাদের দু'জনকে সর্ব্বদাই চিনিতে পারিতাম!—এঁর হতভাগিনী মার সঙ্গে যে সাদৃশ্য রহিয়াছে, তাহাতে করিয়াই আমি লেডি ইশাবেলকে চিনিতে পারিতাম—ঠিক তেমনি চোখ্, আর তেমনি মধুর ভাব!"

হাঁ, এত মাধুর্য্য ও এত বিষাদের ভাণ্ডার নয়ন দুইটি—ঠিক তেমনি পিঙ্গল বর্ণ!—একবার যাহারা দেখিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই এই চক্ষু ভুলিতে, কি চিনিতে অসমর্থ হইতে, পারে। আপনার অবস্থান বিস্মৃত হইয়া, বার্‌বারা হেয়ারকেও সেই দিন অনেক বারই ইহাদিগের দিকে চক্ষু ফিরাইতে হইয়াছিল। তারিফ্ করিয়া তিনি মনে মনে বলিলেন "বাঃ! বেশ লাবণ্যবতী! আর পোষাকও সম্ভ্রান্ত মহিলারই উপযুক্ত বটে!—আঃ, পাটলবর্ণের এই পোষাকটা না পরিয়া আসিলেই যেন আমাকে বেশি মানাইত! ইনি না জানি আমাদিগকে কেমন সৌখীন্ কাকই মনে করিতেছেন!"

উপাসনা শেষ হইয়া গেলে, লর্ড মাউণ্ট্ সেভার্ণের বেরুচ্ গাড়িটি আসিয়া ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইল। হাতে ধরিয়া মেয়েকে তিনি গাড়ীর উপর উঠাইয়া দিলেন, এবং উঠিবার জন্য আপনিও কেবল বাত-পীড়িত পদটিকে পাদানের উপর স্থাপন করিয়াছেন, এমন সময় তিনি কার্‌লাইল্‌কে দেখিতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ লর্ড ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কার্‌লাইলের দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন—মফস্বলের উকিল হইলে কি হয়, যে ব্যক্তি ইষ্ট্‌লীনের মত সম্পত্তি ক্রয় করিতে পারেন, তিনি সমকক্ষ ভাবে গৃহীত হইবার উপযুক্ত বটেন।

করমর্দ্দনান্তর কার্‌লাইল্ যাইয়া গাড়ীর নিকট দাঁড়াইলেন, ও লেডি ইশাবেলের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ মস্তক হইতে টুপিটি উত্তোলন

করিলেন। প্রসন্ন ভাবে হাসিয়া যুবতীও সম্মুখের দিকে আনত হইয়া আপনার হাত কার্‌লাইলের হাতের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন।

মাউণ্ট্‌সেভার্ণ বলিলেন "আপনাকে বলিবার আমার অনেক কথা আছে। আমাদের সঙ্গেই চলুন না!—যদি বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ করিবার না থাকে, তবে আজকার মত ইষ্ট্‌লীনের অতিথি হইলে হয় না?"—বলিতে বলিতে কেমন এক ভাবে তিনি একটু হাসিয়া উঠিলেন। কার্‌লাইল্‌ ও হাসিলেন।—ইষ্ট্‌লীনের অতিথি!—লর্ড মাউণ্ট্‌সেভার্ণ নিজেই যে তাই!

তখন এক পাশে সরিয়া যাইয়া কার্‌লাইল্‌ ভগিনীকে বলিলেন, "কর্ণেলিয়া, আজ ডিনারের সময় আমি বাড়ী ফিরিব না; লর্ড মাউণ্ট্‌-সেভার্ণের সঙ্গে যাইতেছি।" তারপর বার্‌বারার দিকে ফিরিয়া বলিলেন "বিদায়, বার্‌বারা।"

কার্‌লাইল্‌ গাড়ীতে উঠিয়া বসিলে, মাউণ্ট্‌সেভার্ণ তাহার অনুসরণ করিলেন এবং গাড়ীটি চলিতে লাগিল। তখনো সূর্য্য কিরণ দিতেছিল,—তখনো সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইবার অনেক দেরী।—কিন্তু বার্‌বারা হেয়ারের চক্ষুতে গাড়ীটি অন্তর্ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গেই, দিবসের উজ্জ্বলতাও যেন নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

বিস্মিতা বার্‌বারা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন "লর্ড মাউণ্ট্‌সেভার্ণের সঙ্গে তাঁহার এতটা পরিচয় কেমন করিয়া হইল?—লেডি ইশাবেলের সঙ্গেই বা তাঁ'র কেমন করিয়া জানা শুনা হইয়াছে?"

মিস্‌ কর্ণি উত্তর করিলেন "অধিকাংশ লোকের সঙ্গেই আর্কিবল্ডের অল্প-বিস্তর পরিচয় আছে। বসন্ত কালে যখন সে সহরে গিয়াছিল, তখন অনেকবার সে মাউণ্ট্‌সেভার্ণের সঙ্গে দেখা করিয়াছিল—লেডি ইশাবেলের সঙ্গে ও দুই একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বাঃ, তা'র মুখখানা কেমনই সুন্দর!"

বার্‌বারা কোনো উত্তর করিলেন না—মিস্ কার্‌লাইলের মত তিনিও হাঁস এবং 'জিব্‌লেট্ পাই'র মাধুর্য্যের কথায়ই ফিরিয়া আসিলেন।—কিন্তু তাহার কথা বলিবার ভঙ্গীটি ঠিক তাহার হৃদয়টিরই মত শূন্য ও উদাস—হৃদয়টি যে তাহার ইষ্ট্‌লীনের অভিমুখে ছুটিয়া গিয়াছে।

সেই দিন, লর্ড মাউণ্ট্‌সেভার্ণের ডিনার টেবিলে উপবেশন করিয়া কার্‌লাইল্ ভাবিলেন "আঃ! দরকারী জীবনের কি পারিপাট্য!—জাঁক-জমকের কি অনাবশ্যক প্রাচুর্য্য! রৌপ্য ও চাক্-চিক্যশীল কাচের এবং চীনে বাসন-পাত্রেরই বা কি বৃথা আড়ম্বর!" আর্‌লের বাত রোগের হিসাবে কোনোটিই বিহিত নহে,—অথচ কত রকমেরই না সুস্বাদ মদ্যে এবং সুরস ও গুরুপাক খাদ্যে টেবিলটি পূর্ণ। ইঃ! আবার বিশেষ চিহ্নবিশিষ্ট সুন্দর সুন্দর পোষাকপরিহিত পরিচারকের সংখ্যাই বা কত! কিন্তু সর্ব্বোপরি, স্বয়ং এই ভোজনাগারের আমোদপ্রিয় কর্ত্তা ও ইহার সুমার্জ্জিতা যুবতী কর্ত্রী! ভীষণ ঋণ সত্ত্বেও মাউণ্ট্‌সেভার্ণ এখনো পারিবারিক ব্যয়বাহুল্য কর্ত্তন করিতে পারেন নাই!—কেমন করিয়া যে তিনি ইহা চালাইতেছেন,—কত দিন যে চালাইতে পারিবেন,—ভাবিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। অবস্থা বিবেচনায় এবম্প্রকার আড়ম্বর নিতান্তই অনাবশ্যক ও অযৌক্তিক সন্দেহ নাই।—হইলে কি হয়, সকল অবস্থাতেই আড়ম্বরের একটা আকর্ষণী শক্তি আছে। এবং সকল গুলি এক সঙ্গে করিলে, আজিকার আকর্ষনের শক্তিটি অতিমাত্র বেশি হইয়া পড়িয়াছে।—দেখিও, তোমার ইন্দ্রিয় গুলি যেন বিভ্রান্ত হইয়া না পড়ে, মিঃ কার্‌লাইল্।

ডিনার শেষ হইলে, ইশাবেল্, পিতা ও কার্‌লাইল্‌কে পরিত্যাগ করিয়া একটি কক্ষে যাইয়া একাকিনী বসিলেন। তাঁহার মন নানা বিষয়ে বেড়াইতে লাগিল। যাঁহার সঙ্গে শেষ বার তিনি ইষ্টলীনে আসিয়াছিলেন

সেই স্বর্গগতা জননীর কথা; যে যন্ত্রণাদায়ক বাত রোগ হইতে তাঁহার পিতার আর অব্যাহতি লাভের সম্ভাবনা নাই, সেই রোগের কথা; সম্প্রতি লণ্ডনে যে সকল দৃশ্য ও ঘটনার মধ্যে তাঁহাকে মিশিতে হইয়াছিল, সেই সকলের কথা—আরো কত কি কথা, তাঁহার মনে উদিত হইতে লাগিল। লণ্ডনে একজনের সঙ্গে তিনি এত বেশি মিশামিশি করিয়াছিলেন যে, তাহার স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ের শান্তির পক্ষে এক প্রকার বিঘ্ন স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে—অন্ততঃ আর একটু বেশি সময় সেখানে থাকিলে, উঠিতই। এমন কি, এখনো যাই সেই লোকটির কথা তাঁহার মনে পড়িল, অমনি একটা রোমাঞ্চকর ভাবে তাহার সমস্ত ধমনী গুলি দ্রুত স্পন্দিত হইয়া উঠিল। —এই লোক আর কেহ নহেন—ফ্রান্সিস্ লেভিশন্। ইঁহাদের দুইজনকে এত ঘন ঘন পরস্পরের সঙ্গ ভোগ করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া, মিসেস্ ভেন্ যে সুধু নির্ব্বোধের মত কাজ করিয়াছেন, তাহা নহে—তদপেক্ষাও গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন।—মিসেস্ ভেন্ একজন স্বার্থপরায়ণ, মন্দ প্রকৃতির স্ত্রীলোক—মন্দ এই জন্য যে, তাহার নিজের হৃদয়হীন ব্যক্তিত্বটুকু বাদ দিলে, এই বিস্তৃত জগতের অন্য কাহারো জন্য তিনি চিন্তা করিতে জানেন না।

চিন্তা রাশি শূন্যে বিক্ষিপ্ত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ইশাবেল গাত্রোত্থান করিলেন। পিতা, তাঁহার অতিথিকে লইয়া যে শীঘ্র চা খাইতে আসিবেন এমন সম্ভাবনা দেখা গেল না—তাই তিনি যাইয়া পিয়ানো লইয়া বসিলেন।

বাস্তবিকই লর্ড মাউণ্ট্সেভার্ণ তাড়াতাড়ি করিতেছিলেন না—মদ্যপান ত্যাগ করিয়া আসিতে কখনো তিনি তাড়াতাড়ি করিতেন না। যদিও তাঁহার স্বাস্থ্যের বর্ত্তমান অবস্থায় প্রত্যেকটি গেলাসই তাঁহার পক্ষে বিষ-স্বরূপ হইতেছিল, তথাপি তিনি আপনাকে এই সুখে বঞ্চিত করিতে

প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহারা অনন্যমনা হইয়া আলাপ করিতেছিলেন, এমন সময় কার্লাইল্ কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ মাঝখানে বিরত হইয়া মনোযোগ দিয়া কি শুনিতে লাগিলেন।

একটি সুমিষ্টতম সুদীর্ঘ বাদ্যলহরী শুনা যাইতেছে :—অতি সন্নিকটে বোধ হইল, কিন্তু কার্লাইল্ ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, কোথা হইতে ইহা ভাসিয়া আসিতেছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আবার একটি অনুচ্চ কিন্তু পরিস্ফুট ও সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরও শ্রুত হইতেছে। কার্লাইল্ নিশ্বাস বন্ধ করিয়া শুনিতে লাগিলেন :—ইহা একটি ধর্ম্মসঙ্গীত—জগদীশ্বর যে তাঁহার প্রকৃতিপুঞ্জকে পাপ-তাপ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে।

লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ ও কার্লাইলের মধ্যে যে কথা-বার্ত্তা হইতেছিল, তাহা ঐকান্তিক কর্ম্মময় সংসার সম্বন্ধে, অর্থোপার্জ্জন ও অর্থব্যয় সম্বন্ধে, দেনা-পাওনা সম্বন্ধে। তাই, এই পবিত্র ধর্ম্মসঙ্গীতটিতে তাঁহাদের কর্ণকুহর শীতল হইলেও, ইহার বৈসাদৃশ্যে তাঁহাদের হৃদয় ভৎসনা-ধ্বনি শুনিতে পাইল।

মাউণ্টসেভার্ণ বুঝাইয়া বলিলেন,—"ইশাবেল্ গাইতেছে। তা'র গানের মধ্যে কেমন একটা বিশেষ মোহিনী শক্তি আছে। আমার বিশ্বাস, তা'র ঐ চাপা শান্ত ভাবটিতেই এই মাধুর্য্যের বাস। চীৎকার করিয়া গান গাওয়াটা আমি মোটেই পছন্দ করি না। সে আবার বাজায়ও তেমনি। আপনি গীতবাদ্য ভালবাসেন কেমন ?"

হাসিয়া কার্লাইল্ উত্তর করিলেন,—"বৈজ্ঞানিক ওস্তাদেরা যা'কে ভাল সঙ্গীত বলে, সে সব বুঝিবার আমার শক্তি নাই বলিয়া তাহারা আমাকে তিরস্কার করিয়া থাকে ;—সে যাই হউক, গান-বাজনা আমি পছন্দ করি।"

মন্তব্যের ভাবে মাউণ্টসেভার্ণ বলিলেন,—“যন্ত্রটা একেবারে প্রাচীরে ঠেঁশ দিয়া বসানো হইয়াছে; তা’র উপর প্রাচীরটাও আবার বড় পাতলা। ইশাবেল বুঝিতে পারে নাই যে নিজকে আমোদ দিবার সঙ্গে সঙ্গে সে আমাদিগকেও আমোদ দিতেছে।”

বাস্তবিকই ইশাবেল ইহা বুঝিতে পারেন নাই। সঙ্গীতের পর সঙ্গীত, ধর্ম্মস্তোত্রের পর ধর্ম্মস্তোত্র, তিনি গাইয়া যাইতে লাগিলেন। আর, সেই মোহন সঙ্গীতসুধা পান করিতে করিতে কার্‌লাইল্‌ নীরবে বসিয়া রহিলেন—ত্রস্ত বেগে সন্ধ্যা যে রাত্রিতে পর্য্যবসিত হইতেছিল, সেদিকে একটিবারও তিনি লক্ষ্য করিতে পারিলেন না।

অষ্টম অধ্যায়।

কেনের সঙ্গীত-সম্মিলনী।

প্রস্তাবিত অবস্থানের পক্ষটি অতিক্রম করিতে না করিতেই, লর্ড মাউণ্টসেভার্ণের বাত-রোগটি আবার ভীষণরূপে দেখা দিল। কাজেই ইষ্টলীন ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল। যতদিন না যাওয়া তাঁহার পক্ষে সুবিধাজনক হইবে, ততদিন লর্ড এখানে অবস্থিতি করিলে, তিনি অত্যন্ত সুখী হইবেন,—এই মর্ম্মের কথা কার্‌লাইল্ তাঁহাকে দৃঢ়ভাবে জানাইয়াছেন! লর্ড ও কৃতজ্ঞতা-সহকারে এই প্রস্তাবে রাজী হইয়াছেন।—তাঁহার আশা ছিল, শীঘ্রই আবার তিনি পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারিবেন।

কিন্তু তাহা আর তিনি পারিলেন না। বাতের প্রকোপ বাড়িতেছে, কমিতেছে; ঠিক শয্যাশায়ী করে নাই সত্য, কিন্তু গৃহের বাহির হইবার পক্ষে তাঁহাকে অসমর্থ করিয়া তুলিয়াছে। অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত এই ভাবেই চলিয়া তিনি অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিলেন। বরাবর সেখানকার স্থানীয় পরিবারগুলি তাঁহার সঙ্গে মিত্রবৎ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে—মধ্যে মধ্যেই তাহারা আসিয়া রোগীকে দেখিয়া গিয়াছে, ও ইশাবেলকে লইয়া গিয়াছে। কিন্তু কার্‌লাইল্‌ই প্রধানতঃ ও অনবরত তাঁহার তত্ত্ব-তালাপি করিয়া আসিতেছেন। লর্ড মাউণ্টসেভার্ণও তাহাকে বেশ পছন্দ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন,—একটিমাত্র সন্ধ্যাও যদি কার্‌লাইল্ তাঁহার নিকট না আসিয়া অন্যত্র যাপন করেন, তবে তিনি বড়ই অসুস্থ বোধ করিয়া

থাকেন, যেন করলাইল্‌ তাঁহার ও লেডি ইশাবেলের সঙ্গে ঠিক একই পরিবার-ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় কথা প্রসঙ্গে কন্যার নিকট লর্ড বাহাদুর এই মর্ম্মে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন,—"সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে আমি মিশিতে পারি না। তাই, আমার এই নির্জ্জন অবস্থায় কার্‌লাইল্‌ আসিয়া যে আমাকে আনন্দ দান করিয়া যান, ইহা তাঁহার পক্ষে অতিমাত্র দয়া ও বিবেচনার কার্য্য।"

ইশাবেল্‌ও কহিলেন "অপরিসীম দয়ায় কাজ। আমি তাকে খুব পছন্দ করি বাবা।"

লর্ড প্রত্যুত্তর করিলেন, "আমিত এমন কোনো লোক দেখিতে পাইনা, যাহাকে ইহার অর্দ্ধেকও পছন্দ করি"।

সচরাচর যেমন, আজও সন্ধ্যাবেলায় তেমনি, কার্‌লাইল্‌ এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি থাকিতে থাকিতেই লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ লেডি ইশাবেলকে গান করিতে বলিলেন।

কন্যা উত্তর করিলেন,—"তুমি যখন ইচ্ছা করিতেছ, তখন আমি গাইব বাবা।—কিন্তু পিয়ানোটা এত বেসুরা হইয়া গিয়াছে যে, ইহার সঙ্গে মিলাইয়া গাইতে আমার মোটেই ভাল লাগে না।" তা'র পর কার্‌লাইলের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"ওয়েষ্টলীনে কি এমন কেহ নাই, মিঃ কার্‌লাইল্‌, যে আসিয়া আমার পিয়ানোটা সুর করিয়া দিয়া যাইতে পারে?"

কার্‌লাইল্‌ উত্তর করিলেন,—"নিশ্চয়ই আছে; কেন্‌ ইহা পারিবে। কালই তাহাকে পাঠাইয়া দিব কি?"

"তা' হ'লে ভারি খুসী হইব। আমি আশা করিতে পারি কি যে ইহাতে আপনাকে অন্যায় রকম অধিক কষ্ট দেওয়া হইবে না? পুরাণো হইয়া পড়িয়াছে কিনা—সুর করিয়া দিলেও যে, ইহার খুব বেশি উন্নতি হইবে, তা নয়। যদি ইষ্টলীনে আমাদের বেশি দিন

থাকা হইত, তবে ইহার বদলে একটা নূতন কিনিয়া আনিবার জন্য বাবাকে বলিতাম।”

এই কথাগুলি বলিবার সময় লেডি ইশাবেল এতটুকুও ভাবেন নাই যে, এই যে বেসুরা পিয়ানোটি, ইহাও তাঁহার নিজের নহে—কায়লাইলের! তাঁহার কথা শুনিয়া মাউণ্টসেভার্ণ কাশিয়া উঠিলেন, এবং অতিথির সঙ্গে ঈষৎ হাসিরও কটাক্ষের বিনিময় করিলেন।

মিঃ কেন, সেইণ্টযুড্ গির্জ্জার অর্গান-যন্ত্র বাদক—একজন ঋণ-প্রপীড়িত দুঃখদুর্দ্দশাগ্রস্তব্যক্তি। সংসারের সঙ্গে অনেকদিন যাবৎই সে দুঃখদুর্দ্দশার সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে। পরদিবস যখন কেন্ ইষ্টলীনে আসিয়া উপস্থিত হইল, লেডি ইশাবেল তখন বাজাইতেছিলেন। কেন্ কার্য্যারম্ভ করিলে, লেডি তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গেই ইশাবেল্ সৌজন্য ও ভদ্রতাসহকারে ব্যবহার করিয়া থাকেন; তাই এই অনাথবাদ্যকরটি সাহসে বুক বাঁধিয়া স্বকীয় দুরবস্থার কথা তাঁহার নিকট বলিয়া ফেলিল, এবং বিনীতভাবে নিবেদন করিল, আগামী সপ্তাহে সে যে সঙ্গীত-সম্মিলনী দিবে, তাহাতে যদি তিনি ও লর্ড মাউণ্ট-সেভার্ণ দয়া করিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে সে বড় অনুগৃহীত হইবে। যখন সে আপনা হইতেই বলিতেছিল যে, সে অত্যন্ত গরীব—এমন কি জীবনধারণ করাই তাহার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে—এবং অনন্যোপায় হইয়াই সে এই সঙ্গীতসম্মিলনীর অনুষ্ঠান করিতে যাইতেছে,—তখন তাহার শুষ্ক গণ্ডদ্বয় আরক্তিম হইয়া উঠিতেছিল।—যদি সফল হয়, ভালই—আবার সে সংসার-পথে চলিতে পারিবে। আর যদি ইহা সফল না হয়, তবে তাহাকে আপন বাসাবাটী হইতেও বহিষ্কৃত হইতে হইবে; দুই বৎসরের যে ভাড়া বাকী পড়িয়া আছে, তজ্জন্য তাহার তৈজসপত্রাদি বিক্রয় হইয়া যাইবে—আর

সাত-সাতটি অভাবক্লিষ্ট শিশুসন্তান লইয়া তাহাকে রাস্তায় দাঁড়াইতে হইবে!

শুনিতে শুনিতে ইশাবেলের প্রাণের সমস্তখানি সমবেদনা উদ্রিক্ত হইয়া উঠিল। তিনি পিতার সন্ধানে গেলেন; ও তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন,—"বাবা, তোমার কাছে আমি খুব মস্ত একটা অনুগ্রহ চাহিতে আসিয়াছি। বল, মঞ্জুর করিবে?"

"হাঁ, মা আমার, করিব।—তুমি ত' আমার কাছে বেশি অনুগ্রহ চাও না!—বল, কি চাও?"

"ওয়েষ্টলীনে যে সঙ্গীত-সম্মিলনীর অধিবেশন হইবে, তাহাতে আমাকে সঙ্গে করিয়া তোমায় যাইতে হইবে?"

বিস্ময়ে লর্ড মাউণ্টসেভার্ণর কেদারায় চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িলেন, এবং বিস্ফারিত চক্ষুতে ইশাবেলের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিলেন "ওয়েষ্টলীনের সঙ্গীত সম্মিলনীতে! গ্রাম্য লোকদের বেহালা-ঘষা শুনিতে পাগল কোথাকার।"

যে কাহিনী তিনি এইমাত্র শুনিয়া আসিয়াছেন, আপনার মন্তব্য যোগে বাড়াইয়া লইয়া তাহাই লেডি অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিলেন "সাত সাতটি সন্তান বাবা! যদি এই সম্মিলনীটি সফল না হয়, তবে তা'কে এদের নিয়া বাসা ছাড়িয়া রাস্তায় যাইয়া দাঁড়াইতে হইবে। তুমি কি বুঝিতে পার না, বাবা, যে, তাহার পক্ষে ইহা জীবণ-মরণের কথা!—সে যে বড় গরীব!"

লর্ড মাউণ্ট্‌সেভার্ণ বলিলেন "আমি নিজেই যে গরীব!"

কন্যা আবার বলিলেন "তাহার মুখে শুনিতে শুনিতে আমার বড় কষ্ট হইতেছিল। তাহার মুখখানা থাকিয়া থাকিয়া লাল ও সাদা হইতেছিল, ও মনের আবেগে তাহার দম্‌ আট্‌কাইয়া আসিতেছিল। বাস্তবিকই

আপনার দুরবস্থা বর্ণনা করা তা'র পক্ষে বড় যন্ত্রণা দায়ক হইয়াছিল।—আমি ঠিক বলিতে পারি, বাবা, সে নিশ্চয়ই ভদ্রলোক।"

"বেশ, পনের টাকার টিকেট্ কিনিয়া উপরের শ্রেণীর চাকর-বাকরদের দিও।—গ্রাম্য সঙ্গীত সম্মিলনী!"

"না, বাবা, তাহাতে হইবে না। তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ না যে, এই সম্মিলনীর উদ্দেশ্য তা' নয়! যদি তুমি আর আমি উপস্থিত থাকিতে স্বীকার করি, তবে ওয়েষ্ট্ লীনের চতুষ্পার্শ্বস্থ সকল পরিবারই সেখানে যাইবে, এবং কেনের আসরটিও পুরামাত্রায় জমিবে। আমরা যাইব বলিয়াই ইহারা যাইবে—এই কথাই সে আমাকে বলিয়াছে। কিন্তু যদি তাহারা বুঝিতে পারে যে, আমরা নই, আমাদের চাকররা যাইতেছে, তবে তাহারাও দূরে দূরেই থাকিবে। একবার ভাবিয়া দেখ দেখি বাবা, এই সব আস্‌বাব্-পত্র কাড়িয়া নিলে তোমার কেমন লাগে!—কিন্তু এই সম্মিলনীতে পুরা আসর পাইলে আর তা'র এমন বিপদ্ ঘটিবে না। বাবা আমার, একটিবারের জন্য এই ত্যাগ স্বীকার টুকু কর—মাত্র একটি ঘণ্টার জন্য যদি হয়, তবু তোমাকে যাইতেই হইবে। বেহালা এবং খঞ্জনী ব্যতীত যদি আর কিছু নাও থাকে, তথাপি আমি বেশ আমোদ পাইব।"

"হইয়াছে গো জিপ্‌সি হইয়াছে!—ব্যবসাদার ভিক্ষুকের অপেক্ষাও তুমি বেশি মন্দ! যাও লোকটাকে যাইয়া বল যে, আধ ঘণ্টার জন্য আমরা একবার যাইয়া উঁকি মারিয়া আসিব।"

শুনিয়া, ইশাবেলের লোচন্ যুগল নৃত্য করিতে লাগিল! তিনি যেন উড়িয়া কেনের নিকট গেলেন বলিয়া বোধ হইল! কিন্তু বলিবার সময় খুব ধীরে ধীরে তাহাকে সকল কথা বলিলেন—তাঁহার প্রকৃতিই এমন!—তবু, তাঁহার আত্ম-তৃপ্তিতেই তাঁহার স্বর আনন্দময় হইয়া উঠিয়াছে।

"আহ্লাদের সঙ্গে আপনাকে বলিতে আসিয়াছি যে বাবা স্বীকৃত হইয়াছেন। তিনি চারখানা টিকেট লইবেন এবং নিজেও সম্মিলনীতে উপস্থিত থাকিবেন।"

সবেগে অশ্রু আসিয়া কেনের চক্ষুর্দ্বয় ভরিয়া ফেলিল—ইশাবেলই কি শপথ করিয়া বলিতে পারেন যে, তাঁহার চক্ষুতেও জল আসে নাই? কেন্ একজন লম্বা, পাত্লা, রোগাটে চেহারার পুরুষ;—লম্বা-লম্বা সাদা অঙ্গুলী ও হাঁসের মত লম্বা গলা। বাধ-বাধ স্বরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল "একথা আমি প্রচার করিতে পারি কি?"

ব্যগ্র ভাবে যুবতী উত্তর করিলেন,—"যদি বুঝিতে পারেন যে, অন্য সকলকে উপস্থিত হইতে প্রবর্ত্তিত করার বিষয়ে ইহা দ্বারা কোনো সুবিধা হইতে পারে, তবে প্রত্যেককেই—যা'র সঙ্গে আপনার দেখা হইবে, তা'কেই—একথা বলিবেন। যে সকল বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবেন, তা'দের সকলের নিকটই আমি এই কথা বলিব এবং যাইবার জন্য ধরিব।"

বৈকালে যখন কার্লাইল্ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন লর্ড মাউণ্ট্সেভার্ণ অতি অল্প সময়ের জন্য কক্ষে অনুপস্থিত ছিলেন, এবং এই অবসরে ইশাবেল্ সম্মিলনী সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করিলেন।

কার্লাইল্ মন্তব্যের ভাবে বলিলেন "কেনের পক্ষে ইহা একটা ঝুঁকি-পূর্ণ দুঃসাহসিকতার কার্য্য বলিয়াই আমার বিশ্বাস। আমার আশঙ্কা হইতেছে যে ইহাতে সুধু তাহার অর্থনাশ এবং অসুবিধা বৃদ্ধিই হইবে।"

যুবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন এমন আশঙ্কা করিতেছেন?"

"আমি বেশ জানি, লেডি ইশাবেল্, যে, ওয়েষ্ট্লীনে কিছুই লোকের উৎসাহ ও সহানুভূতি পায় না,—অন্ততঃ দেশী কিছুই পায় না। আর, এখানকার লোকেরা এতকাল ধরিয়া কেনের অসুবিধার

কথা শুনিয়া আসিতেছে যে, ইহাতে এখন আর তা'দের মনে বড় বেশি কিছু একটা ভাবান্তর হয় না। উচ্চারণ করিতে দাঁত ভাঙ্গে এমন নামের কোনো বৈদেশিক ওস্তাদ যদি খুব আড়ম্বর করিয়া এখানে একটা সম্মিলনী বসাইতে যাইত, তবে ওয়েষ্ট্‌লীনের লোক গুলি সেখানে যাইয়া একেবারে উড়িয়া পড়িত!"

"সে কি এতই গরীব—এত বেশী গরীব?"

"অত্যন্ত—একরূপ অর্দ্ধ-অনাহারী।"

তাঁহার মুখে উদ্বেগাকুল সংশয়ের ভাব প্রকটিত হইয়া উঠিল; কার্‌লাইলের কথা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া, যুবতী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া পুনোরুক্তির মত করিয়া বলিলেন "অনাহারী!—তবে কি আপনি বলিতেছেন যে, সে যথেষ্ট খাইতে পায় না?"

"রুটির টুক্‌রা পাইতে পারে; কিন্তু পুষ্টিকর খাদ্য পায় না। অর্গান বাদক হিসাবে ত্রিশটি পাউণ্ড মাত্র তাহার মসোহারা; আর সঙ্গীত শিক্ষা দিয়াও অনির্দ্দিষ্ট ভাবে যৎসামান্য কিছু পাইয়া থাকে। কিন্তু সে একা নহে—স্ত্রী এবং সন্তান গুলিকেও তাহার ভরণ পোষণ করিতে হয়, এবং নিশ্চয়ই আপনার আগে তাহাদিগকে খাওয়াইতে হয়। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, মাংসের স্বাদ যে কেমন, তা' সে কদাচিৎই জানিতে পায়।"

কথাগুলি শুনিয়া লেডি ইশাবেলের প্রাণে একটা তীব্র যাতনা হইল। যথেষ্ট খাইবার নাই!—আর তিনি কি না নিজের অজ্ঞতায়, নিজের ঔদাসীন্যে—যে কথাটিতে তাঁহার মনের ভাবটি ঠিক প্রকাশ হইতে পারে তাহা তিনি খুঁজিয়া পাইতেছেন না!—তিনি কিনা মনে করিয়া তাহাকে আপনাদের এই প্রাচুর্য্যের সংসারে এক সন্ধ্যা খাইতেও বলেন নাই! হায়, এই হতভাগ্য লোকটি ওয়েষ্টলীন হইতে হাটিয়া আসিয়াছে,

তাঁহার পিয়ানো লইয়া ঘণ্টা খানেক খাটিয়াছে ; তারপরে, ক্ষুধার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে আবার পদব্রজে ওয়েষ্ট্লীনে রওনা হইয়া গিয়াছে ! হায়, তাঁহার নিজের মুখ হইতে একটি মাত্র কথা খসিলেইত, জীবনে কখনো যাহা সে খায় নাই, এমন কত সুখাদ্য, আপনাদের আবশ্যকাতিরিক্ত হইতেই ত' তাহার সম্মুখে স্থাপিত হইতে পারিত !—কিন্তু হায় ! সেই মুখের কথাটিও তিনি বলেন নাই !

ব্যস্ত হইয়া কার্লাইল্ জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনাকে উদ্বিগ্ন দেখাইতেছে লেডি ইশাবেল ?"

"আমার বড় অনুতাপ হইতেছে।—যা'ক্, কিছু মনে করিবেন না—এখন আর সংশোধনের পথ নাই। কিন্তু চিরকালের মত আমার স্মৃতির উপর একটা দাগ পড়িয়া রহিল।"

"ব্যাপার খানা কি ?"

তখন কার্লাইলের মুখের দিকে আপনার অনুতাপ-সুন্দর মুখখানা তুলিয়া যুবতী হাসিলেন "আমার কথা শুনুন,—এ বিষয়ে, কিছু মনে করিবেন না, মিঃ কার্লাইল্। যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা আর প্রত্যাহার করা যাইবে না।—তাহাকে কিন্তু ভদ্রলোকের মতই দেখায় ?"

"কা' কে ? কেন্ কে ?—ভদ্রবংশেই তা'র জন্ম ; তা'র পিতা একজন ধর্ম্মযাজক ছিলেন। সঙ্গীতে অতিরিক্ত আসক্তিই কেনের সর্ব্বনাশের মূল—এই আসক্তির জন্যই, যা'তে বেশী পয়সা পাওয়া যায়, এমন কোন কাজে সে বসিতে পারে নাই। বাল্যবিবাহও তা'র উন্নতির পথে একটা অন্তরায় হইয়াছিল—তাহাকে অনেকটা নীচের দিকে টানিয়া রাখিয়াছে। —এখনও সে প্রৌঢ় মাত্র।"

"সমস্ত পৃথিবীর বিনিময়েও, মিঃ কার্লাইল্, আমি আপনাদের এই ওয়েষ্টলীনের একজন বলিয়া পরিচিত হইতে রাজী নই ! এই একজন

অনাথ ভদ্রসন্তান দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করিতেছে, আর আপনারা কিনা, তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য, হাতটুকু বাড়াইতেও প্রস্তুত নহেন!"

যুবতীর আবেগাতিশয্য দেখিয়া কার্‌লাইল্ হাসিলেন "আমাদের কেহ কেহও টিকেট কিনিবে, অন্ততঃ আমার কথা আমি বলিতে পারি; কিন্তু সম্মিলনীতে উপস্থিত হওয়া সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিতে পারি না। আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, অতি অল্প লোকই সেখানে যাইবে।"

"তা'ত যাইবেই! কারণ সেখানে গেলেই যে ঠিক তা'র উপকার করা হইবে!—একজনের দেখাদেখি আর একজনও যাইত। বেশ, নাই বা গেল তা'রা। আমি ওয়েষ্টলীনকে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, ইহার পুস্তক হইতে আমি কোন উপদেশ গ্রহণ করি না। আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই আমি সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইব, আর সর্ব্বশেষ গীতটি শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত উঠিয়া আসিব না। ওয়েষ্টলীন্ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু আমি এতটা বড় নই যে, আমি কেনের সম্মিলনীতে যাইতে পারিব না।"

"আপনি অবশ্য যাইবেন বলিয়া মনে করিতেছেন না?"

"নিশ্চয়ই মনে করিতেছি; আর বাবাও আমার সঙ্গে যাইতেছেন। আমি তাঁ'কে রাজী করিয়াছি, এবং যাইব বলিয়া কেনের নিকট আমাদের অভিপ্রায়ও জ্ঞাপন করিয়াছি।"

কার্‌লাইল্ দমিয়া গেলেন—ধীরে ধীরে বলিলেন "বড় সন্তুষ্ট হইলাম।—কেনের পক্ষে ইহা পূর্ণ আশীর্ব্বাদের মত হইবে। যদি একথা একবার রাষ্ট্র হইয়া পড়ে যে, লর্ডমাউণ্টসেভার্ণ ও লেডি ইশাবেল্ সম্মিলনীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতেছেন, তবে সেখানে দাঁড়াইবার স্থানও থাকিবে না!"

হর্ষোৎফুল্ল পাদক্ষেপের সঙ্গে ইশাবেল্‌ যেন নাচিয়া বেড়াইতে লাগিলেন,—"উঃ, তবে লর্ডমাউণ্টসেভার্ণ ও লেডি ইশাবেল্‌ কি উচ্চদরের লোকই না হইবে! যদি আপনার হৃদয়ে এতটুকুও সততা থাকে, তবে, আমি আশা করি মিঃ কার্‌লাইল্‌ যে, আপনিও আমাদের কার্য্যে যোগদান করিবেন।"

হাসিয়া কার্‌লাইল্‌ উত্তর করিলেন "বোধ হইতেছে, করিব।"

"বাবা বলেন যে, ওয়েষ্টলীনে আপনার বেশ আধিপত্য আছে। আপনি যদি একথা প্রচার করিয়া দেন যে, আপনিও যাইতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহাতে অন্য অনেকেও যাইতে প্রবৃত্ত হইবে বলিয়া আমি ভরসা করিতে পারি।"

যুবক বলিলেন,—"আপনারা যে যাইবেন, সেই কথাটিই আমি ঘোষণা করিয়া দিব, এবং তাহাই যথেষ্ট হইবে।—কিন্তু লেডি ইশাবেল, সেখানে দেখিয়া শুনিয়া কোন আমোদ পাইবেন বলিয়া যেন মনে না করেন।"

"একটিমাত্র খঞ্জনীই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। বাবাকেও আমি একথাই বলিয়াছি। গীতবাদ্যের গুণাগুণের কথা আমি ভাবিব না— আমি ভাবিব দুর্ভাগ্য কেনের কথা। আমি জানি মিঃ কার্‌লাইল, যে, ইচ্ছা করিলেই আপনি দয়া প্রকাশ করিতে পারেন; আমি জানি, অন্য কিছু না হইয়া, আপনি দয়ালু হইতেই চাহিবেন!—ঐ যে আপনার মুখেই ইহা লেখা রহিয়াছে। চেষ্টা করিয়া দেখিবেন, কেনের জন্য কিছু করিতে পারেন কি না।"

হৃদয়ের সঙ্গে তিনি উত্তর করিলেন "হাঁ, করিব।"

পরদিবস কার্‌লাইল্‌ অনেক টিকেট বিক্রয় করিলেন অর্থাৎ বিক্রয় করিবার সুবিধা করিয়া দিলেন; দূর দূরান্তরে তিনি এই সম্মিলনীর সুখ্যাতি প্রচার করাইলেন, আর ঘোষণা করিয়া দিলেন যে,

লর্ডমাউণ্টসেভার্ণ এবং তাঁহার দুহিতা,—শেষে আপশোষ করিতে না হয়, এই জন্য, তাঁহারাও এই সম্মিলনীতে উপস্থিত থাকিবেন।

তখন আর চাই কি?—টিকেটের জন্য কেনের কুটীর লোকে লোকারণ্য!

দ্বিপ্রহরে তাহার জলযোগ করিবার অভ্যাস ছিল না; কিন্তু আজ তিনি দুইখানা টিকেট হাতে করিয়া জলযোগার্থ মিস্ কর্ণির সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

অমনি ভগিনী বলিয়া উঠিলেন,—"এ আবার কি?—সম্মিলনীর টিকেট!—নিশ্চয়ই, তুমি কিনিয়া আন নাই আর্কিবল্ড?"—হায়! যদি তিনি জানিতে পারিতেন যে, ইহাই ভ্রাতার সম্মিলনী উপলক্ষ্যে অর্থব্যয়ের প্রকৃত পরিমান নহে!

তথাপি যখন শুনিলেন যে, কার্‌লাইল্ বাস্তবিকই এই টিকেট দু'খানা কিনিয়া আনিয়াছেন, তখন তিনি ক্রোধকম্পিতস্বরে বলিয়া উঠিলেন "তুচ্ছ দুই টুক্‌রা কার্ডবোর্ডের জন্য দশ-দশটি শিলিং ফেলা হইয়াছে? আর্থিক বিষয়ে চিরকালই তুমি বলদ ছিলে, আর্কি,—আর চিরকালই থাকিবে! আঃ, তোমার টাকার থলেটা যদি আমার কাছে থাকিত!"

ধীর-গম্ভীরকণ্ঠে কার্‌লাইল্ উত্তর করিলেন,—"যাহা আমি দিয়াছি কর্ণেলিয়া, তাহাতে আমার কিছু আসিয়া যায় না।—কিন্তু কেনের যে বড় দুরবস্থা! তাহার একপাল ছেলেপেলের কথা একবার ভাবিয়া দেখ দেখি।"

তীব্রস্বরে মিস্ কর্ণি বলিয়া উঠিলেন,—"বাস্‌রে!—আমি কেন ভাবিতে যাইব?—আমার বিবেচনায়, তা'রই এবিষয়ে আগে ভাবা উচিতছিল।—মজা ই ত এই—গরীব লোকগুলার বোঝা-বোঝা ছেলেপেলে হ'বে—আর তা'দের জন্য লোকের দয়া ভিক্ষা ক'রে বেড়াবে!—এতটুকুও লজ্জা-বোধ

করে না!—আমার মতে, টাকার বদলে যদি তারা লোকের নিন্দাতিরস্কার ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, তবেই যেন বেশি মানায়।"

"যাক্‌, এইত টিকেট দু'খানা—খরিদও হইয়াছে, মূল্যও দেওয়া হইয়াছে; কাজেই, ব্যবহারে ও লাগাইতে পারা যায়।—আমার সঙ্গে তুমি যাইবে, কর্ণেলিয়া?"

"হাঁ, তা' বৈ কি?—দিব্য হাঁসের মত, খালি বেঞ্চিগুলার উপর বসিয়া বসিয়া হাঁ করে চারিদিকে তাকাও আর মোম-বাতি গুলি গুনিতে থাক!—বাঃ, সন্ধ্যাটি বেশ আমোদেই কাটিবে যা'হোক!"

"না, না, খালি বেঞ্চির ভয় করিও না! মাউণ্টসেভার্ণরা যাইতেছেন,—সঙ্গে সঙ্গে ওয়েষ্টলীন্‌ও দৌড়িয়েছে।" তারপর, ভগিনীর মস্তকের অপূর্ব্ব-শোভাসম্পাদনকারী, বর্ণনারহিত পদার্থটির দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আমার যতদূর মনে হইতেছে, তাহাতে সেখানে পরিয়া যাইবার মত, বোধ হয় তোমারটু—টুপি আছে; আর যদি না থাকে, তবে একটার অর্ডার দাও।"

কার্‌লাইলের এই অর্থসূচক প্রস্তাবটি মিস্‌ কর্ণিকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। তিনি তীব্র উত্তর করিলেন "কেন, তোমারও কি চুলগুলো কোঁকড়া করিয়া নিলে এবং কোটের পেছন দিক্‌টা সাদা শাটিন দিয়া লাইনিং করিয়া নিলে, ভাল হইত না? টিকেটের জন্য দশ-দশটা শিলিং ব্যয় করিয়া তা'দের ঐ সম্মিলনীর খিঁচুড়িতে যাইবার জন্য আবার একটা নূতন টুপি!—এতদিনে সংসারটা একটা কিছু হইয়া দাঁড়াইবে, দেখিতেছি!"

জলযোগ শেষ হইয়া গেল, কর্ণি তখনো বসিয়া বসিয়া ঘ্যাণ ঘ্যাণ প্যান্‌ প্যান্‌ করিতেছেন—আফিসে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য মিঃ কার্‌লাইল্‌ তাহাকে ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এমন সময় ইশাবেল্‌কে লইয়া লর্ডমাউণ্টসেভার্ণের গাড়ী চলিয়া যাইতেছিল। কার্-

লাইল্‌কে দেখিতে পাইয়া যুবতী গাড়ী থামাইতে বলিলেন। যুবক ত্রস্তপদে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন।

হর্ষোজ্জ্বল দৃষ্টির সঙ্গে যুবতী বলিলেন,—"টিকেটের জন্য আমি নিজেই কেনের ওখানে গিয়াছিলাম—আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল। সে কোথায় থাকে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে গাড়োয়ানকে বলিয়া দিয়াছিলাম; এবং জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া সেও বাহির করিয়াছিল। আমার মনে হইয়াছিল যে, লোকেরা যদি গাড়ী সহিত আমাকে সেখানে দেখিতে পায়, তবে আমি কেন সেখানে আসিয়াছি, তাহা অনুমান করিয়া লইতে তাহাদিগকে আর বেশি কষ্ট করিতে হইবে না—এখন আমি আশা করি যে, কেনের সম্মিলনীটি পুরো মাত্রায়ই জমিবে।"

যুবতীর হস্ত মুক্ত করিতে করিতে কার্‌লাইল্‌ বলিলেন,—"আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি—জমিবেই।" তখন লেডি ইশাবেল্‌ গাড়ী চালাইয়া দিতে সঙ্কেত করিলেন—গাড়ী চলিয়া গেল।

যখন কার্‌লাইল্‌ ফিরিয়া চলিলেন, তখন কর্ণেল বীথেলের ভ্রাতুষ্পুত্র, অট্‌ওয়ে বীথেলের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল। ইহার নিজের কোনো বাড়ী ছিল না, এবং কোনো দিন যে সে, আপনার জন্য বাড়ী করিতে পারিবে, এমত সম্ভাবনাও ছিল না বলিয়া, অনিচ্ছাসত্ত্বেও কর্ণেল্‌, অটওয়েকে আপনার গৃহে স্থানদান করিয়াছিলেন। ভদ্রবংশে জন্ম বলিয়া, অন্যায় করিয়াই, কেহ কেহ তাহাকে ভদ্রলোক বলে—কিন্তু অধিকাংশই তাহাকে 'অকালকুষ্মাণ্ড' বলিয়া মনে করে।—কখনো কখনো এই দুইটি গুণ একসঙ্গেই দেখিতে পাওয়া যায়। যখন কার্‌লাইল্‌ তাহাকে দেখিতে পাইলেন, তখন তাহার পরিধানে মখমলের 'স্যুট্‌' ও হাতে বন্দুক; শিকার বিষয়ে তাহার অসাধারণ আসক্তি ছিল বলিয়া, কদাচিৎ তাহাকে বন্দুক-ছাড়া দেখিতে পাওয়া যাইত। কিন্তু গুজবের কানাকানি যদি সত্য হয়,

তবে, গুলিকরা ব্যতীতও শিকার সংগ্রহের তাহার অন্য অন্য উপায় ছিল। এই শিকারধৃত পশুপক্ষী সে লণ্ডনের ব্যবসাদারদের নিকট পাঠাইত। এই ছয়মাস কাল, কি প্রায় তাহার কাছাকাছি সময়, সে ওয়েষ্টলীনে অনুপস্থিত ছিল।

বিস্ময়ের স্বরে কার্‌লাইল্‌ বলিলেন,—"এই যে!—এত দিন কোথায় লুকাইয়াছিলে?—তোমার বিরহে কর্ণেল যে একেবারে সান্ত্বনার অতীত হইয়া পড়িয়াছিলেন!"

"নাও, নাও আর চালাকি করিতে হইবে না! ফ্রান্স ও জর্ম্মনীটি পায় বেড়াইয়া আসিলাম—সময় সময় মানুষ একটু পরিবর্ত্তন চায় কি না! পূজনীয় কর্ণেলের দুঃখ!—হাঁ, একটা ছয় ফুট লম্বা বাক্সে আমায় পেরেক বিদ্ধ করিয়া রাখিয়া, পায়ের দিক্‌ দিয়া টানিয়া বাহির করিলেও, তিনি অস্থির হইতেছেন না! আমি সব জানি।"

পরিহাসের স্বর ও ভাব পরিত্যাগ করিয়া কার্‌লাইল্‌ বলিলেন,—"তোমায় আমার একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার আছে। হ্যালিজন্‌ যে রাত্রে খুন হয়, সেই রাত্রিটার কথা একবার মনে করিতে পার কি না দেখ দেখি।"

বিরক্ত ভাবে বীথেল বলিল,—"তুমি কর যাইয়া—যাও। সে স্মৃতিটি বড় চিত্তাকর্ষক নয়!"

শান্ত ভাবে কার্‌লাইল্‌ আবার বলিলেন,—"তোমাকেও তা' করিতে হইবে। আদালতের অনুসন্ধানের সময় যদিও ইহা প্রকাশ হয় নাই, তবু কাহারও নিকট আমি শুনিয়াছি যে, সেই কাজটা হইয়া যাইবার মিনিট কয়েক পরেই, বনের মধ্যে, রিচার্ড হেয়ারের সঙ্গে তোমার কোন কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। এখন—"

বাধা দিয়া বীথেল্‌ জিজ্ঞাসা করিল, তোমায় কে বলিয়াছে?"

"সে সম্বন্ধে কোনো কথা নাই। আমি যাহার নিকট শুনিয়াছি, তাহাকে সন্দেহ করিতে পারা যায় না।"

"কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক। ডিক্ হেয়াবের বিরুদ্ধে 'কেস্'টি অধিকতর খারাপ হইয়া দাঁড়ায়, এমন ইচ্ছা ছিল না বলিয়াই, এ সম্বন্ধে আমি কাহাকেও কিছু বলি নাই। উদ্বেগ ও ব্যাকুলতায় প্রাণ যায় যায় হইলে মানুষের যে ভীষণ চেহারা হয়, তেমনি চেহারা লইয়া, বাস্তবিকই সে আমাকে কয়েকটি কথা ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।"

কার্লাইল্ বলিয়া উঠিলেন'—"জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, য়্যাফাইর কোনো নায়ককে—ঐ যে কে একটা থর্ণ নামের লোক—কুঁড়ে হইতে পলাইয়া যাইতে তুমি দেখিয়াছিলে কি না?—কেমন নয় কি?"

"হাঁ, এই মর্ম্মেই বটে।—থর্ণ?—থর্ণ?—খুব বোধ হইতেছে, এই নামটাই সে আমায় বলিয়াছিল। তখন আমি মনে করিয়াছিলাম, হয় রিচার্ড খেপিয়াছে, নয়ত' কোনো অভিনয় করিতেছে!"

"আমার কথার ঠিক ঠিক উত্তর দিবে, এখন আমি এইটি চাই, বীথেল্। এই প্রশ্নে তোমার কোনো রকমেই কোনো ইষ্টানিষ্টের সম্ভাবনা নাই।—আমায় সত্য করিয়া বল, এই থর্ণকে তুমি কুঁড়ে ত্যাগ করিয়া যাইতে দেখিয়াছিলে কি না?"

বীথেল্ মাথা নাড়িল,—"কোনো থর্ণের সম্বন্ধেই আমি কিছু জানি না, এবং রিচার্ড হেয়ার ব্যতীত অন্য কাহাকেও আমি দেখিতে পাই নাই।—তবে, অবশ্যই ডজন খানেক থর্ণ যে আমার অদেখায় কুঁড়ে হইতে দৌড়িয়া যাইতেও না পারিত এমন নহে।"

"তুমি বন্দুকের শব্দ শুনিয়াছিলে?"

"হাঁ, কিন্তু তখন কোনো অশুভ ভাবনা আমার মনে হয় নাই! আমি জানিতাম যে লক্সলি বনের মধ্যেই আছে। তাই প্রথমটায় ভাবিয়াছিলাম

যে, বন্দুকটা হয়ত: সে ই ছুঁড়িয়াছে। তাই, এবিষয়ে কোন কিছু না ভাবিয়া, কুঁড়েটার দিকে যে রাস্তাটি গিয়াছে, তাহা পার হইয়া, বীপরীত দিকে বনের মধ্যে যাইয়া আমি প্রবেশ করিলাম! ইহার একটু পরেই, ভয়ে চমকিয়া বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইলে যেমন দেখিতে হয়, তেমনি ভাবে ছোট রিচার্ড হেয়ার আসিয়া আমার উপর পড়িল, এবং জিজ্ঞাসা করিল যে, থর্ণকে আমি কুঁড়ে ছাড়িয়া যাইতে দেখিয়াছি কি না।—থর্ণ!—হাঁ, হাঁ, ঐ নামই বটে।"

"কিন্তু, বাস্তবিকই কি তুমি দেখিয়াছিলে না?"

"লক্সলিকে বাদ দিলে, রিচার্ড বই আর কাহাকেও আমি দেখি নাই! আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আশে পাশে আর কেহ ছিল না; এখনো আমি সেই বিশ্বাসই করি।"

"কিন্তু রিচার্ড—"

তাহাকে কথা সমাপ্ত করিতে না দিয়া বীথেল্‌ বলিয়া উঠিল,—"ঠিক জানিও, কার্‌লাইল্‌, যতক্ষণ পারিব, ততক্ষণ, এমন কি একটিমাত্র কথা বলিয়াও রিচার্ড হেয়ারের আমি কোনো অনিষ্ট করিব না। তাই, এ বিষয়ে আমাকে লেলাইয়া লইয়াও তোমার কোন লাভ হইবে না।"

কারলাইল্‌ আবার বলিতে লাগিলেন,—"কাহারো, বিশেষতঃ রিচার্ড হেয়ারের, অনিষ্ট করিবার জন্য তোমাকে লেলাইয়া লইয়া যাইতে যদি কাহারো আপত্তি থাকে, ত' সে আমার। আমার অভিপ্রায়, রিচার্ডের অপকার নয়, উপকার করা। যে কারণেই হউক না কেন—তাহাতে বড় বেশি কিছু আসিয়া যায় না—আমার মনে একটা সন্দেহ হইয়াছে যে, রিচার্ড হেয়ার্‌ নয়, অন্য কেহ, এই খুনটা করিয়াছে। এবিষয়ের আঁধার তুমি একটুও দূর করিতে পার না কি?"

"না, আমার মোটেই সাধ্য নাই। আমি সর্ব্বদাই মনে করিতাম যে, হতভাগ্য চঞ্চলচিত্ত রিচার্ড নিজের ব্যতীত আর কাহারো শত্রু নহে। কিন্তু সেই রাত্রিকার ঘটনা সম্বন্ধে কোন আঁধার দূর করার যে কথা—সে আমার সাধ্যের অতীত। আদালতের তদন্তের সময়, তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে দড়ি দিয়াও কেহ আমায় টানিয়া নিতে পারিত না। তাই, আমি যে অকুস্থলে ছিলাম, লক্সলি এই কথাটি না বলাতে আমি ভারি সুখী হইয়াছিলাম। কিন্তু যদি সয়তানের কাজ না হয়, ত' আমি বলিতে পারি না, কেমন করিয়া কথাটা শেষে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। যা'ক্ তা'তে আর বেশি কি হইয়াছে? বিচারে দোষী-নির্দ্দোষী-সাব্যস্তকরণ-বিষয়ে আমার সাক্ষ্য কোন সহায়তাই করে নাই। আচ্ছা, কথাটা যখন জিজ্ঞাসাই করিয়াছ—কেমন করিয়া জানিলে তুমি, যে, রিচার্ড আমাকে ডাকিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল? এ সম্বন্ধে নশ্বর মানুষের কাছেত' কখনো আমি ঠোঁট খুলি নাই!"

কার্‌লাইল্ পুনর্ব্বার বলিলেন,—"আমি কেমন করিয়া জানিয়াছি, সে কথার কোনো মূল্যই নাই। আমি জানি—ইহাই যথেষ্ট। আমার আশা ছিল, তুমি এই থর্ণকে কুঁড়ে হইতে যাইতে দেখিয়াছিলে?"

অট্‌ওয়ে বীথেলে মাথা নাড়িল,—"আমি যদি তুমি হইতাম, কার্‌লাইল্, তবে এই থর্ণের কথায় বড় বেশি গুরুত্ব স্থাপন করিতাম না। রিচার্ড সে রাত্রিতে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল—তখন অস্তিত্বহীন আকার প্রকার দেখা তা'র পক্ষে বড় অসম্ভব ছিল না!"

নবম অধ্যায়।

—৩*৩—

গবাক্ষ সমীপে চামৃচিকা।

যে বৃহস্পতিবারে সম্মিলনীর অধিবেশন হইবার কথা ছিল, তাহার পরবর্ত্তী শনিবারে মাউণ্টসেভার্ণ নিতান্তই ইষ্ট্‌লীন্ ছাড়িয়া যাইবেন বলিয়া সংকল্প করিয়াছিলেন। তদনুসারে প্রস্থানের যোগাড়যন্ত্র সব চলিতেছিল; এমন সময়ে বৃহস্পতিবারের প্রভাত উপস্থিত হইলে, আশঙ্কা হইল যে, এ সকলই বুঝি আবার ব্যর্থ হইতে যাইতেছে! বাড়ীর অধিবাসীদিগকে রাত্রি ভোর হইতে না হইতেই জাগ্রত করান হইয়াছে; ওয়েষ্ট্‌লীন্ হইতে ডাক্তার ওয়েন্ রাইট্‌কে আনিয়া রোগীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত করান হইয়াছে—লর্ডমাউণ্টসেভার্ণ আবার একটি ভীষণ বাতাক্রমণ ভোগ করিতেছেন। ইহাতে তিনি অতিমাত্র উত্তেজিত, বিরক্ত ও কোপনস্বভাব হইয়া পড়িয়াছেন।

খিট্ খিটে ভাবে ইশাবেলের সমক্ষে তিনি বলিলেন "এখন আরো এক সপ্তাহ—একপক্ষ—এক মাসও বাধ্য হইয়া আমাকে এখানে থাকিতে হইতে পারে!"

দুঃখিত ভাবে কন্যা উত্তর করিলেন "কি করিব, বাবা!—তবে, আমি ভরসা করি যে, ইষ্ট্‌লীন্ তোমার নিকট নিতান্ত নিরানন্দ ও নির্জ্জীব বোধ হইতেছে না?"

"নিরানন্দ!—না, তা' নয়। ইষ্ট্‌লীন্ ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা করিবার আমার অন্য কারণ আছে।—এখন ত' আর তুমি সেই মজার সম্মিলনীতে যাইতে পারিবে না?"

ইশাবেলের মুখ লাল হইয়া উঠিল "যা'বো না, বাবা?"

"তাইত!—কে তোমায় লইয়া যাইবে? আমি ত' বিছানা হইতেই উঠিতে পারি না!"

"না, বাবা, আমি সেখানে যাইবই:—নতুবা দেখাইবে যেন, যাহা করিব বলিয়া আমাদের মনে ছিল না, তাহাই করিব বলিয়া রটাইয়া ছিলাম। তুমি ত' জান, বাবা, বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, আমরা যাইয়া ডিউসিদের সঙ্গে মিলিত হইব। এখনোত' সম্মিলনীগৃহের কাছ পর্য্যন্ত আমি গাড়ীতেই যাইতে পারিব—তার পরে তাঁহাদের সঙ্গে আমি ভিতরে যাইব এখন?"

"যেমন তোমার ইচ্ছা। আমি মনে করিয়াছিলাম যে, না যাইয়া পার, এমন কোনো ওজর পাইলে, তুমি তাহা লাফাইয়া ধরিবে।"

ইশাবেল হাসিয়া উঠিলেন "মোটেই না। ওয়েষ্ট্‌লীনের লোকদিগকে আমার দেখাইবার ইচ্ছা আছে যে, আমি কেন্‌কে কি তাহার আহুত সম্মিলনীকে, ঘৃণা করি না।"

অপরাহ্নে লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ এতটা অসুস্থ হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার জীবনসম্বন্ধেই আশঙ্কা হইতে লাগিল। তখন তাঁহার যাতনার বেগ ও তীব্রতা বড় ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে! রোগীর কক্ষ হইতে দূরে দূরে রাখা হইয়াছিল বলিয়া ইশাবেল্‌ এই বিপদের কিছুই জানিতে পারেন নাই। পিতার আর্ত্তনাদও যাইয়া তাঁহার কাণে পৌঁছায় নাই। আনন্দিত মনে, সহাস্য যথেচ্ছচারিতার সঙ্গে, তিনি আপনার বেশভূষা পরিধান করিলেন। যুবতীকর্ত্রীর মনোনীত পরিধেয়টি তাহার পছন্দসই হয় নাই বলিয়া, পরিচারিকা মার্‌ভেল্‌ রুক্ষ বিরক্তির সঙ্গে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সুধু তাঁহার কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। যথেচ্ছভাবে প্রস্তুত হইয়া যুবতী পিতার কক্ষে প্রবেশ করিলেন, "আমি তবে যাই, বাবা?"

লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ তাঁহার স্ফীত নেত্রপল্লব উন্মীলিত করিলেন, যন্ত্রণোৎক্ষিপ্ত মুখ হইতে আবরণ অপসারিত করিলেন। তাঁহার বোধ হইল যেন, তাঁহার সম্মুখে একটী স্বপ্নমূর্ত্তি—প্রকৃত রাণীরমূর্ত্তি—একটি জ্যোতির্ম্ময়ী অপ্সরা,—দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বালিকাকে যে কেমন দেখাইতেছে, তাহা তিনি কিছুতেই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। যুবতী একটি সাদা লেসের পোষাক পরিধান করিয়া ও হীরা জহরতে ভূষিত হইয়া আসিয়াছেন। পোষাকটি মূল্যবান্‌—আর তাঁহার কেশদাম হইতে, তাঁহার মনোরম কণ্ঠদেশ হইতে, তাঁহার সুকোমল বাহুদ্বয় হইতে, হীরকখণ্ড সমূহ জ্বল্‌ জ্বল্‌ জ্বলিতেছে। এতদুপরি, তাঁহার গণ্ডদ্বয় গোলাপ রাগে রঞ্জিত, এবং কুঞ্চিত কেশরাজি স্ফীত ও পৃষ্ঠোপরি দোদুল্যমান। মুগ্ধ বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মাউণ্টসেভার্ণ তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন—শেষে বলিলেন "সামান্য একটা সম্মিলনীতে যাইবার জন্য কেমন করিয়া তুমি এমন সাজিয়াছ?—তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পাইয়াছে, ইশাবেল্‌!"

সানন্দ উত্তর হইল "মার্‌ভেল্‌ ও তাই মনে করিতেছে। কি-কি বাহির করিতে হইবে বলিয়াছি অবধিই তাহাকে ভার-ভার দেখাইতেছে।—বাবা, এ সকলের মধ্যেই আমার একটা উদ্দেশ্য আছে। আমি ভাবিয়াছি কি যে, ওয়েষ্টলীনের লোকদের আমি দেখাইব, আমারবিবেচনায় ঐ দরিদ্র লোকটির কনসার্ট সুধু যাইবার নহে,—পোষাকআষাক পরিয়া যাইবার-উপযুক্তই বটে।"

"ঘর ভরা লোক যে তোমার পানে তাকাইয়া রহিবে!"

"ওঃ, সে সব আমি গ্রাহ্য করি না।—তাকা'ক্‌ না তা'রা, যত ইচ্ছা।—যাক্‌, আমি আসিয়া তোমাকে সব বলিব।"

"দেমাকে মেয়ে কোথাকার!—নিজের পরিতৃপ্তির জন্যই তুমি এমন করিয়া সাজিয়াছ! কিন্তু ইশাবেল্‌, তুমি——ইঃ ইঃ ইঃ, উঃ উঃ উঃ—।"

যাইবার জন্য ইশাবেল্ দাঁড়াইয়াছিলেন—এই ভীষণ আর্ত্তনাদে তিনি চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

“কি ভয়ানক কাম্‌ড়ানি বাছা!—এই সারিয়াছে, তুমি এখন যাইতে পার; কথা বলাই আমাকে বেশি খারাপ করিয়া তোলে।”

গম্ভীর ভাবে যুবতী জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমার সঙ্গে আমিও বাড়ী থাকিব কি বাবা?—ব্যরামের সঙ্গেত’ আর কোনো কথা খাটে না। আমি থাকি তোমার যদি এমন ইচ্ছা হয়, কি থাকিয়া যদি আমি কোনো কাজে লাগিতে পারি, তবে আমায় থাকিতেই দাও, বাবা।”

“না তা’র সম্পূর্ণ বিপরীত। আমার বরং ইচ্ছা যে, তুমি এখানে না থাক। থাকিয়া ত’ তুমি কাজের নাম গন্ধও করিতে পারিবে না। কারণ তোমায় আমি এঘরে বসিতে দিতে পারিব না। যাও বাছা, কার্‌লাইল্‌কে দেখিলে বলিও যে, কাল একবার তাহাকে দেখিতে পাইব বলিয়া আমি আশা করিতেছি।”

এমন সময় মার্‌ভেল্ আসিয়া ম্যাণ্টন নামের একটা লম্বা জামা তাঁহার স্কন্ধোপরি রক্ষা করিল। গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল—যুবতী যাইয়া গাড়ীতে আরোহণ করিলেন।

বাজার-স্থানের উপর যে বিচারালয়টি—তাহার খোস্‌নাম টাউন্‌হল্; এই টাউন্‌হলেই সম্মিলনীটি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। রাগ-রাগিণী আলাপের পক্ষে ঘরটি বেশ প্রশস্ত, এবং স্থান নির্ব্বাচনটি বেশ উপযুক্তই হইয়াছে। এতদপেক্ষা অনেক বড়দরের সহরও, সঙ্গীতালাপের পক্ষে উপযুক্ত এমন একটি স্থানের গর্ব্ব, বড় বেশী করিতে পারে না। অনুষ্ঠানটি যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে, তদ্বিষয়ে দরিদ্র কেন্ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে। ঠিক চতুর্থ শ্রেণীর একটি স্ত্রীলোককে লণ্ডন হইতে আনান হইয়াছে—বাকী যাহারা, তাহারা স্থানীয় লোক।

সমগ্র জগতের বিনিময়েও বার্‌বারা হেয়ার্‌ এই সম্মিলনীতে না আসিয়া ঘরে বসিয়া আপ্‌শোষ করিতে রাজি নহেন; কিন্তু মিসেস্‌ হেয়ারের স্বাস্থ্য কি উৎসাহ কিছুই এপক্ষে অনুকূল নহে। তাই, যাষ্টিশ্‌ ও বার্‌বারা কার্‌লাইল্‌দের সঙ্গে মিলিত হইয়া যাইবেন, এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে। ঠিক যখন যাইয়া কফি তৈয়ারি পাইতে পারিবেন, তখন পিতা ও কন্যা মিস্‌ কর্ণির গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন। গাড়ী ভাড়া করিয়া যাইবার একটু কথা হইতেই মিস্‌ কর্ণি আপত্তি করিয়া বলিলেন "কেন, পায় কি হইয়াছে?—রাত্রিটি ভারি সুন্দর হইয়াছে! আর, দূরত্বও ত তেমন বেশি নয়।"—কার্‌লাইল্‌ সঙ্গে থাকিলে হাটিয়া যাইতেও বার্‌বারার কোনো আপত্তি নাই।

যাইতে যাইতে যুবতী হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন "ব্যাপার খানা কি যে, আজ কাল আমাদের পক্ষে তুমি একেবারে ডুমুড়ের ফুল হইয়া উঠিয়াছ!" —যাষ্টিশ্‌ হেয়ার, মিস্‌ কার্‌লাইল্‌ তাহাদের আগে আগে যাইতেছিলেন।

"ইষ্ট্‌লীনেই আমি বড় বেশি ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছি—মাউণ্টসেভার্ণ সন্ধ্যাবেলাটা বড়ই নিরানন্দ বোধ করেন। তাঁহারা শনিবারে চলিয়া যাইতেছেন; তখন আমার সময় আবার আমারই হইবে।"

"সবাই আশা করিয়াছিলেন যে, গেল রাত্রিতে তুমি পাদ্রীদের বাড়ীতে যাইবে—সমস্তটা সন্ধ্যাই, তুমি আসিবে আসিবে করিয়া আমরা পথের দিকে চাহিয়া ছিলাম।"—যুবতী একবার কার্‌লাইলের মুখের প্রতি ত্বরিৎ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

"সবাই আর আশা করিয়াছিল কেমন করিয়া? আমার বিশ্বাস লিটন্‌ ও লিটন্‌-পত্নী করেন নাই। তা'দের আমি বলিয়া দিয়াছিলাম যে, ইষ্ট্‌লীনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিব বলিয়া আমি আগেই প্রতিশ্রুত হইয়াছি।"

"তাঁ'রা সব বলাবলি করিতেছিল—কেহ কেহ—যে, তুমি যাইয়া একেবারে ইষ্ট্‌লীনে বাসা করিলেও পার। আর, ইষ্ট্‌লীনে কি দেখিয়া যে তুমি এতটা মুগ্ধ হইয়াছ, তাহা লইয়া সকলে বড় বিস্ময় প্রকাশ করিতেছিল। তাহারা বলিয়াছিল"—জোর করিয়া কণ্ঠস্বর শান্ত করিয়া যুবতী বলিতে লাগিলেন, "তাহারা বলিয়াছিল যে ইশাবেল্‌ ভেন্‌ যদি অত বড় সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে না হইতেন, তবে তাহারা মনে করিতে পারিত যে, তাঁ'র জন্যই তুমি সেখানে যাইয়া থাক!"—আরক্তিম মুখে একবার কার্‌লাইলের দিকে কটাক্ষ করিয়া যুবতী হাঁফ্‌ ছাড়িলেন।

কিঞ্চিৎ মাত্রও ক্ষুব্ধ না হইয়া কার্‌লাইল্‌ প্রত্যুত্তর করিলেন "আমার বিষয়ে ইহারা এতটা মন দিতেছেন শুনিয়া আমি বড়ই আপ্যায়িত হইলাম!—সম্ভবতঃ, এ প্রকার মন্তব্যে লেডি ইশাবেল্‌ যতটা আপ্যায়িত বোধ করিতে পারেন, তার চাইতে অনেক বেশি হইয়াছে। তোমার এমন অপদার্থ জিনিষের দোকানদারী দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি, বার্‌বারা!"

স্ফীত বক্ষে বার্‌বারা উত্তর করিলেন "এ সব কথা তা'রা বলিয়াছে,—আমি বলি নাই।—আচ্ছা, দেখ, বাস্তবিক্‌ই লেডি ইশাবেল্‌ এমন চমৎকার গায় নাকি?—তা'দের কথায় বোধ হইতেছিল তা'র গান যেন স্বর্গের!"

কার্‌লাইল্‌ হাসিয়া বলিলেন "তুমি যা' বলিতেছ, কর্ণেলিয়া যেন তা' শুনিতে না পায়।—তবে কিন্তু তোমায় বকুনি খাইতে হইবে—যেমন, তাঁ'র মুখখানা অপ্সরার মত বলিতে যাইয়া আমায় খাইতে হইয়াছিল।"

এবার বার্‌বারা সমগ্র মুখখানা তাহার দিকে ফিরাইলেন—গ্যাসের আলোকে ইহা মড়ামানুষের মুখের মত বিবর্ণ দেখাইতেছিল!—"তুমি কি বাস্তবিকই তা'র মুখ খানা অপ্সরার মত বলিয়াছিলে? তুমি কি তাই মনে কর?"

কার্‌লাইল্‌ হাসিয়া উঠিলেন "আমার বিশ্বাস যে একথা আমি বাস্তবিকই বলিয়াছি, তবে একেবারে শপথ করিয়া বলিতে পারি না। কর্ণেলিয়া যে তাড়াতাড়ি আমায় কামড়াইতে আসিয়াছিল!" শেষে কণ্ঠস্বর নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "রিচার্ডের কাছ থেকে এখনো আমরা কোনো পত্র পাইলাম না যে!"

"না। তুমি আর মা মনে করিতেছ যে, সে পত্র দিবে; কিন্তু আমি বলি যে, দিবে না; কারণ আমি মনে মনে বেশ বুঝিয়াছি যে, সে পত্র লিখিতে ভয় পাইবে। পত্র দিতে অবশ্যই রিচার্ড প্রতিশ্রুত হইয়াছিল; কিন্তু আমি কখনও ভাবি নাই যে, সে তা'র প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবে।"

"খামের উপর আমার নাম লিখিয়া পত্র পাঠাইতে কোন আশঙ্কার কথাই নাই!—একখানা পত্রও পাইলে তোমার মা অনেকটা উপশম ও সান্ত্বনা পাইতে পারিতেন!"

যুবতী বলিতে লাগিলেন "তুমি ত' জানই, সে চিরটা কালই কেমন ভীরু স্বভাবের!—অট্‌ওয়ে বীথেল্‌ দেশে ফিরিয়াছে। তুমি না বলিয়াছিলে আর্কিবল্ড, যে সে বাড়ী আসিলে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে?"

"করিয়াছি—কিন্তু সে কিছুই জানে বলিয়া বোধ হয় না। রিচার্ডের প্রতি তা'র মনের ভাব ভাল বলিয়াই আমার ধারণা হইয়াছে—সে কিন্তু সেই রাত্রিতে থর্ণ কি অন্য কোন অপরিচিত লোক যে বনের ভিতর ছিল, একথায় বিশেষ সন্দেহ করে।"

"এ যে কোন্‌ থর্ণ, সেই ভারি আশ্চর্য্যের কথা—"

সায় দিয়া কার্‌লাইল্‌ বলিলেন "ভারি! সোয়েইন্‌সন্‌ হইতে কোনো তথ্যই বাহির করিতে পারিতেছি না। যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছি, রিচার্ডের বর্ণনা-অনুরূপ ও থর্ণ নামের কোনো লোকই সে সময়ে

সেখানে ছিল না। সময়ে সকলই প্রকাশ হইবে, এখন আমরা সুধু এইটুকু আশা ও ভরসা করিতে পারি।"

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই তাহারা টাউন্ হলে আসিয়া পৌঁছিলেন। প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে একটা চঞ্চল জনসঙ্ঘ আসিয়া জড় হইয়াছে—উচ্চশ্রেণীর লোকেরা ভিতরে যাইতেছে, আর নিম্নশ্রেণীয়েরা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে দেখিতেছে। লর্ড মাউণ্টসেভার্ণের সম্ভ্রান্তগোঁছের গাড়ীখানাকে, অন্যান্যের পথ রুদ্ধ না করিয়া, একটু দূরে দাঁড়করান হইয়াছে। কোচ্‌বাক্সের উপর কোচ্‌ম্যান্ বসিয়া রহিয়াছে—পাউডার-মাখামুখে দুজন অনুচরও তাহার সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষা করিতেছে।

গাড়ীখানা অতিক্রম করিয়া যাইতে যাইতে সবেগে বার্‌বারা বলিয়া উঠিলেন "ঐ যে লেডি ইশাবেল্ ভেন্ বসিয়া রহিয়াছেন্!"

সঙ্গে সঙ্গে কার্‌লাইল্ বলিলেন "ইহার সঙ্গে কথা বলিবার জন্য মিনিট খানেকের মত তোমায় ছাড়িয়া গেলে, আমায় ক্ষমা করিবে ত' বার্‌বারা?"

—কিন্তু সম্মতি কি অসম্মতির জন্য অপেক্ষা না করিয়াই, বার্‌বারাকে তদবস্থায় রাখিয়া, তিনি যাইয়া ইশাবেল্‌কে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইলেন। প্রত্যভিবাদনার্থ যুবতীও তাঁহার দিকে কতকটা আনত হইলেন। তাঁহার কেশরাজির উপর হীরকখণ্ডসমূহ জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠিল। "মিসেস্ ডিউসীর অপেক্ষায় বসিয়া আছি মিঃ কার্‌লাইল্।"

"বাহিরে যে?"

"সেই সাম্‌নের ঘরটিতে যাইয়া একেলাটী বসিয়া থাকিতে ভাল লাগিবে না, তাই এখানেই রহিয়াছি। তাঁ'র গাড়ী আসিয়া পৌঁছিলে আমি নামিব।—আপনি জানেন বোধ হয় যে, তাঁহার সঙ্গেই আমি ভিতরে যাইব?"

"আর লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ ?"

"ওঃ! আপনি শুনেন নাই!—বাবা যে আবার অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন।"

তাঁহার কথার পুনরুক্তি করিয়া কার্‌লাইল্‌ বলিলেন,—"আবার অসুস্থ!"

"হাঁ, ভারি অসুস্থ। এই আজ সকাল পাঁচটায় মিঃ উয়েইন্‌রাইট্‌কে আনিতে পাঠান হইয়াছিল; প্রায় সমস্তটা দিনই তিনি বাবার কাছে কাছে রহিয়াছেন।—বাবা আপনাকে বলিতে বলিয়াছেন যে, আজত' আর নয়, কাল সকালে তিনি একবার আপনাকে দেখিতে চান্তেন।"

কার্‌লাইল আসিয়া আবার বার্‌বারার সঙ্গে মিলিত হইলেন, তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছিলেন এমন সময় সাধারণ লোকদিগকে বিত্রস্ত কিন্তু পরিতুষ্ট করিয়া, আর একখানা সম্ভ্রান্ত-গোঁছের গাড়ী হর্‌ হর্‌ শব্দে আসিয়া হাজির হইল। মস্তক ফিরাইয়া বার্‌বারা দেখিলেন—মাননীয়া মিসেস্‌ ডিউসীর গাড়ী।

ইতিমধ্যে কক্ষটি বেশ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। বাদকদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানের সন্নিকটে, আরও একটু ঊর্দ্ধতর সীমায়, লেডি ইশাবেল, মিসেস্‌ ডিউসী ও তাঁহার কন্যাদ্বয়ের জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছিল; কেন্‌ তাঁহাদিগকে সসম্ভ্রমে যথাস্থানে লইয়া যাইয়া উপবেশন করাইল। তাঁহার মূল্যবান্‌ শ্বেত বসন, চাক্‌-চিক্যশীল হীরকভূষণসমূহ, লম্বমান স্ফীত কুঞ্চিত কুন্তল, সর্ব্বোপরি তাঁহার বিস্ময়োৎপাদক সৌন্দর্য্যসম্ভার লইয়া লেডি ইশাবেল, লর্ডমাউণ্টসেভার্ণের দৃষ্টির নিকট যেমন, দর্শক-বৃন্দের দৃষ্টির নিকটও তেমনই, যেন কোন স্বপ্নদৃষ্ট দেবীমূর্ত্তির মত অকস্মাৎ আসিয়া নয়ন ঝল্‌সাইয়া দাঁড়াইলেন। প্রকৃতিদেবী তাহাদিগের নাসিকা

উর্দ্ধদিকে যতটা আকুঞ্চিত করিয়া দিয়াছিলেন, এখন বাদামিরংএর সিল্ক্‌পরিহিতা, সাদাসিধারকমের রূপসী, ডিউসীকুমারীদ্বয় তদপেক্ষাও বেশি আকুঞ্চিত করিয়া বসিলেন!—আর মিসেস্‌ ডিউসী,—তিনিও একটি স্পষ্টশ্রুত দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন—কন্যাদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "বাছারা, এই হতভাগিনী মাতৃহীনা মেয়েটি বাস্তবিকই দয়ার পাত্র!—কি রকম পোষাকআষাক মানানসই হইতে পারে, তা' যে দেখাইয়া দিবার জন্য ইহার কেহই নাই! এই রকম হাস্যোদ্দীপকভাবে সাজাইয়া দেওয়া—এ নিশ্চয়ই মারভেলের কাজ!"

'সাজান'টি হাস্যোদ্দীপক হউক আর নাই হউক, লেডি ইশাবেল কিন্তু গাঁদা ও সূর্য্যমুখী ফুলের মধ্যে ঠিক পদ্মফুলের মত—বক মধ্যে হংসের মত—দেখাইতেছিলেন। লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ কন্যার দোষ দেখাইতে যাইয়া বলিয়াছিলেন যে, সুধু আত্মন্তরিতার পরিতৃপ্তির জন্যই ইশাবেল্‌ এমনভাবে সাজিয়াছেন, সে কথাটা কি ঠিক?—অসম্ভবও নয়; ধর্ম্ম-প্রচারক মহাত্মা যীশুও কি বলেন নাই যে, কৈশোর এবং যৌবন কেবল গর্ব্বে ভরা?

কর্ণেলীয়া, যাষ্টিশ্‌ হেয়ার এবং বার্‌বারাও বাদকদিগের স্থানের সান্নিধ্যেই আসন পাইয়াছেন—কারণ, ওয়েষ্ট্‌লীনে কর্ণেলিয়াও সম্মানশ্রদ্ধা পাইবারই—অন্যের পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত হইবার মত—ব্যক্তি নহেন। কার্‌-লাইল কিন্তু এখানে আসন গ্রহণ করেন নাই। দরোজা ঘিরিয়া, ভিতরে ও বাহিরে যে সকল ভদ্রলোক আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতেই যেন তিনি বেশি ভাল বোধ করিলেন। এত লোক সমাগম হইয়াছে যে, এখন আর সেখানে দাঁড়াইবার স্থানটুকুও নাই। যেমন পূর্ব্বেই অনুমান ও আশা করা গিয়াছিল, কেনের নাট্যাসরটি ঠিক তেমনই হইয়াছে,—একেবারে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। হতভাগ্য

আজ লেডি ইশাবেল্‌কে পূজা করিতে ও প্রস্তুত—এ সমস্তই যে সেই করুণাময়ীর কৃপায়!

সম্মিলনীর অধিষ্ঠানটি বহুক্ষণব্যাপী হইল—গ্রাম্য অধিষ্ঠান প্রায় এমনই হইয়া থাকে। প্রায় বারো আনা পরিমাণ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় দেখা গেল যে, বৃহত্তম ফুলকফি অপেক্ষা বৃহত্তর, পাউডার-ম্রক্ষিত মস্তকবিশিষ্ট কে একজন, ভদ্রলোকদিগের পশ্চাদস্থ সোপানাবলি আরোহণ করিতেছে। যখন ইহার সমগ্র দেহটি দৃষ্টিগোচর হইল, তখন চিনিতে পারা গেল যে, এই মাথাটা লর্ড মাউণ্টসেভার্ণের অনুচরবর্গের মধ্যে একজনের! রেশ্‌মি মোজা-পরিবেষ্টিত ইহার পায়ের গোঁছা দুইটি, দেখিবার উপযুক্ত দৃশ্য বটে! যাহাদিগের মধ্য দিয়া পথ করিয়া যাইতে হইল, সেই সকল ভদ্রলোকদিগের প্রতি, যেন তাচ্ছিল্যসহকারে, মস্তক অবনত করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিতে করিতে, এই গোঁছা দুইটি যাইয়া অবশেষে ঐক্যতান কক্ষে হাজির হইল, এবং সেইখানে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তখন পাউডারম্রক্ষিত মস্তকটি আপনাকে বামে ও দক্ষিণে ঘূর্ণিত করিতে লাগিল।

এই অনুচরের কণুইয়ের ধাক্কা খাইয়া একজন বিখ্যাত শৃগাল-শিকারী বলিয়া উঠিয়াছিল "বাঃ বলিহারি যাই! ব্যাটাদের কি ধৃষ্টতা!"—কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে এই উদ্দিষ্ট লোকটায় যে বড় বেশি ধৃষ্টতা ছিল, এমন বোধ হইল না, বরং তাহাকে কেমন-এক্‌-রকম হতবুদ্ধি, নিস্তেজ ও উদ্বিগ্নই দেখাইতেছিল।

অকস্মাৎ মিঃ কার্‌লাইলের উপর পতিত হইয়া তাহার চক্ষু দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অমনি সে তাড়াতাড়ি বলিল "ক্ষমা করিবেন, মহাশয়,—আমাদের যুবতী কর্ত্রী যে কোথায় বসিয়াছেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমায় বলিয়া দিবেন কি?"

কার্‌লাইল্‌ উত্তর করিলেন "এই ঘরটির অপর পার্শ্বে—বাদ্যকরদিগের বসিবার স্থানের সন্নিকটে।"

ঠিক কার্‌লাইল্‌কে উদ্দেশ্য করিয়া নয়,—স্বগত ভাবেই যেন, লোকটা বলিতে লাগিল "তবে কেমন করিয়া যে তাঁহার কাছে যাইয়া পৌঁছিব, তাহা ত' বুঝিতে পারিতেছি না। ঘরভরা লোক—ঠেলাঠেলি করিয়া যাওয়াটা আমার ভাল লাগে না।" তারপরে কার্‌লাইল্‌কে অবস্থাটি বুঝাইবার জন্য ভীতিবিজড়িতস্বরে বলিল "আমাদের কর্ত্তার অবস্থা যে ভয়ানক খারাপ!—আর বুঝি বাঁচিবেন না!"

কার্‌লাইলের হৃদয়ে আঘাত লাগিল—তিনি চমকিয়া উঠিলেন; যেন তাহার কথার অর্থ বুঝিতে পারেন নাই, এমন ভাবে পরিচারকের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

লোকটা আরও বুঝাইবার জন্য বলিতে লাগিল "তাঁহার চিৎকার শুনিলে ভয় হয়, মহাশয়। ওয়েইন্‌রাইট এবং ওয়েষ্ট্‌লীনের আর একজন ডাক্তার তাঁহার কাছে কাছেই রহিয়াছেন; আর একজনকেও আনিবার জন্য লিন্‌বড়োতে দ্রুতগামী গাড়ী পাঠান হইয়াছে। আর একটি মুহূর্ত্তও নষ্ট না করিয়া মিসেস্‌ মেসন্‌ আমাদের কর্ত্রীকে বাড়ী লইয়া যাইতে বলিয়া দিয়াছেন। আমরা গাড়ী লইয়া আসিয়াছি—সমস্তটা পথই ওয়েলস্‌ ঘোড়া দুইটাকে ধাপে চালাইয়া আনিয়াছে।"

তখন কার্‌লাইল বলিলেন "দাঁড়াও, আমি তাঁহাকে লইয়া আসিতেছি।" কৃতজ্ঞতারস্বরে লোকটা উত্তর করিল "বলিতে কি মহাশয়, আপনার নিকট আমি চিরঋণী হইয়া থাকিলাম।"

লোকারণ্য ঘরটির মধ্য দিয়া কার্‌লাইলকে অতিকষ্টে রাস্তা করিয়া যাইতে হইল। অনেকেই তাহার দীর্ঘ ও কৃশ শরীরটির দিকে তরবাল-তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল—কারণ, ঠিক সেই সময়ে লণ্ডনাগতা

গায়িকাটি একটি করুণ গীতি গায়িতেছিল। ইহাদের সকলকে উপেক্ষা করিয়া কার্লাইল্ যাইয়া ইশাবেলের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন।

অমনি প্রফুল্লমুখী বলিয়া উঠিলেন "আমি মনে করিয়াছিলাম যে আজ রাত্রিতে আর আপনি আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবেন না।—কেমন ঘরটি চমৎকার হয় নাই! ওঃ, আমি ভারি খুসী হইয়াছি!"

তেমনি প্রফুল্লতার সঙ্গে যুবক উত্তর করিলেন "চমৎকার বলিয়া চমৎকার!"—তারপর গম্ভীর স্বরে বলিলেন "কিন্তু আপনার পিতা তেমন ভাল বোধ করিতেছেন না—আপনার জন্য গাড়ী আসিয়াছে।"

আবেগত্রস্ত ভাবে ইশাবেল্ বলিয়া উঠিলেন "বাবা তেমন ভাল ন'ন!"

"না, সম্পূর্ণ সুস্থ নহেন।—যাই হউক, তাঁহার ইচ্ছা যে আপনি এখন বাড়ী ফিরিয়া যা'ন। অনুগ্রহ করিয়া এই ঘরের ভিতর দিয়া আপনার সঙ্গে সঙ্গে আমায় যাইতে দিবেন কি?"

ইশাবেল্ হাসিয়া উঠিলেন "বাবার আমার কত স্নেহ, কত বিবেচনা! তাঁ'র ভয় হইয়াছে যে, এত লোকের মধ্যে বসিয়া ও এত রাত্রি জাগিয়া আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িব, তাই সময় হইবার আগেই তিনি আমাকে এখান হইতে মুক্ত করিতে চাহিতেছেন। আপনার প্রস্তাবের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ মিঃ কার্লাইল্—কিন্তু শেষ না দেখিয়া আমি যাইব না।"

"না, না, লেডি ইশাবেল্, আপনাকে ফাঁকি দিয়া নেওয়া হইতেছে না, বাস্তবিকই আপনার পিতা বেশি খারাপ হইয়া পড়িয়াছেন।"

কার্লাইলের দৃঢ়তা দেখিয়া, যুবতীর মুখের ভাব গম্ভীর হইয়া উঠিল—কিন্তু তিনি ভয় পাইলেন না, বলিলেন "আচ্ছা, তবে এখনই যাইতেছি; কিন্তু আগে এই গানটি শেষ হউক। অন্য সকলকে বিরক্ত করা ঠিক নয়।"

কিন্তু কার্‌লাইল্ জেদ করিতে লাগিলেন "আমার বিবেচনায় আর এক মুহূর্ত্ত সময়ও নষ্ট করা আপনার উচিত নয়। গানের কথা, কি আর অন্য কাহার ও কথা, আপনি এখন আর মনে স্থান দিবেন না।"

আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, ইশাবেল্ উঠিয়া তখন আপনার বাহু কার্‌লাইলের বাহু মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন, ও একটি ত্রস্ত কথায় মিসেস্ ডিউসীকে ব্যাপার বুঝাইয়া দিলেন। যখন কার্‌লাইল্ তাঁহাকে লইয়া রওনা হইলেন, তখন তাঁহাদের এই আকস্মিক প্রস্থানে বিস্মিত হইয়া, গৃহাভ্যন্তরস্থিত সেই জমাট্ জনতা, যতটা পারিল, তাঁহাদিগকে পথ করিয়া দিতে লাগিল। অনেক চক্ষুই তাঁহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিল, সত্য—কিন্তু কোনোটিই বার্‌বারা হেয়ারের অপেক্ষা অধিকতর আগ্রহ কি ঔৎসুক্যের সঙ্গে যে করিয়াছিল, এমন ত' বোধ হয় না।—ইচ্ছা করিয়া নহে, তাহার মুখ দিয়া, যেন আপনা আপনি, বাহির হইয়া পড়িল "তা'কে নিয়া কোথায় যাইতেছে ?"

মিস্ কর্ণি তীব্র উত্তর করিলেন "আমি জানিব কেমন করিয়া ? সমস্তটা সন্ধ্যাই তুমি উস্‌খুস্ বই আর কিছুই কর নাই, বার্‌বারা! তোমার হইয়াছে কি ?—ঐক্যতানে, মনোযোগ দিয়া শুনিতেই লোকে আসে, কথা বলিতে কি অস্থির ভাবে নড়া চড়া করিতে আসে না!"

পার্শ্বস্থ কক্ষে তাঁহার লম্বা গাত্রাবরণটি ছিল; তাহা আনা হইলে, ইশাবেল্ কার্‌লাইলের সঙ্গে সোপান-শ্রেণী অবতরণ করিতে লাগিলেন। প্রবেশ-দ্বারের খুব নিকটেই গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং কোচ্‌ম্যান্ ও রশ্মি হাতে করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইয়া বসিয়াছিল। অনুচরটি—যেটি উপর তলে গিয়াছিল, সেটি নয়—তাঁহাকে দেখিবা মাত্র গাড়ীর দরোজা ধা করিয়া উন্মুক্ত করিয়া দিল। চাকুরীতে সে নূতন—এখনো তাহার সেই গ্রাম্য সরলতাটি পূর্ণমাত্রায়ই রহিয়াছে। কার্‌লাইলের

বাহু-পাশ হইতে আপনার বাহু বিমুক্ত করিয়া, গাড়ীতে পা দিবার পূর্ব্বে এই লোকটির দিকে চাহিয়া ইশাবেল্‌ মুহূর্ত্তের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবার অবস্থা কি বড় বেশি খারাপ ?"

"ওঃ, খুব কর্ত্তাঠাকুরুণ!—ভয়ানক চিৎকার করিতেছেন!—কিন্তু তা'রা বলে যে কাল সকাল পর্য্যন্ত তিনি বাঁচিবেন।"

তীব্র স্বরে চীৎকার করিয়া, সবেগে তিনি কার্‌লাইলের বাহু জড়াইয়া ধরিলেন—যন্ত্রণার এইরূপ আকস্মিক আঘাতে এই অবলম্বন ব্যতীত যুবতী বোধ হয় দাঁড়াইতেই পারিতেন না! পরুষ ভাবে কার্‌লাইল্‌ লোকটাকে সরাইয়া দিলেন—প্রস্তরবাঁধানো রাস্তাটির উপর ইহাকে সটান্‌ ফেলিয়া দিলে ও বোধ হয় তখন তাহার রাগের জের মিটিত না।

কাঁপিতে কাঁপিতে ইশাবেল্‌ বলিলেন "ওঃ!—মিঃ কার্‌লাইল্‌, কেন আপনি এত কথা আমায় বলেন নাই ?"

"আদরণীয়া লেডি ইশাবেল্‌, এখনো যে আপনাকে এ সব কথা জানান হইল, ইহাতে আমি বড় দুঃখিত হইয়াছি। কিন্তু—শান্ত হউন্‌। আপনি ত' জানেন, মধ্যে মধ্যেই তিনি কেমন [illegible]ক অসুস্থ হইয়া পড়েন। এও বোধ হয় তেমন ধরণেরই আক্রমণ। গাড়ীতে উঠুন। আমি খুব ভরসা করিতেছি, আমরা যাইয়া দেখিব যে, যতটা আশঙ্কা করিতেছি, তাঁ'র আক্রমণ ততটা গুরুতর নহে।"

"আপনিও কি আমার সঙ্গে ইষ্ট্‌লীনে যাইতেছেন ?"

"নিশ্চয়ই, আপনাকে একেলা যাইতে দিতে পারি না।"

তখন কার্‌লাইলের বসিবার জন্য জায়গা করিয়া, ইশাবেল্‌ অপর পার্শ্বে সরিয়া বসিলেন।

"এই অনুগ্রহের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ—কিন্তু, আমি বরং বাহিরেই বসিয়া যাইব।"

"রাত্রিটি যে বড় ঠাণ্ডা ?"

"কৈ ?—না।" দরোজা বন্ধ করিয়া কার্‌লাইল্ যাইয়া কোচ্‌ম্যানের পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। অনুচরটি পশ্চাতে উঠিয়া বসিল, এবং গাড়ীখানা দ্রুত বেগে রওনা হইল। একটি কোণায় জড়-সড় হইয়া বসিয়া, উৎকণ্ঠা ও নৈরাশ্যে ইশাবেল্ জোরে জোরে কাঁদিতে লাগিলেন।

কার্‌লাইল্, ওয়েলস্‌কে বলিলেন "ঘোড়ার মায়া করিও না। যত দেরী হইবে, উদ্বেগে লেডি ইশাবেল্ ততই বেশি কাতর হইয়া পড়িবেন।"

কোচ্‌ম্যান্ প্রত্যুত্তর করিল "আঃ, কি হতভাগিনী মেয়ে! ভোর হইতে না হইতেই সে আরো খারাপ হইয়া পড়িবে!"—তার পরে, এতটা ঘনিষ্টতার ভাব দেখাইবার কারণ প্রদর্শনার্থই যেন, অতি তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল "পনেরোটি বৎসর আমি ইহাদের সংসারে আছি মহাশয়—ছোট্টটি হইতে ইহাকে বড় হইতে দেখিয়াছি।"

"লর্ডের অবস্থা কি বড়ই সঙ্কটাপন্ন ?"

"হাঁ, মহাশয়, বাস্তবিকই তাই। জীবনে বাত্-উদরীর আমি দুইটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি—কয়েকটি মাত্র ঘণ্টার মধ্যেই সে দুই জনেরই সব শেষ হইয়াছিল। রওনা হইয়া আসিবার সময় আমি একটা 'উড়া' কথা শুনিয়া আসিয়াছি—মিঃ ওয়েইন্‌রাইটের নাকি বিশ্বাস যে আক্রমনটি বুক পর্য্যন্ত উঠিতে আর বড় বেশী দেরী নাই।"

আশা আকড়িয়া ধরিয়া, মন্তব্যের ভাবে কার্‌লাইল্ বলিলেন "লর্ড মাউণ্টসেভার্ণের পূর্ব্বকার আক্রমণ গুলিও ত' বড় যন্ত্রণাদায়ক ও আশঙ্কাজনক হইয়াছিল ?"

"হইয়াছিল বটে, কিন্তু এবারকার পালাটি কিছু স্বতন্ত্র রকমের। বিশেষতঃ, সেই চামচিকাগুলি কেবল না হ'ক্ আসে নাই।" শেষের কথা কয়টি সে খুব সংগোপনে বলিল।

অর্থ বুঝিতে না পারিয়া, কার্লাইল্ বলিলেন "চাম্চিকা!"

"হাঁ, চামচিকা।—যম যে নিঃসন্দেহ এবং অতিদ্রুত সে বাড়ীর রাস্তা ধরিয়াছে, এ তাহারই নির্ভুল নিদর্শন!"

এবার ও কার্লাইল্ বুঝিতে পারিলেন না—জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি বলিতেছ, ওয়েল্স্?"

গম্ভীর ভাবে ওয়েল্স্ উত্তর করিল "মহাশয়, যত চাম্চিকা আজ সন্ধ্যাবেলায় বাড়ীটার চতুর্দ্দিকে উড়িয়া বেড়াইয়াছে।—যত নচ্ছার জিনিষ!—চির দিনই আমি এ গুলিকে ঘৃণা করি।"

বৃদ্ধ হইয়া কোচ্ম্যান্টি বোধ হয় চিত্তের স্বাভাবিক দৃঢ়তা রক্ষা করিতে পারিতেছে না—এই প্রকারের একটা অর্দ্ধ-সন্দেহ কার্লাইলের মনে উদিত হইল। দৃঢ় বৃদ্ধের দিকে বঙ্কিম দৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি মন্তব্য করিলেন "রাত্রে চাম্চিকারা উড়িতেই ভাল বাসে—এ যে তা'দের স্বভাব।"

"কিন্তু মহাশয়, কখনো তা'রা মানুষের আশে-পাশে কি জানালার ভিতর দিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে আসে না। এই আজ রাত্রেই, কর্ত্রী-ঠাকুরাণীকে সম্মিলনীতে রাখিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইয়া আমি জোকে বলিলাম 'আবার লাগিবে কি না, গাড়ীটা বাইরেই থাক্; ঘোড়াদুইটাকে সুধু খুলিয়া দাও'। তার পর আমি যখন ভিতরে গেলাম, তখন সকলে আমায় বলিল যে, মিসেস্ মেসন্ লাইব্রেরী ঘরে আমায় ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। আপনি অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কর্ত্তার ঘরে যদি কখনো আবশ্যক হয় তাই, কাছে-কাছে থাকিবার জন্য মিসেস্ এখানে রহিয়াছেন। জুতা মুছিয়া লইয়া লাইব্রেরী ঘরের দরোজায় যাইয়া আমি ঘা দিতেই তিনি বলিলেন 'ভিতরে আস'। যাইয়া দেখিলাম যে, খোলা জানালার কাছে তিনি একেলা দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমি বলিলাম 'আজ্ঞে, আজ

রাত্রিতে আপনি, দেখিতেছি, বড় বাতাস লাগাইতেছেন! আজত' জানালা খুলিয়া রাখিবার মত হাওয়া কিছুতেই নয়!'—কারণ, এখনো ত' দেখিতেছেন, তখন দিব্বি তুষার পড়িতেছিল।"

রাস্তা ও বেড়াগুলির দিকে কার্লাইল্ একবার তড়িদ্দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন।

কোচম্যান্ বলিয়া যাইতে লাগিল "মিসেস্ মেসন্ ডাকিয়া বলিলেন 'আস ওয়েল্স্, এখানে আসিয়া একবার দেখ দেখি'। আমি যাইয়া তাহার পাশে দাঁড়াইলাম, এবং মহাশয় যে দৃশ্য দেখিলাম, জীবনে আর কখনো তাহা দেখি নাই। কুড়িতে কুড়িতে, শতে শতে—মেঘের মত ঝাঁক করিয়া, চাম্চিকা গুলি আসিয়া সোঁ-সোঁ করিয়া জানালার কাছে পড়িতেছে, আর পাথসাট্ মারিতেছে! সোজাসুজি সে গুলি ভিতরে চলিয়া আসিল—পেছনে সরিয়া না গেলে, আমাদের মুখেই আসিয়া লাগিয়াছিল আর কি! পৃথিবীর কোন্ জায়গা হইতে যে তা'রা আসিয়াছে তা' আমি ভাবিয়াই ঠিক করিতে পারিলাম না! মিনিট্ খানেক ত' হইয়াছে মাত্র যে, আমি ভিতরে আসিয়াছি, তার আগে বাইরে ত' আমি একটিও দেখিতে পাই নাই!—মিসেস্ মেসন্, আস্তে নয়, বেশ জোরে জোরেই, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'ইহার অর্থ কি ওয়েল্স্? চাম্চিকা গুলি যেন আজ রাত্রিতে বড় উশৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে! বড় ভয় পাইয়া জানালা খুলিয়া আমি ইহাদিগকে দেখিতেছিলাম। এমন ঝাক্ভরা আর কখনো তুমি তা'দের দেখিয়াছ?'—আমি বলিলাম 'আজ্ঞে না।—এত কাছেও দেখি নাই, আর দেখিতেও ইচ্ছা করি না, কারণ ইহার ফল ভাল হয় না। এদের এরূপ ভাবে আসাটা একটা পূর্ব্বাভাষ মাত্র!' আমার কথা শুনিয়া মিসেস্ একেবারে হাসিয়া কুট্পাট্ হইলেন—যারা 'পূর্ব্বাভাষ, লক্ষণ, স্বপ্ন' ইত্যাদি লইয়া ঠাট্টাবিদ্রূপ করিয়া থাকে, ইনিও

তা'দেরই একজন কি না! আপনি, বোধ হয়, জানিতে পারেন যে, মিসেস্ মেসন্ একজন লেখাপড়াজানা মেয়ে মানুষ, কয়েকবৎসর আগে লেডি ইশাবেল্‌কে লেখাপড়া শিখাইতেন।—এই লেখাপড়াজানা লোকদের আর কিছুতেই বিশ্বাস হয় না!"

মস্তক নাড়িয়া কার্‌লাইল্ সায় দিলেন।

ওয়েল্‌স্ আবার বলিতে লাগিল, "কতকটা পরিহাসের স্বরে মিসেস্ আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন" 'এ কিসের আভাষ ওয়েলস্?' 'আমি বলিলাম 'মিসেস্ মেসন্—মহাশয়া—আমার মনে পড়ে না যে, চামচিকাদের আর কখনো আমি এমন দল বাঁধিয়া দেখা দিতে দেখিয়াছি; কিন্তু আমি শুনিয়াছি—এতবার যে তা'র সীমা সংখ্যা নাই—অনেকেই জানে, যে, তা'রা এমন করিয়া থাকে, এবং যম যে একেবারে বাড়ীর দরোজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহা তাহারই নিশ্চিত পূর্ব্বাভাষ। নিঃসন্দেহ, আমাদের কর্ত্তার কথা মনে করিয়াই মিসেস্ মেসন্ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন 'না, না, আমি আশা করি যে, এবাড়ীর দরোজায় যম আসে নাই!' এবং জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু সেই নচ্ছার জিনিষগুলি তখনো পাখ্‌সাট মারিতে লাগিল!—তারপরে যে কাজের জন্য তিনি আমায় ডাকিয়াছিলেন, মিসেস্ মেসন্ সেই কথা পারিলেন। সম্ভবতঃ তিনটি মিনিট মাত্র তিনি আমার সঙ্গে কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার কথা শেষ হইলে, আবার আমি জানালার দিকে ফিরিলাম—কিন্তু তখন আর একটি চাম্‌চিকাও সেখানে নাই! সেই পলক পরিমাণ সময়ের মধ্যেই সে গুলি সব চলিয়া গিয়াছে—সব অন্তর্ধান হইয়াছে! উচ্চ স্বরে মিসেস্ মেসন্ জিজ্ঞাসা করিলেন 'ও কি! কোথায় গেল?' আমি ও জানালা খুলিয়া উপরে নীচে তাকাইয়া দেখিলাম—কোথাও কিছু নাই! তা'রা পরিষ্কার চলিয়া গিয়াছে। এখন যেমন, আকাশ ও বাতাস তখন তেমন পরিষ্কার হইয়াছে।"

আতমাত্র অবিশ্বাসী হাসির সঙ্গে কার্‌লাইল মন্তব্য করিলেন "হয়ত, আর কাহারও জানালায় পাখ্‌সাট মারিতে গিয়া থাকিবে!"

তাঁহার হাসি ও কথায় লক্ষ্য না করিয়া বৃদ্ধ আপন বক্তব্য বলিয়া যাইতে লাগিল "ইহার কিছুকাল পরেই, মহাশয়, বাড়ীময় একটা গণ্ডগোল উঠিল। লর্ড বাহাদুর প্রাণান্তকর যাতনায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন; মিঃ ওয়েইন্‌রাইট বলিলেন—আমাদের চাকর-বাকরদের ঘরে কথাটা এভাবেই গিয়াছিল—যে, বাতের আক্রমণটা পাকস্থলী পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, এবং সম্ভবতঃ শীঘ্রই বুক পর্য্যন্ত যাইয়া পৌঁছিবে। তখন, তীরবেগে ঘোড়া চালাইয়া ভেনিস্ লিন্‌বড়ো চলিয়া গেল, আর মাটি ফাটান গোঁছে গাড়ী হাঁকাইয়া আমরা কর্ত্রীকে নিতে আসিয়াছি।"

কার্‌লাইল্ মন্তব্য করিলেন "দেখ, ওয়েলস্ তোমাদের ওই চাম্‌চিকা এবং বাত সত্ত্বেও আমি আশা করি যে, লর্ড এ যাত্রাও রক্ষা পাইবেন।"

কোচম্যান্ মাথা নাড়িল, এবং তড়িদ্বেগে ঘোড়া দুইটিকে ঘুরাইয়া লইয়া কশাঘাতে বাড়ীর সদর দরজার মধ্য দিয়া গাড়ী চালাইয়া দিল।

গৃহকর্ত্রী মিসেস্ মেসন্ লেডি ইশাবেলের অপেক্ষায় হলের দরজার নিকট অপেক্ষা করিতেছিলেন। মিঃ কার্‌লাইলের সহায়তায় গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া ও তাহার বাহুর উপর ভর দিয়া যুবতী সিঁড়ি বাহিয়া দ্বিতলে আরোহন করিলেন।

জিজ্ঞাসা করিতে আর তাঁহার সাহসে কুলাইতেছে না!—কিন্তু প্রাণে যে বড় যন্ত্রণা!—হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন "বাবা আগের চাইতে ভাল আছেন কি? তাঁর ঘরে আমি একবার যাইতে পারি কি?"

হাঁ, লর্ড মাউণ্ট সেভার্ণ পূর্ব্বাপেক্ষা ভালই আছেন—ভাল বলি এই জন্য যে, এখন তিনি নিস্পন্দ ও অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। ইশাবেল্

ত্রস্তপদে পিতার ঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন। গৃহকর্ত্রীকে অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া কার্‌লাইল জিজ্ঞাসা করিলেন "কোনো আশা আছে কি?"

"বিন্দুমাত্রও নেই, মহাশয়!—তিনি এখন মুমুর্ষ!"

লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ কাহাকেও চিনিতে পারিতেছিলেন না! তখনকার মত তাঁহার যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে, এবং শান্তভাবে তিনি বিছানায় পড়িয়া রহিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার মুখের উপর মৃত্যুর ছায়া সুস্পষ্ট অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে! মুখ দেখিয়া ইশাবেল্ ভীত-চমকিত হইয়া উঠিলেন ঃ কিন্তু আর্ত্তনাদ কি চিৎকার করিয়া কাঁদিলেন না—স্থির দাঁড়াইয়া রহিলেন; কেবল রহিয়া-রহিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইয়া উঠিতেছিল; ডাক্তার ওয়েইন্‌রাইট সেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন; অতি মৃদুস্বরে যুবতী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবা শীঘ্র ভাল হইয়া উঠিবেন ত!"

ডাক্তার একবার কাশিলেন—বলিলেন "ভাল?—আমরা অবশ্য আশা করি যে, তিনি—তিনি—"

তাঁর মুখখানা অমন্ দেখাইতেছে কেন? একেবারে যে বিবর্ণ! রক্তের যে লেশও নাই! আর ত' কখনো কাহাকে আমি এমন দেখি নাই!"

"আজ্ঞে, এতক্ষণ বড় যন্ত্রণা পাইয়াছেন কিনা!—মুখের উপর আপনার ছাপ না রাখিয়া যাতনা যে কখনই যায় না।"

ইতিমধ্যে মিঃ কার্‌লাইল্ ভিতরে আসিয়া ডাক্তারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছেন এবং একবার বাহিরে লইয়া যাইবার জন্য তাহার বাহুস্পর্শ করিলেন। মাউণ্টসেভার্ণের মুখের ভাব তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন ও তাহার ভাল বোধ হইতেছে না। তাই ডাক্তারকে তথ্য জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিলেন। কার্‌লাইল্‌কে কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া যাইতে দেখিয়া লেডি ইশাবেল্ সংকেত করিয়া তাহাকে দাঁড়াইতে বলিলেন।—

"মিঃ কার্‌লাইল আপনি যেন এখনই চলিয়া যাইবেন না। বাবা যখন জাগিবেন তখন আপনাকে দেখিতে পাইলে তাঁহার মনে আনন্দ হইতে পারে! তিনি আপনাকে বড় বেশি পছন্দ করেন।"

"না লেডি ইশাবেল্‌, আমি এখনই যাইতেছি না—একথা আমি মনেও ভাবি নাই!"

যথা সময়ে—কিন্তু বোধ হইল যেন দীর্ঘ একটি যুগ পরে—লীন্‌বড়ো হইতে চিকিৎসকেরা আসিয়া পৌঁছিলেন—তিন তিন জন। চাকরটা মনে করিয়াছে যে, যত ডাক্তারই কেন সে লইয়া না যায়, একটিও আজ অতি-রিক্ত মনে হইবে না! ইহারা আসিয়া যে দৃশ্য দেখিলেন তাহা অদ্ভুত!—ভূতবৎ ভীষনছবি রোগী প্রস্থান-ব্যস্ত আত্মার সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া এখন আবার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন; আর নয়ন,-ঝল্‌সানো বসন পরিয়া, দীপ্তিমান রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া যুবতী কন্যা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিতেছেন! কিন্তু বিনা আয়াসেই তাহারা এই বিসদৃশ অবস্থাটির মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া লইলেন—কোনো আমোদ-প্রমোদের দৃশ্য হইতে অকস্মাৎ এই যুবতীকে ডাকিয়া আনা হইয়াছে।

লর্ড মাউণ্টসেভার্ণকে পরীক্ষা করিবার জন্য, তাঁহারা আনত হইলেন, নাড়ি ধরিলেন, বক্ষস্থল স্পর্শ করিলেন,—এবং মিঃ ওরেইন্‌রাইটের সঙ্গে কয়েকটি অস্পষ্ট কথার বিনিময় করিলেন। ইহাদিগের জন্য স্থান করিতে যাইয়া ইশাবেল্‌ কতকটা পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন সত্য—কিন্তু তাঁহার উদ্বিগ্ন চক্ষুর্দ্বয় ইহাদের প্রত্যেকটি কার্য্য-কলাপেরই অনুসরণ করিতেছে। ডাক্তারদের পরীক্ষা কার্য্য শেষ হইয়া গেল: কিন্তু তাহারা যে ইহাঁকে লক্ষ্য করিয়াছেন, এমন বোধ হইল না। তাই তিনি অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনারা ইহার কিছু করিতে পারিবেন কি? ইনি সারিয়া উঠিবেন ত?"

প্রশ্ন শুনিয়া সকলেই তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন—কিন্তু একজনমাত্র উত্তর করিলেন—উত্তরটি ফাঁকি দেওয়া গোঁছের হইল।

জ্বরসুলভ অসহিষ্ণুতায় সঙ্গে ইশাবেল্ আবার অনুনয় করিয়া বলিলেন "আমায় ফাঁকি দিবেন না—দোহাই আপনাদের, আমায় সব খুলিয়া বলুন। আপনারা কি আমায় চিনিতে পারেন নাই?—আমিই ইঁহার একমাত্র সন্তান,—এখানে আমি সম্পূর্ণ একেলাটি!"

ইঁহাকে কক্ষ হইতে অপসারিত করাই সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে; ডাক্তারদের আর বুঝিতে বাকি নাই যে, মহাপরিবর্ত্তনটি অতিদ্রুত অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। মহাপ্রস্থানের মুহূর্ত্তে দেহও আত্মার তাড়না অনেক সময়ই সংগ্রামব্যপারের মত ভীষন হইয়া থাকে; এ ক্ষেত্রে ও যদি তাই হয়?—সে যে লেডি ইশাবেলের দেখিবার মত দৃশ্য নয়!

কিন্তু, তাহাদের কথার আভাষে যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাহাদের মতে সেখান হইতে তাঁহার চলিয়া যাওয়া উচিত, তখন তিনি একটি পদও নড়িলেন না—বরং পিতার উপাধানের উপর মস্তক বিন্যস্ত করিয়া আকুল নৈরাশ্যে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন!

তখন প্রায় ক্রুদ্ধভাবেই চিকিৎসকদের মধ্যে একজন চিৎকার করিয়া উঠিলেন "এই ঘর হইতে ইঁহাকে সরানো চাই—ই।" তারপরে হঠাৎ মিসেস্ মেসনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন "বাড়ীতে কি আত্মীয়স্বজন কেহ নাই—এমন কেহ নাই, যিনি এই যুবতীর উপর আধিপত্য করিতে পারেন?"

গৃহকর্ত্রী গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর করিলেন "সংসারেই ইঁহার কোনো আত্মীয়স্বজন নাই বলিলেও চলে!—অন্ততঃ, ঘনিষ্ট আত্মীয় একটিও নাই! আবার, ভাগ্যদোষে, এ সময়ে আমরা সম্পূর্ণ একেলা পড়িয়াছি!"

মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ অধিকতর অধীর হইয়া উঠিতেছেন। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া কার্‌লাইল্‌ ইশাবেলের নিকট অগ্রসর হইয়া বলিলেন "আপনার বাবা নীরোগ হইয়া উঠেন, এজন্য আপনি যতটা উদ্বিগ্ন ও ব্যস্ত, আমরাও ততটা—"

বাধা দিয়া তিরস্কারের স্বরে যুবতী বলিয়া উঠিলেন "ততটা!"

অপ্রস্তুত না হইয়া কার্‌লাইল আবার বলিলেন "আমার কথার অর্থ অবশ্যই আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন। একথা খুবই সত্য যে, আপনার তুলনায় আমাদের উদ্বেগ কিছুই নয়।"

"কিছুই নয়—কিছুই নয়!—আমার বুক, বুঝি বা ভাঙ্গিয়া যাইবে!"

"আমায় ক্ষমা করিবেন।—তাঁহার চিকিৎসকদের ইচ্ছায় বাধা দেওয়া আপনার উচিত নয়। কতকটা সময় তাহারা ইহাঁকে লইয়া একা থাকিতে চাহেন।—এদিকে কথায় কথায় কেবল সময়ই নষ্ট হইতেছে।"

যুবতী উঠিয়া দাঁড়াইলেন—কথাগুলির ভাব গ্রহণ করিবার জন্যই যেন সজোরে ভ্রূমধ্যস্থল চাপিয়া ধরিলেন; তারপরে, ডাক্তারদিগকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার ঘর ছাড়িয়া যাওয়া কি বাস্তবিকই আবশ্যক—আমার বাবার ভাল হইবার জন্য আবশ্যক?"

"আজ্ঞে, আবশ্যক—অনুপেক্ষণীয়রূপে প্রয়োজনীয়।"

আর মুখব্যাদানটিও না করিয়া যুবতী কক্ষ ত্যাগ করিলেন; এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালে যেখানে চর্ম্মচটিকাগুলি দল বাঁধিয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, সেই দিক্‌কার লাইব্রেরী ঘরে যাইয়া প্রবেশ করিলেন।

বৃহৎ চুল্লীটিতে দাউ-দাউ করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছিল; উপরস্থ কারু-কার্য্যবিশিষ্ট তাকটির উপর কপাল ও হস্ত সংন্যস্ত করিয়া, ঈষদানত ভাবে লেডি ইশাবেল্‌ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কাহারও পদ-শব্দ তাঁহার কাণে গেল; মুখ না তুলিয়াই, তিনি ডাকিলেন "মিঃ কার্‌লাইল?"

কার্‌লাইল তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন—উত্তর করিলেন "এই যে আমি। কি করিতে হইবে বলুন।"

"দেখিতে পাইতেছেন, আপনাদের কথামতই আমি চলিয়া আসিয়াছি। যতক্ষণ আবার না আমি সেখানে যাইতে পারিব, ততক্ষণ—অনবরত—আপনি আসিয়া আমায় বলিয়া যাইবেন কি, বাবা কেমন থাকেন?"

"অবশ্য যাইব।"

কার্‌লাইল কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেলে, মারভেল্‌ আসিয়া প্রবেশ করিল—ঠিক যেন পাইলে ভর করিয়া একখানা জাহাজ আসিয়া উপস্থিত হইল!—সম্ভ্রান্ত মহিলাদের উপযুক্ত সহচরীই বটে!

"আপনি কি এখন পোষাক বদ্‌লাইবেন?"

না, লেডি ইশাবেল্‌ এখন এমন কোন কাজ করিতে প্রস্তুত নহেন—বলিলেন "হয়তঃ, যাই পোষাক খুলিয়া ফেলিয়াছি, অমনি বাবার কাছে যাইবার জন্য আমার ডাক পড়িবে?"

"কিন্তু, ঠাকুরাণী, বড় যে বেশি বিসদৃশ!—আজ রাত্রিকার ঘটনার মত ঘটনার সঙ্গে এই জ্যাঁকালো পোষাকটা—"

"বিসদৃশ?—তাহাতে কি আসিয়া যায়? কে এখন আমার কাপড়-চোপড়ের কথা ভাবিতে বসিয়াছে!"

—কিন্তু ক্রমে ক্রমে মিসেস্‌ মেসন্‌ গহনাগুলি সব খুলিয়া ফেলিলেন এবং, তখনো লেডি ইশাবেল্‌ কাঁপিতেছেন দেখিয়া, তাঁহার গ্রীবা ও বাহুর উপর একখানা গরম শাল ফেলিয়া দিলেন।

কিয়ৎকাল পরে ডাক্তার কয়জন চলিয়া গেলেন—সুধু মিঃ ওয়েইন্‌রাইট্‌ রহিলেন:—এজগতে লর্ড মাউণ্টসেভার্ণের জন্য করিবার মত আর

কিছুই নাই। মৃত্যুর দৃশ্যটি বড় ভীষণ, বড় দীর্ঘস্থায়ী হইয়া পড়িয়াছে। শরীরের কি মনের—তাহারা ঠিক করিতে পারিলেন না,—লর্ডবাহাদুর আবার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। যাতনা বলিয়া যাতনা! প্রাণান্তকর, আর্ত্তনাদাকুল, হাড়-মোচ্‌ড়ানো যন্ত্রণা!—জানিনা, ঠিক বলিতে পারিনা, মন্দব্যয়িত জীবনের ফলে মৃত্যু-শয্যাটি এমন ভীষণই হইয়া থাকে কিনা!

রজনী প্রভাত হইবার একটু পূর্ব্ব হইতেই লেডি ইশাবেল বড় উত্তেজিত, বড় বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছেন। প্রকৃত ব্যাপারের তীব্রতা মন্দীভূত করিয়া, কার্‌লাইল্‌ সমস্তটি রাত্রি ভরিয়া, তাঁহাকে রোগীর ঘর হইতে অবিরাম সংবাদ আনিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে যুবতীর প্রাণে শান্তি আসিবে কেন?—তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, কেন রোগীর—তাঁহার পিতার—ঘর হইতে তাঁহাকে দূরে রাখা আবশ্যক?—শেষে একবার যাইবার চেষ্টা করিতে যাইয়া কার্‌লাইলের সঙ্গে তাঁহার প্রায় একটা যুদ্ধই হইয়া গিয়াছে।

সুধু আত্মাভিমানই তাঁহাকে দীর্ঘনিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া রাখিতে সমর্থ করিয়াছে; কিন্তু তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করা নিষ্ঠুরতার কাজ! এখানে আবদ্ধ থাকিয়া আজিকার একটি মাত্র রাত্রি আমার নিকট দশটির সমান দীর্ঘ বোধ হইয়াছে। আপনার পিতার আসন্ন সময়ে, আপনাকে কি কেহ দূরে দূরে রাখিয়াছিল?"

ধীরে ধীরে কার্‌লাইল উত্তর করিলেন "আপনি স্ত্রীলোক, তাহাতে আবার সংসারানভিজ্ঞা বালিকামাত্র। আপনাকে যেখানে যাইতে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়, সেখানে কঠোর মন্দানুভব-শক্তি পুরুষ অনায়াসেই যাইতে পারে।"

"আপনি ত কঠোর নহেন—আপনার প্রাণত' স্নেহমমতার অতীত নয়?"

"আমি পুরুষের সাধারণ প্রকৃতির কথা বলিতেছিলাম।"

হঠাৎ লেডি ইশাবেল্ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন "আমি আমার নিজের দায়ীত্বেই কাজ করিব।"—তারপর তাড়াতাড়ি বলিলেন "আপনার সদয় ব্যবহারে আমি প্রীতি হইয়াছি, সন্দেহ নাই—কিন্তু আমার বাবার নিকট হইতে আমাকে দূরে রাখিবার প্রকৃতই আপনার কোন অধিকার নাই।—আমি তাঁহার নিকট চলিলাম।"

পৃষ্ঠদেশ দিয়া কপাট চাপিয়া ধরিয়া, কার্লাইল্ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তাহার মুখ গম্ভীর—করুণাপূর্ণ; গভীরতম সহানুভূতি ও স্নেহপ্রবণতার সঙ্গে ইশাবেলের মুখের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন "আদরণীয়া লেডি ইশাবেল্, আমায় মাফ্ করুন—আপনাকে আমি যাইতে দিতে পারি না।"

নিরুপায় বালিকা স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন: ধীরে ধীরে কার্লাইল্ আবার তাঁহাকে অগ্নিস্থানের নিকট লইয়া গেলেন। তখন ইশাবেল্ অকস্মাৎ ভীষণ বেগে অশ্রুবর্ষণ ও দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

"বাবা আমার কত স্নেহময়!—তাঁকে ছাড়া যে এ বিশ্বসংসারে আর আমার কেহ নাই!"

তেমনি ব্যাকুলতার সঙ্গে, তেমনি আবেগ-গদগদকণ্ঠে কার্লাইল্ বলিতে লাগিলেন "জানি—আমি সব জানি! আপনি যে যাতনা ভোগ করিতেছেন, আপনার হইয়া আমিও সে সবই ভোগ করিতেছি। ইচ্ছাটির জন্য আমি অপরাধী হইতে পারি, কিন্তু এই রাত্রে অন্ততঃ বিশটিবারও আমার মনে হইয়াছে, আপনি যদি আমার ভগিনী হইতেন!—তবেত

বেশি স্বাধীন ভাবে সহানুভূতি দেখাইতে পারিতাম, অধিকতর স্বাধীনতার সঙ্গে আপনাকে সান্ত্বনা দিতে পারিতাম!"

"বলুন তবে, কেন আমাকে দূরে দূরে রাখা হইতেছে? আমায় যদি যথেষ্ট কারণ দেখাইতে পারেন, আমি তবে যুক্তি শুনিব ও আপনার কথা মান্য করিয়া চলিব।—কিন্তু আমি যে যাইয়া তাঁহার যন্ত্রণা বাড়াইব, এ কথা আর বলিবেন না, ইহা ঠিক নয়।"

"তিনি এত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন যে, আপনি তাহা দেখিতে পারিবেন না। তাঁহার উপসর্গসমূহ বড় যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। উপদেশ উপেক্ষা করিয়া সেখানে গেলে, সমস্তটা পর-জীবনই ইহার জন্য আপনাকে অনুতাপ করিতে হইবে!"

"তবে কি বাবার আমার আসন্নকাল উপস্থিত?"

কার্‌লাইল্ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন—ডাক্তারদের মত তাহারও কি ছলনা করা উচিত?—তাহার মনে একটা প্রবল ভাব জাগ্রত হইয়া উঠিল যে, না, এরূপ ছলনা করা তাহার পক্ষে ঠিক হইবে না।

আবার যুবতী বলিলেন "আপনি আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করিবেন না বলিয়া, আমি ভরসা করিতেছি।"

"আমার আশঙ্কা হইতেছে, আমি বিশ্বাস করি—আপনার ভয় নিতান্ত মিথ্যা নহে।"

ইশাবেল্ উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বিদ্যুদ্বেগে একটা আকস্মিক্ ভয়ের ভাব তাঁহার মনের উপর দিয়া চলিয়া গেল, ও কার্‌লাইলের বাহু আকড়িয়া ধরিয়া তিনি বলিলেন "আপনি আমায় ফাকি দিতেছেন—বাবা মারা গিয়াছেন!"

"না, লেডি ইশাবেল্, আমি ফাকি দিতেছি না। তিনি মারা যা'ন নাই, ঠিকই; তবে— সম্ভবতঃ আর বড় দেরী নাই!"

সোফার উপরস্থ উপাধানে মুখ লুকাইয়া যুবতী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন "এ জন্মের মত আমায় ফেলিয়া যাইতেছেন—এ জন্মের মত! হায়! মিঃ কার্‌লাইল্‌, একটি মিনিটের জন্যও তাঁ'কে আমায় দেখিতে দিন্‌—মাত্র একটি চির-বিদায়ের কথার জন্য!—একবার আমার জন্য এই চেষ্টাটুকু করিবেন না কি?"

কার্‌লাইল্‌ বুঝিলেন, কেমন আশাহীন প্রার্থনা,—তথাপি একবার যাইয়া দেখিয়া আসিবার জন্য ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন "আমি যাইয়া দেখিয়া আসিতেছি,—কিন্তু আপনি এখানে চুপ্‌ করিয়া বসিয়া থাকিবেন—আসিবেন না যেন।"

সম্মতভাবে লেডি ইশাবেল্‌ মস্তক অবনত করিলেন ও দরজা বন্ধ করিয়া কার্‌লাইল্‌ বাহির হইয়া গেলেন—আপনার ভগিনী হইলে, সম্ভবতঃ ইশাবেল্‌কে তিনি তালাচাবিবন্ধ করিয়া রাখিয়াই যাইতেন!—রুগ্ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াই তিনি বাহির হইয়া আসিলেন।

কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে গমনাগমনের জন্য 'করিডোর'নামক যে অপ্রশস্ত সাধারণ রাস্তাটি, সেখানে মিসেস্‌ মেসনের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল; বলিলেন "সব শেষ হইয়া গিয়াছে। মিঃ ওয়েইন্‌রাইট্‌ আপনাকে ডাকিতেছেন।"

ইশাবেল্‌ অবনত মস্তকে বসিয়াছিলেন; তাহার পদ-শব্দে চমকিয়া চাহিয়া আকুলভাবে বলিলেন "এত শীঘ্রই যে আপনি ফিরিয়া আসিলেন! আমি যাইতে পারি কি?"

বক্তব্য বলিতে যাইয়া কার্‌লাইলের মন বড় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে; তিনি বসিয়া পড়িলেন—ইশাবেলের হাত ধরিয়া গভীর আবেগাকুল কণ্ঠে বলিলেন "আপনাকে সান্ত্বনা দান করিবার শক্তি যদি আমার থাকিত!—"

শুনিয়াই, কক্ষান্তরস্থিত অপর কাহারও রক্তহীন মুখের মত ইশাবেলের মুখখানাও ভূতবৎ বিবর্ণ হইয়া পড়িল! হাঁফ্‌ ছাড়িয়া তিনি বলিলেন "আর কেন?—চূড়ান্ত কথাটাই আমায় বলিয়া ফেলুন।"

"সেই চূড়ান্ত বলাব্যতীত আর আমার বলিবার কিছুই নাই!—আদরণীয়া লেডি ইশাবেল্‌, ভগবান্‌ আপনার মনে বল দান করুন!"

স্বকীয় মুখমণ্ডল ও তদুপরি অঙ্কিত দারুণ যন্ত্রণার ছবিটি কার্‌লাইলের নিকট হইতে প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য লেডি ইশাবেল্‌ অপরদিকে ফিরিয়া বসিলেন,—কেবল আপনার নৈরাশ্য-গাথা প্রকাশ করিয়া একটি অনুচ্চ যন্ত্রণা-ধ্বনি তাঁহার মুখ হইতে আপনা-আপনি বাহির হইয়া গেল!

জীবনের ইতিহাসে আর একটি কোলাহলময় দিবসের আগমন ঘোষণা করিয়া ধূসর-রাগ-রঞ্জিত উষা আসিয়া, জগতের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে!—কিন্তু মাউণ্টসেভার্ণের আর্‌ল্‌, লর্ড উইলিয়ম্‌ ভেনের আত্মা চিরকালের জন্য ইহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া অনন্ত শূন্যে উড়িয়া গিয়াছে!

দশম অধ্যায়।

—৶৩৶—

শবরক্ষক।

লর্ডমাউণ্ট্‌সেভার্ণের মৃত্যু ও তাঁহার দেহ কবরে স্থাপন, এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ঘটনাগুলি অতি তাড়াতাড়ি ঘটিয়াছিল! ইহাদের মধ্যে একটি ব্যতীত বলিবার মত বিশেষ কিছুই নাই; আবার, সেই একটির সত্যতা সম্বন্ধেও হয়তঃ পাঠকপাঠিকাদের মনে দ্বিধা উপস্থিত হইবে; তাহারা হয়তঃ মনে করিবেন যে, প্রকৃত ঘটনায়, বাস্তব-জীবনের কার্য্যকলাপে, এরূপ ব্যাপারের কোনই ভিত্তি নাই।—কিন্তু যাহারা এরূপ মনে করিবেন, তাহারা ভ্রান্ত।—বিশ্বাসের অযোগ্য, বিশ্বাসের অতীত হইলেও, ব্যাপারটি বাস্তবিকই ঘটিয়াছিল।

শুক্রবার, উষালগ্নে, লর্ড মাউণ্ট্‌সেভার্ণ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। দাবাগ্নির ন্যায় সংবাদটি ত্রস্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িল। জগতে প্রসিদ্ধি—সুখ্যাতি কি অখ্যাতি—লাভ করিয়াছেন, এমন যে কোনো সম্ভ্রান্তলোকের মৃত্যুতেই সাধারণতঃ এরূপ ঘটিয়া থাকে। দিনটি অবসান হইতে না হইতেই ব্যাপারটি লণ্ডনে জানাজানি হইয়া গেল; এবং তাহার ফলে এই হইল যে, রাত্রিটি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই, যাহাদিগকে মৃত আর্‌ল্‌, বুভুক্ষু রাক্ষস নামে অভিহিত করিতেন, তাহাদের একপাল আসিয়া ইষ্ট্‌লীন্‌ বেষ্টন করিয়া বসিল! ইহাদের সকলেই অল্পবিস্তর টাকার পাওনাদার—পঞ্চাশ, একশত হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চাশ হাজার, লক্ষ টাকার দাবী

পর্য্যন্ত আছে। কেহ সহিষ্ণু, কেহ অসহিষ্ণু, কেহ পরুষ, ক্রুদ্ধ, উচ্চভাষী; কেহ নম্রপ্রকৃতিক ও শান্তস্বভাব; কেহ জিনিষপত্রের উপর ডিক্রিজারি করিতে, কেহবা মৃতদেহই গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে।

এই শেষোক্ত কার্য্যটি বড়ই চতুরতার সঙ্গে সম্পন্ন হইল। উল্লেখ-যোগ্য বড়শী-বক্রনাসা দুইজন লোক, কোলাহলকারীদের হৈ-চৈ হইতে অলক্ষিতে উঠিয়া যাইয়া, চোরের মত চারিদিকে চাহিতে চাহিতে, ব্যবসায়ীদিগের উপরে যাইবার জন্য যে দ্বার নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেই খানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ঘণ্টাধ্বনি করিল। প্রত্যুত্তরে, রন্ধন-শালা হইতে একজন পরিচারিকা আসিয়া হাজির হইল।

লোক দুইটি জিজ্ঞাসা করিল "শবাধারটা আসিয়া পৌঁছিয়াছে কি?"

পরিচারিকা উত্তর করিল "শবাধার!—না, তা'র খোলসটাও এখনো আসে নাই! মিঃ জোন্‌স্ ত নয়টার আগে দিবে, বলে নাই; আর এখনত আট্‌টাও বাজে নাই।"

তাহারা বলিল "না আসিয়া থাকিলেও, আসিতে আর বড় বেশি দেরী হইবে না—রাস্তায়ই আছে। ইতিমধ্যে লর্ডবাহাদুরের ঘরে যাইয়া আমরা সব ঠিক্‌ঠাক্ করিয়া রাখিতে চাই।"

বালিকা খান্‌সামাকে ডাকিল "ওগো, শবাধারপ্রস্তুতকারক জোন্‌সের নিকট হইতে দুইজন লোক আসিয়াছে। খোসাটার আসিতে আর বড় দেরী নাই, তাই ইহারা উপরে যাইয়া সব ঠিক করিয়া রাখিতে চাহিতেছে।"

খান্‌সামা আসিয়া স্বয়ংই ইহাদিগকে উপরে লইয়া গেল, এবং মৃত লর্ডের ঘর দেখাইয়া দিল। লোক দুইটার সঙ্গে সঙ্গে সেও কক্ষে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে, তাহারা বলিয়া উঠিল "না, না, যথেষ্ট হইয়াছে—বসাইয়া রাখিয়া আর আপনাকে কষ্ট দিব না।"

অসন্দিগ্ধ খান্‌সামাটি বাহির হইয়া যাওয়ামাত্র, দরজাবন্ধ করিয়া তাহারা যাইয়া একজোড়া তুষ্মন মূকের মত শবের উভয় পার্শ্বে আসন গাড়িয়া বসিল এবং মৃতদেহটির উপর একখানা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা রাখিয়া দিল—তাহাদের দাবী পরিশোধ না হওয়া পর্য্যন্ত শবটি তাহাদের সম্পত্তি হইয়া থাকিল! দখল রাখিবার জন্য বসিয়া বসিয়া তাহারা পাহারা দিতে লাগিল!—বাঃ, কেমন তৃপ্তিজনক কাজ!

ইহার প্রায় একঘণ্টা পরে লেডি ইশাবেল্‌ আপনার কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, এবং নিঃশব্দ পাদসঞ্চার ও নির্ব্বাক্‌মুখে যাইয়া শবের ঘরের দরজা খুলিয়া ফেলিলেন। গত কল্যও কয়েকবারই তিনি এখানে আসিয়া ছিলেন—প্রথমটায় একাকিনী আসিতে সাহস না করিয়া গৃহকর্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া; পরে, যখন অনির্দ্দেশ্য আশঙ্কাটি কতকটা প্রশমিত হইল, তখন একাকিনীই, আসিয়া পিতার শেষ চিহ্ন দেখিয়া গিয়াছেন।—কিন্তু আজ আবার তিনি সেই আতঙ্ক ও তদানুসঙ্গিক স্নায়বিক অবসন্নতায় কাতর বোধ করিতে লাগিলেন—একেবারে পালঙ্কের নিকটে না আসা পর্য্যন্ত কার্পেটের উপর হইতে চক্ষু তুলিয়া সেই ভীষণ দৃশ্যটিকে মুখামুখী দেখিতে তাঁহার সাহসেই কুলাইল না! শেষে চক্ষু তুলিয়া চাহিলেন, সত্য—কিন্তু তখনই আবার চমকিয়া সরিয়া গেলেন।—অজানা-অচেনা অশুভশংসীমুখ, ইহারা কাহারা শবের নিকট বসিয়া রহিয়াছে?

তীব্র বেগে একটা কথা তাঁহার মনে হইল—হয়তঃ ইহারা প্রতিবেশী লোক, অর্থহীন ও অমার্জ্জনীয় কৌতুহলের চরিতার্থতা সাধন করিতে আসিয়া থাকিবে। প্রথমে ভাবিলেন, খান্‌সামাকে ডাকিবেন, কিন্তু শেষে নিজেই ইহাদিগের সঙ্গে কথা বলিবেন, ঠিক করিলেন।

তখন ধীর শান্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "এখানে কি চাও?"

উত্তর হইল "আপনার প্রশ্ন শুনিয়া বড়ই আপ্যায়িত হইলাম, কুমারি। আমরা বেশ ভালই আছি।"

কথাগুলি ও কণ্ঠস্বর যুবতীর কাণে বড় বিস্ময়কর বলিয়া বাজিয়া উঠিল।—কিন্তু এরূপ ভাবে তাঁহার সঙ্গে কথা বলিয়াও, লোক দুইটা চলিয়া গেল না, বরং শিলাখণ্ডের মত বসিয়াই রহিল—যেন সেখানে থাকিবার তাহাদের বেশ অধিকারই আছে!

ইশাবেল্ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন আসিয়াছ?—এখানে বসিয়া কি করিতেছ?"

"ভাল কুমারি, তোমায় বলিতে আমাদের কোন আপত্তি নাই—আমরা অনুমান করিতেছি যে, তুমি ইহার (স্কন্ধোপরি দিয়া দেখাইয়া) কন্যা; এবং আমরা শুনিয়াছি ও যে, ইহাঁর সঙ্গে আর কোন আত্মীয়স্বজনই এখানে আসে নাই। কুমারি, বাধ্য হইয়া আমাদিগকে এই অসুখকর কর্ত্তব্য করিতে ও ইহাকে আটক রাখিতে হইতেছে!"

কথাগুলি ইশাবেলের নিকট অবোধ্য ফার্শীর মত বোধ হইতে লাগিল। লোক দুইটাও ইহা বুঝিতে পারিল। তাই তাহারা বুঝাইয়া বলিতে লাগিল "দুর্ভাগ্যবশতঃ ইনি দর্শনীহুণ্ডীতে টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলেন—আমাদের মুনিবদের মত, তুমিও হয়তঃ তা' বেশ ভাল রকমই জান, কুমারি! তাই, যাই তাহারা ইহার মৃত্যুর কথা শুনিতে পাইয়াছে, অমনি লাস্‌টা 'পাথ্‌রাও' করিবার জন্য আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছে, এবং আমরাও 'পাথ্‌রাও' করিয়া বসিয়া আছি!"

লেডি ইশাবেলের ঘৃণাহত হৃদয়-ক্ষেত্রে বিস্ময়, শিহরণ ও ভয় মিলিয়া একটা তুমুল সংগ্রাম বাধাইয়া দিল। শব গ্রেপ্তার!—এমন দুর্দ্দৈবের কথা যে তিনি কখনও শুনেন নাই; শুনিলেও যে কখনও তিনি এমন কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেন না! কেন গ্রেপ্তার করা?—

মৃত দেহ দিয়া তাহারা কি করিবে ?—তাঁহার বক্ষস্থল দুর্‌-দুর্‌ কাঁপিতে লাগিল ; ওষ্ঠাধর ভস্মবৎ বিবর্ণ হইয়া গেল ! কম্পিত দেহে তিনি কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এমন সময়ে মিসেস্‌ মেসন্‌ সীঁড়ির নিকট দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। ইশাবেল্‌ একেবারে যেন উড়িয়া যাইয়া তাহার নিকট পড়িলেন ও আতঙ্কে দুই হস্তে তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া, স্নায়বিক উত্তেজনায় দরবিগলিত ধারে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। শেষে, অতি কষ্টে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন "সেই লোক গুলা—ওই ভিতরে—!"

বিস্মিত হইয়া মিসেস্‌ মেসন্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন "কোন্‌ লোকগুলা, ঠাকুরাণি ?"

"আমি চিনি না গো, চিনি না ! আমার বোধ হইতেছে, তা'রা সেখানেই থাকিবার ইচ্ছা করিয়াছে ! লোক দুটা আমায় বলিল যে, তা'রা বাবাকে দখল করিয়া বসিয়া আছে !"

হতবুদ্ধি বিস্ময়ের সঙ্গে মিসেস্‌ মেসন্‌ কিয়ৎকাল চুপ করিয়া রহিলেন ; শেষে, কথা গুলির রহস্যোদ্‌ঘাটন করিতে পারেন কি না দেখিবার জন্য, ইশাবেল্‌কে সেখানেই রাখিয়া, শবের ঘরে যাইয়া প্রবেশ করিলেন। কতকটা অবলম্বনের জন্য, কতকটা এখান হইতে সরিয়া যাইতে তাঁহার ভয় হইতেছিল বলিয়া, ইশাবেল সীঁড়ির রেইলিং এর উপর ঠেঁস্‌ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। নিম্নতলের অশুভশংসি গোলমাল-ধ্বনি যাইয়া এখানেও তাঁহার কাণে পঁহুছিতে লাগিল। বোধ হইল, যত সব অপরিচিতেরা, অনধিকারে প্রবেশকারীরা—হলের মধ্যে দাঁড়াইয়াই উত্তেজিত ভাবে কথা বলিতেছে এবং তীব্র স্বরে গোলযোগ করিতেছে। ক্রমেই অধিকতর ভীত হইয়া তিনি নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া শুনিতে লাগিলেন।

হঠাৎ ভর্ৎসনামিশ্রিত প্রতিবাদের স্বরে খান্‌সামা চীৎকার করিয়া উঠিল "আমাদের এই অল্পবয়স্কা সংসারানভিজ্ঞা কর্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিয়া আপনাদের বিশেষ কি লাভ হইবে? আর্‌লের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না। এখন অম্নিতেই তিনি শোকাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছেন; ইহার উপর আর আপনারা তাঁহাকে বিরক্ত করিবেন না!"

একটি কর্কশ ও নাছোড়্‌বান্দা স্বরে তীব্র উত্তর হইল "তা'র সঙ্গে আমি একবার দেখা করিবই করিব। তিনি যদি এমনই ভুঁইফোড়্‌ বড় মানুষ হইয়া থাকেন যে, নীচে আসিয়া একটা কথারও উত্তর দিতে পারেন না, তবে আমাকেই তাঁহার কাছে যাইবার উপায় খুঁজিয়া লইতে হইবে। নিজস্ব হইতে প্রতারিত, নির্লজ্জ একদল আমরা, এখান পর্য্যন্ত আসিয়াছি—আর বলা হইতেছে কি না, আমরা কথা বলিতে পারি, এমন কোন লোকই এখানে নাই!—ঐ যুবতীটি বই এখানে আর কেহ নাই, আর তাঁহাকেও কিছুতেই কষ্ট দেওয়া যাইতে পারে না! বাঃ—বেশ! আর আমাদের টাকাগুলি আনিয়া ব্যয় করিবার বেলা পিতার সহায়তা করিতে ত' তিনি এতটুকুও কষ্ট বোধ করেন নাই! এখনও যদি তিনি আসিয়া আমাদের সঙ্গে কথা না বলেন, তবে বুঝিব, তাঁহার আত্মসম্মান-বোধ কি সম্ভ্রান্ত মহিলার উপযুক্ত মনোবৃত্তিই নাই!"

মনের বিদ্রোহী ভাব দমন করিয়া, ধীরে ধীরে সীঁড়ি বাহিয়া, ইশাবেল্‌ কতকটা নীচে নামিয়া আসিলেন ও অনুচ্চ স্বরে খান্‌সামাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এ সব কি হইতেছে, আমি শুনিতে চাই।"

কাতর অনুরোধের স্বরে ভৃত্য উত্তর করিল, "ওঃ, ঠাকুরাণি, এই সকল অসভ্য লোকগুলার কাছে যেন যা'ন না। আপনি যাইয়া কোন প্রতীকারই করিতে পারিবেন না। দোহাই আপনার, ইহারা দেখিবার

আগেই ফিরিয়া যা'ন। মিঃ কার্‌লাইলের জন্য লোক পাঠান হইয়াছে—প্রতি মুহূর্ত্তেই আমরা তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছি।"

কম্পিত কণ্ঠে ইশাবেল্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহাদের সকলের কাছেই কি বাবা টাকা ধারিতেন ?"

"আমার ভয় হইতেছে, বোধ হয় বা ধারিতেন !"

ত্রস্ত ইশাবেল্‌ নীচে নামিয়া গেলেন, এবং হলমধ্যস্থ ছত্র-ভঙ্গ লোক কয়জনের মধ্য দিয়া যাইয়া ভোজন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। এখানেই অধিকাংশ জড় হইয়া একটা ভয়ানক হৈ-চৈ করিতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া সমস্ত ক্রোধের ভাবই—অন্ততঃ বাহ্যিক বিকাশটা,—শান্তভাব ধারণ করিল। প্রভাতকালীন বেশ-ভূষায় তিনি এতটা ছোট, এতটা নির্দ্দোষ, এতটা বালিকার মত দেখাইতেছিলেন, আর, দোদুল্যমান কেশগুচ্ছাবৃত সুন্দর মুখখানা তাঁহার, তাহাদের কার্য্যের জটিলতা ঠিক ঠিক ভাবে উপলব্ধি করিয়া, বুঝা-পড়া করিবার সম্বন্ধে এতটা অনুপযোগী দেখাইতেছিল, যে, লোকগুলা আপনাদের অভিযোগের ধারা তাঁহার উপর প্রবল্‌ ভাবে বর্ষণ না করিয়া বরং আপনা হইতেই অনেকটা চাপিয়া শান্ত করিয়া ফেলিল।

ক্ষোভে ও উত্তেজনায় তাঁহার কথা গুলি ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ভাবে বাহির হইতে লাগিল; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনাদের মধ্যে কে যেন একজন বলিতেছিলেন যে আপনাদের সঙ্গে আমার দেখা করা উচিত ?—এই ত' আসিয়াছি—বলুন এখন, আমার সঙ্গে কি প্রয়োজন ?"

তখন অভিযোক্তারা আপনাদিগের অভিযোগের স্রোত একেবারে নির্ব্বাধ করিয়া দিল—কিন্তু এখন আর ক্রোধের সঙ্গে নহে। শুনিয়া শুনিয়া একেবারে কাতর হইয়া না পড়া পর্য্যন্ত তিনি শুনিতে থাকিলেন,—বুঝিলেন, দাবীগুলি সংখ্যায় যেমন অনেক, পরিমাণেও তেমনই ভীষণ—প্রমিসরী নোট্‌, মেয়াদ্‌-উত্তীর্ণ বিল, মেয়াদ্‌-অনুত্তীর্ণ বিল্‌, নানা প্রকারের

অপরিশোধিত গুরুতর দেনা; এবং ঘরকন্নার জন্য, চাকর-বাকরদের পোষাক-আষাকের জন্য, বাহিরের চাকরদের মাহিয়ানার বাবদ, পূর্ব্বোক্ত গুলির তুলনায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কত দেনাই না রহিয়াছে!

ইশাবেলের ইহাদিগকে কি উত্তর করিবার আছে—কি ওজর দেখাইবার আছে? কোন্ আশা বা প্রতিশ্রুতি তিনি ইহাদিগের সম্মুখে ধরিতে পারেন? তাঁহার কমনীয় নেত্রদ্বয় সমবেদনা ও অনুতাপে ভরিয়া উঠিয়াছে; কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তায় কথা বলিতে অক্ষম হইয়া, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তিনি, একজনের উপর হইতে অন্য জনের দিকে মাত্র চক্ষু ফিরাইতে লাগিলেন।

তখন ভদ্রলোকের মত আকৃতিবিশিষ্ট একজন বলিতে লাগিল "ঠাকুরাণী, আসল কথাটা হইতেছে এই—আপনাকে শুধু কষ্ট দিতে হইলে আমরা এখানে আসিতাম না—অন্ততঃ, আমার কথা আমি বলিতে পারি। কিন্তু গত সন্ধ্যায় আমাদের অনেকেই লর্ড বাহাদুরের কার্য্যকারক ওয়ারবার্টন এবং ওয়েয়ারদের ওখানে তাড়াতাড়ি করিয়া চলিয়া গিয়াছিলাম। তাহারা বলিয়া দিয়াছে 'এক আস্‌বাব্-পত্র হইতে যদি কিছু পাওয়া যায়—এম্‌নিতে কাহারও একটি কপর্দ্দকও পাইবার সম্ভাবনা নাই!' এমন অবস্থায়, 'যে আগে আসে, সেই আগে খায়,' এই কথা মনে করিয়া, ভোর হইতে না হইতেই আমি যাইয়া ক্রোক্ বাহির করিয়া আনি।"

আর একজন বাধা দিয়া বলিল—নাসিকা দেখিয়া বিচার করিতে গেলে, যে লোক দুইটা উপরে যাইয়া বসিয়া রহিয়াছে, ইহাকে তাহাদের সহোদর বলিয়াই মনে হয়—"তুমি আসিবার আগেই আমরা এই সব ক্রোক্ করিয়া বসিয়া আছি! কিন্তু একবার আমাদের হিসাবটা দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, আমাদের দাবীর তুলনায় এই সব আস্‌বাবপত্র আর কি—সমুদ্রের কাছে গোষ্পদের পানি' মাত্র!"

কম্পিত কণ্ঠে লেডি ইশাবেল্‌ বলিলেন "এ বিষয়ে আমি কি করিতে পারি? আপনারা আমায় কি করিতে বলেন? আমার নিজের এমন কোনো অর্থ নাই যাহা আপনাদিগকে দিতে পারি! আমি—"

জনৈক নিষ্প্রভ শান্তপ্রকৃতির লোক বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল "হাঁ, কুমারি, গুজব যদি সত্য হয়, তবে আমাদের অপেক্ষাও আপনারই অধিকতর অনিষ্ট হইয়াছে। মাথা রাখিবার মত একখানা খ'ড়ো চাল, কি আপনার বলিয়া দাবী করিতে পারেন এমন একটি কপর্দ্দকও, আপনার নাই!"

অধীর কণ্ঠে বাধা দিয়া আর একজন বলিল "সকলের সঙ্গেই লর্ড বদ্‌মায়েসী করিয়া গিয়াছে!—সহস্র সহস্র লোকের সে সর্ব্বনাশ করিয়াছে!"

'হিস্‌ হিস্‌' করিয়া বিরক্তভাবে সকলে কথাটা চাপিয়া ফেলিতে চাহিল!—একজন কোমলহৃদয় যুবতী ভদ্র মহিলাকে অযথা অপমানিত করিবার মত লোক ইহারাও নহে!

কিন্তু এত বাধা সত্ত্বেও লোকটা দৃঢ়তা সহকারে বলিতে লাগিল "সম্ভবতঃ কুমারি, এটুকু আমরা আশা করিতে পারি যে, আপনি আমাদের এই একটি প্রশ্নের উত্তর দিবেন। এমন কোনো নগদ টাকা আছে কি না—"

কিন্তু ইতিমধ্যে অপর একব্যক্তি আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন; তিনি অন্য কেহ নহেন, স্বয়ং কার্‌লাইল্‌। ইশাবেলের পাণ্ডুবর্ণ মুখ ও কম্পিত হস্তপদ দেখিতে পাইয়া, এক প্রকার শিষ্টাচারশূন্য ভাবেই শেষোক্ত বক্তাকে বাধা দিয়া, কার্‌লাইল্‌ কর্তৃত্বপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ সকলের অর্থ কি? তোমরা ইহাঁর নিকট কি চাও?"

উত্তর হইল "মহাশয় যদি মৃত লর্ডের বন্ধুবান্ধব কেহ হ'ন, তবে অবশ্যই আপনি জানেন, আমরা কি চাই। আমাদের দেনা পরিশোধ করা হউক, আমরা সুধু এইটুকু চাই।"

কার্লাইল্ প্রত্যুত্তর করিলেন "কিন্তু তা'র জন্য এখানে আসা হইয়াছে কেন? এমন অসাধারণ ভাবে ঝাঁক বাঁধিয়া আসায় কোনই ফল হইবে না। ওয়ার্বার্টন এবং ওয়েয়ার্ এর ওখানেই আপনাদের যাওয়া উচিত ছিল।"

"সেখানে যে না গিয়াছিলাম, এমন নয়। তাহাদের উত্তরও শুনিয়া আসিয়াছি—স্থির নিশ্চয়তার সঙ্গে তা'রা বলিয়া দিয়াছে যে, কাহারও জন্ত একটি পয়সাও নাই!"

তখন সমবেত জন-মণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া কার্লাইল্ বলিলেন "সে যাই হউক, এখানে আপনারা কিছুই পাইতেছেন না। মনে কিছু করিবেন না—কিন্তু এ বাড়ী ছাড়িয়া যাইবার জন্য, বাধ্য হইয়া আমায় আপনাদিগকে অনুরোধ করিতে হইতেছে।"

কিন্তু এই সকল প্রত্যাশা ও ভরসাহীন পাওনাদার—ইহারা কি আর সহজে এই অনুরোধরূপী আদেশ প্রতিপালন করিতে যাইবে!—তাহারা স্পষ্টতঃই বলিল যে, তাহারা যাইতে প্রস্তুত নহে।

ধীরভাবে কার্লাইল্ উত্তর করিলেন "তবে, এইরূপ অস্বীকার করার ফলাফল সম্বন্ধে আপনাদিগকে আমায় সাবধান করিয়া দিতে হইতেছে। মনে রাখিবেন, এরূপ ভাবে আপনারা একজন অপরিচিত ভদ্রলোকের বাড়ীতে অনধিকারে থাকিতেছেন—এ বাড়ী লর্ড মাউন্ট্-সেভার্ণের নয়; কিছুদিন হইল, তিনি ইহা বিক্রয় করিয়াছেন।"

পাওনাদারেরা সকলেই সেয়ানা লোক; কেহ কেহ হাসিয়া বলিল "এই সকল চালাকী অনেক দিন হইল পুরাণ হইয়া গিয়াছে!"

সরল সহজ ভাবে—যাহা আপনা হইতেই সত্য বলিয়া উপলব্ধ হয়, এমন ভাবে—আপনার পূর্ব্বোক্তি সমর্থন করিয়া কার্লাইল্ বলিতে লাগিলেন "শুনুন, মহাশয়গণ, মৃত লর্ডের অবস্থাদি অনুসন্ধান কালে যাহা সহজেই

মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, তাহা সত্য বলিয়া জেদ করিতে যাওয়া মূর্খতা বই আর কি হইতে পারে? মানুষ হিসাবে আমার একটা সম্মান আছে—সেই সম্মানের দায়ীত্বে আপনাদিগকে আমি এই কথা-কয়টি বলিতেছি। এই অট্টালিকা ও এতন্মধ্যস্থ সমস্তদ্রব্যজাতসমেতই এই সম্পত্তি কয়েকমাস হইল, আইনতঃ, লর্ড মাউন্ট্‌ সেভার্ণের হস্তচ্যুত হইয়াছে। এই আধুনিক অবস্থান কালে লর্ড বাহাদুর এখানে অতিথি-স্বরূপমাত্র ছিলেন। তাঁহার কর্ম্মচারীদের নিকট যাইয়া আমার কথার সত্যাসত্য আপনারা নির্ণয় করিতে পারেন।"

প্রশ্ন হইল "কে এই সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছে?"

"ওয়েষ্টলীনের মিঃ কার্‌লাইল্‌। তাহার প্রসিদ্ধির কথা হয়তঃ আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ জানিলে ও জানিতে্‌ পারেন?"

বাস্তবিকই কেহ কেহ জানিতেন। একটি কণ্ঠে মন্তব্য হইল "তাহার বাপের মত সেও একজন পাকা উকীল বটে!"

কার্‌লাইল্‌ আবার বলিতে লাগিলেন "আমিই সেই কার্‌লাইল্‌। বোধ হয় আপনারা সহজেই বুঝিতে পারেন যে, আমায় আপনারা যেরূপ পাকা উকীল ঠাওড়াইয়াছেন, সেরূপ 'পাকা উকীল' হইয়া কখনই আমি, যে খরিদ আইনসঙ্গত ও নিরাপদ নহে, সেই খরিদে আমার টাকাটা একটা ঝুঁকির তলে ফেলিতে যাই নাই। এই খরিদ যে আমি কাহারও পক্ষ হইয়া করিয়াছি, তাহা নহে। আমার পক্ষে কাজ করিবার জন্যই বরং আমি লোক নিযুক্ত করিয়াছিলাম—কারণ, আমার নিজের টাকাই আমি বাহির করিয়াছি; এই সম্পত্তি এখন আমারই।"

তখন ব্যস্তভাবে একাধিক কণ্ঠে প্রশ্ন হইল "খরিদ-মূল্য কি দেওয়া হইয়াছে?"

"তখনই দেওয়া হইয়াছিল—গত জুন্‌মাসে।"

"সেই টাকা লইয়া লর্ড মাউণ্ট্‌সেভার্ণ কি করিয়াছিলেন?"

কার্‌লাইল্‌ উত্তর করিলেন "তা' আমি জানি না। লর্ড মাউণ্টসেভার্ণের আভ্যন্তরীন্‌ বিষয় সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞানই নাই।"

তখন একটা অর্থসূচক কোলাহল উঠিল "বড়ই আশ্চর্য্যের কথা যে, যে জায়গা তাঁ'র নিজের নয়, সেখানে আর্‌ল্‌ দু'তিন মাস থাকিতে যাইবেন!"

কার্‌লাইল্‌ উত্তর করিলেন "আপনারা তা' মনে করিতে পারেন সত্য; কিন্তু আমাকে একবার বুঝাইয়া বলিতে দিন। শেষ বিদায় লইবার জন্য লর্ড মাউণ্ট্‌সেভার্ণ কয়েক দিনের জন্য ইষ্টলীন্‌ দেখিতে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন—আমিও এই অনুরোধে সম্মত হই। কিন্তু সেই নির্দ্দিষ্ট দিন কয়টি ফুরাইতে না ফুরাইতেই, লর্ড বাহাদুর অসুস্থ হইয়া পড়েন—এবং, আর যাইবার মত সুস্থ হইয়া উঠেন নাই বলিয়া এখানেই রহিয়া গিয়াছেন। মহাশয়গণ, ঠিক হইয়াছিল যে আজ, ঠিক এই আজিকার দিনেই, তিনি এখান হইতে চলিয়া যাইবেন।"

তখন একটি সন্দিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা হইল "আপনি কি বলিতে চাহেন যে, এই আস্‌বাব-পত্রগুলিও আপনিই কিনিয়াছেন?"

"হাঁ, এখন এখানে যা' কিছু আছে, সে সবই। আমার কথায় আপনারা সন্দেহ না করিলেও পারেন—প্রমাণ সব আসিল বলিয়া! বিক্রয়ের জন্য ইষ্ট্‌লীন্‌ বাজারে উঠিয়াছিল—শুনিতে পাইয়া আমি যাইয়া ক্রয় করি।—আপনাদের কাহারও নিকট হইতে কিনিতে গেলে যে ভাবে কিনিতাম, ঠিক তেমনই ভাবে কিনিয়াছিলাম। কাজেই বলিতেছি যে, এই বাড়ী আমার বলিয়া, এবং আমার উপর আপনাদের কোনও দাবী নাই বলিয়া, আপনারা এখান হইতে সরিয়া পড়িলে আমি বড় অনুগৃহীত বোধ করিব।"

তখন বড়্ শীবক্রনাসা লোকটি সজোরে বলিয়া উঠিল "বোধ হইতেছে, ইহার পরে মহাশয়, গাড়ীঘোড়াগুলিও দাবী করিয়া বসিবেন!"

উদ্ধত গরিমার সঙ্গে কার্লাইল্ মস্তকোত্তোলন করিলেন "যাহা আমার, তাহা আমারই।—আইনতঃ খরিদ করা ও মূল্য—ঠিক ন্যায্যমূল্য—দেওয়া। গাড়ীঘোড়ার সঙ্গে আমার কোন কথাই নাই—লর্ড মাউণ্ট্ সেভার্ণ সেগুলি এবার সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন।"

সন্তুষ্টভাবে মস্তক নাড়িয়া লোকটি বলিল "আর যাহাতে তাহারা না দৌড়াইয়া পলাইয়া যায়, এজন্য বাহিরের ঘরে আমিও একজন লোককে রক্ষক রাখিয়া আসিয়াছি—এবং, আমার যদি নিতান্তই ভুল না হইয়া থাকে, তবে এতক্ষণ উপর তলায়ও কোনো-কিছুর উপরে লক্ষ্য রাখিয়া আর একজন পোক্ত পাহারাওয়ালা বসিয়া আছে!"

"আঃ, লর্ডমাউণ্ট্ সেভার্ণটা কি নিপাত-যাওয়া জুচ্চোরই না ছিল!" জনতার মধ্য হইতে হঠাৎ কোন এক পরুষ কণ্ঠে এই কথা কয়টি উচ্চারিত হইল।

উত্তেজিত ভাবে বাধা দিয়া মিঃ কার্লাইল্ বলিলেন "তিনি যাহাই ছিলেন না কেন, তাহাতে করিয়া তাঁহার কন্যার কোমল হৃদয়ের উপর অত্যাচার করিবার কোন অধিকারই আপনাদের জন্মে নাই। আমার বরং ধারণা ছিল যে, যাহারা আপনাদিগকে ইংরেজ বলিয়া পরিচয় দেয়, তা'রা এমন লজ্জাস্কর কাজ আন্তরিকই ঘৃণা করে।" তৎপরে, কক্ষটি হইতে তাঁহাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইবার জন্য কর্ত্তৃত্বের সঙ্গে ইশাবেলের হাত ধরিয়া তিনি বলিলেন "চলুন, আপনাকে অন্যত্র রাখিয়া আসি। ফিরিয়া আসিয়া এ ব্যাপার সম্বন্ধে যা' হয় আমি করিব এখন।"

কিন্তু যুবতী ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা এই সকল লোকের যে অনিষ্ট করিয়া গিয়াছেন, সেই ভাবনা তাঁহার বিবেকের

উপর যন্ত্রণাপ্রদভাবে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। দোষ স্বীকার করিয়া, দুঃখপ্রকাশ করিয়া, অন্ততঃ একটি কথা বলাও তিনি আবশ্যক ও উচিত মনে করিলেন। ইহারা যে তাঁহাকে একেবারে হৃদয়হীন মনে করিয়া যাইবে—তাহা তাঁহার ভাল লাগিল না।—কিন্তু কাজটি যে বড় যন্ত্রণাদায়ক!—তাঁহার বিবর্ণ মুখমণ্ডল ক্ষণে ক্ষণে আরক্তিম ও পাংশুবর্ণ হইয়া উঠিতেছে,—তীব্র-জ্বালাতিশয্যে কষ্টের সঙ্গে তাঁহার শ্বাস পড়িতেছে!

"আমি বড়ই দুঃখিত হইয়াছি—"বলিবার প্রয়াস করিতে যাইয়া আবেগাতিশয্যে যুবতী অভিভূত হইয়া পড়িলেন, এবং তাঁহার গণ্ডদ্বয় বহিয়া দর্‌দর্ ধারে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল;—শেষে কষ্টে, তোঁৎলাইয়া তোঁৎলাইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন "অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমি বলিতেছি যে, এসকলের আমি কিছুই জানিতাম না—বাবার অবস্থা সম্বন্ধে কখনও আমায় কোন কথা বলা হইত না। আমার বিশ্বাস যে, আমার নিজের জন্যও কিছুই নাই—থাকিত যদি, তবে যতটা সম্ভব সমান ভাগে আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতাম। কিন্তু আপনারা ঠিক জানিবেন যে, যদি কখনও আমার এমন ক্ষমতা হয়, কখনও যদি আমার অর্থ হয়, তবে কৃতজ্ঞ অন্তরে আপনাদের সকল দাবীই আমি পরিশোধ করিব।"

'হায়, সকল দাবীই তিনি পরিশোধ করিবেন!'—লেডি ইশাবেল্ একটি বারও ভাবিয়া দেখেন নাই যে, সেই 'সকলের' পরিমাণ কত! সে যাহাই হউক, এমন মুহূর্ত্তে এমনতর প্রতিশ্রুতি প্রায় উপেক্ষিত ভাবে আসিয়াই কর্ণে পতিত হয়। সেখানে এমন লোক বোধ হয় একজনও ছিল না, যে তাঁহার জন্য সহানুভূতি ও দুঃখবোধ করিতে ছিল না!—গোলযোগকারীদের নিকট হইতে কার্‌লাইল্ তাঁহাকে বাহিরে লইয়া গেলেন ও দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন বালিকার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িতে লাগিল।

সমবেদনার স্বরে কার্‌লাইল বলিলেন,—"আমার বড় দুঃখ বোধ হইতেছে, লেডি ইশাবেল্‌! এই সব বিরক্তিজনক ব্যাপারের ছায়াও যদি আমি আগে দেখিতে পারিতাম, তাহা হইলে আপনাকে আর এ যন্ত্রণা ভুগিতে হইত না।—আপনি কি উপরে একাই যাইতে পারিবেন, না, মিসেস্‌ মেসন্‌কে ডাকিয়া দিব?"

"না, আমি একাই যাইতে পারিব। আমি অসুস্থ নই, সুধু ভীত ও কাতর হইয়া পড়িয়াছি!" তার পরে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন,—"এই যা দেখিলেন, এও মন্দের চূড়ান্ত নয়।—উপরে—উপরে—বাবার—কাছে—কাছে—আবার—দুইজন—বসিয়া আছে!"

'উপরে বাবার কাছে'! কার্‌লাইল্‌ একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন—ইশাবেল্‌ এ আবার কি বলিতেছে!—চাহিয়া দেখিলেন, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ইশাবেল্‌ আপাদমস্তক কম্পিত হইতেছেন।

যুবতী একটু বুঝাইয়া বলিবার চেষ্টা করিলেন,—"ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। ইহাতে আমার বড় ভয় হইয়াছে! ঐ ঘরে—বাবার খুব কাছে—দুইটা লোক বসিয়া রহিয়াছে; তারা বলে কি যে, তারা বাবাকে আটক করিয়াছে!"

বজ্রাঘাতের পর যেমন শূন্য নিস্তব্ধতা ঘটে, তখন তেমনই অবস্থা হইল। কার্‌লাইল্‌ ইশাবেলের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—কিন্তু কোন কথা বলিলেন না। তার পর, সমীপবর্ত্তী খান্‌সামার দিকে চক্ষু ফিরাইলেন। লোকটাও সুধু নীরবে মস্তক অর্দ্ধ সঞ্চালিত করিয়া তাহার চাহনীর উত্তর প্রদান করিল। কার্‌লাইল্‌ বুঝিলেন, এই মস্তক সঞ্চালনটি অশুভসংশি।

তখন ভোজন কক্ষের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করিয়া তিনি ইশাবেল্‌কে বলিলেন, "এই সকল লোকগুলার হাত হইতে বাড়ীটিকে মুক্ত করিয়া উপরে যাইয়া আবার আমি আপনার সঙ্গে মিলিত হইব।"

লেডি ইশাবেল্ প্রস্থান করিলে,—খান্‌সামা কার্‌লইালের কাণে-কাণে বলিল, "মহাশয়, দুই দুইটা বদ্‌মায়েস্ লাস্‌টা দখল করিয়া বসিয়া আছে। শবাধারপ্রস্তুতকারকের লোক, এই রূপ ধূর্ত্ত প্রতারণাময় পরিচয় দিয়া চালাকী করিয়া তাহারা ঘরে ঢুকিয়াছিল! আর এখন বলিতেছে কিনা, এক মাসে হোক্, দু'মাসে হোক্, তা'দের দাবী পরিশোধ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁ'কে কবর দেওয়া যাইতে পারিবে না। মহাশয়, ব্যাপার দেখিয়া আমরা সকলেই ভারি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। মিসেস্ মেসন্ আমায় বলিবার সময়—তিনিই প্রথমে জানিতে পারিয়াছিলেন কি না—যার পর নাই কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন!"

তখনকার মত ভোজন-কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কার্‌লাইল্ সেই সকল অসভ্য—কিন্তু ইহাও বলা উচিত যে, মন্দব্যবহৃত,—ক্রোধের প্রচণ্ড বেগ বুক্ পাতিয়া লইলেন। বর্ষণটা যে তাহার উপর হইয়াছিল, তাহা নহে,—ইহার সম্পূর্ণ বীপরীত; যে দুর্ভাগ্য লোকটি উপরে শায়িত রহিয়াছেন, তাঁহার স্মৃতির উপরই বর্ষিত হইয়াছিল। অল্প কয়েক জন মাত্র লর্ড মাউণ্টসেভার্ণের জীবন 'ইন্‌সিউর' করিয়া লইবার পূর্ব্বসতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল। ইহাদের অবস্থাই সর্ব্বোত্তম; ইহারা শীঘ্রই বাড়ী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল—বুঝিল, কার্‌লাইলের কথা প্রতিবাদের অতীত; এবং কাহারও সম্পত্তিতে অনধিকার থাকিতে গেলে আইনতঃ কি ফল ফলিতে পারে, তাহাও তাহাদের যথেষ্টই জানা ছিল।

কিন্তু শব-রক্ষকেরা এত সহজে তাড়িত হইবার ব্যক্তি নহে। মৃতের কক্ষে প্রবেশ করিয়া কার্‌লাইল্ তাহাদের স্বত্বের দলিল পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। জ্ঞান হইয়া অবধি এমন ঘটনা কখনও তাহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই; তবে, তাহার পিতার জীবদ্দশায় একটা ঘটিয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছিলেন বটে। গির্জ্জার কোন একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী দেনায়

ডুবিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়েন। যখন তাহার দেহ গোরস্থানে নেওয়া হইতেছিল, তখন তাহা আটক করা হয়। প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড দাবী লইয়া এই লোক দুইটা লর্ড মাউণ্টসেভার্ণের দেহ আগ্ লাইয়া বসিয়া রহিয়াছে, এবং জেদ্ করিয়া বলিতেছে, কাসেল্ মার্লিং হইতে মিঃ ভেনের—বর্ত্তমান লর্ড মাউণ্টসেভার্ণের—আগমন পর্য্যন্ত এখানেই তাহারা বসিয়া থাকিবে।

পরদিন—রবিবার—প্রাতে আবার তিনি ইষ্ট্ লীন্ অভিমুখে রওনা হইলেন, এবং সেখানে পৌঁছিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, তখনো কেহ আসিয়া পৌঁছায় নাই! প্রাতরাশ-কক্ষে, অগ্নি সান্নিধ্যে, একখানা অটোম্যান্ চেয়ারে ইশাবেল্ একাকিনী বসিয়া রহিয়াছেন; টেবিলের উপর খাদ্য দ্রব্য সব অস্পৃষ্ট পড়িয়া রহিয়াছে, আর থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার দেহ-যষ্টি কম্পিত হইয়া উঠিতেছে। তাঁহাকে এতটা অসুস্থ দেখাইতে ছিল যে, কার্লাইল্ আর সে সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

যুবতী উত্তর করিলেন "রাত্রে আমার ঘুম হয় নাই এবং ভারি ঠাণ্ডা বোধ করিতেছি। সমস্তটা রাত্রিতেও আমি চক্ষু বুজিতে পারি নাই—আমার এমনই ভয় হইয়াছিল!"

কার্লাইল্ জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন আপনি এত ভয় পাইয়াছিলেন?"

অতি অনুচ্চস্বরে ইশাবেল্ বলিলেন "ওই লোকগুলার জন্য। বড়ই আশ্চর্য্যের কথা যে, মিঃ ভেন্ এখনও আসিয়া পৌঁছাইলেন না।"

"ডাক আসিয়াছে কি?"

উদাস ভাবে যুবতী উত্তর করিলেন "বলিতে পারি না—আমি ত কিছু পাই নাই।"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই এক খানা পত্রপরিপূর্ণ রেকাবি হস্তে করিয়া খান্‌সামা আসিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। অধিকাংশই ইশাবেলের শোকে সহানুভূতি প্রদর্শণ করিয়া লেখা হইয়াছে। কাসেল্ মার্‌লিং পোষ্ট-আফিসের মোহর দেখিয়া তিনি একখানা পত্র তুলিয়া লইলেন ও তাড়াতাড়ি খুলিতে খুলিতে কার্‌লাইল্‌কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন "মিসেস্ ভেনের হস্তাক্ষর দেখিতেছি।"

"কাসেল্ মার্‌লিং, শনিবার।

"আমার স্নেহের ইশাবেল্,

ছোট জাহাজটুকুতে করিয়া সমুদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইবার জন্য আমার স্বামী বাহির হইয়াছেন বলিয়া, তাঁহার নিকট মিঃ কার্‌লাইল্ যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহা আমি খুলিয়া দেখিয়াছি। তাহাতে যে সংবাদ আছে, তাহা পড়িয়া আমি ভয়ানক আঘাত পাইয়াছি ও শোকাভিভূত হইয়া পড়িয়াছি! ধর্ম্ম জানেন, স্বামী আমার এখন কোথায়—বোধ হয়, সমুদ্রতীরে কোন খানে হইবে। তবে তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, রবিবারের মধ্যেই তিনি বাড়ী ফিরিবেন। বরাবরই খুব সতর্কতার সঙ্গে তাঁহার কথা তিনি রাখিয়া থাকেন বলিয়া, আমিও রবিবারের প্রতীক্ষা করিতেছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক—বাড়ি আসিয়া একটি মুহূর্ত্তও নষ্ট না করিয়া যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তিনি যাইয়া ইষ্টলীনে পৌঁছিবেনই।

"তোমার জন্য যা কষ্ট বোধ করিতেছি, তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি আমার নাই; ভবিষ্যৎ ও এতটা বেতাল হইয়া পড়িয়াছে যে, আর লিখিতেই পারিতেছি না। মনের স্ফূর্ত্তি ও উৎসাহ বজায় রাখিতে চেষ্টা করিও।—বিশ্বাস করিও, স্নেহের ইশাবেল্, অকৃত্রিম সহানুভূতি ও সমবেদনার সঙ্গে, আমি তোমারই বিশ্বস্তা, এম্‌মা মাউণ্ট সেভার্ণ।"

স্বাক্ষরটি পড়িবার সময় ইশাবেলর পাণ্ডুর গণ্ডদ্বয় আরক্তিম হইয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল, তিনি যদি লেখিকা হইতেন, তবে এই প্রথম পত্রে এখনো এম্মা ভেন্ বলিয়াই আপনার নাম স্বাক্ষর করিতেন। একদিন যাইতে না যাইতেই, মিসেস্ ভেন্ 'মাউণ্ট্ সেভার্ণ' খেতাবটি না লিখিয়া পারিলেন না! হায়, অদৃষ্ট! কার্‌লাইলের হাতে চিঠিখানা দিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ইশাবেল্ বলিলেন "দুর্ভাগ্যের উপর দুর্ভাগ্য!"

মিসেস্ ভেনের দুষ্পাঠ্য হস্তাক্ষর যতটা তাড়াতাড়ি পড়া সম্ভবপর ততটা ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কার্‌লাইল পত্রখানা দেখিয়া লইলেন; যখন স্বাক্ষর স্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন কেমন একরকম ভাবে তাহার ওষ্ঠদেশ সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল—হয়তঃ, ইশাবেলের মনে যে কথাটা লাগিয়াছিল, তাহার মনে ও সেই কথাটাই লাগিয়াছে।

উত্তেজিত ভাবে তিনি বলিয়া ফেলিলেন "একগাছি খড়ের মূল্য ও যদি মিসেস্ ভেনের থাকিত, তবে কি আপনাকে এমন বিপন্ন জানিয়াও তিনি নিজে না আসিয়া থাকিতে পারিতেন!"

হস্তের উপর মস্তক সংন্যস্ত করিয়া ইশাবেল্ নীরবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার এই অবস্থার আনুষঙ্গিক আপদ্ ও দুর্য্যোগ রাশি দল বাঁধিয়া আসিয়া তাঁহার মানস চক্ষুর সম্মুখে দাঁড়াইতে লাগিল। মৃতের সৎকারোপযোগী উদ্যোগাদির জন্য কোন আদেশই করা হয় নাই—তিনি বেশ বুঝিয়াছেন, কোন আদেশ করিবার অধিকারই তাঁহার নাই! মাউণ্ট্ সেভার্ণের আর্‌ল্‌দিগকে মাউণ্ট্ সেভার্ণেই কবর দেওয়া হইয়া থাকে; কিন্তু তাঁহার পিতাকে সেখানে লইয়া যাইতে যে প্রচুর খরচের আবশ্যক হইবে, তাঁহার উত্তরাধিকারী কি তাহার অনুমোদন করিবেন? বিগত দিবসের প্রভাত হইতেই তিনি যেন সংসারের অভিজ্ঞতায় একেবারে প্রাচীনা হইয়া পড়িয়াছেন; তাঁহার এত দিনের মনোভাব ও ধারণাগুলি পরিবর্ত্তিত

হইয়া গিয়াছে, এবং তাঁহার চিন্তাস্রোত যেন অভ্যস্ত খাত হইতে সবলে বিচালিত হইয়াছে! পদ-গৌরব, সমৃদ্ধি, বংশমর্য্যাদার যুবতী অধিকারিণীর পরিবর্ত্তে আপনার চোখে আজ তিনি হতভাগিনী, ঘৃণ্যা দরিদ্রা! যে গৃহে তিনি বাস করিতেছেন, আজ তাঁহার মনে হইতেছে, সেখানে, সেই প্রাণাধিক প্রিয় ইষ্ট্‌লীনে—শৈশবের লীলাক্ষেত্র ইষ্ট্‌লীনে—জননীর স্মৃতিপূত স্বর্গাদপি প্রিয়তর ইষ্ট্‌লীনে—তাঁহার যেন থাকিবার কোনই অধিকার নাই!—তিনি যেন অন্যায়রূপে রহিয়াছেন!

যুবতী রমণীদিগকে, বিশেষতঃ যাহারা মনোমোহিনী সৌন্দর্য্যশালিনী, তাহাদিগকে, দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য্য চিন্তা ও উদ্বেগ, অভাব ও অসুবিধা সম্বন্ধে একেবারে বিস্মরণশীলা, এবং যে দারিদ্র্য আপনার সঙ্গে করিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা, শীতাতপ, উলঙ্গত্ব আনয়ন করিয়া সমাজকে বিত্রস্ত করিয়া তোলে, সেই দারিদ্র্যের ভাবী সম্ভাবনা সম্বন্ধে ও সন্ন্যাসিনীর মত উদাসিনী, দেখানই উপন্যাস ও গল্পের রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ঠিক জানিও পাঠক, বাস্তবজীবনে এই খেয়ালহীন, ভ্রূক্ষেপহীন ঔদাসীন্যের কোন অস্তিত্বই নাই।

অন্যের নিকট পিতা যেমন মূর্ত্তিই পরিগ্রহ করিয়া থাকেন না কেন, ইশাবেল্ তাঁহাকে আন্তরিকই ভাল বাসিতেন ও ভক্তি করিতেন। আজ সেই পিতার জন্য তাঁহার প্রাণে তীক্ষ্ণ তীব্র শোক উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু কৈ, সেই শোকে অভিভূত হইয়া, কি, পিতার মৃত্যু বশতঃ যে সকল অভাবনীয় দুঃখদুর্দ্দৈবের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাতে নিমজ্জিত হইয়া, ইশাবেল্ ত' আপনার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চক্ষু বুজিয়া থাকিতে পারিতেছেন না! ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা, পূর্ব্বাভাষউপলব্ধ ভাবীজীবনের দুর্য্যোগাদির ভাবনা, আপনা হইতেই যে আসিয়া তাঁহার মনে প্রবেশ করিতেছে! সেই সরলভাষী পাওনাদারের কথাগুলা এখনো তাঁহার

কাণে লাগিয়া রহিয়াছে—"মাথা রাখিবার মত এক খানা চালা, কি আপনার বলিবার মত একটি কপর্দ্দকও আপনি পাইবেন না!" এখন ত' যেন মিঃ কার্লাইলের বাড়ীতে রহিয়াছেন!—ইহার পরে কোথায় যাইবেন?—কাহার সঙ্গে থাকিবেন? ভৃত্যদের সকলেরই যে বেতন বাকী রহিয়াছে! কেমন করিয়া এই সকল পরিশোধ করিবেন?—এই ভাবে মীমাংসাহীন প্রশ্নের পর প্রশ্ন উঠিয়া তাঁহার প্রাণ আকুল করিয়া তুলিতেছে!

অনেককাল এই ভাবে গেল—পরিশেষে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "মিঃ কার্লাইল্, কত দিন যাবৎ এই বাড়ী আপনার হইয়াছে?"

"খরিদ-বিক্রয়ব্যাপারটা জুন মাসেই হইয়াছিল। কেন, লর্ড মাউন্ট্-সেভার্ণ কি কখনও আপনাকে বলেন নাই যে, এই বাড়ী তিনি আমার নিকট বিক্রয় করিয়াছেন?"

"না, কখনওনা।", গৃহের চতুর্দ্দিকে কটাক্ষপাত করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "এ সব জিনিষই কি আপনার?"

"বাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে আসবাব-পত্রও বিক্রয় করা হইয়াছিল।" তারপর, টেবিলের উপরস্থ রৌপ্য বাসন-পত্রের উপর দৃষ্টি পতিত হইলে, বিশেষ করিয়া বলিলেন "কিন্তু এমনধারা জিনিষ নয়।—প্লেট্, চাদর ইত্যাদি বাদে আর সকলই বিক্রয় করা হইয়াছিল।"

ইশাবেল্ ত্রস্ত বলিয়া উঠিলেন "প্লেট্চাদরগুলা নয়?—তবে কাল যে সকল হতভাগ্যরা এখানে আসিয়াছিল, তাহাদের ত' এ গুলির উপর সম্পূর্ণ দাবী আছে?"

"আমি এসম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানি না। কিন্তু, আমার বিশ্বাস যে, পূর্ব্বকৃত উইল্-অনুসারে এই সকল জিনিষও উত্তরাধিকারীতেই যাইয়া

বর্ত্তাইবে।—হীরাজহরৎ সম্বন্ধেও সেই কথা।—যে পক্ষেরই হউক, চাদর-টাদর গুলিতে আর বিশেষ কি হইবে?"

"আমার পোষাকআষাকগুলি কি আমার নিজের?"

যুবতীর সরলতা দেখিয়া কার্‌লাইল্ মুচ্‌কিয়া হাসিলেন—শেষে তাঁহাকে দৃঢ়ভাবে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, না, এ সকল আর কাহারও নহে!

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ইশাবেল্ বলিলেন "আমি এতটা জানি নাই, বুঝি নাই। গত এক দিন কি দুইদিনের মধ্যে এমন সব অদ্ভূত অদ্ভূত ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে যে আমি যেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা বলিয়া বোধ হইতেছে।"

বাস্তবিকই তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন না। কেন যে ইষ্ট্‌লীন্ কার্‌লাইলের নামে হস্তান্তরিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে তিনি কোন নির্দ্দিষ্টণেও স্পষ্ট ধারণা করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না; তবে, প্রচুর অনির্দ্দিষ্ট ধারণা তাঁহার মনে উদিত হইয়া তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছিল! কার্‌লাইলের নিকট ঋণ ছিল, সেই ঋণের পরিশোধার্থই আস্‌বাব-পত্র সমেত বাড়ীটি তাহাকে দেওয়া হইয়াছে, ইত্যাকার আশঙ্কা তাঁহার মস্তিষ্কে কাজ করিতেছিল।

অবশেষে ভীত স্বরে, অতি সন্তর্পণে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবা কি আপনারও টাকা ধারেন?"

কার্‌লাইল্ উত্তর করিলেন "না—কিছুই না। জীবনে কখনও তিনি আমার নিকট ঋণী ছিলেন না।"

"তবু আপনি ইষ্ট্‌লীন্ কিনিয়াছেন?"

তাঁহার চিন্তাস্রোত কোন্ দিকে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা উপলব্ধি করিয়া কার্‌লাইল্ উত্তর করিলেন "হাঁ, ঠিক অন্য কেহ যে ভাবে কিনিতে পারিত, সেই ভাবে। কিছু টাকাদিয়া জমিজমা করিব বলিয়া অনেক দিন

হইতেই চেষ্টায় ছিলাম; দেখিলাম ইষ্ট্লীন্‌টি ঠিক আমি যেমন চাই, তেমনই—তাই ইহাই কিনিয়াছি।"

তাঁহার প্রতিকূল চেষ্টা সত্ত্বেও, বিদ্রোহী অশ্রুরাশি আসিয়া ইশাবেলের নেত্রদ্বয় ভরিয়া ফেলিল—তিনি আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন "আশ্রয়ের জন্য এমন অনধিকারে ও অন্যায় ভাবে আপনার উপরও আসিয়া আমাকে পড়িতে হইয়াছে! আমার অবস্থা আমি বেশ অনুভব করিতেছি, মিঃ কার্‌লাইল!—কিন্তু আমি যে নাচার!"

কার্‌লাইল্ ধীর ভাবে উত্তর করিলেন "বাধ্যবাধকতার কথা বলিয়া আপনি আমায় যে কষ্টটা দেন, তাহা ত'অনুগ্রহ করিয়া না দিয়াও পারেন! আপনার এ অবস্থানে আমিই বরং অনুগৃহীত হইয়াছি, লেডি ইশাবেল্। এই যে আমি আশা প্রকাশ করিতেছি, যে, যতদিন আপনার এতটুকুও প্রয়োজন আছে, তত দিন—সেই ততদিনে যত দীর্ঘকালই হউক্ না কেন—আপনি এখানেই থাকিবেন, ইহা আমি, আপনি নিশ্চয় জানিবেন, সকলখানি আন্তরিকতার সঙ্গেই বলিতেছি।"

বাধ-বাধ স্বরে যুবতী উত্তর করিলেন "বাস্তবিকই আপনি দয়ার সাগর! অল্প কয়েকটি দিনের জন্য—যতদিন না আমি ভাবিয়া উঠিতে পারি—যতদিন না—মিঃ কার্‌লাইল,—উঃ, কাল তা'রা যতটা বলিয়াছে, বাবার অবস্থাকি বাস্তবিকই ততটা খারাপ?"—তিনি হঠাৎ বিরত হইলেন; তাঁহার জটিল সমস্যাগুলি আবার প্রচণ্ডবেগে আসিয়া তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে, "কিছুই কি অবশিষ্ট নাই?"

ঠিক স্বধু সান্ত্বনা দিবার জন্য কার্‌লাইল্ এখন এই মর্ম্মের এড়ানো গোঁছের একটা আশ্বাস ইহাকে দিলে ও দিতে পারিতেন "না, না, যথেষ্ট আছে।"—কিন্তু কার্‌লাইল্ তাহা করিলেন না—তিনি জানেন, ইশাবেল্ কেমন সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সত্যপরায়ণতার উপর আস্থা স্থাপন করিয়া

থাকেন। ইহাঁর সঙ্গে প্রতারণা মর্ম্মে মর্ম্মে যাইয়া তাহাকে সূঁচি-বিদ্ধ করিতে থাকিবে।

—উত্তর করিলেন "আমার আশঙ্কা হইতেছে, ব্যপার বড় বেশি উজ্জ্বল নহে—অর্থাৎ, এখন আমরা যতদূর দেখিতে পাইতেছি তাহাতে বেশি কিছু আশা করা যায় না। কিন্তু আপনি জানেন না এমন কোন বন্দোবস্তও ত' আপনার জন্য করা হইয়া থাকিতে পারে। ওয়ারবার্টন এবং ওয়েয়ার—"

বাধা দিয়া যুবতী বলিলেন "না, কখনও কোন বন্দোবস্তের কথা আমি শুনি নাই, এবং আমি বেশ বুঝিয়াছি যে, কোন বন্দোবস্তই করা হয় নাই। আমার দুর্ভাগ্যের চূড়ান্ত আমি পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছি; আমার বাড়ী নাই, ঘর নাই, অর্থ নাই! এ গৃহ আপনার, আর সহরের বাড়ীখানা ও মাউণ্ট্ সেভার্ণ—সে সব ত' মিঃ ভেনের দখলে যাইতেছে! হায়! 'আমার' বলিবার আমার মত কিছুই নাই!"

"কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনার সেই পুরাতন গৃহেই মিঃ ভেন্ আপনাকে পরম সমাদরে লইয়া যাইতে চাহিবেন। বাড়ীগুলি তাঁহার দখলে যাইতেছে সন্দেহ নাই—কিন্তু এসকলেরই উপর তাঁ'র কি মিসেস্ ভেনের অপেক্ষাও আপনারই যেন বেশী দাবী আছে, আমার মনে প্রায় এমনই লইতেছে!"

কথাগুলা যেন ইশাবেল্‌কে হুল বিদ্ধ করিয়াছে!—তিনি তীব্র প্রত্যুত্তর করিলেন,—"তাঁ'দের সঙ্গে যাইয়া আমার ঘর করা!—আপনি কি বলিতেছেন, মিঃ কার্‌লাইল্?"

"আমায় মার্জ্জনা করুন, লেডি ইশাবেল্। আপনা হইতে এই সকল বিষয় উত্থাপন করিতে আমি কিছুতেই সাহস করিতাম না; কিন্তু—"

বাধা দিয়া অধিকতর প্রশান্তভাবে যুবতী বলিলেন,—"না, না, আমার বিশ্বাস, আপনারই নিকট আমার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। এ সকল বিষয়ে আপনি যে মনোযোগ দিতেছেন—যে দয়া দেখাইয়াছেন, তাহার জন্য আপনার নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। কিন্তু কিছুতেই মিসেস্ ভেনের সঙ্গে যাইয়া আমি একসঙ্গে ঘর করিতে পারিব না।"

বসিয়া থাকিয়া তাহার কোনই উপকার করিবার শক্তি নাই, এবং অনধিকারে আর বেশি সময় বসিয়া থাকাও তিনি ভাল মনে করিলেন না। তাই কার্‌লাইল গাত্রোত্থান করিলেন।—যাইবার সময় অর্থসূচক ভাবে বলিলেন, হয়তঃ একজন সঙ্গিনী থাকিলে ইশাবেল্ অধিকতর শান্তিবোধ করিতে পারিতেন; অবশ্যই মিসেস্ ডিউসী সন্তুষ্টচিত্তে আসিতে চাহিবেন—আর, তিনি একজন প্রকৃতই দয়ালু প্রকৃতির মাতৃভাবাপন্না রমণী।

সহসা ইশাবেলের সমগ্র দেহ-যষ্টি কাঁপিয়া উঠিল; মাথা নাড়িয়া তিনি বলিলেন,—"বাবার ঘরে ঐ—ঐসব থাকিতে অপর লোককে এখানে আনা! না, না, আমি তাহা পারিব না! গাড়ী করিয়া মিসেস্ ডিউসী কাল এখানে আসিয়াছিলেন—সম্ভবতঃ থাকিবার জন্যই; তবে আমি ঠিক বলিতে পারি না—তিনি নানা রকম প্রশ্ন করিবেন ভয়ে, আমি আর তাঁহার সঙ্গে দেখাই করিলাম না। যখন আমার—সে সব কথা—মনে হয়, তখন আমি একেলা রহিয়াছি বলিয়া ভগবান্‌কে ধন্যবাদই দিই।"

কার্‌লাইল্ বাহির হইয়া যাইতেছেন,—এমন সময় গৃহকর্ত্রী আসিয়া তাহার পথ আগলাইয়া বলিলেন মহাশয় ক্যাসেল্‌মারলিং হইতে কি কোন খবর আসিয়াছে? পাউণ্ডের নিকট শুনিলাম সেখান হইতে কি চিঠি আসিয়াছে। মিঃ ভেন্ আসিবেন কি?"

"তিনি জাহাজে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। মিসেস্ ভেনের লেখা অনুসারে গত কল্য তাঁহার বাড়ী ফিরিবার কথা গিয়াছে। তাহাতেই আশা করা যাইতে পারে যে, আজ তিনি এখানে আসিবেন!"

হাঁফ্ ছাড়িয়া গৃহকর্ত্রী আবার বলিলেন,—"যদি তিনি না আসেন, তবে কি করা যাইবে? শবাধারটিত' এখন পাইন্ দিয়া জোড়াইতে হয়,—মরিবার সময় তাঁহার যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা ত' আপনার জানা আছে!"

"মিঃ ভেন্‌কে ছাড়াও ত' এ কাজটা করা যাইতে পারে?"—

অবশ্য তাঁ'কে ছাড়াও করা যাইতে পারে। কিন্তু আমি সে কথা বলিতেছি না। ঐ লোক গুলি কি এ কাজ করিতে দিবে? আজ সকালে, ভোর ভোর সময়ে, সৎকারকারীরা আসিয়াছিল—তখন ঐ লোক দুইটা বলিয়া পাঠাইল যে তাহারা শবটিকে চক্ষুর আড়াল করিতে দিতেও প্রস্তুত নহে। কথা-গুলি আমাদের কাছে গূঢ়ার্থক বলিয়া বোধ হইল—কিন্তু তাহাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। তাহাদের কি ইহাতে বাধা দিবার কোন অধিকার আছে?"

কার্‌লাইল্ উত্তর করিলেন,—"আমার কথায় বিশ্বাস করুন, আমি এ সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারি না। এমনধারা কাজ এত কদাচিৎ হইয়া থাকে যে, আমি একদম জানিই না, এরূপ কাজ করিতে ইহাদের আইনতঃ কোন অধিকার আছে কিনা। লেডি ইশাবেলের কাছে এই সব আশঙ্কার কথা আর উত্থাপন করিবেন না যেন। আর, মিঃ, ভে—লর্ডমাউন্টসেভার্ণ আসিলে, আমায় যেন সংবাদ পাঠান।"

একাদশ অধ্যায়।

—•◎*◎•—

নূতন মাউণ্টসেভার্ণ ও ব্যাঙ্কনোট (হুণ্ডি।)

সেই রবিবার অপরাহ্নে, উভয় পার্শ্বে বৃক্ষরাজিশোভিত নাতিপ্রশস্ত রাস্তাখানা দিয়া একখানি দ্রুতগামী শকট প্রচণ্ড বেগে চলিয়া গেল। গাড়ীর মধ্যে নূতন লর্ডমাউণ্টসেভার্ণ। কাসেল্‌মার্‌লিং হইতে অধিকতর সহজ যে রেলের লাইনটি আসিয়াছে, সেইটিতে করিয়া তিনি ওয়েষ্টলীনের পাঁচ মাইলের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন, এবং সেখান হইতে একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী করিয়া ইষ্টলীন রওনা হইয়া গেলেন। অবিলম্বে মিঃ কার্‌লাইল্ আসিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইলেন; এবং প্রায় ঠিক এই সময়ে লণ্ডন হইতে মিঃ ওয়ার্‌বার্টনও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বতন লর্ডমাউণ্টসেভার্ণের মৃত্যুকালে সহরে অনুপস্থিত থাকাতে তিনি ইতিপূর্ব্বে আসিতে পারেন নাই। তখন কালক্ষেপ না করিয়া কার্য্যারম্ভ করা হইল।

লর্ড ভেন্ জানিতেন যে তাঁহার পূর্ব্বাধিকারী একজন ঋণজর্জ্জরিত ব্যক্তি ছিলেন—কিন্তু তাঁহার দুরবস্থার পরিমাণ সম্বন্ধে ইঁহার কোনো ধারণাই ছিল না। ইঁহাদের মধ্যে সৌহৃদ্য ছিল না, কদাচিৎ উভয়ে উভয়ের সংস্পর্শে আসিতেন। এখন যখন বিভিন্ন দফার সংবাদগুলি—অপচয়াত্মক ব্যয়বাহুল্য, ভয়ানক সর্ব্বস্বান্ততা, ইশাবেলের জন্য সংস্থানের সম্পূর্ণ অসদ্ভাব ইত্যাদির কথা—তাঁহার নিকট বলা হইতে লাগিল, তখন লর্ডমাউণ্টসেভার্ণ একেবারে প্রস্তরবৎ আড়ষ্ট ও ভীতিবিহ্বল হইয়া

পড়িলেন !—ইহাঁর বয়স চল্লিশের উপরেও তিন বৎসর পার হইয়াছে, দেহ দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ, প্রকৃতি সম্মানার্হ, ব্যবহার হৃদয়ের আবেগহীনতার পরিচায়ক, এবং মুখের ভাব গম্ভীর।

শুনিয়া শুনিয়া আবেগভরে উকীলদ্বয়ের সম্মুখেই তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন,—"এই রকম ভয়ানক অন্যায় কাজের কথা আমি আর কখনও শুনি নাই! বে-হিসাবী যত মূর্খ আছে, লর্ডমাউণ্টসেভার্ণ তা'দের সেরা ছিলেন!"

সায়সূচক মন্তব্য হইল,—"মেয়ের সম্বন্ধেত' অমার্জ্জনীয়রূপে অপরিনামদর্শী ছিলেন!"

মাউণ্টসেভার্ণ তীব্র প্রত্যুত্তর করিলেন "অপরিনামদর্শী!—নিতান্তই বদ্ধ পাগলের মত কাজ করিয়াছেন। তিনি যে অবস্থায় তাঁহার মেয়েকে রাখিয়া গিয়াছেন, প্রকৃতিস্থ কোন লোকই তেমনভাবে আপনার সন্তানকে সংসারের নিকট কৃপাপ্রার্থী করিয়া ফেলিয়া যাইতে পারে না! ইশাবেলের একটি কপর্দ্দকও নাই—একটিমাত্রও নহে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহার পিতার মৃত্যু সময়ে বাড়ীতে কি পরিমাণ টাকা ছিল; সে উত্তর করিল 'তিন কি সাড়ে তিন টাকা!'—ইহাও আবার পরে সংসার খরচের জন্য আবশ্যক হওয়াতে সে মিসেস্ মেসন্‌কে দিয়া দিয়াছে। এখন তাহার এমন অবস্থা যে আবশ্যক হইলে নিজের জন্য একগাছি ফিতা কিনিবার মত পয়সাও তাহার নাই! এমন দুরবস্থা কি আপনারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন?" উত্তেজিত লর্ড আবার বলিতে লাগিলেন,—"আমার সত্যনিষ্ঠা বাজি রাখিয়া আমি বলিতে পারি, এমনটি এপর্য্যন্ত আর কখনও ঘটে নাই।"

সবিস্ময়ে কার্‌লাইল্ বলিয়া উঠিলেন,—"ব্যক্তিগত অভাবপূরণের মত অর্থও তাঁহার নাই!"

"এই সংসারে একটিও কাণাকড়ি ইশাবেলের নাই!—এমন কোন ফণ্ড্ ও তাহার নাই, কি, হইবে না, যেথান হইতে সে আবশ্যক মত টাকা উঠাইয়া লইতে পারিবে!"

অবনত মস্তকে মিঃ ওয়ারবার্টন বলিলেন "ঠিক কথা, মহাশয়। "এন্‌টেল্'করা জমিদারী প্রভৃতিত আপনাতেই আসিয়া বর্ত্তাইতেছে; এবং তাঁহার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির তুচ্ছ কিছু যদি থাকিয়াও থাকে, তবে তাহাও ত' পাওনাদারেরাই কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইবে।"

কার্‌লাইলের দিকে উগ্রভাবে ফিরিয়া লর্ড উচ্চ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "জানিতে পারিলাম যে, ইষ্ট্ লীন্‌টি নাকি আপনার?—এই মাত্র ইশাবেল্ আমাকে বলিয়াছে।"

উত্তর হইল "হাঁ, মহাশয়। গত জুন্‌মাস হইতে ইহা আমার হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, মৃত লর্ড মাউণ্ট্ সেভার্ণ বিষয়টা গোপন রাখিয়াছিলেন।"

মধ্যবর্ত্তীভাবে, মাউণ্ট্ সেভার্ণকে সম্বোধন করিয়া, ওয়ারবার্টন্ বলিলেন "গোপন রাখিতেই যে তিনি বাধ্য ছিলেন। কোন প্রকারে সংবাদটা রাষ্ট্র হইয়া পড়িলে বিক্রয়-মূল্যের একটি কপর্দ্দকও যে তিনি আর অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দিয়া ছুঁইতে পারিতেন না। আমাদের এবং মিঃ কার্‌লাইলের কার্য্যকারকেরা ব্যতীত এ সংবাদ আর কেহই জানিতেন না।"

তীব্র ভৎর্সনার স্বরে নূতন লর্ড, ওয়ারবার্টনকে উত্তর করিলেন "বড়ই আশ্চর্য্যের কথা যে, সন্তানের দাবীর কথাটা আপনিও পিতার নিকট নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে উত্থাপন করিতে পারেন নাই! তাঁহার গুপ্তব্যাপার সকলই আপনি জানিতেন—তাঁহার বিষয় সম্পত্তির অবস্থাও আপনার জান ছিল। এমন অবস্থায় এই কাজটুকু করা ত' নিশ্চয়ই আপনার কর্ত্তব্যের গণ্ডীর মধ্যে ছিল।"

মিঃ ওয়ার্‌বার্টন প্রত্যুত্তর করিলেন "ছিল বটে ; কিন্তু তাঁ'র বিষয় সম্পত্তির অবস্থা জানিতাম বলিয়াই আমরা বুঝিয়াছিলাম যে এরূপ জেদ করায় কোন ফলই হইবে না। যে সময়ে মেয়ের জন্য সংগস্থা করিলেও তিনি করিতে পারিতেন, তাঁহার অবহেলায় সে সময়টা আগেই চলিয়া গিয়াছিল; অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার এমন কাজ করিবার শক্তি লুপ্ত হইয়া আসিতেছিল। একবার কি দুই বার এ দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা যে আমি না করিয়াছিলাম, তাহা নহে, কিন্তু বিষয়টি তাঁহার পক্ষে বড় যন্ত্রণাদায়ক হইত বলিয়া তিনি আর ইহার অনুসরণ করিতে চাহিতেন না। আমার বোধ হয় না যে, এ বিষয়ের জন্য মৃত লর্ড বাহাদুর বড় বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন। আপনি জীবিত থাকিতে থাকিতেই ইশাবেল্‌কে সৎ পাত্রস্থ করিয়া যাইবার চেষ্টায় তিনি ছিলেন—ভাবেন নাই যে, এত শীঘ্রই মারা যাইবেন।"

এতক্ষণ লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ অস্থির ভাবে কক্ষটির মধ্যে পাদচারণা করিতে ছিলেন। এখন তাহাতে ক্ষান্ত হইয়া ও মিঃ ওয়ার্‌বার্টণের দিকে মুখ করিয়া বলিলেন "তাঁহার ক্ষমতার বাহিরে!—আমায় আর বলিবেন না মহাশয়। কিছু না কিছু করা তাঁহার অবশ্যই উচিত ছিল ; আর কিছু না হউক, অন্ততঃ কয়েক হাজারের জন্য তাঁহার জীবনটাকে ও ত' তিনি 'ইন্‌সিওর' করিয়া যাইতে পারিতেন। মেয়েটার কিছুই নাই—এমন কি হাত খরচের জন্য ও একটি পয়সা নাই! বুঝিলেন, ইহার কি শোচনীয় অবস্থা।"

ওয়ার্‌বার্টন প্রত্যুত্তর করিলেন "হায়! যতটা জানিলেই যথেষ্ট ও ভাল হইত, আমি তাহার চাইতেও অনেক বেশি জানি! কিন্তু লর্ড মাউণ্টসেভার্ণের উপর যে বোঝা চাপিয়াছিল, এখনও আপনার সে সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা মাত্র জন্মিয়াছে। তাঁহার দেনার সুদই এত ভীষণ

হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, তাহা যোগাইয়া উঠিতে সয়তানেরও সমস্ত শক্তির আবশ্যক হইত! ইহাছাড়া, ব্যাঙ্কের উপর যে সমস্ত চেক্‌ তিনি কাটিয়া বসিতেন, তাঁহার কথা আর কি বলিব! পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও তিনি তাহা করিয়া বসিতেনই, আর তখন যেমন করিয়া হউক সে সকলেরও বন্দোবস্ত করিতে হইত!"

অবজ্ঞাসূচক অঙ্গভঙ্গী সহকারে লর্ডমাউণ্ট্‌সেভার্ণ বলিয়া উঠিলেন "জানি, জানি—এক বিল্‌ মিটাইতে যাইয়া আর এক বিলের মুসাবিদা করিতে থাকিতেন, এই ছিল তাঁহার রীতি!"

তাঁহার কথার প্রতিধ্বনি করিয়াই যেন, ওয়ারবার্টন বলিলেন "মুসাবিদা!—তা' স্যাণ্ড্‌গেটের জলের কলের উপরই না কেন করিয়া বসিলেন!—এ টা তাঁহার পাকা বাতিকের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল।

মধ্যস্থভাবে কার্‌লাইল্‌ মন্তব্য করিলেন "আমার বিশ্বাস, নানাপ্রকার অভাবে পড়িয়াই তিনি এসব কাজ করিতেন।"

ক্রুদ্ধভাবে লর্ডমাউণ্ট্‌সেভার্ণ চিৎকার করিয়া উঠিলেন" এমন অভাবে পড়িবার ত' তাঁহার কোনই প্রয়োজন ছিল না।—থাক্‌, আসুন এখন আমরা কাজের কথা পাড়ি। মিঃ ওয়ারবার্টন, ব্যাঙ্কারদের কাছে তাঁর কি পরিমাণ টাকা আছে?—আপনি জানেন কি?"

পরিষ্কার ও সহজ ভাষায় উত্তর হইল "কিছুই নাই! প্রায় একপক্ষ হইবে, তাঁহার একটা গলা-চাপা দেনা শোধ করিবার জন্য আমরাই সেখান হইতে হিসাবের অতিরিক্ত টাকা আনিয়া ছিলাম। আমাদের কাছে অল্পকিছু টাকা আছে; এবং আর সপ্তাহ খানেক কি সপ্তাহ দুই বাঁচিয়া গেলে, শারদীয় কিস্তির খাজানাটাও ঘরে আসিতে পারিত! কিন্তু আসামাত্রই সার হইত—যাই আসা অমনি আবার বাহির করিয়া দিতে হইত ত'।"

"যা'ক, কিছু যে আছে ইহাতেও সন্তুষ্ট হইলাম! পরিমাণ কত!"

নিজের উপর কৃপা প্রদর্শন করিবার ভাবে মস্তক সঞ্চালিত করিয়া ওয়ার্বার্টন বলিলেন "দুঃখের সঙ্গে আপনাকে বলিতে হইতেছে, আমাদের কাছে যা' আছে তা'তে করিয়া আমাদের দাবীর—যে টাকাটা প্রকৃতপক্ষে আমাদের পকেট হইতে দেওয়া হইয়াছে, সুধু তাহারই—অৰ্দ্ধেক ও মিটিবে না!"

"তবে মহাশয়, সৎকারের জন্য, চাকর বাকরদের মাহিয়ানার বাবদ, সংক্ষেপতঃ, যা কিছু বাকী রহিয়াছে, সে সবের জন্য, পৃথিবীর আর কোন্ খান হইতে টাকাটা আসিবে?"

উত্তর হইল "কোন জায়গা হইতেই একটি পয়সা ও আর আসিবার নাই।"

অধিকতর ভীষণভাবে লর্ডমাউণ্ট্‌সেভার্ণ কার্পেটের উপর পাদচারণা করিতে লাগিলেন "যাচ্ছেতাই অপরিণামদর্শিতা! নির্লজ্জ লাম্পট্য! পাষাণ-কঠিন হৃদয়! দুরাত্মার মত জীবন কাটান', শেষে আপনার ঔরসজাত মেয়েকে অপরের বদন্যতার উপর ফেলিয়া রাখিয়া ভিক্ষুকের মত মরা,—উঃ, কি ঘৃণা, কি লজ্জা, কি নীচতার কথা!"

মিঃ কার্‌লাইল মন্তব্য প্রকাশ করিলেন "ইহার অবস্থাটাই সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। এখন তিনি কোথায় বাস করিবেন?"

লর্ড মাউণ্ট সেভার্ণ উত্তর করিলেন "কোথায় আর করিবেন? আমার সঙ্গেই থাকিবেন। এবং আমি এ টুকু ভরসাও করি যে, এই গৃহ অপেক্ষা আমার গৃহই তাঁ'র পক্ষে বেশি সুখেরই হইবে। এত সব দেনা পত্রের ঝঞ্ঝাটে ও আনুষঙ্গিক তাগিদ তাগাদার চেঁচামেচিতে মাউণ্টসেভার্ণের বাড়ীটি ত' আর গোলাপকুঞ্জের মত রম্যস্থান বলিয়া মনে হইতে পারে নাই!"

কার্‌লাইল আবার বলিলেন "আমার মনে হয় যে সংসারিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানিতেন না—ঠেকাঠেকি অভাব অসুবিধার যদি কিছু দেখিয়াও থাকেন, তবে তা'ও না দেখারই মত!"

"বাজে কথা!"

চশমার উপর দিয়া চাহিয়া মিঃ ওয়ার্‌বার্টন্ বলিলেন "না, মহাশয়, মিঃ কার্‌লাইল ঠিকই বলিয়াছেন। গত বসন্তকাল পর্য্যন্ত লেডি ইশাবেল্ নির্ব্বিঘ্নে ও স্বচ্ছন্দে মাউণ্টসেভার্ণেই ছিলেন। শেষে তাঁহার পিতার নিকট আসিবার পরও ইষ্টলীন্ বিক্রয়ের টাকাটা অনেক বিষয়েই ছিদ্র-রোধকের মত কার্য্য করিয়াছিল, এবং সাময়িক হিসাবে অবস্থাও একটু স্বচ্ছল করিয়া তুলিয়াছিল। এই জন্যই ইশাবেল্ এতদিন পর্য্যন্ত কিছুই জানিতে পারেন নাই।—যাক্, এখন ত' তাঁহার অপরিণামদর্শী কার্য্য-কলাপের শেষ হইয়াছে।"

লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ উত্তর করিলেন "না, এখনও শেষ হয় নাই। ফলাফলগুলি সবই শেষের জন্য পড়িয়া রহিয়াছে। আমি শুনিয়াছি, কাল সকালে নাকি এখানে বেশ একটি দৃশ্যেরই অভিনয় হইয়া গিয়াছে। যাহাদিগকে তিনি ঠকাইয়াছিলেন, এমন কয়েকটা হতভাগ্য পোড়াকপালে সহর হইতে এতটা রাস্তা বহিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল!

তাচ্ছিল্যেরভাবে মিঃ ওয়ার্‌বার্টন বলিলেন "ওঃ, তাঁরা সব—অন্ততঃ আর্দ্ধেকটাত—য়িহুদীবিশেষ,! রক্তশোষণকারী জোঁক মাত্র! যদি কিছু পয়সা তা'দের নষ্ট হয়, সে টা তবে তা'দের পক্ষে বেশ একটু উপাদেয় নূতনত্বই হইবে এখন!"

ক্রুদ্ধ তিরস্কারের স্বরে উত্তর হইল "হউক না তারা য়িহুদীই!—নিজের জিনিষের উপর ঠিক আমাদের মত, য়িহুদীরও অধিকার রহিয়াছে। য়িহুদী কেন, তুর্‌কী কি কাফের হইলেও, মাউণ্টসেভার্ণের কার্য্যকলাপ

দোষ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে না। ইশাবেলের নিকট শুনিলাম মিঃ কার্‌লাইল, যে আপনিই নাকি কৌশলে তাহাদিগকে সরাইয়া দিয়াছেন!"

"হাঁ, তা'দের বেশ ভাল রকম বুঝাইয়া দিয়াছিলাম যে ইষ্টলীন্ ও ইহার আসবাব-পত্র সমস্তই আমার। ইহা শুনিয়াই তাহারা চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু উপর তলার লোক দু'টো—ইহাদিগের সঙ্গে আর কিছুতেই পারিয়া উঠিলাম না; ইাহারা তাঁহাকে—আগ্‌লাইয়া বসিয়াই রহিয়াছে!"

প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ বলিলেন "আপনার কথা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।"

তখন কণ্ঠস্বর মন্দীভূত করিয়া কার্‌লাইল জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন, আপনি কি শুনিতে পান নাই যে, মৃত লর্ড বাহাদুরের দেহটি তা'রা গ্রেপ্তার করিয়াছে? কাল সকাল হইতেই পাহারা-ওয়ালার মত দুইজন লোক ইহা রক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছে। এবং তৃতীয় একব্যক্তিও এ বাড়ীতে রহিয়াছে, শুনিতে পাইতেছি। সে না কি পর্য্যায়ক্রমে ইহাদের এক একজনকে যাইয়া অবসর দেয়—তখন নীচের হলে যাইয়া তাহারা খাওয়া দাওয়া করে।"

পাদচারণায় বিরত হইয়া লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ কার্‌লাইলের নিকট অগ্রসর হইয়াছেন—তাঁহার মুখে 'হা'; বদন মণ্ডলে আতঙ্কের অদ্ভুত ছবি অঙ্কিত!

আর, "রক্ষা কর সেইণ্ট জর্জ্জ"! শুধু এই কথা কয়টি বলিয়া, মিঃ ওয়ার্‌বার্টন চক্ষু হইতে চশমা সরাইয়া লইলেন।

কিয়ৎকাল পরে গম্ভীরভাবে লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার কথার অর্থ আমি ঠিক বুঝিয়াছি কি, মিঃ কার্‌লাইল?—

আমার পূর্ব্বাধিকারীর দেহটি দেনার জন্য আটক করা হইয়াছে কেমন এইত? শব আটক! আমি জাগ্রত না স্বপ্ন দেখিতেছি?"

"বাস্তবিকই তা'রা এইরূপ কাজ করিয়া বসিয়াছে!—চালাকি করিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল।"

মনের আবেগে লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ বলিয়া উঠিলেন "ইহাও কি সম্ভব যে আমাদের আইনে এমন ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় কার্য্য অনুমোদিত হইয়া থাকে? মড়া মানুষকে গ্রেপ্তার করা! জীবনে আর কখনো আমি এমন অদ্ভুত কথা শুনি নাই। আমি কত যে ভীত, কত যে চমকিত হইয়াছি, তাহা বলিবার নহে। এখন আমার মনে পড়িয়াছে, দুইজন লোকের কথা ইশাবেল্‌ আমায় কি বলিয়াছিল—কিন্তু, শোকে ও উদ্বেগে সে এতটা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল যে, তার কোন কথারই আমি অর্দ্ধেক ও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। এখন তবে কি করা যাইবে? বাস্তবিকই কি আমরা তাঁকে কবরস্থ করিতে পারিব না?"

কার্‌লাইল উত্তর করিলেন "আমার বোধ হয়, না। আজ সকালেই গৃহকর্ত্রী আমায় বলিয়াছিলেন, তার আশঙ্কা হইয়াছে যে তারা আমাদিগকে এমন কি শবধারটি বন্ধ পর্য্যন্তও করিতে দিবে না। এদিকে, অতি সত্বর না করিলে ও যে চলিবে না।"

লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ স্বধু বলিলেন "এরূপ কাজ সম্পূর্ণ ভীষণ ও বীভৎস!"

মিঃ ওয়ার্‌বার্টন জিজ্ঞাসা করিলেন "কাজটা কে করিয়াছে?—আপনি কিছু জানেন কি?"

উত্তরে কার্‌লাইল বলিলেন "য়্যান্‌ষ্টি নামের কে একজন। পরিবারস্থ কেহই উপস্থিত ছিলেন না বলিয়া কর্ত্তব্য বোধে আপনা হইতেই আমি সেই কক্ষে যাইয়া তা'দের-দলিল পত্র পরীক্ষা করিয়াছিলাম—তা'দের দাবী প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার।"

মিঃ ওয়ার্‌বার্টন উত্তর করিলেন "য়্যান্‌ষ্টিই যদি এই কাজ করিয়া থাকে, তবে ঋণটি ব্যক্তিগত, এবং কড়ায় গণ্ডায় প্রতিশোধনীয়। য়্যান্‌ষ্টিটা কিন্তু ভারি চালাক লোক!—কেমন ঝট্‌ করিয়া এই ফন্দিটা বাহির করিয়া বসিয়াছে!"

—তাহার গুণের সীমা বর্দ্ধিত করিয়া দিয়া লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ বলিলেন "সুধু চালাক!—নির্লজ্জ, পাজী! যা'ক, কাজটিত বেশ চমৎকারই হইয়াছে! এখন কর্ত্তব্য কি?"

ইহাঁরা পরামর্শ করিতে করিতে, আসুন্‌, পাঠক, আমরা একবার লেডি ইশাবেল্‌কে দেখিয়া আসি। গভীরতম শোকের স্রোতে আপনাকে নির্ব্বিরোধে ভাসাইয়া দিয়া, ভবিষ্যতের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া তিনি একাকিনী বসিয়া রহিয়াছেন। সদয় সস্নেহভাবে বর্ত্তমান লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ বলিয়াছেন যে এখন হইতে ইশাবেল্‌কে তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রীর সঙ্গেই বসবাস করিতে হইবে। ইহার উত্তর স্বরূপ ইশাবেল্‌ ক্ষীণকণ্ঠে একবার মাত্র বলিয়াছে "আপনাকে ধন্যবাদ!" কিন্তু মাউণ্টসেভার্ণ অন্যত্র গমন করিবামাত্রই, তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া বিদ্রোহী অশ্রু-প্রবাহ প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। আপনা আপনি তিনি বলিতে লাগিলেন 'মিসেস্‌ ভেনের সঙ্গে এক বাড়ীতে বাস করা!—না, কখনই তা হইতে পারে না—তিনি বরং মরিবেন, বরং খাটিয়া খাইবেন, বরং রুটিরখোসা ও জল খাইয়া জীবন ধারণ করিবেন!'—এইরূপ আরও কত কি! কল্পনার ইত্যাকার উড্ডয়ন কার্য্যে প্রশ্রয় দান করা যেন সুন্দরী যুবতীদের কতকটা স্বভাবেরই মধ্যে; কিন্তু অধিকাংশ স্থানেই কল্পনার এই উড্ডয়ন ব্যাপার নির্ব্বুদ্ধিতা হইতে প্রসূত, ও কার্য্যে পরিণত হইবার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব!—লেডি 'ইশাবেল্‌ ভেনের বেলাত' কথাই নাই! খাটিয়া খাওয়া! কল্পনার চক্ষুতে কাজটি বেশ সহজ বলিয়াই বোধ হইতে

পারে; কিন্তু আলো ও অন্ধকার যেমন, কল্পনা এবং কাজ ও তেমনি, পরস্পর বিরোধী। ইশাবেলের সমস্ত কল্পনা সত্ত্বেও, পরিষ্কার কথাটি হইতেছে এই যে, তাঁহার কোনই পক্ষান্তর নাই—লেডি মাউণ্টসেভার্ণের সঙ্গে একবাড়ীতে বাস করিতে তাঁহাকে সম্মতি দান করিতেই হইবে। ইহা যে তিনিও একটু একটু না অনুভব করিতে ছিলেন, তাহা নহে; এমন কি, যখন তাঁহার হঠকারী ওষ্ঠদ্বয় আপত্তি করিতেছিল যে, তিনি কখনো একাজ করিবেন না, তখনো, তাঁহাকে যে ইহা করিতেই হইবে, এই দৃঢ় প্রত্যয় নীরবে তাঁহার অন্তরাত্মা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল! লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ তখনই তাঁহাকে কাসেল্ মার্লেংএ পাঠাইয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যদিও তাঁহার এই ইচ্ছায় লেডি ইশাবেল্ কতকটা সফলতার সঙ্গে বাধা দিয়াছেন, তথাপি ঠিক হইয়া গিয়াছে যে, সৎকারের পরবর্ত্তী দিবসই তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হইবে।

লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ কর্ত্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া, মিঃ ওয়ার্বার্টন যাইয়া শবগৃহটিকে অনধিকারপ্রবেশকারীদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করিলেন; কিন্তু কখনো সেই ঘৃনার্হ লোকগুলি একেবারে বাড়ী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল না দেখিয়া সকলেই ভারি বিস্ময় বোধ করিতে লাগিল। বিনা কারণে অবশ্যই ওয়ার্বার্টনের মত সতর্ক উকীল তাহাদিগকে ইহা করিতে দেন নাই। গোরদান কার্য্য সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত লোকগুলা বাহ্যতঃ শবটির তত্ত্বাবধানই করিতে থাকিল। কেহ কেহ বলাবলি করিতে লাগিল যে, আবার না কেহ আসিয়া আটক করে, এই ভয়েই উকীল মহাশয় তাহাদিগকে একেবারে বাড়ী ত্যাগ করিয়া যাইতে দেন নাই।

শুক্রবার প্রাতে, ওয়েষ্ট্লীনের সেইণ্ট্ জুড্ গির্জ্জা-প্রাঙ্গনে সৎকারকার্য্য অনুষ্ঠিত হইল। আবার ইশাবেলের হৃদয় প্রচণ্ডবেগে বিদ্রোহী হইয়া

পড়িল—তিনি মনে করিলেন, গোরদান কার্য্যটা মাউণ্ট্‌সেভার্ণে হওয়াই উচিত ছিল। সমালোচনার ভাবে লর্ড মাউণ্ট্‌সেভার্ণ বলিয়াছিলেন—কিন্তু ইশাবেলের কাণের কাছে নহে—যে, এম্‌নিতেই এত বেশি ব্যয়ভার তাঁহার উপর চাপিয়া পড়িয়াছে যে, সৎকার-ব্যপারে আর তিনি অনাবশ্যক ব্যয়-বাহুল্য করিতে পারিবেন না। যাহা যাহা করিবার জন্য তাঁহাকে ন্যায্য ভাবে ধরা যাইতে পারিত, সে সকলই তিনি মৃতের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন। সকল দোকানদারদের প্রাপ্যই তিনি পরিশোধ করিয়াছেন; চাকর-বাকরদের বকেয়া বেতনও তিনি কড়ায় গণ্ডায় চুকাইয়া দিয়াছেন। প্রচলিত রীতি অনুসারে এক মাস পূর্ব্বে জানাইয়া তবে কাহাকেও কাজ হইতে উঠাইয়া দিতে হয়, তাহার সুবিধা না হওয়াতে সেই মাসের বেতনও তাহাদিগকে দিয়া দিয়াছেন। এমন কি, তাহাদের শোক-বসন পরিধানের ব্যয়ভারও তিনি আপনি বহন করিয়াছেন। খান্‌সামা পাউণ্ড কে লর্ডবাহাদুর আপনার কাজেই রাখিয়াছেন। ইশাবেলের শোক-বসন সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার বংশও মর্য্যাদা অনুযায়ী যেন সব করা হয়। গাড়ীঘোড়াগুলিও আটক করা হইয়াছিল, সে সবও তিনি কিনিয়া লইয়াছেন।

শোকপ্রকাশের জন্য দুইজন মাত্র সৎকার ক্রিয়ার সময় উপস্থিত হইলেন—লর্ডমাউণ্ট্‌সেভার্ণ স্বয়ং, আর মিঃ কার্‌লাইল্‌। কার্‌লাইল মৃতের কোন আত্মীয় নহেন—আধুনিক, বন্ধুমাত্র। তথাপি, সম্ভবতঃ একাকী শোকবসন পরিধানের বাহার দেখাইয়া যাইতে অনিচ্ছুক হইয়া, লর্ডমাউণ্ট্‌সেভার্ণ ইহাকেও আমন্ত্রণ করিয়া লইয়াছেন। কয়েকজন স্থানীয় লোক শবাচ্ছাদনবাহক হইয়া চলিলেন, এবং কয়েকখানা বাড়ীর গাড়ীও তাহাদিগের অনুগমন করিল।

পরদিবস প্রাতে বাড়ীময় একটা গণ্ডগোল ঘটিল। আজই লর্ডমাণ্ট্-সেভার্ণ চলিয়া যাইবেন—ইশাবেলকে ও আজই যাইতে হইবে; কিন্তু এক সঙ্গে নহে। ইহার মধ্যে আজই আবার পরিচারকবর্গও বিদায় হইবে। লর্ডমাউণ্ট্সেভার্ণ বড় ত্রস্ত লণ্ডনে চলিয়াছেন। তাঁহাকে ওয়েষ্ট্লীনের রেইল্ওয়ে ষ্টেশনে লইয়া যাইবার জন্য গাড়ী আসিয়া দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় মিঃ কার্লাইল্ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

করমর্দ্দন করিতে করিতে মাউণ্ট্সেভার্ণ বলিলেন "আমার আশঙ্কা হইতেছিল যে, আপনি বুঝি আর আসিলেন না। আর মাত্র পাঁচটি মিনিট আমি এখানে কাটাইতে পারি। কবরের উপর যে পাথরখানা দিতে হইবে, সে সম্বন্ধে আপনি সব বুঝিয়াছেন ত?"

মিঃ কার্লাইল্ উত্তর করিলেন "সম্পূর্ণই বুঝিয়াছি। লেডি ইশাবেল্ কেমন আছেন?"

"আমার ভয় হইতেছে, হতভাগিনী বড় নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে; আমার সঙ্গে আজ আর সে প্রাতর্ভোজনে বসে নাই! মেসনের নিকট শুনিলাম যে শোকে সে একেবারে আপাদমস্তক কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে তারপর উঠিয়া ঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে দৃঢ়তর স্বরে বলিলেন "মন্দ, মাউণ্ট্সেভার্ণ বড় মন্দ লোক ছিলেন।"

ঘণ্টাহ্বানের প্রত্যুত্তরে জনৈক পরিচারক আসিয়া হাজির হইল; তাহাকে বলিলেন "লেডি ইশাবেল্কে যাইয়া বল যে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আমি স্থধু তাঁহাকে দেখিবার জন্য বসিয়া রহিয়াছি।", তারপর কার্লাইল্কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "সে আসিতে আসিতে আপনার নিকট আমায় একটু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে দিন্। আমি বুঝিয়াই উঠিতে পারিতেছিনা, আপনাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া আমি এই যন্ত্রনা

সাগর উত্তীর্ণ হইতাম! মনে থাকে যেন, একবার যাইয়া আমাকে দেখা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আমি কিন্তু খুব শীঘ্রই ইহার প্রতীক্ষা করিতে থাকিব।"

হাসিয়া মিঃ কার্‌লাইল্ উত্তর করিলেন "কিন্তু স্বধু এই সর্ত্তে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, যদি কখনো আপনার আশে-পাশে কোথাও আমাকে যাইতে হয়; যদি—"

এমন সময় ইশাবেল্ আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনিও গমনোপযোগী পোষাক পরিধান করিয়া প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছেন—লর্ড মাউণ্ট্ সেভার্ণের অব্যবহিত পরেই তাঁহাকে প্রস্থান করিতে হইবে। কক্ষে প্রবেশ করিবার সময় ক্রেপের ঘোম্‌টাও তাঁহার মুখের উপর ছিল—প্রবেশ করিয়াই তিনি তাহা উঠাইয়া ফেলিলেন।

"আমার সময় হইয়া গিয়াছে, ইশাবেল; আমাকে এখনই যাইতে হইবে। তোমার কি বলিবার কিছু আছে?"

বলিবার জন্য ইশাবেল তাঁহার অধরোষ্ঠ অসংশ্লিষ্ট করিলেন—কিন্তু হঠাৎ কার্‌লাইলের উপর দৃষ্টি পতিত হওয়ায় ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। মিঃ কার্‌লাইল্, ইহাদিগের দিকে পৃষ্ঠ ফিরাইয়া, জানালার নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

কোন জায়গায় প্রস্থান করিবার প্রাক্কালে অন্যান্য অনেকেই যেমন হইয়া পড়ে, যাইবার জন্য লর্ড মাউণ্ট্ সেভার্ণও তেমনি ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাই, ইশাবেলের উত্তর করিবার অপেক্ষা না করিয়া, আপনার প্রশ্নের আপনিই উত্তর করিলেন "বোধ হইতেছে আমাকে বলিবার তোমার বিশেষ কিছুই নাই।" তারপর স্নেহপূর্ণস্বরে বলিলেন "বৎসে, তোমার কোনই অসুবিধা হইবে না—পাউণ্ড্ই সব দেখিয়া শুনিয়া লইবে এখন। কেবল মনে করিয়া দিনের বেলায় একবার জল

খাইয়া লইও ; কারণ ডিনারের পূর্ব্বে কিছুতেই তুমি যাইয়া কাসেল মার্‌লিং এ পৌঁছিতে পারিবে না। মিসেস্‌ভে—লেডি মাউন্ট্‌সেভার্ণকে বলিও, সময়ের অভাবে চিঠি লিখিতে পারিলাম না—লণ্ডনে যাইয়া লিখিব।"

কিন্তু তখনো ইশাবেল্‌ অনিশ্চয়তার—না, যেন আকিঞ্চনেরই ভঙ্গিমা সহকারে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন ; তাঁহার বর্ণ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল।

"এ কি! তুমি যেন কিছু বলিতে চাহিতেছ, দেখিতেছি ?"—বাস্তবিকইলেডি ইশাবেল্‌ কিছু বলিতে চাহিতেছেন। কিন্তু জানেন না তিনি কেমন করিয়া তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবেন। তাঁহার পক্ষে একটি অপরিসীম যন্ত্রণাপূর্ণ মুহূর্ত্ত উপস্থিত ; এ দিকে কার্‌লাইলের বিদ্যমানতা আবার তাহার প্রশমনে সহায়তা না করিয়া, বরং বৃদ্ধির পক্ষেই সহায়তা করিতেছে। কিন্তু কার্‌লাইলের মনে এতটুকুও সন্দেহ হয় নাই যে, তাহার অনুপস্থিতিই এমন বাঞ্ছনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

হঠাৎ ইশাবেলের কমনীয় মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল ; বাধ-বাধ স্বরে তিনি বলিলেন "আমি—আপনার নিকট কিছু চাইতে ইচ্ছা করি না ;—কিন্তু—কিন্তু—আমার হাতে—হাতে কিছুই নাই।"

বিরক্তির স্বরে লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ চিৎকার করিয়া উঠিলেন "রক্ষা কর ইশাবেল! বাস্তবিক এ কথা আমি একদম্‌ ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। অভ্যস্ত না হওয়াতে—এমন ধারা অবস্থা এতটা নূতন যে—"তাঁহারা পরস্পর সংলগ্ন কথা আর তিনি শেষ করিলেন না,—কোটের বোতাম খুলিয়া টাকার থলিয়াটি বাহির করিয়া গণিয়া দেখিলেন।

"ইশাবেল্‌, আমিই প্রায় টানাটানিতে আসিয়া পড়িয়াছি! সহরে যাইয়া পৌঁছাইতে যাহা লাগিবে, তার চাইতে অল্প কিছু মাত্র বেশি আছে। এখনকার মত এই পঁয়তাল্লিশটি টাকায়ই তোমাকে কুলাইয়া

লইতে হইবে। তোমার যাইবার খরচ পাউণ্ডের নিকট আছে। একবার কাসেল্ মার্‌লিংএ যাইয়া পৌঁছাইতে পারিলে আর ভাবনা নাই—লেডি মাউণ্টসেভার্ণের নিকট চাইলেই পাইবে। কিন্তু মনে রাখিও, তাঁহার নিকট চাইতে হইবে—নতুবা তিনি জানিতে পারিবেন না।”

বলিতে বলিতে থলিয়া হইতে ক্ষিপ্র হস্তে পঁয়তাল্লিশটি টাকা বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন ও বলিলেন, “তবে আমি এখন যাই, বৎসে! কাসেল্ মার্‌লিংএ যাইয়া যাহাতে সুখী হইতে পার, তাহার চেষ্টা করিও; আমিও শীঘ্রই সেখানে যাইয়া পৌঁছিব।”

কার্‌লাইল্‌কে সঙ্গে করিয়া তিনি কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া পড়িলেন, এবং মিনিট্ খানেকের জন্য গাড়ীর পা-দানের উপর দাঁড়াইয়া তাহার নিকট হইতে বিদায় লইলেন। পর মুহূর্ত্তেই তাঁহাকে লইয়া ঝড়-বেগে গাড়ী খানা চলিয়া গেল।

তখন মিঃ কার্‌লাইল্ প্রাতর্ভোজন কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। লেডি ইশাবেলের কপোলদ্বয়ে রক্তিম রাগের পরিবর্ত্তে একপ্রকার ভস্মবৎ শুভ্রতা আসিয়া স্থান লইয়াছে— কম্পিত হস্তে তিনি টাকা গুলি তুলিয়া লইতেছেন।

তাহাকে দেখিয়া যুবতী বলিলেন, “মিঃ কার্‌লাইল্, আমার উপর একটু অনুগ্রহ করিবেন কি?”

“আমার যা’ কিছু সাধ্য, আপনার জন্য সে সবই করিতে আমি প্রস্তুত।”

তখন সাড়ে বাইশটি টাকা তাহার দিকে ঠেলিয়া দিয়া যুবতী বলিলেন, “মিঃ কেন্‌কে দিবেন। মার্‌ভেল্‌কে বলিয়াছিলাম, একজন লোক পাঠাইয়া তাহাকে এই টাকাটা দিয়া দেয়। কিন্তু সে ভুলিয়া গিয়াছিল, কি, পরে দিবে বলিয়া রাখিয়া দিয়াছিল; তাই এখনও কেন্ টাকাটা

পায় নাই। টিকেটের মূল্য বাবদ পনের টাকা, আর বাকীটা পিয়ানো সুর করিয়া দিবার জন্য। অনুগ্রহ করিয়া এই কাজ টুকু করিবেন কি ? যদি কোন চাকরের উপর ভার দিতে যাই, তবে চলিয়া যাইবার ব্যস্ততায় আবার না ভুল হইয়া যায়, সেই ভয় হইতেছে।"

মন্তব্যের ভাবে কার্‌লাইল্‌ বলিলেন, "পিয়ানো সুর করিয়া দিবার মজুরী বাবদ কেন্‌ত' মাত্র আড়াই টাকা চার্জ্জ করিয়া থাকে।"

"কিন্তু অনেক ক্ষণ ধরিয়া তাহাকে কাজটা করিতে হইয়াছিল ; তা' ছাড়া, চাম্‌ড়াগুলিকে নিয়াও একটু খাটিতে হইয়াছিল।—তাই, বড় অতিরিক্ত দেওয়া হইল না। বিশেষতঃ, আমি তাহাকে কিছু খাইতেও বলিয়াছিলাম না।" হাসিবার একটু ক্ষীণ চেষ্টা করিয়া তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, "আমার অপেক্ষাও তাহার অর্থের আবশুক বেশি। আপনি যে এই মাত্র আমায় টাকা চাইতে শুনিয়াছেন—ইহার কথা মনে করিয়া যদি না হইত, তবে কিছুতেই আমি আমার হৃদয়ের বিত্রস্ত সাহস সংগ্রহ করিয়া লর্ড মাউণ্টসেভার্ণের নিকট ভিক্ষা চাইতে পারিতাম না। আমি তবে কি করিতাম, বলুন দেখি ?

হাসিয়া কার্‌লাইল্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করিতেন ?"

"আমার হইয়া কেন্‌কে দিবার জন্য আমি আপনাকে ধরিতাম ; এবং আমার নিজের হাতে টাকা আসিবামাত্রই আপনার ঋণ পরিশোধ করিতাম। দেখুন, আপনার নিকট চাহিতেই আমার বড় আগ্রহ হইয়াছিল ; লর্ড মাউণ্টসেভার্ণের নিকট ভিক্ষা করিতে বাধ্য হওয়া অপেক্ষা ইহাতে আমার কম যন্ত্রণা হইত।"

অমুচ্চ আন্তরিকতার স্বরে কার্‌লাইল্‌ বলিলেন, "আশা করি, তাই হইত।—আপনার জন্য আমি আর কিছু করিতে পারি কি ?"

ইশাবেল্ উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, "না, আর কিছুই নয়—আপনি যথেষ্ট করিয়াছেন" এমন সময়ে বাহিরের একটা গোলমালের প্রতি তাঁহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল, ও তাঁহারা জানালার নিকট সরিয়া গেলেন।

৬।৭ মাইল দূরবর্ত্তী রেইল্‌ওয়ে ষ্টেশনে ইশাবেলের যে গাড়ীতে যাইবার কথা, সেই গাড়ীখানা ফিরিয়া আসিয়াছে। এই মূল্যবান্ শকটখানা মৃত লর্ড মাউণ্টসেভার্ণের ছিল। ইহাতে দ্রুতগামী চারিটি ঘোড়া সংযুক্ত করা হইয়াছে,—যেমন জাকজমকের সঙ্গে লেডি ইশাবেল এতদ্দেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তেমনি জাকজমকের সঙ্গে তিনি এখান হইতে প্রতিগমন করেন, এরূপ ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ নিজেই ঘোড়ার সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া গিয়াছেন। জিনিষ পত্র সব গাড়ীতে উঠান হইয়াছে, এবং গাড়ীর বাহিরে, মার্‌ভেল ও যাইয়া উপরে উঠিয়া বসিয়াছে। ইশাবেল বলিলেন, "সব প্রস্তুত; আমার যাইবার সময় ও উপস্থিত মিঃ কার্‌লাইল, আপনাকে আমি একটা লিগেসী (মরিবার সময় যে জিনিষ দিয়া যাওয়া হয়) দিয়া যাইতেছি—কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে আমি যে রূপালি ও সোণালি রংএর মাছগুলি কিনিয়াছিলাম, সেই মাছগুলি।"

"আপনি সঙ্গে করিয়াই নিন্ না কেন?"

"লেডি মাউণ্টসেভার্ণের ওখানে! না, আমি বরং আপনার নিকট রাখিয়া যাওয়াই শ্রেয়স্কর মনে করি। মধ্যে মধ্যে যেন গোলকটার মধ্যে দুইএক টুক্‌রা রুটি ফেলিয়া দেন।"—তাঁহার মুখমণ্ডল অশ্রুপ্লাবিত হইয়া পড়িয়াছে। কার্‌লাইল বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, হৃদয়ের আবেগ প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্যই তিনি এত ত্রস্ত কথা বলিতেছেন। তাই বলিলেন "মিনিট কয়েক বসিয়া যান না?"

"না, না—আমার বরং এখনি যাওয়া উচিত।"

"গাড়ী পর্য্যন্ত লইয়া যাইবার জন্য কার্‌লাইল তাঁহার হাত ধরিয়া চলিলেন! হলের মধ্যে সমবেত হইয়া ভৃত্যবর্গ তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিল; ইহাদের কেহ কেহ তাঁহার পিতার চাকুরীতে চুলও পাকাইয়াছে। ইহাদিগের দিকে তিনি হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন, ধন্যবাদ দিয়া বিদায় লইবার জন্য একটিমাত্র কথা বলিতে চেষ্টা করিলেন—কিন্তু তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যে, দীর্ঘ নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য যে তিনি চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে।—কিয়ৎকাল পরে এই ভাব দূরীভূত হইলে, চতুর্দ্দিকে একটি সকরুণ দৃষ্টিপাত, একটি কাতর হস্তসঞ্চালন করিয়া, মিঃ কার্‌লাইলের সঙ্গে ইশাবেল্‌ বাহির হইয়া পড়িলেন।

মারভেলের পার্শ্বে পাউও যাইয়া স্বস্থানে উঠিয়া বসিয়াছে; শকট চালকেরাও গাড়ী চালাইবার সংকেতের মাত্র প্রতীক্ষা করিতেছে। এমন সময়ে কার্‌লাইল যাইয়া আবার গাড়ীর দরজা উন্মুক্ত করিয়া, নত হইয়া ইশাবেলের হস্ত ধারণ করিলেন।

কষ্টে নিশ্বাস ফেলিয়া কাতর স্বরে যুবতী বলিলেন, "মিঃ কার্‌লাইল, আপনার সদয় ব্যবহারের জন্য একটি ধন্যবাদের কথাও আমি আপনাকে বলি নাই!—কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আপনি জানেন, আমি চেষ্টা করিয়াও তা' পারি নাই!"

কার্‌লাইল আবেগের ভাষায় বলিলেন, "ধন্যবাদ পাইবার মত কাজ আর আমি কি করিতে পারিয়াছি!—আঃ, যদি আরও কিছু করিতে পারিতাম! অবস্থাচক্রের আবর্ত্তনে আপনাকে যে বিরক্তি ও যন্ত্রণা ভুগিতে হইয়াছে, সেই সব হইতে যদি আপনাকে রক্ষা করিতে পারিতাম! আর যদি কখনও আমাদের দেখা না হয়—"

বাধা দিয়া যুবতী বলিলেন, "তাই ত!—না, না, আবার দেখা হইবে,—আপনি ত লর্ড মাউণ্টসেভার্ণের কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন ?

"করিয়াছি বটে। তেমন দেখা—হইলেও হইতে পারে; হয়তঃ, রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে একবার!—কিন্তু তাও আমাদের জীবনযাত্রার পথগুলি অতি দূরব্যবহিত। যাক্, স্নেহের লেডি ইশাবেল, প্রার্থনা করি, ভগবান যেন আপনাকে চিরকাল সুখে রাখেন।"

তখন, গাড়ীচালকেরা অশ্বরজ্জুস্পর্শ করিল, ও দ্রুতবেগে গাড়ীখানা চলিয়া যাইতে লাগিল। পরদাগুলি টানিয়া দিয়া লেডি ইশাবেল পশ্চাদ্দিকে হেলান দিয়া বসিলেন, এবং যন্ত্রণায় দরদরধারে অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন—আজ যে গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, তাহার জন্য, ও যে স্নেহময় পিতাকে হারাইয়াছেন—তাঁহার জন্য। ইষ্টলীন্ ছাড়িয়া আসিবার সময় তাহার সর্ব্বশেষ উদ্বেগ হইয়াছিল যে কার্‌লাইলের প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় নাই।—কিন্তু কৃতজ্ঞ হইবার তখন যে সকল কারণ ছিল, এখন তাহার অপেক্ষাও বেশি কারণ উপস্থিত হইয়াছে। শীঘ্রই ইশাবেল ইহা জানিতে পারিলেন। তীব্র উত্তেজনার ভাব বড় দীর্ঘস্থায়ী হয় না। অল্পক্ষণ পরেই ইশাবেলের হৃদয়ের ভার অনেকটা কমিয়া আসিল। যখন তাঁহার চক্ষু পরিষ্কৃত হইল, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন, কি এক টুকরা মোড়ান' কাগজ তাঁহার কোলের উপর পড়িয়া রহিয়াছে। ভাবিলেন, তাঁহার নিজের হাত হইতে হয়তঃ পড়িয়া থাকিবে। যন্ত্রচালিতার মত তিনি ইহা তুলিয়া লইলেন—বিস্ময়ে, খুলিয়া, দেখিলেন—দেড় হাজার টাকার এক খানা ব্যাঙ্ক নোট!

এই যে পাঠক, তুমি বলিতেছ, এরূপ ঘটনা কেবল উপন্যাসেই সম্ভবে—তাও আবার কষ্টকল্পিত উপন্যাসে!—কিন্তু আমি যাহা বলিলাম, তাহা ঠিক, বাস্তবিকই সত্য। আকাশ হইতে অবশ্যই পড়ে নাই—দিবার জন্য

সেই দিন সকালে মিঃ কার্‌লাইল এই নোটখানা সঙ্গে করিয়া ইষ্টলীনে আসিয়াছিলেন।

চক্ষুতে বেগ দিয়া লেডি ইশাবেল্‌ নোটখানার দিকে চাহিয়া দেখিলেন; দেখিলেন, আবার দেখিলেন। কোথা হইতে কেমন করিয়া এই নোট আসিল!—কে আনিয়া থাকিবে?—অকস্মাৎ সন্দেহাতীত তথ্যটি বিদ্যুতের মত তাঁহার মনের আকাশের উপর দিয়া চম্‌কাইয়া গেল—মিঃ কার্‌লাইল্‌ই তাঁহার হাতে ফেলিয়া গিয়াছেন!

তাঁহার গণ্ডদ্বয় জ্বলিতে লাগিল, অঙ্গুলিগুলি কম্পিত হইতে লাগিল—তাঁহার হৃদয়ের ক্রুদ্ধ তেজ সশস্ত্রে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। আবিষ্কারের প্রথম মুহূর্ত্তে, তাঁহাকে অপমানিত করা হইয়াছে ভাবিয়া ইশাবেল্‌ ক্রুদ্ধ অসন্তোষ প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু ক্ষণপরে, যখন গত কয়েক দিবসের গুরু-গম্ভীর ঘটনাবলীর কথা তিনি মনে করিতে সমর্থ হইলেন, তখন, তাঁহার ক্রোধ, প্রশমিত হইয়া, কার্‌লাইলের আশ্চর্য্য দয়ালুতার প্রতি সবিস্ময় প্রশংসায় যাইয়া পরিণত হইল!—লেডি ইশাবেলের এখন আপনার বলিবার মত একখানি গৃহপর্য্যন্তও নাই, লেডি ইশাবেল এখন সম্পূর্ণ কপর্দ্দকহীন—এতদূর যে, দয়া করিয়া যদি কেহ কিছু দেয়, তবে সেই কিছুটুকুই তাঁহার একমাত্র সম্বল ও নিজস্ব হইবে! এই সব কি আর কার্‌লাইল্‌ জানেন না?

আচ্ছা, এখন তাঁহার কর্ত্তব্য কি?—অবশ্যই নোটখানা কিছুতেই তাঁর ব্যবহার করা উচিত নয়; এবিষয়ে মতান্তরই হইতে পারে না। বেশ, তবে ফেরত পাঠাইয়া দিলে কেমন হয়?—না, তাহাই বা কেমন করিয়া করা যায়? কার্‌লাইলের প্রাণে যে আঘাত লাগিবে! ইশাবেল্‌ বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, যে প্রকৃতি এমন সন্তর্পণে সদাশয়তা প্রকাশ করিতে সমর্থ, নিজের সদাশয়তা প্রত্যাখ্যাত দেখিলে সেই প্রকৃতি নিশ্চয়ই গুরুতর

আঘাত পাইবে। তাঁহাকে এতটা কষ্ট দেওয়া কি ইশাবেলের উচিত? ইশাবেলের নিকট কি তিনি এমন ব্যবহার পাইবারই যোগ্য অধিকারী?—না নিশ্চয়ই না।—তবে, তবে নোটখানার কি ব্যবস্থা করা যাইবে?—তাই ভাল; যতদিন না স্বহস্তে তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা যাইবে, ততদিন নোটখানা ইশাবেলকেই রাখিতে হইতেছে।

অনালোকিত তরুকুঞ্জের মধ্যবর্ত্তী, গৃহপ্রবেশের ফটকের উপর আনত হইয়া, বার্‌বারা হেয়ার দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। লেডি ইশাবেলের প্রস্থান-মুহূর্ত্তের কথা তিনি শুনিতে পাইয়াছেন; তাই স্ত্রীজনসুলভ ভাবে, প্রতিদ্বন্দিনীর মত—তাঁহার কল্পনাপ্রিয় হিংসাপূর্ণ হৃদয় লেডি ইশাবেলকে এবম্প্রকার আলোকেই দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে—এই প্রস্থানটি দেখিবার জন্য তিনি আসিয়া দৃঢ়ভাবে এখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু গাড়ী-ঘোড়া এবং অনুচরবর্গ ব্যতীত অন্য কিছুই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল না—পরদাগুলা সবই যে নামান রহিয়াছে।

গাড়ী চলিয়া যাইবার পরেও অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ তিনি সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে ওয়েষ্টলীনের দিক হইতে তাহার পিতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"কার্‌লাইল্‌কে দেখিয়াছ, বার্‌বারা?"

"না, বাবা।"

"আমি তাহার আফিসে গিয়াছিলাম; কিন্তু তাহাদের বিশ্বাস যে, সে ইষ্টলীনে গিয়াছে। হয়তঃ সে এখন ফিরিয়া আসিতে পারে। পাই যদি ত' আমি একবার তাহাকে ধরিতে চাই।"

ফটকের উপর কনুই স্থাপন করিয়া মিঃ হেয়ার বহির্ভাগে দণ্ডায়মান হইলেন—বার্‌বারা ভিতরের দিকেই দাঁড়াইয়া রহিলেন!—সম্ভবতঃ, কার্‌লাইলের সাক্ষাৎ পাইবার জন্য উভয়েই তুল্যভাবে ব্যস্ত।

হঠাৎ যাষ্টিশ কতকটা আবেগের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুজবটা কি বলিয়া তোমার মনে হয়?—যেখানে যাও, সেখানেই ঐ এক কথা, যে, কার্‌লাইল—"

কিন্তু বক্তব্যটি শেষ না করিয়াই তিনি আবার ইষ্টলীনের দিক্‌ হইতে যে পথটি আসিয়াছে, সেইটি ভাল করিয়া দেখিবার জন্য রাস্তাটির দিকে এক পদ অগ্রসর হইলেন। তাঁহার অসমাপ্ত-কথাজনিত উৎকণ্ঠায় বার্‌বারার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল।—কার্‌লাইল্‌ কি?

পিতা ফিরিয়া আসিলে, যুবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার্‌লাইলের সম্বন্ধে কি কথা বাবা?"

উত্তর না দিয়া যাষ্টিশ বলিলেন, "এই যে কার্‌লাইল আসিতেছে!—লম্বা পা দেখিয়াই চিনিয়াছি—কে। কথাটা এই, বার্‌বারা, যে, সে নাকি ইষ্টলীন্‌ কিনিয়াছে!"

"ও বাবা! সত্যি! কার্‌লাইল ইষ্টলীন কিনিয়াছে?"

"সত্য মিথ্যা দুইটিই সমান সম্ভব। সে আর মিস্‌ কর্ণিতে মিলিয়া বেশ একবাসা সোণার ডিম পারিয়াছে। এইমাত্র ডিল্‌কে আমি কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; কিন্তু লোকটা বরাবর যেমম চাপা, এখনও তেমনি চাপিয়া গেল—এদিক্‌, ওদিক্‌, কোনো দিকেই আমায় কিছু বলিল না।" তারপর কার্‌লাইল অগ্রসর হইলে উচ্চস্বরে ডাকিয়া বলিলেন, "সুপ্রভাত! সুপ্রভাত! ইপ্‌স্‌লি ইউনিয়ান হইতে তুমি কোন সংবাদ পাইয়াছ কিনা জানিবার জন্য বেঞ্চে আমরা সব ব্যস্ত সমস্ত হইয়া রহিয়াছি। আমাদের ইউনিয়ান (সমিতি) শপথ করিয়া বসিয়াছে যে, কাঙ্গালগুলিকে আজিকার বেশি আর থাকিতে দেওয়া হইবে না।"

কার্‌লাইল্ উত্তর করিলেন, "হাঁ, তাহারা দাবী স্বীকার করিয়াছে। এখন আপনারা অবিলম্বে তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিতে পারেন। কেমন আছ, বার্‌বারা ?"

মিঃ হেয়ার প্রত্যুত্তর করিলেন, "তবে উত্তম হইয়াছে। কার্‌লাইল্, লোকপরম্পরায় শুনিলাম যে তুমি নাকি ইষ্ট্‌লীন ক্রয় করিয়াছ ?"

"লোকে এইরূপ কথাই বলে নাকি! বলিয়া থাকিলে, বড় ভুলও বলে নাই! আমার বিশ্বাস যে, ইষ্ট্‌লীন এখন আমারই।"

"তোমরা উকীলেরা যখন নিজেদের মক্কেল হইয়া বস, তখন তাড়াতাড়ি কাজ করা সম্বন্ধে কেহই আর তোমাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারে না! এই ত' বোধ হয় এক সপ্তাহ হয় নাই যে, লর্ডমাউণ্ট্‌সেভার্ণ মারা গিয়াছেন; আর এর মধ্যেই হস্তান্তরিত হইয়া ইষ্ট্‌লীন্‌টি তোমার হাতে আসিয়া পড়িল!"

"না, যাষ্টিশ্, ত' নয়। মাউণ্ট্‌সেভার্ণের মরিবার অনেক মাস আগ হইতেই ইষ্ট্‌লীন্ আমার হইয়াছে।"

"কি!—যখন তিনি সেখানে আসিয়া বাস করিতেছিলেন? একথা ভাবিতে গেলে ও যে চমক লাগে! বাজি রাখিয়া বলিতে পারি যে, খুব ভাড়াটাই তুমি তাঁ'র কাছ থেকে আদায় করিয়া লইয়াছ!"

ঈষৎ হাসিয়া কার্‌লাইল্ উত্তর করিলেন, "মোটেই ভাড়া নিই নাই। সেই সময়টার জন্য লর্ড বাহাদুর আমার একজন 'অনারারি' প্রজার মত ছিলেন।"

যাষ্টিশ্ মন্তব্য করিলেন, "তবে তুমি ভারি আহাম্মুকী কাজ করিয়াছ! মাফ্ করিও, কার্‌লাইল—তুমি যুবক, আমি বৃদ্ধ, অন্ততঃ শীঘ্রই হইয়া বসিব। মাউণ্ট্‌সেভার্ণ আর এক আহাম্মক ছিলেন—নইলে এমন ভাবে কেউ আপনাকে জড়াইয়া ফেলে!"

যেন সুরে সুর মিলাইয়া, বার্‌বারা বলিলেন, “বিপন্ন ভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। গেল রাত্রে শুনিয়াছি, তিনি নাকি লেডি ইশা-বেলের জন্য কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই!—এমন কি, শোক-বসনের মূল্য দিবার মত ও তাঁহার হাতে একটি পয়সা ছিল না! কথাটা স্মিথেরা হার্‌বার্টদের কাছে বলিয়াছে; হারবার্টরা আবার আমায় বলিয়াছে। আর্কিবল্ড, তোমার কি এ সব কথা সত্য বলিয়া মনে হয়?”

শুনিতে শুনিতে মিঃ কার্‌লাইল্ যেন বেশ আমোদ পাইতেছেন বলিয়া বোধ হইল। বলিলেন,—“আশ্চর্য্য হইলাম, কেন তারা বলে নাই যে, টাকা পয়সা দূরের কথা, ইশাবেল্ শোক-বসনটি পর্য্যন্তও পান নাই। কল্পনাকে আর অল্প একটু টানিলেই যে এপর্য্যন্ত যাইয়া পৌঁছান যাইত। এসব আজগুবি কাণ্ডকারখানা না থাকিলে ইষ্টলীনের লোকদের কি উপায় হইত?”

যাষ্টিস্ হেয়ার উচ্চস্বরে বলিলেন,—“বাস্তবিকই, বল দেখি, কি উপায় হইত। আসিবার সময় আমি দেখিতে পাইয়াছি, তাঁহার চা’রঘোড়ার গাড়ীখানা হড়হড়িয়ে চলিয়াছে, আর তাঁহার ঝি চাকর সব উপরে, বসিয়া রহিয়াছে! যে যুবতী অমন্ চাইলে বাহির হইতে পারে, তাঁহাকে কখনও শোকবসন কি টাকা পয়সার অভাবে ধাঁধা দেখিতে হয় না, মিস্ (কুমারী) বার্‌বারা।”

কার্‌লাইল্ বলিলেন,—“আপনি বোধ হয় বেশ ভাল রকমই জানেন যে, সাধারণ লোকদের একটা কিছু গল্পগুজবি করা চাই ই চাই। এই দেখুননা কেন আজকার দিনটি যাইতে না যাইতেই আমার ইষ্টলীন ক্রয়ব্যাপারটা বাড়ীতে বাড়ীতে শেষে যাইয়া ওয়েষ্টলীন ক্রয়েতেও পরিণত হইল আর কি! বিদায়! বিদায়, বার্‌বারা।”

লণ্ডনের যে হোটেলে ভেন্ পরিবার যাইয়া বাস করেন, লণ্ডনে পৌঁছিয়া লর্ডমাউণ্ট্ সেভার্ণ যখন সেই হোটেলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, তখন প্রথমেই, যে স্ত্রী নিশ্চয়ই কাসেল্ মার্‌লিং এ রহিয়াছেন বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল, তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় যাইয়া সেই স্ত্রীর উপরই পতিত হইল। বিস্মিত হইয়া তিনি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

কারণ দর্শাইতে যাইয়া লেডি মাউণ্ট্ সেভার্ণকে বড় বেগ পাইতে হইল না। নিজে দেখিয়া শুনিয়া শোক-বসনের জন্য অর্ডার দিলে যেমন হইবে, অন্যের দ্বারা করাইতে গেলে, তেমন হইবে না, ভাবিয়াই দুই এক দিন হইল তিনি এখানে আসিয়াছেন ; উইলিয়ম্ ও বড় ভাল বোধ করিতে ছিল না, তাই তাহাকেও সঙ্গে আনিয়াছেন।

মনোযোগের সহিত শুনিয়া লর্ডবাহাদুর সমালোচনার ভাবে বলিলেন "তুমি এখানে আসিয়াছ দেখিয়া আমি দুঃখিত হইলাম, এম্‌মা !—ইশাবেল্ আজ ক্যাসেল্ মার্‌লিং এ গিয়াছে।"

ত্রস্ত লেডি মাউণ্ট্ সেভার্ণ মস্তক উত্তোলন করিলেন, "কেন ?"

অব্যবহিত প্রশ্নটির উত্তর না দিয়া, স্বামী পুনরায় বলিলেন, "বড়ই নিন্দাগ্লানি ও কলঙ্কের কথা হইয়াছে ! মাউণ্টসেভার্ণ ভিক্ষুকের অপেক্ষাও শোচনীয় ভাবে মারা গিয়াছেন !—ইশাবেলের জন্য একটি কপর্দ্দকও অবশিষ্ট রাখিয়া যা'ন নাই !"

"আশাও ত' করা হয় নাই যে বেশি কিছু থাকিবে ?"

"সত্য,—কিন্তু কিছুই নাই—একটি কাণা কড়িও নয় ! এমন কি তার খাস খরচের জন্যও কিছু নাই ! গোটা পঁচিশ কি ত্রিশ টাকা আজ আমি তাহাকে দিয়াছি—তাহার হাতে একদম্ পয়সা ছিল না !"

লেডি মাউণ্টসেভার্ণ চক্ষু বিস্ফারিত করিলেন, "সে এখন থাকিবে কোথায় ! তা'র কি ব্যবস্থা হইবে ?"

'আমাদের সঙ্গেই রাখিতে হইবে। কে—"

বাধা দিয়া লেডি মাউণ্টসেভার্ণ বলিলেন—তাঁ'র গলার স্বরটি তীব্র আর্ত্তনাদের ধ্বনির প্রায় কাছাকাছি যাইয়া পৌঁছিয়াছে—"আমাদের সঙ্গে! না, না, তা কখনই হইতে পারিবে না।"

"হইতেই হইবে, এম্‌মা। থাকিবার মত আর তার স্থান নাই। বাধ্য হইয়াই আমি এইরূপ সংকল্প করিয়াছি, আর তোমায় জানাইতেছি যে, এই জন্যই সে আজ কাসেল্ মার্‌লিংএ গিয়াছে।"

ক্রোধে লেডি মাউণ্টসেভার্ণ বিবর্ণ হইয়া পড়িলেন। আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক টেবিলটিকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া, তিনি যাইয়া স্বামীর সঙ্গে মুখামুখী হইয়া দাঁড়াইলেন, "শুন, রেমণ্ড, কিছুতেই আমি ইশাবেল্‌কে আমার চালের তলে থাকিতে দিব না—তাহাকে আমি ঘৃণা করি। আঃ, কেমন করিয়া, তোষামোদে গলিয়া, তুমি এমন কাজের অনুমোদন করিলে?"

গম্ভীর ভাবে লর্ড উত্তর করিলেন, "তোষামোদে গলিয়া আমি এ কাজ করি নাই—আর, এরূপ কাজের জন্য কেহ আমার অনুমতি চাহিতেও আসিয়াছিল না। নিজ হইতেই আমি এই প্রস্তাব করিয়াছি।—আর কোথায় তাহার থাকিবার স্থান হইতে পারে?"

অবাধ্য উত্তর হইল, "কে জানে কোথায়!—আমাদের সঙ্গে কিছুতেই তাহার স্থান হইবে না।"

মাউণ্টসেভার্ণ আবার বলিলেন, "ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষয়টা একবার বিবেচনা করিয়া দেখ। তাহার আর অন্য আত্মীয়স্বজন নাই—অন্য কাহারও উপর তাহার দাবীদাওয়া নাই! সৌজন্যে, সাধুতার অনুরোধে, তাহাকে স্থান দান করিতে আমি—তাহার পিতার উত্তরাধিকারী—সর্ব্বথা বাধ্য।—একবার মনে কর না কেন, এই আমি, লর্ড

মাউণ্টসেভার্ণের জীবন সুস্থ ও নির্দ্দোষ হইলে, এই আমি আরো বিশ বৎসরের মধ্যেও হয়ত এই জমিদারীর কাছেই যাইতে পারিতাম না। এসব কি তোমার মনে হয় না, এম্‌মা ?

উত্তর হইল, "না, হয় না। তাহাকে লইয়া কিছুতেই আমি একসঙ্গে ঘর করিবনা।"

আর্‌ল আবার বলিতে লাগিলেন, "সে এখন কাসেল মার্‌লিংএ আছে—আপনার গৃহ মনে করিয়াই গিয়াছে। আর, তুমিও, ফিরিয়া যাইয়া তাহাকে রাস্তার বাহির করিয়া, কি কর্ম্মগৃহে (Work house) পাঠাইয়া দিয়া, অথবা পেন্‌সন্‌ফণ্ড হইতে সাহায্যের জন্য, রাজার মন্ত্রীদের নিকট ভিক্ষা চাহিয়া, নিজের উপর পৃথিবীশুদ্ধ লোকের নিন্দাতিরস্কার টানিয়া আনিতে কখনই সাহসী হইবে না। তাই, এম্‌মা আমার বিবেচনায় এই সব না করিয়া তোমার পক্ষে, তাহার প্রতি সুভাব দেখানই উচিত।"

এবার আর লেডি মাউণ্টসেভার্ণ প্রকাশ্যভাবে প্রতিবাদ করিলেন না। কাণ্ডজ্ঞান হইতে তিনি একেবারে বঞ্চিত ছিলেন না ; আর, তাঁহার স্বামীর এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া ও বাস্তবিকই বড় কঠিন—"আমরা যদি জায়গা না দিব, ইশাবেল তবে কোথায় যাইবে ?"—কিন্তু ক্রোধে প্যান্ প্যান্ করিয়া তিনি কি বলিতে লাগিলেন, তাঁহার মুখমণ্ডল অগ্নিবর্ষণোন্মুখের মত দেখাইতে লাগিল !

বিশেষ বিবেচনা না করিয়া লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ বলিলেন, "সে আর বেশি দিন তোমাকে কষ্ট দিবে না। তার মত লাবণ্যময়ী সুন্দরীর বিবাহ শীঘ্র শীঘ্রই হইয়া থাকে। তারপর, তা'রমত নম্র ও মধুর প্রকৃতির মেয়েও আর আমি কখনও দেখি নাই। এত সব সত্ত্বেও, কেমন করিয়া যে তুমি তাহাকে নাপছন্দ করিতে শিখিলে, তাহা বুঝা ত' দূরের কথা, বুঝিবার

ভাণও আমি করিতে পারিতেছিনা !—তাঁহার মুখখানার অনুরোধে অনেক লোকেই তাহার অর্থাভাবের কথা ভুলিয়া যাইতে আশাতিরিক্তভাবে প্রস্তুত হইব।"

অঙ্গুলি মটকাইয়া কুপিতা রমণী উত্তর করিলেন, "যেই কেন না আসিয়া প্রথমে তাহার পাণিপ্রার্থনা করে, তাহাকেই ইহার বিবাহ করিতে হইবে। ইহা আমি করাইবই করাইব।"

দ্বাদশ অধ্যায়।

—:০:—

কাসেল মার্‌লিংএ ইশাবেলের জীবন-প্রবাহ।

ইশাবেল্ তাঁহার নূতন আলয়ে আসিবার প্রায় দশ দিবস পরে লর্ড ও লেডি মাউণ্টসেভার্ণ কাসেল মার্‌লিংএ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রসঙ্গ-ক্রমে আপনাদিগকে বলা উচিত যে, ইহা কোন দুর্গ নহে—একটি সহরের নাম মাত্র। এই সহর হইতে অনতিদূরে ইঁহাদের বাসস্থান—অল্প কিছু ভূসম্পত্তি। বাড়ী আসিয়া মাউণ্টসেভার্ণ ইশাবেলকে সাদরে গ্রহণ করিলেন; ফ্যাসনদুরস্তভাবে লেডি মাউণ্টসেভার্ণ ও করিলেন—কিন্তু এমনি ন্যাকারজনক মুরুব্বি আনা গোঁছে যে তাহতে ইশাবেলের গণ্ডদ্বয় ঘৃণা ও ক্রোধে আরক্তিম হইয়া উঠিল। ইহাদের প্রথম সাক্ষাতালাপেই যখন এরূপ অবস্থা ঘটিল, তখন সময় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা যে কেমন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা কি আর আপনাদিগকে বলিয়া দিতে হইবে? ইশাবেলের সহ্যশক্তি চূড়ান্ত ক্লান্ত করিয়া, জ্বালাত্মক উপেক্ষা অবহেলা, নিম্নপ্রকৃতির তিতিবিরক্ততা, হৃদয়ভঙ্গকারী লাঞ্ছনাগঞ্জনা তাঁহার উপর অজস্র বর্ষিত হইতে লাগিল। একাকিনী হইলেই, করে কর পেষণ করিয়া তিনি আবেগাকুলভাবে আশ্রয়ান্তর প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রার্থনা করিতেন।

লেডি মাউণ্টসেভার্ণ সুধু প্রশংসাত্মক আব্‌হাওয়ার মধ্যে বাস করিতেন; যাহারা তাহার চরণোপান্তে স্তুতির অর্ঘ্য প্রদান করিতে প্রস্তুত হইত, তাহাদিগকেই আনিয়া তিনি আপনার চতুর্দ্দিকে সমবেত করিতেন। তিনি রসিকতাপ্রিয়; কিন্তু তাহার রসিকতা-প্রিয়তা তিনি ঠিক ঔচিত্যের

প্রান্তসীমা পর্য্যন্তই যাইতে দিতেন—ইহার অধিক নহে। রসিকতা করিতে যাইয়া আত্মবিস্মৃত হইবার পক্ষে, কি, আপনার সুনাম বিপদগ্রস্থ করা সম্বন্ধে মাউণ্টসেভার্ণের বর্ত্তমান কাউণ্টেস্ এম্মার যতটা কম সম্ভাবনা ছিল, ততটা বোধ হয় আর কোন স্ত্রীলোকেরই ছিল না; এবং যাহারা এইরূপভাবে আত্মমর্য্যাদা বিস্মৃত হইত, তাহাদিগের প্রতি অন্য কোন স্ত্রীলোকই বোধ হয়, অধিকতর সঘৃণক্ষমাহীনা ছিলেন না। ঈর্ষ্যার, স্বার্থপরতার, লেডি ভেন্ যেন সারটুকু ছিলেন। কখনও তিনি কোন মনোমোহিনী যুবতীকে আপনার গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন বলিয়া কেহ জানিত না—তিনি বরং একজন কুষ্ঠরোগিনীকেও আনিতে প্রস্তুত ছিলেন! এখন তবে আপনারা অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছেন, যখন তিনি শুনিলেন যে ইশাবেল ভেন্ তাঁহার অনেকগুলি মোহিনীশক্তি, তাঁহার যৌবন, তাঁহার অসামান্য সৌন্দর্য্যসম্ভার লইয়া, কাসেল মার্‌লিংএ অতিথি হইতে যাইতেছেন, তখন লেডি ভেনের হৃদয়ে কি পরিমাণ ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছিল। গত খ্রীষ্টমাসের সময় কয়েকজন লোক এখানে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। ইহাদের অসতর্কতায় সহজেই এই তথ্যটি প্রকাশ হইয়া পড়িল যে, সবলে পূজোপহারআদায়কারিণী কাউণ্টেসের অপেক্ষা তাঁহার আশ্রিতা সুন্দরী যুবতিটিই অনেক অধিক চিত্তাকর্ষিনী! তখন সমস্তসীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার ক্রোধাগ্নি ফাটিয়া বাহির হইল—এবং সাধারণ চক্ষুর অন্তরালের কোনো ঘটনায় যখন:ক্রোধ ব্যতীত তাঁহার অন্য চিত্তবৃত্তিগুলি সকলই ডুবিয়া গিয়াছিল, যখন জীবনের ঔচিত্যানৌচিত্যগুলি তাঁহার দৃষ্টিপথের বাহিরে যাইয়া পড়িয়াছিল, তখন তিনি ক্রোধকম্পিত দেহে, ক্রোধকলুষিত কণ্ঠে ইশাবেলকে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "তুমি একজন ঘৃণিতা অপ্রার্থিতা-মাত্র! উপায়ান্তর নাই বলিয়াই সুধু তোমার এখানে অবস্থিতি সহ্য করিতে হইতেছে!"

এই মাউণ্টসেভার্ণ দম্পতির দুইটি সন্তান ছিল—উভয়েই বালক। কিন্তু গত ফেব্রুয়ারি মাসে চিরক্ষীণজীবী কনিষ্ঠটি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এই দুর্ঘটনায় ইহাদের ভাবীকর্ম্মকল্পনা কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বনির্দ্ধারণানুসারে ইষ্টার উৎসবের পরই আর তাঁহারা লণ্ডনের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন না—যাওয়া মে মাস পর্য্যন্ত স্থগিত রহিল। মাউণ্টসেভার্ণে যে সকল জীর্ণ সংস্কার ও নূতনত্ব সাধন হইতেছিল, তাহার তত্ত্বাবধানার্থ লর্ড বাহাদুর শীতের কতকটা অংশ সেখানে অতিবাহিত করিয়াছেন। সন্তানহানিতে স্ত্রীর অপেক্ষাও অনেক অধিক কাতর হইয়া মার্চ্চমাসে তিনি ফরাসী রাজধানী প্যারিস যাত্রা-করিলেন।

এপ্রিল্ মাস ও তৎসঙ্গে ইষ্টার উৎসব কাছাইয়া আসিতে লাগিল। তাঁহার অপ্রচ্ছন্ন ত্রাস ও বিরক্তি উৎপাদন করিয়া মাতামহী মিসেস্ লেভিসন্ লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তাহার হাওয়া পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইয়াছে বলিয়া ইষ্টার পর্ব্বটি, তিনি আসিয়া, ইহাদের সঙ্গে কাসেল মারলিংএ কাটাইবেন। তাঁহার হীরা জহরতের—যাহা একসময় লেডি ইশাবেলের ছিল, অন্ততঃ একসময় যাহা তিনি আপনার বলিয়াই পরিধান করিয়াছেন—সেই হীরাজহরতের বিনিময়েও যদি লেডি মাউণ্টসেভার্ণ এই আপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিতেন, তবে তিনি তাহা করিতেও প্রস্তুত ছিলেন! কিন্তু হায়, সে নিষ্কৃতি যে ঘটিবার নহে! এক সোমবারে আসিয়া বৃদ্ধা মহিলা উপস্থিত হইলেন—সঙ্গে ফ্রান্সিস্ লেভিসন্ও। এতদ্ব্যতীত লর্ড বাহাদুরের ভবনে এবার আর কোন অতিথি বন্ধু পদার্পণ করেন নাই।

ইষ্টারের অব্যবহিত পরবর্ত্তী গুড ফ্রাইডে পর্ব্বপর্য্যন্ত কার্য্যকলাপ বেশ শান্ত ভাবেই চলিতে লাগিল। কিন্তু এই শান্তভাবটুকু

প্রতারণাচ্ছাদিত মাত্র। অন্তরে অন্তরে গৃহিনী ঠাকুরাণীর অসূয়াগ্নি ধূমায়িত হইতেছিল—ইশাবেলের প্রতি উদ্দিষ্ট কাপ্তান লেভিসনের অনন্যমনা তৎপরতা তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছিল। খ্রীষ্টমাসের সময়ই লেডি ইশাবেলের সম্বন্ধীয় কাপ্তানের তারিফ ক্রিয়াটি যথেষ্ট প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল—এখন তাহা আরও প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। ফ্রান্সিস্ লেভিসন্ না হইয়া অন্য কেহ যদি এরূপ ব্যবহার করিত, তবে লেডি ভেন্ তাহা অধিকতর শান্তভাবে সহ্য করিতে পারিতেন। যুবক লেভিসন্‌কে—যদিও মামাতো ভাই—তিনি এতটা প্রিয়, এতটা আপনার করিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, একটু কম সতর্ক হইলে ইহাতে তাঁহার বিপদ ঘটিতে পারিত!—এতাদৃশ লেভিসনের পরিবর্ত্তে, সমগ্র সংসার ও যদি একসঙ্গে ইশাবেল্‌কে সুখ্যাতি করিতে থাকিত, তবে তাহাও লেডি মাউণ্টসেভার্ণ অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন। পাঠক পাঠিকা হয়ত ভাবিতেছেন এমন যখন মনের গতি, তখন, পূর্ব্ববৎসরের মত এবারও কেন তিনি সেখানে থাকিতে দিয়া কাপ্তান্ লেভিসন্‌কে ইশাবেলের সঙ্গলাভের এত সুযোগ প্রদান করিতেছেন! ইহার উত্তর করা আমার শক্তির অতীত।—কেন মানুষ নির্ব্বোধের মত কার্য্য করিয়া থাকে?

গুড্ ফ্রাইডের দিন অপরাহ্লে বালক উইলিয়ম ভেন্‌কে (লর্ড মাউণ্ট-সেভার্ণের পুত্র) সঙ্গে করিয়া লেডি ইশাবেল্ হাওয়া খাইতে বাহির হইলেন। ধীরে ধীরে কাপ্তান্ লেভিসন্ ও যাইয়া ইহাদের সঙ্গে মিলিত হইলেন। প্রায় ডিনারের সময় তাঁহারা তিনজনে আসিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। মিসেস্ লেভিসনের সঙ্গে বাধ্য হইয়া তাহাকে গৃহে থাকিতে হইয়াছিল; তাই এতক্ষণ লেডি মাউণ্টসেভার্ণ বসিয়া বসিয়া কেবল, লেভিসন্‌কে ইশাবেলের সঙ্গলাভের এমন সুযোগ দিয়াছেন ভাবিয়া মনে মনে ক্ষুন্ন হইতেছিলেন, আর ইশাবেলের অভিলক্ষ্যী ক্রোধাগ্নি পরিপুষ্ট করিতেছিলেন। ডিনারের

জন্য পোষাক পরিধান করিয়া আসিবার মত সময় আর বড় বেশি নাই দেখিয়া ইশাবেল্ সোজাসুজি আপনার কক্ষে চলিয়া গেলেন। পরিহিত পরিধেয় ত্যাগ করিয়া তিনি ড্রেসিং গাউনটি কোনমতে গায় দিয়াছেন, মার্ভেল্ তাঁহার কেশকলাপ বিন্যস্ত করিতেছে, আর বালক উইলিয়ম্ তাঁহার জানুর নিকট দাঁড়াইয়া কলরব করিতেছে, এমন সময়ে দরজাটি সবলে উন্মুক্ত হইল ও লেডি মাউণ্টসেভার্ণ আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় গিয়াছিলে ?"

ইশাবেল্ তাঁহার ক্রোধ-লক্ষণ বুঝিতে পারিলেন—ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "তরু-কুঞ্জে ও মাঠে মাঠে একটু বেড়াইয়া আসিলাম।"

"তোমার সাহস টা কি যে, নিজেকে তুমি এমন ভাবে কলঙ্কিত করিতেছ ?"

প্রশ্নটি শুনিয়া ইশাবেলের হৃদ্‌পিণ্ড কেমন এক রকম নিরানন্দ ভাবে দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল ; কিন্তু তিনি ধীর শান্ত ভাবে উত্তর করিলেন, "তোমার কথার অর্থ আমি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না!" তারপর মার্ভেলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "চুলে বড় লাগিতেছে যে!"

যে সকল স্ত্রীলোক ক্রোধে দিশাহারা হইয়া পড়ে, তাহারা, যখন ক্রোধের লাগাম শিথিল করিয়া বসে, তখন কি যে বলে, কি যে করে, তাহা আর তাহাদের ঠিক থাকে না। ইশাবেলের উত্তর শুনিয়া লেডি মাউণ্টসেভার্ণের মুখ হইতেও অতিমাত্র অসমর্থনীয় ও নীচজনোচিত গালিগালাজ ও গঞ্জনাতিরস্কারের স্রোত প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। "আমার গৃহে যে. তুমি নিরাশ্রয়ে আশ্রয় পাইয়াছ, তাহাই যথেষ্ট মনে না করিয়া তুমি কিনা আবার তাহা কলঙ্কিত করিতে আরম্ভ করিয়াছ ? তিন তিনটি ঘণ্টা কি না তুমি ফ্রান্সিস্ লেভিসনের

সঙ্গে কোথায় গোপনে কাটাইয়া আসিলে! সে এখানে আসিয়াছে অবধি, তুমি তা'র সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ারকি দেওয়া ব্যতীত আর কিছুই করিতেছ না! খ্রীষ্ট্‌মাসের সময় ও তুমি কেবল এই সবই করিয়াছিলে!"

আক্রমণটি অবশ্যই এতদপেক্ষাও অধিকতর ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল; কিন্তু সার কথা গুলি এই—ই। লেডি ইশাবেল্ বাধা প্রদান করিতে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন—লেডি মাউণ্টসেভার্ণের অপেক্ষা তাঁহার ক্রোধের পরিমাণ কম হয় নাই। এমন সব কুৎসিৎ কথা!—তা'ও কিনা আবার পরিচারিকার সম্মুখে! আর্লের মেয়ে তিনি—এই এম্মার অপেক্ষা অনেক উচ্চ বংশে তাঁ'র জন্ম। আর সেই এম্মাই কি না নিজের প্রমত্ত ঈর্ষ্যায় জ্বলিয়া তাঁহার উপর এমন দোষারোপ করিবে! মার্‌ভেলের মুষ্টিমধ্য হইতে কেশরাজি ছিনাইয়া লইয়া, আহত তেজোদ্দীপ্ত ভাবে মুখামুখি দাঁড়াইয়া, কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য প্রশমিত করিয়া যুবতী উত্তর করিলেন, "আমি রসিকতা ইয়ারকির ধার ধারিনা। সে ভার আমি—"তাঁহার অন্তরনুভূত ঘৃণার ভাব কণ্ঠস্বরে আর তিনি সম্পূর্ণ চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না—"সে ভার আমি বিবাহিত স্ত্রীলোক-দের উপরই দিয়াছি —যদিও আমার বিবেচনায়, অবিবাহিতাদের অপেক্ষা তাহাদের বেলা এই দোষ কম মার্জ্জনীয়! আমার এই গৃহে পদার্পণের প্রথম দিন হইতেই আমি দেখিয়া আসিতেছি যে, এখানকার অধিবাসিনী-দের মধ্যে একজন মাত্র এই সব কাজ করিয়া থাকে; এবং সেই এক জন—আমি, ইশাবেল্ নই:— তুমি, তুমি লেডি মাউণ্ট্‌সেভার্ণ নিজেই!"

এমন 'ঘা যেখানে, ব্যথা সেখানে' রূপ যথার্থ দোষারোপ যাইয়া লেডি মাউণ্টসেভার্ণকে তীব্র আঘাত করিল। ক্রোধে তিনি পাংশুবর্ণ হইয়া পড়িলেন, এবং আত্মবিস্মৃত হইয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক ইশাবেলের

বাম গণ্ডে তীব্র চপেটাঘাত করিলেন! ভীত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ইশাবেল্ যন্ত্রণা-কাতর ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন—কিন্তু, তিনি কোন কথা বলিবার কি কোন কাজ করিবার পূর্ব্বেই, আবার লেডি মাউণ্টসেভার্ণের বাম হস্ত উত্তোলিত হইয়া সবলে তাঁহার দক্ষিণ গণ্ডোপরি পতিত হইল। আকস্মিক শৈত্য-সংস্পর্শে যেমন হয়, ইশাবেল্ তেমন কম্পিত হইয়া উঠিলেন, আর তাঁহার মুখ হইতে একটা তীব্র চিৎকার-ধ্বনি বিনির্গত হইল। আহত মুখমণ্ডল দুই হস্তে আবৃত করিয়া তিনি যাইয়া পোষাক পরিধান করিবার কেদারার উপর ধপাস্ করিয়া পড়িয়া গেলেন। আশঙ্কা ও উদ্বেগে মার্ভেল্ হস্তদ্বয় উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত করিল, আর বালক উইলিয়ম্ অতি জোরে কাঁদিয়া উঠিল—আপনি প্রহৃত হইলেও বোধ হয় সে এত জোরে কাঁদিতে পারিত না। উইলিয়ম্ কতকটা সহজাকুল প্রকৃতির; তাই তাহার বড় ভয় হইয়াছে। তখন এই চিৎকারের জন্য তাহার কর্ণমর্দ্দনপূর্ব্বক, 'বাঁদর কোথাকার!' বলিয়া তাহাকে গালি মন্দ দিয়া, কক্ষ হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া লেডি এই দৃশ্যের পরিসমাপ্তি করিলেন।

যন্ত্রণা, ক্রোধ ও ঘৃণার অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া লেডি ইশাবেল্ সুদীর্ঘ রজনীটি যাপন করিলেন।—আর কাসেল্ মার্লিংয়ে তাঁহার থাকা হইতে পারে না; এমন অত্যাচারের পরে কেই বা থাকিতে পারে? সে ত' যেন ঠিক কথা; কিন্তু তিনি কোথায় যাইবেন, কোথায় যাইতে পারেন? তাঁহার মনের আলোড়িত আবেগরাশি তাঁহার বিচার শক্তির উপর প্রাধান্য লাভ করিয়া বসিয়াছে; তাই মৃত্যুর নামে শান্ত মুহূর্ত্তের যৌবন-স্বাস্থ্যসুলভ শিহরণ বিস্মৃত হইয়া, যুবতী সেই রাত্রির মধ্যে অন্ততঃ পঞ্চাশটি বারও পিতার কবরপার্শ্বে স্থান পাইবার জন্য ইচ্ছা করিলেন! নানা ভাবের কর্ম্ম-কল্পনা তাঁহার মস্তিস্কের মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতে লাগিল; একবার মনে করিলেন, ফ্রান্সে পলাইয়া যাইয়া লর্ড মাউণ্টসেভার্ণকে সকল ব্যাপার

জানাইবেন; দ্বিতীয় বার ভাবিলেন যে, বৃদ্ধা মিসেস্‌ লেভিসনের নিকট যাইয়াই আশ্রয় ভিক্ষা করিবেন; আবার মনে হইল যে, না, মেসন্‌কে খুঁজিয়া লইয়া তাহার সঙ্গে যাইয়াই বাস করিবেন। কিন্তু রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই এই সকল জল্পনাকল্পনার কোনটিই গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইল না। প্রকৃত পক্ষে, কাপ্তান্‌ লেভিসনের সঙ্গে তিনি রসিকতা, ইয়ার্‌কি, কিছুই করেন নাই—সুধু তাহার অনুরাগ প্রকাশে কোন আপত্তি জানান নাই,—বরং কতকটা প্রীতির সঙ্গেই তাহার সঙ্গ ও সেবা গ্রহণ করিয়াছেন। ভালবাসার ক্ষেত্রে স্ত্রীলোক কখনও রসিকতা করে না; ইশাবেলের হৃদয়ও ভালবাসিয়া, কি তাহার কাছাকাছি যা হোক্‌ একটা কিছু করিয়া, ফেলিয়াছে। তিনি কখনো লেভিসনের সঙ্গে ইয়ার্‌কি করেন নাই, বা করিতেও পারেন না।

শোক-বিনিদ্র রজনীর ফলস্বরূপ দুর্ব্বল ক্লান্ত দেহ লইয়া শনিবার প্রাতে তিনি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। তখন মার্‌ভেল্‌ তাঁহার প্রাতর্ভোজন দ্রব্যাদি উপরে লইয়া আসিল। কিয়ৎ কাল পরে বালক ভেন্‌ও চুপি চুপি তাঁহার কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিল—ইতিমধ্যেই ইশাবেলের উপর তাহার অসাধারণ আসক্তি জন্মিয়াছে।

প্রাতঃকালটি শেষ হইতে না হইতেই বালক একবার আসিয়া বলিল, "ঐ দেখ, ইশাবেল্‌, মা বাহিরে যাইতেছেন।"

যুবতী গবাক্ষ সমীপে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন—লেডি মাউণ্টসেভার্ণ একটি ছোট ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, আর ফ্রান্সিস্‌ লেভিসন্‌ কোচ্‌ম্যানের কার্য্য করিতেছেন। তখন বালক তাঁহার হাত ধরিয়া বলিল—

"এখনত' ইশাবেল্‌ আমরা নীচে যাইতে পারি। সেখানে আর কেহ আসিবে না।"

সম্মত হইয়া লেডি ইশাবেল্ তাহার সঙ্গে নিম্নতলে অবতরণ করিলেন। ঠিক এমনি সময়ে একটি পাত্রের উপর করিয়া কোনও অভ্যাগতের নাম লিখিত একখানা টিকেট লইয়া জনৈক পরিচারক আসিয়া বৈঠকখানাকক্ষে প্রবেশ করিল ও অভিবাদন করিয়া বলিল, "আজ্ঞে, আপনার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য একজন ভদ্রলোক আসিয়াছেন।"

আশ্চর্য্য হইয়া লেডি ইশাবেল্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সঙ্গে দেখা করিতে?—না, লেডি মাউণ্টসেভার্ণের সঙ্গে?"

"না, তিনি আপনার কথাই বলিয়াছেন।"

তখন ইশাবেল্ টিকেট খানা তুলিয়া লইয়া পড়িলেন "মিঃ কার্লাইল্!" তার পর সানন্দ বিস্ময়ের সঙ্গে বলিলেন, "ও হো!—যাও, যাও শীঘ্র লইয়া আস।"

মনুষ্য-জীবনের সূত্রানুসরণ করিতে গেলে, কেমন করিয়া যে তুচ্ছতম ও অকিঞ্চিৎকর ঘটনা হইতে শান্তি-অশান্তির, সুখদুঃখের আকরস্বরূপ জীবনের গুরুতর ব্যাপারসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা দেখিয়া বিস্মিত, এমন কি চমকিত, হইতে হয়।

——ইংলণ্ডের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ভ্রমণ করিবার সময় কার্লাইলের কোন মক্কেল কাসেল্মার্লিংএ আসিয়া পীড়িত হইয়া পড়েন! পীড়াটি কিছু গুরুতর রকমের বলিয়া অনুমিত হয়—জীবনের আশঙ্কা আছে বলিয়াও ভয় হয়। ইতিপূর্ব্বে স্বকীয় বিষয়সম্পত্তির তিনি কোন বিলিবন্দোবস্ত করেন নাই; তাই উইল্ ও অন্যান্য কয়েকটি গোপনীয় বিষয়ের মীমাংসা করিবার জন্য তাড়াতাড়ি কার্লাইলের নিকট টেলিগ্রাম করা হইল; কার্লাইল্ও আসিলেন। এই প্রকার আগমনটি তাহার নিকট নিতান্ত সহজ ঘটনা বলিয়া বোধ হইলেও ইহা হইতে এমন সব ঘটনার উৎপত্তি হইবে যে,

তাহারা একমাত্র তাহার জীবনেরসঙ্গে সঙ্গেই লয় প্রাপ্ত হইবে—তৎপূর্ব্বে নহে।

আড়ম্বরহীন অথচ চিরাভ্যস্ত ভদ্রজনোচিত ভাবে কার্লাইল্ আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন—সেই মহিমামণ্ডিত আকৃতি, সেই মনোমদ বদন-মণ্ডল, সেই ঢল-ঢল নয়নযুগল!—সেই সব! হস্ত প্রসারিত করিয়া, অভ্যর্থনা করিবার জন্য, ইশাবেল্ তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন—তাঁহার হৃষ্ট মুখপটে তাঁহার শত চেষ্টা সত্ত্বেও অন্তরের আনন্দ প্রকটিত হইয়া উঠিল। আবেগভরে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ, এতটা কখনো আশা করি নাই!—আপনাকে দেখিয়া কত সুখী হইলাম!"

স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে কার্লাইল্ উত্তর করিলেন, "কার্য্যানুরোধে কাল আমি এখানে আসিয়াছি। এত কাছে আসিয়া আপনার সঙ্গে দেখা না করিয়া আর কেমন করিয়া যাই?—শুনিতে পাইলাম লর্ড মাউণ্ট্-সেভার্ণ এখানে নাই?"

যুবতী কহিলেন, "তিনি এখন ফ্রান্সে আছেন। মনে পড়ে কি, মিঃ কার্-লাইল্, বলিয়াছিলাম যে, আবার আমাদের দেখা হইবেই? আপনি—"

আর বলা হইল না,; "মনে পড়ে" কথাটির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও কোন কথা মনে পড়িয়া গিয়াছে—সেই দেড় হাজার টাকার নোট্ খানার কথা! তাঁহার বক্তব্য যেন জিহ্বায় আট্কাইয়া গেল। কি বলিবেন, কি করিবেন, বাস্তবিকই তাহা তিনি ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। হায়! নোট্খানা যে তিনি ভাঙ্গাইয়া ফেলিয়াছেন!—কতকটা যে আবার ব্যয় করিয়াও বসিয়াছেন।—লেডি মাউণ্টসেভার্ণের নিকট অর্থ ভিক্ষা করা কোন প্রকারেই তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না; ও দিকে লর্ড মাউণ্ট্সেভার্ণ ও প্রায়শঃই বাহিরে বাহিরে থাকিতে-ছেন। কারণ অবধারণ করিতে না পারিলেও, কার্লাইল্ তাঁহার এই

জড়িত-জড়িত ভাবটুকু বেশ লক্ষ্য করিলেন। তখন তিনি উইলিয়মের দিকে চাহিয়া বলিলেন "বাঃ, ভারি দিব্য ছেলেটিত!"

ইশাবেল্ পরিচয় দিলেন "লর্ড মাউণ্ট্ সেভার্ণের পুত্র—লর্ড ভেন্।"

বালকের সরল মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে কার্‌লাইল্ বলিলেন, "ইহাঁর অন্তরটি বেশ সত্যপরায়ণ ও প্রকৃতিটি বেশ গম্ভীর বলিয়া আমার দৃঢ় প্রত্যয় হইতেছে।" তার পর, তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "খোকা বাবু, তোমার বয়স কত!"

"ছ বছর, আর আমার ভাইএর চা'র বছর ছিল!"

স্বকীয় জড়িত ভাবটি প্রচ্ছন্ন রাখিবার উপলক্ষ্যে ইহার দিকে কতকটা আনত হইয়া ইশাবেল্ কহিলেন, "তুমি ইহাঁকে জান না, উইলিয়ম্? ইহাঁর নাম মিঃ কার্‌লাইল্। আমার উপর ইহাঁর বড় দয়া!"

আপনার চিন্তাপূর্ণ নেত্রদ্বয় কার্‌লাইলের উপর পাতিত করিয়া, মুখ দেখিয়া তাহার হৃদয়-ভাব অধ্যয়ন করিবার স্পষ্টতঃ চেষ্টা করিতে করিতে বালক বলিল, "ইশাবেল্‌কে যদি আপনি দয়া করেন, তবে আমিও আপনাকে পছন্দ করিব। বাস্তবিকই তাকে আপনি দয়া করেন?"

উইলিয়ম্‌কে ত্যাগ করিয়া ইশাবেল্ কার্‌লাইলের দিকে ফিরিয়া বসিলেন, কিন্তু তাহার দিকে না চাহিয়াই, মৃদু জড়িত স্বরে বলিলেন "অত্যন্ত, অত্যন্ত দয়া করেন।" তারপর কার্‌লাইল্‌কে উদ্দেশ্য করিয়া কহিলেন "কি যে বলিব, তাহা আমি খুঁজিয়াই পাইতেছি না—আপনাকে আমার ধন্যবাদ প্রদান করা উচিত। আমার ইচ্ছা ছিল না যে, ঐ—ঐ—তাহা—আমি ব্যবহার করিব; কিন্তু আমি—আমি—"

তাঁহার এই জড়িত ভাব দেখিয়া উচ্চ হাসিয়া উঠিয়া, বাধা দিয়া কার্‌লাইল্ বলিলেন, "হ'য়েছে! হ'য়েছে!—আপনার কথা আমি কিছুই

বুঝিতে পারিতেছিনা।—খুব বড় একটা দুর্ঘটনার কথা আপনাকে বলিবার আছে, লেডি ইশাবেল্‌!”

আপনার চিন্তার হাত হইতে কতকটা অব্যাহতি পাইয়া লেডি ইশাবেল্‌ নেত্রদ্বয় ও উজ্জ্বল গণ্ডদ্বয় উত্তোলিত করিয়া তাহার দিকে উদ্বিগ্ন ভাবে চাহিলেন।

"আপনার দুইটি মাছ মারা গিয়াছে—সেই সোণালি দুইটা!”

“মারা গিয়াছে!”

“কয়েকটা দিন খুব ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল। আমার বিশ্বাস, তাহাতেই ইহারা মারা গিয়াছে। ইহা ছাড়া অন্য কি কারণে যে এমন ঘটিয়াছে, তাহা ত' বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। জানুয়ারী মাসের সেই বিশ্রী দিন কয়টার কথা বোধ হয় আপনার মনে আছে?—সেই সময় ইহারা মারা পড়িয়াছে।”

“এত দিন পর্য্যন্ত যে ইহাদের জন্য আপনি এতটা যত্ন লইয়াছেন, তাহাও আপনার অপরিসীম দয়াই প্রকাশ করিতেছে। ইষ্ট্‌লীন—আমার অত আদরের ইষ্ট্‌লীন—এখন দেখিতে কেমন হইয়াছে? সেখানে কি এখন কেহ থাকে?”

“না, এখনো কেহ যায় নাই। ইষ্ট্‌লীনের উপলক্ষ্যে আমি কিছু টাকাও ব্যয় করিয়াছি—এখন বেশ দু' পয়সা আয়ও হইতেছে।”

এত সময়ব্যাপী কথোপকথনে কার্‌লাইলের আগমনজনিত উত্তেজনা অনেকটা প্রশমিত হইয়া আসিয়াছে; তাই, ইশাবেল্‌কে সচরাচর যেমন, এখন আবার তেমন বিষণ্ণ ও বিমর্ষ দেখাইতেছে। তাঁহার এই পরিবর্ত্তন কার্‌লাই-লের চক্ষু এড়াইতে পারিল না--তিনি তাহা কথায় প্রকাশ করিয়া বলিলেনও।

যুবতী উত্তর করিলেন, “ইষ্ট্‌লীনে যেমন, কাসেল্‌ মারলিংএ তেমন ভাল দেখান' কি আমার পক্ষে সম্ভবপর?”

মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় কার্লাইল জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলেন "আমি ভরসা করিতেছি, আমি বিশ্বাস করিতেছি, যে এ গৃহ আপনার পক্ষে সুখের ও শান্তির আগারই হইয়াছে ?"

যুবতী তাহার দিকে ত্বরিৎ দৃষ্টিপাত করিলেন—এমন দৃষ্টি যে, জীবনে কখনো কার্লাইলের আর তাহা বিস্মৃত হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে ইশাবেলের হৃদয়ের নৈরাশ্য ও আকুলতার ভাব পরিষ্কার প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে! মস্তক নাড়িয়া যুবতী বলিলেন,, "না, এ গৃহ আমার পক্ষে বড়ই দুঃখ ও অশান্তির স্থান হইয়া উঠিয়াছে!—আমার এখানে বাস করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। কোথায় যাইব ভাবিয়া ভাবিয়া সারা রাত্রি আমি ঘুমাইতে পারি না—কিন্তু কিছুই সাব্যস্ত করিয়া উঠিতে পারিতেছিনা। হায়, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমার কেহই নাই!"

ছোট ছোট বালকবালিকার সম্মুখে কেহ যেন কখনো কোন গুপ্ত কথা না বলেন; ঠিক জানিবেন যে, যতটুকু বোঝে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশি তাহারা বুঝিয়া থাকে; "বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচী" প্রবচনটা অধিকাংশ স্থলেই আশ্চর্য্যরূপে সত্য।

কার্লাইলের নিকট আসিয়া, মাথা তুলিয়া চাহিয়া বালক উইলিয়ম্ বলিল, "আজ ভোরে ইশাবেল্ বলিতেছিল যে, সে আমাদের এখান হইতে চলিয়া যাইবে। তোমায় বলিব,—কেন সে যাইতে চাহিতেছে? কাল মার বড্ড রাগ হইয়াছিল—ওকে মারিয়াছিল—"

যন্ত্রণায় ইশাবেলের মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল; ত্রস্ত বাধা দিয়া তিনি বলিলেন, "চুপ, উইলিয়ম্, চুপ।"

—কিন্তু বালক আপনার বক্তব্য বলিয়াই যাইতে লাগিল, "ওর গালে ঠাস্ ঠাস করিয়া মা ভারি দুইটা চড় মারিয়াছিল। ইশাবেল্ খুব কাঁদিতে লাগিল—আমিও চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিলাম। আর, তখন মা আমায়

ও মার্‌লে।—তা', ধাইদের কাছে শুনিয়াছি, মা'রখাইবার জন্যইত ছেলেপেলেদের জন্ম হয়!—আমরা যখন চা খাইতেছিলাম, মার্‌ভেল্‌ তখন ধাত্রীখানায় যাইয়া ধাই এর কাছে এই সব কথা বলিয়া দিল। আর ধাই বলিল কি যে—ইশাবেল্‌ বড় সুন্দর কি না, তাই মা—"

ইশাবেল্‌ আর থাকিতে পারিলেন না; উইলিয়মের মুখ চাপিয়া ধরিয়া ঘণ্টাধ্বনি করিলেন ও তাহাকে দরজা পর্য্যন্ত লইয়া গেলেন, এবং ভৃত্য আসিলে, বালক কে, তাহার সঙ্গে কক্ষের বাহির করিয়া দিলেন।

ক্রোধঘৃণাবিমিশ্রিত সহানুভূতিতে কার্‌লাইলের নেত্রদ্বয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। ইশাবেল্‌ প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তিনি মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এও কি কখন সত্য হইতে পারে?—বাস্তবিকই আপনার একজন বন্ধু লাভ করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, দেখিতেছি।"

মন খুলিয়া কার্‌লাইলের সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ করিবার জন্য তাঁহার মনে তীব্র বাসনা উদ্রিক্ত হইয়াছে; সেই বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া যুবতী উত্তর করিলেন, "আমার ভাগ্য আমাকে সহিয়া লইতেই হইবে!—অন্ততঃ লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত।"

"তার পর কি করিবেন?"

যতটা ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বিদ্রোহী অশ্রু তিনি দমন করিতে পারিতেন, তদপেক্ষা অধিকতর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তাহারা উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কাতর ভাবে তিনি উত্তর করিলেন, "বাস্তবিক, কি যে করিব, তাহা আমি জানি না। আমাকে থাকিতে দিবার মত লর্ড মাউণ্টসেভার্ণের আর বাড়ী নাই; এ দিকে লেডি মাউণ্টসেভার্ণের সঙ্গেও আর আমি থাকিতে পারি না—আর থাকিবও না। তা'র সঙ্গে থাকিতে গেলে, সে আমার হৃদয় একেবারেই ভাঙ্গিয়া ফেলিবে!—ইহার মধ্যেই আমার

উৎসাহ ও তেজ সে প্রায় নিঃশেষ করিয়া আনিয়াছে। তা'র কাছে এমন ধারা ব্যবহার পাইবার মত ত' আমি কিছু করিয়া ছিলাম না, মিঃ কার্লাইল্!"

আবেগোষ্ম ভাবে কার্লাইল্ বলিয়া উঠিলেন "নিশ্চয়ই আপনি এমন কিছু করিতে পারেন না। আঃ, এ অবস্থায় যদি আমি আপনার কিছু করিতে পারিতাম!—কিছুই করিতে পারি না কি?"

ইশাবেল্ উত্তর করিলেন, "না, আপনার কিছুই করিবার নাই! এ বিষয়ে সাহায্য করিবার সাধ্য কাহারও নাই।"

কার্লাইল্ আবার বলিলেন, "আঃ, যদি এতটুকুও কাজে লাগিতে পারিতাম, তবে আপনাকে পরমসৌভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিতাম! অবশ্য, সকল বিষয় ধরিতে গেলে, ইষ্ট্লীন্ আপনার পক্ষে তেমন সুখের ও শান্তির স্থান হইতে পারে নাই; তথাপি সে জায়গাটি ছাড়িয়া আসিবার সময় আপনার পরিবর্ত্তনটি যেন মন্দের দিকেই হইয়াছিল বলিয়া আমার বিশ্বাস।"

ইশাবেল্ প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিলেন, "সুখের ও শান্তির স্থান হইতে পারে নাই!"—এ সময়ে ইষ্ট্লীনের স্মৃতি তাঁহার নিকট বড়ই তৃপ্তিকর বলিয়া বোধ হইতেছিল—সংসারে সকল জিনিষের মূল্যই যে আমরা তুলনায় নির্দ্ধারিত করিয়া থাকি!—তিনি বলিতে লাগিলেন, "বাস্তবিক ইষ্ট্লীন্ আমাকে বড় সুখী করিয়াছিল—হয়ত, জীবনে এমন সুখের স্থান আমি আর পাইব না। উঃ,—না, মিঃ কার্লাইল্, আমার সম্মুখে আপনি ইষ্ট্লীনের কোন নিন্দাবাদ করিবেন না। হায়! যদি আমি এখন ঠিক ঘুম হইতে উঠিয়া মনে করিতে পারিতাম যে, এই গত মাস কয়টা আমি একটা বীভৎস স্বপ্ন মাত্র দেখিয়াছি!—যদি বাবাকে আমার আবার আমি জীবন্ত দেখিতে পাইতাম!—যদি আবার দেখিতে পাইতাম

যে, না, এখনো আমরা সুখে, শান্তিতে ইষ্ট্লীনেই বাস করিতেছি!—হায়, এমন সুখ আমি এখন ঠিক স্বর্গসুখ বলিয়াই মনে করিতাম!"

ও কি! মিঃ কার্লাইল্ কি বলিতে যাইতেছেন? কোন্ আবেগে তাহার মুখে প্রতিফলিত ভাব-সমুদ্র এমন আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইয়াছে আর তাহার বদন-মণ্ডল এমন রক্ত-রক্তিম হইয়া পড়িয়াছে!—নিশ্চয়ই তাঁহার শুভ-গ্রহের দৃষ্টি এখন তাহার উপর নাই; নতুবা কি আর তিনি, যে কথা বলিতে যাইতেছেন, সে কথা মুখেও আনিতেন?

যুবতীর হস্ত ধারণ করিয়া ও সম্ভবতঃ, আপনার অজ্ঞাতসারেই তাহা লইয়া উত্তেজিত ভাবে খেলিতে খেলিতে তিনি বলিয়া ফেলিলেন "একটি মাত্র পন্থা আছে, মাত্র একটি,—সুধু এইটি অবলম্বন করিয়া আপনি ইষ্ট্লীনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন।—সেই পথ—না, না, আপনাকে দেখাইয়া দিতে আমার সাহসে কুলাইতেছে না!"

পরিষ্কার ভাবে তাহার কথার মর্ম্ম বুঝিবার জন্য যুবতী কার্লাইলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"লেডি ইশাবেল্, আমার কথায় যদি আপনি অসন্তুষ্ট বোধ করেন, তবে যেন আমার ধৃষ্টতার উপযুক্ত পুরস্কার স্বরূপ আর আমার বক্তব্য আমায় শেষ করিতে না দেন,—কিন্তু আপনার ক্ষমায় যেন আমি বঞ্চিত না হই। আমি প্রস্তাব করিতে পারি কি—আমার প্রস্তাব করিতে সাহসী হওয়া উচিৎ কি—যে, আপনি কর্ত্রীস্বরূপ আবার ইষ্ট্লীনে ফিরিয়া চলুন?"

ইশাবেল্ এই প্রস্তাবের ঘুণাক্ষরও বুঝিতে পারিলেন না—তাঁহার প্রশ্নের অভিলক্ষিত বিষয় যুবতীর মনে এতটুকুও উদ্ভাসিত হইল না! বিস্ময়বিমূঢ়ার মত তিনি কার্লাইলের কথার পুনরুক্তি করিলেন মাত্র "কর্ত্রীর মত ইষ্ট্লীনে ফিরিয়া চলিব!"

"হাঁ, ইহার কর্ত্রী ও আমার সর্ব্বস্বরূপে!"

এবার আর কার্‌লাইলের কথার অর্থ বুঝিতে ভুল হইবার সম্ভাবনা কই?—তাই, ইশাবেল্ বড় চমকিত ও বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। নিঃসঙ্কোচে এখানে তিনি কার্‌লাইলের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, বিশ্বস্ত ভাবে আলাপ করিতেছেন; তাহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাও করিয়া থাকেন, এমন ও মনে করিয়া থাকেন যে, পৃথিবীতে ইনিই তাঁহার প্রকৃততম বন্ধু; ঝড়বিত্রস্ত জাহাজ যেমন আশ্রয়-বন্দরে দৃঢ় ভাবে নঙ্গর করিয়া থাকে, অন্তরে অন্তরে ইহাকেও যেন তেমনই ভাবে তিনি আকড়িয়া ধরিয়া রহিয়াছেন; ভাই থাকিলে যেমন ভাল বাসিতেন, ইহাকে যেন তেমনই ভাল বাসিতেছেন; এমন কি, এতক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার হাতও তাহাকে ধরিয়া রাখিতে দিয়াছেন।—কিন্তু তাহার স্ত্রী হইতে যাওয়া?—এই মুহূর্ত্তের পূর্ব্বে এই ধারণা যে কথনো তাঁহার মনে কোনো রূপে, কোনো আকৃতিতে উদয় হয় নাই! কার্‌লাইলের প্রশ্ন শুনিয়া প্রথমতঃ একটা ভীষন বিদ্রোহী ভাব তাঁহার মানস ক্ষেত্রে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে চাহিল; এবং তাঁহার প্রথম কার্য্যে এইরূপ ভাবই প্রকাশিত হইয়া পড়িল। কার্‌লাইলের হস্ত হইতে আপনার হস্ত বিমুক্ত করিয়া, দূরে সরিয়া যাইবার জন্য তিনি চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এথন আর কার্‌লাইল্ সহজে এমন কাজ করিতে দিতে প্রস্তুত নহেন; একটির পরিবর্ত্তে তিনি বরং দুইটি হাতই চাপিয়া ধরিলেন। লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—প্রেমের শতমুখী ভাষায় এখন তিনি হৃদয় ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন;—কিন্তু অন্য কেহ হইলে যেমন ভাবে করিত, তেমন করিয়া কতকগুলি অর্থহীন 'হৃদয়েশ্বরি, প্রাণেশ্বরি, মদনের পঞ্চবানে তনু জর-জর; তোমার জন্য ভাসিয়া যাই' ইত্যাদি অসম্বদ্ধ প্রলাপ বাক্য দ্বারা নহে; মানসিক সুবুদ্ধির উপর এবং শ্রবনেন্দ্রিয় ও হৃদয়ের উপর

আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ এমন সব গভীর স্নেহ ও কোমলতাসূচক প্রাণের অন্তস্তলোত্থিত মর্ম্মস্পর্শী কথা বলিয়া তিনি তাঁহাকে বিবাহ-প্রস্তাবে সম্মতি দানের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এবং ইহাও খুব সম্ভব যে তাঁহার উন্মাদিনী কল্পনা যদি এসময়ে "সেই আর একজন" দ্বারা পরিপূর্ণ না থাকিত, তবে মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া লেডি ইশাবেল্‌ও 'হাঁ' বলিয়াই বসিতেন।

হঠাৎ তাহাদের এই প্রেমাভিনয়ে বাধা পড়িল। লেডি মাউণ্টসেভার্ণ আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন, এবং দৃষ্টিমাত্রেই, কার্‌লাইলের ভক্তশিষ্যের ন্যায় আনতাবস্থানের, তাহার হস্তে ইশাবেলের হস্তদ্বয়ের বন্দীত্বের, এবং ইশাবেলের আহাম্মক-গোঁছের লজ্জারক্তিম মুখের—সকলেরই অর্থ তিনি ধরিয়া ফেলিলেন। মস্তক এবং অনুসন্ধিৎসু ক্ষুদ্র নাসিকাটি পশ্চাদ্দিকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া লেডি মাউণ্টসেভার্ণ চৌকাঠ পার হইয়াই স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন—দৃষ্টির পক্ষে যতটা সম্ভবপর, তাঁহার রক্তজমাট্‌কারী দৃষ্টি ততটা পরিষ্কার ভাবেই এই ব্যাপারের কৈফিয়ৎ চাহিতে লাগিল। কার্‌-লাইল্‌ তাঁহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ইশাবেল্‌কে হাঁফ ছাড়িবার অবসর দিবার জন্য, আপনার পরিচয় আপনিই দিলেন। আগন্তুক যে লেডি মাউণ্টসেভার্ণ স্বয়ং, ভাগ্যক্রমে এই পরিচয়টুকু মাত্র দিবার মত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তখনো লেডি ইশাবেলের ছিল।

কার্‌লাইল বলিলেন,—"লর্ড মাউণ্টসেভার্ণের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে; তিনি আজ বাড়ী নাই বলিয়া আমি ক্ষুণ্ণ বোধ করিতেছি। আমার নাম কার্‌লাইল্‌।"

এতক্ষণ লেডি মাউণ্টসেভার্ণ অভ্যাগতের গঠন-সৌষ্ঠব তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেছিলেন এবং মনে মনে বিরক্তি বোধ করিতেছিলেন, কেন এমন পুরুষ, অন্তরের পূজা যাহাকে উপহার দিয়াছেন, তাহাকে দিতে গেলেন।

এখন উত্তর করিলেন,—"আপনার কথা আমি শুনিয়াছি। কিন্তু একটা শুনি নাই যে আপনাদের মধ্যে এইরূপ অসাধারণ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে যে—যে—"

একখানা কেদারা বাড়াইয়া দিয়া নিজে একখানার উপর উপবেশন করিতে করিতে তাঁহার কথায় বাধা দিয়া কার্লাইল্ বলিলেন,—"না, মহাশয়া, এখনো পর্য্যন্ত আমাদের মধ্যে কোন অসাধারণ ঘনিষ্ঠতার ভাব জন্মে নাই। যাহাতে জন্মিতে পারে, তাহার জন্যই আমি লেডি ইশাবেল্কে কাতর অনুরোধ করিতেছিলাম—প্রার্থনা করিতেছিলাম যাহাতে তিনি আমার সহধর্ম্মিনী হইতে স্বীকৃতা হন।"

স্বীকারোক্তিটি লেডি মাউন্টসেভার্ণের পক্ষে যেন সোনার সোহাগার মত হইল; তাঁহার প্রকৃতির ক্রূরতা কাটিয়া যাইয়া হৃদয় যেন সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।—ইহাতে যে তাঁহার জটিল সমস্যার মীমাংসা দৃষ্টি-গোচর হইতেছে; তাঁহার প্রাণের জুজু, সেই ঘৃণিতা ইশাবেলের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার ছিদ্রপথ যে তিনি ইহাতে দেখিতে পাইয়াছেন! মানস তৃপ্তির একটা উজ্জ্বল আভায় তাঁহার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত-হইয়া উঠিল। কার্লাইল্লের প্রতি তিনি অপরিসীম প্রসন্ন ভাব ধারণ করিলেন।

বলিলেন,—"ওঃ,—ইহাতে ইশাবেল্ নিশ্চয়ই আপনার নিকট অপরি-সীম কৃতজ্ঞ হইয়াছে। আমি খোলাখুলি ভাবেই কথা বলিতেছি, মিঃ কার্লাইল্— আমি জানি, ইহার পিতার অপরিণামদর্শিতার জন্য যে অরক্ষিত নিঃস্বহায় অবস্থায় ইশাবেল্কে পতিত হইতে হইয়াছে, তাহা আপনার অপরিজ্ঞাত নাই!—উঃ, কি শোচনীয় অবস্থা!—বিবাহ, অন্ততঃ, কোন উল্লেখযোগ্য বিবাহ, আজ ইহার পক্ষে স্বপ্নের অতীত!—ইষ্টলীন্টি সুন্দর জায়গা বলিয়া আমি শুনিয়াছি?"

"পরিমাণের তুলনায় বটে। তবে জায়গা বড় বেশি নাই।" কার্‌লাইল্‌ উঠিয়া দাঁড়াইলেন—লেডি ইশাবেল্‌ আসন ত্যাগ করিয়া তাহার দিকে আসিতেছিলেন।

তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিয়া ত্রস্ত লেডি মাউণ্ট্‌সেভার্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন "লেডি ইশাবেল্‌ কি উত্তর করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারি কি ?"

ইশাবেল্‌ কিন্তু তাঁহার কথায় উত্তর দিতে রাজী নহেন—কার্‌লাইলের নিকট অগ্রসর হইয়া অনুচ্চস্বরে বলিলেন "বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য আমায় কয়েক ঘণ্টা সময় দিবেন কি ?"

তিনি বাহির হইয়া যাইতেছিলেন ; তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিতে দিতে কার্‌লাইল্‌ বলিলেন "বিষয়টিকে আপনি বিবেচনাযোগ্য মনে করিয়াছেন জানিয়াই আমি যারপর নাই আহ্লাদিত হইয়াছি—প্রাণে আমার আশার সঞ্চার হইয়াছে।—আজই অপরাহ্নে আবার আমি এখানে আসিব।"

যখন কার্‌ল্যাইল্‌ লেডি মাউণ্টসেভার্ণের সঙ্গে বসিয়া নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলেন, লেডি ইশাবেল্‌ তখন তাঁহার নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া মনে মনে নানা বিষয়ের তোলপাড় করিতেছিলেন ; কিন্তু মস্তিস্কের তখন এমনই জড়তা যে, কোন প্রশ্নেরই যেন আর মীমাংসা হইয়া উঠিতেছিল না।—এখনো তিনি কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন বই ত' নয় ! তাই, অদূরদর্শী, অগভীরচিন্তয়ন্তী বালিকারই মত তাঁহার মনেও যুক্তিতর্কের উদয় হইতেছিল। মানস দৃষ্টিতে প্রত্যেক প্রশ্নেরই তিনি শুধু অগভীর আপাতদৃষ্ট দিক্‌টাই দেখিতেছিলেন। কার্‌লাইল্‌ যে বংশমর্য্যাদায় তাঁহার সমকক্ষ নহেন, একথাটা তাঁহার মনে আদৌ উদিত হইল না। ইষ্টলীনে জীবন যাপন

করা তাঁহার মনে বেশ ভাল বলিয়াই বোধ হইল। আয়তন, সৌন্দর্য্য ও দরে, ইষ্টলীন যে তাঁহার তদানীন্তন আবাস-স্থান হইতে শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়েত সন্দেহই নাই। তিনি ভুলিয়াই গেলেন যে, এই ইষ্টলীনে লর্ড মাউণ্ট-সেভার্ণের কন্যা হিসাবে তাঁহার যে মর্য্যাদা ছিল, মিঃ কার্‌লাইলের পত্নী-হিসাবে তাহা আর থাকিবে না; এ কথাও তাঁহার একবার মনে হইল না যে, এখন এই ইষ্টলীনে তাঁহাকে সমৃদ্ধ জগৎ হইতে নির্ব্বাসিত, আজন্মসেবিত-জাঁকজমক ও বৃথাড়ম্বর হইতে বঞ্চিত, বৈচিত্র্যবিহীন এক প্রকারের সম্পূর্ণ নূতন জীবন যাপন করিতে হইবে।—কার্‌লাইল্‌কে তিনি অনেকটা পছন্দ করিয়া আসিতেছেন; ইহার সঙ্গ তাঁহার ভাল লাগে; ইহার সঙ্গে আলাপে তাঁহার বেশ সুখানুভব হয়— এত দূর যে, সেই যে একটা অশুভশংসি মোহাঙ্কুর তাঁহার হৃদয়-ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে গজাইয়া উঠিতেছিল, সেইটি যদি সেখানে না থাকিত, তবে কার্‌লাইলের সঙ্গে একেবারে প্রেমে পড়িবারই তাঁহার যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল।—এ সকলেরই ত,' মিঃ কার্‌লাইলের প্রস্তাবে সম্মতিদান করিবার পক্ষে, অনেকটা অনুকূলতা করিবার কথা। এতদুপরি আবার লেডি মাউণ্ট-সেভার্ণের বিষদিগ্ধ পরাধীনতা চিরকালের মত ত্যাগ করিবার সুযোগ উপস্থিত! এক এইটিতেই না করিতে পারে কি!—এক এই সুবিধার জন্যই ইষ্টলীন্ তাঁহার নিকট, যে নন্দন কানন বলিয়া তিনি ইহাকে অভিহিত করিয়া থাকেন, তাহাই বোধ হইতে পারে।

কিন্তু এত সব ভাবিতে ভাবিতে কিসের যেন একটা ছায়া আসিয়া ইশাবেলের মানস দৃষ্টি আবৃত করিতে উদ্যত হইল। দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া হতভাগিনী ইশাবেল্ কাতর ভাবে আপনা আপনি বলিয়া উঠিলেন "এ সব ভাবিতে গেলেত কার্‌লাইলের প্রস্তাবটি প্রার্থনীয়ই মনে হয়; কিন্তু আমি কি করি!—আর একটা দিক ও যে আছে। হায়! কার্‌-

লাইল্কে যে আমি সুধু ভালবাসি না, তা' নয়—আমি যে ফ্রান্সিস্ লেভিসন্কে ভালবাসিয়াই বসিয়াছি, অন্ততঃ কাছাকাছি যাইয়া পড়িয়াছি! সে কেন না একবার আসিয়া বিবাহের কথা উথাপন করিল!—আর করিলই না যদি, তবে তাহাকে দেখিলাম কেন?—না দেখিলেত' আজ আমাকে এ ভাবে বিপন্ন হইতে হইত না?—এখন আমি কি করি?—"

এমন সময় মিসেস্ লেভিসন্ ও লেডি মাউণ্টসেভার্ণ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। ইশাবেল্কে এই প্রস্তাবে রাজী করিবার জন্য লেডি, বৃদ্ধাকে কি যে বলিয়া আনিয়াছেন তাহা তাঁহারা দুজনেই জানেন—বৃদ্ধা কিন্তু কার্লাইলের পক্ষে খুব এক চোট বক্তৃতা করিলেন, শেষে এই বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, সম্ভ্রান্ত ঘরের মস্তিষ্কশূন্য ডজন খানেকের যা মূল্য, কার্লাইলের মূল্য তদপেক্ষা অনেক অধিক। অতএব ইশাবেলের কিছুতেই এ প্রস্তাবে অসম্মত হওয়া উচিত নহে। লেডি মাউণ্টসেভার্ণ ও ইশাবেল্কে রাজী করিবার জন্য যথাসাধ্য যুক্তিতর্ক প্রয়োগ করিলেন।

ইশাবেল্ সকল কথাই মনোযোগ সহকারে শুনিয়াছেন।—কখনো এদিকে, কখনো ও দিকে আন্দোলিত হইতেছেন; কর্ত্তব্য আর ঠিক হইয়া উঠিতেছে না। শেষে যখন অপরাহ্ন আসিয়া সমাগত হইল, তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তায় তাঁহার মস্তিষ্ক যেন কাতর হইয়া পড়িল। ফ্রান্সিস্ লেভিসন্কে লইয়াই তিনি যত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। যুবতী গবাক্ষ সমীপে দাঁড়াইয়াছিলেন; যখন সেখান হইতে দেখিতে পাইলেন যে প্রতিশ্রুতিমত মিঃ কার্লাইল্ আসিতেছেন, তখন ধীরে-ধীরে নীচে বৈঠক খানায় নামিয়া গেলেন—কিন্তু এখনো ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই, কি যে উত্তর করিবেন। মধ্যে মধ্যে খেয়ালহীন ভাবে ভাবিতেছিলেন যে, আরো কিছু সময় চাহিয়া লইবেন, এবং শেষে, পত্রে আপনার অভিমত লিখিয়া জানাইবেন।

বৈঠকখানায় আসিয়া ফ্রান্সিস্ লেভিসন্‌কে দেখিতে পাইলেন—তাঁহার হৃদ্‌পিণ্ড সজোরে স্পন্দিত হইতে লাগিল। ইহা হইতেই তাঁহার পরিষ্কার বুঝা উচিত ছিল যে, অন্য কাহাকেও বিবাহ করা তাঁহার উচিত নহে।

তাঁহাকে দেখিয়া লেভিসন্ অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্বরে বলিয়া উঠিলেন "এতক্ষণ কোথায় লুকাইয়া ছিলে? ছোট ঘোড়ার গাড়ীটা লইয়া আমরা যে বিপদে পড়িয়াছিলাম, তা' কি তুমি শুন নাই?"

যুবতী সুধু উত্তর করিলেন "না"।

"গাড়ী হাঁকাইয়া আমি এম্‌মাকে সহরে লইয়া যাইতে ছিলাম। হঠাৎ কেন জানি ঘোড়াটা চম্‌কাইয়া যাইয়া লাফাইয়া উঠিল; পেছন-দিকে দু' চারিবার পা ছুঁড়িয়া, হাটু ভাঙ্গিয়া ধপাস্ করিয়া পড়িয়া গেল; আর ভয় পাইয়া এম্‌মাও গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। শেষে হাটিয়া হাটিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসে। আমি আর করি কি?—ঘোড়াটাকে কয়েক ঘা চাবুক মারিয়া, খুব একটা 'চক্র' দিয়া আস্তাবলে ফিরাইয়া আনিলাম—ঠিক এমন সময়ে যে, তখন না আসিলে আর মিঃ কার্‌লাইলের সঙ্গে আমার পরিচয়টাই হইত না। তাহাকে আমার খুব ভাল লোক বলিয়াই বোধ হইতেছে। আমি পরম সুখী হইয়াছি ইশাবেল্, যে তুমি এমন পাত্রে আত্ম সমর্পন করিতে যাইতেছ!"

ইশাবেল্ সুধু তাহার দিকে একবার চক্ষু তুলিয়া চাহিলেন।

"ও কি! চমকিয়া উঠিলে যে! একই পরিবারে থাকিতে গেলে কি আর এত গোপন করা চলে?—কর্ত্রীর কাছে আমি শুনিয়াছি। ভয় নাই, আমি বাহিরে প্রকাশ করিব না। তাঁহার নিকট শুনিলাম যে ইষ্টলীনের মত বাড়ী আকাঙ্ক্ষার জিনিষ বটে! এখন, ইশাবেল, তুমি খুব সুখী হও, আমি সুধু এই প্রার্থনা করি!"

তাঁহার কণ্ঠদেশ স্পন্দিত হইতে ছিল; তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত হইতেছিল—কিন্তু পরিহাসের স্বরেই, যুবতী উত্তর করিলেন "আপনাকে ধন্যবাদ কাপ্তান সাহেব,—যদিও আপনার অভিবাদনকার্য্যটা কিছু অকালেই হইয়া গেল!"

"অকালে!—আচ্ছা, আচ্ছা, তবে ঠিক বরটি না আসা পর্য্যন্ত আমার আশীর্ব্বাদটা মজুতই রাখিয়া দিও।" তার পর তীক্ষ্ণ স্বরে বলিলেন "আমি নিজে ত' সীমানার বাহিরেই!—অমন সুখের রাজ্যে প্রবেশ করিবার মত সাহসই আমার নাই! অবশ্য, আর আর সকলের মত এ সুখের স্বপ্ন একদিন যে আমিও না দেখিয়াছি, তা নয়। তবে, বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে, মনে প্রাণে, এ সব স্বপ্ন দেখিতে গেলে আর আমার চলে না। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনিশ্চিত গরীব লোকদের উপর প্রজাপতির সদয় দৃষ্টি আর পড়িতে চাহে না! জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, ভ্রমর-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া যাওয়াই সুধু তাহাদের সাধ্যায়ত্ত!"

বলিতে বলিতে কাপ্তান বাহির হইয়া গেলেন। আর কি তাহার মনের ভাব বুঝিতে ইশাবেলের বাকী থাকিল? কিন্তু লোকটা হৃদয়হীন অপ্রেমিক বলিয়া একটা বেদনার চমক এই তাঁহার মনের উপর দিয়া প্রথম চলিয়া গেল।—ঠিক এমনি সময়ে জনৈক পরিচারক কার্‌লাইল্‌কে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল।—ইহার আশে পাশে, কোথাও যে হৃদয়হীনতার, অপ্রেমিকতার, অবিশ্বাসের গন্ধটুকু ও নাই! দরজা বন্ধ করিয়া কার্‌লাইল্‌ তাঁহার নিকট অগ্রসর হইলেন। এতক্ষণ পর্য্যন্ত যুবতী কোন কথাই বলেন নাই; তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় ভস্মবৎ বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, এবং সবেগে কম্পিত হইতেছে।

তাঁহার কথা শুনিবার জন্ত কার্‌লাইল কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিলেন, শেষে ধীর কণ্ঠে আরম্ভ করিলেন "আমার প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়াছে কি?"

"হাঁ। কিন্তু—" ইশাবেল্ আর বলিতে পারিতেছেন না; একটার পর একটা, এম্নি করিয়া এত কথা উঠিয়াই তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিতেছে, যে কিছুতেই তিনি আর আবেগ চাপিয়া রাখিয়া, বক্তব্য বলিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। শেষে, অনেক কষ্টে আবার বলিতে লাগিলেন "কিন্তু—কিন্তু—আমি বলিতে ছিলাম কি—কি—যে"

হাত ধরিয়া সোফার নিকট লইয়া যাইতে যাইতে মৃদুমন্দ স্বরে কার্লাইল্ বলিলেন "অবশ্য আপাতত আমরা দু' জনেই অপেক্ষা করিতে পারি।—কিন্তু ইশাবেল্ আজ তুমি আমাকে বড়—বড় সুখী করিয়াছ!"

থাকিয়া থাকিয়া দরবিগলিত ধারে ইশাবেলের অশ্রু বর্ষণ হইতেছে; কিছুতেই তিনি তাহা রোধ করিতে পারিতেছেন না; ইহারই মাঝে আবার বলিতে চেষ্টা করিলেন "আপনাকে আমার বলা উচিত—আমি বলিতে বাধ্য—যদিও আপনার প্রস্তাবে আমি 'হাঁ' বলিয়াছি, তথাপি এখনো আমি—" তার পরে বাধ-বাধ স্বরে বলিলেন "প্রস্তাবটা বড় হঠাৎ হইয়া পড়িয়াছে! আপনাকে আমি অত্যন্ত পছন্দ করি; আপনাকে আমি সম্মান ও শ্রদ্ধা করি সন্দেহ নাই—কিন্তু এখনো আপনাকে আমি ভাল বাসিতে পারি নাই।"

"বাসিলেই যেন আমি আশ্চর্য্য বোধ করিতাম। তবে, এখনো, ইশাবেল্, যাহাতে আমি তোমার প্রেমের অধিকারী হইতে পারি, তাহা করিতে দিবে না কি?"

ঐকান্তিকতাব্যঞ্জক অস্ফুট স্বরে ইশাবেল্ উত্তর করিলেন "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! এখন বোধ হয় ভাল বাসিতে পারিব।"

তখন যুবক যুবতীকে আরও নিকটে টানিয়া আনিলেন এবং নম্রত মুখে তাঁহার অধর হইতে প্রথম চুম্বন গ্রহণ করিলেন ও বলিলেন "প্রিয়তমে, আমি শুধু এইটুকুই চাই।"—ইশাবেল্ নিজে কিছু করিলেন

না—কোন আপত্তিও করিলেন না; ভাবিলেন, কার্‌লাইলের এরূপ কাজ করিবার অধিকার বাস্তবিকই জন্মিয়াছে।

পরবর্ত্তী দিবস পর্য্যন্ত, মিঃ কার্‌লাইল্‌ সেখানেই রহিয়া গেলেন। তাহার প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে, অপরাহ্নে, বিবাহ সম্বন্ধীয় সব বিষয়ের মীমাংসা হইয়া গেল। ঠিক হইল যে, বিবাহকার্য্য অবিলম্বেই সম্পন্ন হইবে; এই বিবাহে যাহারা সংশ্লিষ্ট, তাড়াতাড়ি করিবার তাহাদের সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল। যাহাতে এই কুসুমসুন্দর মুখখানা তাহার হয়, কার্‌লাইল্‌ সে জন্য ব্যস্ত; ইশাবেল্‌, কাসেল্‌ মার্‌লিংএর উপর, ইহার কয়েকজন অধিবাসীর উপর, একেবারে তিতিবিরক্ত; গৃহিণীও ইশাবেল্‌কে তাড়াইতে পারিলে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন। মাসেক কাল উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই বিবাহ-ব্যাপার সংঘটিত হইয়া যাইবে; এমন 'অভদ্রোচিত' ব্যস্ততার জন্য মিঃ লেভিসন্‌ নাসিকা কুঞ্চিত করিতে ছাড়িলেন না। কার্‌লাইল্‌ লর্ডমাউন্ট্‌ সেভার্ণের নিকট বিস্তারিত পত্র লিখিলেন। লেডি মাউন্ট্‌ সেভার্ণ বিবাহোপলক্ষ্যে 'আদরের' ইশাবেল্‌কে কি যৌতুক দিবেন, তাহার ফর্দ্দ করিতে বসিলেন। আর ইশাবেল্‌,—মনের কথা বলিতে পারি না; তবে এটুকু ধ্রুবসত্য যে, কার্‌লাইল্‌ যখন তাঁহার নিকট বিদায় চাহিলেন, তখন তিনি তাহাকে একেবারে আকড়িয়া ধরিলেন।

আবেগমধুর কণ্ঠে কার্‌লাইলও বলিলেন "প্রাণময়ি, এবারই যদি তোমাকে লইয়া যাইতে পারিতাম!—হায়! তোমাকে যে আর এখানে রাখিয়া যাইতে পারিতেছি না!"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ইশাবেল্‌ বলিলেন, "তোমার সঙ্গে এবারই যাইতে পারিলে, আমিও বাঁচিতাম। লেডি মাউন্ট্‌ সেভার্ণের তুমি ত শুধু উজ্জ্বল দিক্‌টাই দেখিয়াছ!"

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

—:•❋•:—

মিঃ ডিলের কম্পন।

দুরন্ত বালক জানিয়া শুনিয়া কোন দুষ্কার্য্য করিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে যেমন জড়সড় হইয়া থাকে, কাসেল্ মার্লিং হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মিঃ কার্লাইলেরও সেই অবস্থা হইল। গোপন করিবার মত কিছু ছিল না বলিয়া আপনার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে চিরকালই তিনি বড় খোলাখুলি পুরুষ; কিন্তু এবার একটু ঢাকিয়া চলাটাই যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন। বেশ বুঝিলেন, তাহার বিবাহ সম্ভাবনায় ভগিনী কর্ণেলিয়া একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিবেন,—অনেক বৎসর পূর্ব্বেই তাহার মন তাহাকে এ বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিয়াছে। ইহার উপর আবার যাহাকে তাহাকে বিবাহ নয়—যে লেডি ইশাবেল্ কর্ণির চক্ষুশূল স্বরূপ, তাহাকেই! সৌন্দর্য্যের জন্য কখনো তাহার মনে সহানুভূতি কি বিস্ময়ের ভাব উদ্রিক্ত হয় নাই—কর্ণি চাহেন—কাজ; ভালবাসেন কর্ম্মিষ্ঠা যুবতী। কেবল যে ভগিনীর অসন্তুষ্টিরই ভয়ে কার্লাইল্ বিবাহের কথা গোপন রাখিতে চাহিতেছেন, তাহা নহে। কর্ণির অদম্য ইচ্ছাশক্তির বেগ এমনই প্রচণ্ড যে, জীবনে তিনি অনেক অনেক আশ্চর্য্য ও অসম্ভব কাজই করিয়া ফেলিয়াছেন; তাই, কার্লাইলের ভয় হইয়াছে, জানাইলে কর্ণি বিবাহটাই বা ভাঙ্গাইয়া দেয়। এখন পাঠক মহাশয়, বোধহয়, কার্লাইলের ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এইরূপ চাপিয়া যাওয়াটা তত দূষণীয় মনে করিবেন না।

কেড়িউ নামের কোন পরিবার জিনিষপত্রসমেত ইষ্ট্‌লীনটি তিন বৎসরের জন্য ভাড়া নিতে চাহিয়াছিল। দুই একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে ইহাদের সঙ্গে মিঃ কার্‌লাইলের মতানৈক্য ঘটাতেই এতদিন কিছু হয় নাই। কিন্তু ইহারা যখন দেখিতে পাইল যে কার্‌লাইল কিছুতেই আপনার 'কোট' ছাড়িতে রাজী নহেন, তখন তাহার নির্দ্ধারিত সর্ত্তানুসারেই তাহারা ইষ্ট্‌লীন্ গ্রহণ করিতে, ও, যত সত্বর সুবিধা, ইষ্ট্‌লীনে আসিয়া উপস্থিত হইতে, ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়া পাঠাইল। এই পত্র যখন আসিয়া পৌঁছায়, কারলাইল্ তখন কাসেল্‌মার্‌লিংএ। মিস্ কার্‌লাইলের ত ভারি আনন্দ হইয়াছে; উঃ, এতদিনে একটা গুরু বোঝা তাহাদের মাথার উপর হইতে নামিয়া গেল! কিন্তু মিঃ কার্‌লাইল্ প্রথম পত্রেই, ভাড়া দিতে অস্বীকার করিয়া বসিলেন,—যদিও, অবশ্য, মিস্ কর্ণিকে এসম্বন্ধে কিছু বলিলেন না। ভাড়াটিয়া আসিবে বলিয়াই যেন বাড়ীটার মেরামত কার্য্যাদি চলিতে লাগিল; না, দেখিতে দেখিতে টুক্‌টাক্ যা কিছু সবই হইয়া গেল। এবং তিন জন ঝি ও দুইজন চাকরও নিযুক্ত করিয়া সেখানে পাঠান হইল।

কার্‌লাইলের কাসেল্‌মার্‌লিং যাইবার সপ্তাহ তিনেক পরে, একদিন অপরাহ্ণে বার্‌বারা আসিয়া মিস্ কার্‌লাইলের গৃহে পদার্পণ করিলেন। সেদিন ভ্রাতা ভগিনীতে মিলিয়া অনেকটা সকাল-সকাল চা পান করিতেছিলেন।

ইহার কারণ দর্শাইবার জন্ত মিস্ কর্ণি বলিলেন "আজ ডিনারটা আমাদের একটু সকাল-সকাল খাওয়া হইয়াছিল; এবং তাহা শেষ হইতে না হইতেই আমি চা দিতে বলিয়াছিলাম—তা না হইলে আর্কিবল্ডের আর চা খাওয়া হইত না।"

কার্‌লাইল্ বলিলেন "চা না হইলেও আমার চলে। এখনো অনেকগুলি কাজ আমাকে সারিয়া লইতে হইবে।"

একটু উগ্র স্বরে মিস্ কর্ণি বলিলেন "না, চা না হইলে তোমার চলে না। আর, আমার ইচ্ছাও নয় যে, চা না খাইয়াই তুমি যাইবে। টুপিটা খুলিয়া রাখ না, বার্‌বারা। ওর যত কাজ কর্ম্ম, ওই এক ধরণের—কা'রো সঙ্গে মিলে না। কাল কাসেল্ মার্‌লিংএ যাইবে—তা ছাই, ঠোঁট্ খুলিয়া সে কথা এই আজকার আগে আর কাহাকেও যদি বলিয়া থাকে!"

বার্‌বারা জিজ্ঞাসা করিলেন "ওই যে সেই রোগীটা—ক্রষ্টার না কি নাম—সেটা কি এখনো কাসেল্ মার্‌লিংএই পড়িয়া আছে?"

কার্‌লাইল্ বলিলেন "হাঁ, এখনো সেখানেই আছে।" প্রথমটায় বার্‌বারা আপত্তি করিলেন সত্য যে, তাহার আর এখানে দেরী করা ঠিক হইবে না, কারণ মাকে বলিয়া আসিয়াছেন যে, বাড়ী যাইয়া চা করিয়া দিবেন, কিন্তু শেষে চা খাইতে বসিয়া গেলেন। একদিকে তিনি এই সব কথা বলিতেছিলেন, অপর দিকে মিস্ কর্ণি বলিতেছিলেন যে, তাহাকে এখনই যাইয়া কার্‌লাইলের জিনিষ-পত্র সব বাঁধিয়া ছাঁদিয়া রাখিতে হইবে।

ভগিনীর কথা শুনিয়া ভয়ে ভয়ে কার্‌লাইল্ তাড়াতাড়ি বলিলেন "না, না, আমি নিজেই সে সব করিব এখন, তোমাকে আর কষ্ট করিতে হইবে না।" শেষে ডাকিয়া বলিলেন, "পিটার, পোর্টম্যাণ্টটা—বুঝিলে, বড়টা—আমার ঘরে লইয়া যাও ত'।"

টিকা টিপ্পনি না করিয়া মিস্ কার্‌লাইল্ কোন কথাই আপনার সম্মুখে হইতে দিতেন না। কার্‌লাইলের কথা শেষ হইতে না হইতেই বলিয়া উঠিলেন "বড়টা! সেটা আবার কেন! সে যে একটা সংসার গো! এমন কি লইয়া যাইবে যে, এত বড় একটা বোঝা টানিয়া লইতেছ?"

ধীর ভাবে কার্‌লাইল্ বলিলেন "কাপড় চোপড় ছাড়া কাগজপত্র এবং অন্যান্য অনেক জিনিষও আমায় লইয়া যাইতে হইবে।"

কর্ণি নাছোড়বান্দা, জেদ্ করিয়া বলিলেন "নিশ্চয়ই তোমার সকল জিনিষ আমি ছোট বাক্সটাতে ধরাইয়া দিতে পারিতাম। আচ্ছা, একবার চেষ্টা করিয়াই দেখি না কেন। বলিয়া দাও, তোমার কি কি লইতে হইবে। যাও, পিটার, ছোট তোরঙ্গ্ টাই তোমার কর্ত্তার ঘরে লইয়া যাও।"

কার্‌লাইল্ একবার ভৃত্যের দিকে কটাক্ষ পাত করিলেন; দুর্লক্ষ্য মস্তক সঞ্চালনের সঙ্গে ভৃত্যও কটাক্ষ বিনিময় করিয়া উত্তর দিল। তখন কার্‌লাইল্ ভগিনীকে বলিলেন "না কর্ণেলিয়া, আমার নিজের জিনিষ-পত্র আমি নিজেই গুছাইয়া লইতে ভালবাসি।—ও কি! কি করিয়া বসিয়াছ?"

—একটা ছুরি লইয়া নাড়া চাড়া করিতে করিতে মিস্ কর্ণি তাহার আঙ্গুল কাটিয়া ফেলিয়াছেন।

উত্তর করিলেন "একটা বোকামি করিয়া ফেলিয়াছি আর কি! জোড়াইবার মলম আছে কি, আর্কি?"

কার্‌লাইল্ পকেট বুক খানা বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন। যখন তিনি মলম বাহির করিতেছিলেন, তখন মিস্ কর্ণির অনুসন্ধিৎসু নেত্রদ্বয় ইহার মধ্যস্থ একখানা পত্র দেখিতে পাইল। কোন আদব-কায়দার ধার ধারেন না, হাত বাড়াইয়া তুলিয়া লইয়া "কে ইহা লিখিয়াছে?—স্ত্রীলোকের হস্তাক্ষর যে!" বলিতে বলিতে পত্র খানা খুলিয়া ফেলিলেন।

কর্ণি যেন অভ্যন্তর ভাগ দেখিতে না পা'ন, এই জন্য কার্‌লাইল্, পত্রখানাকে হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন "মাপ কর কর্ণেলিয়া—কোন গোপনীয় পত্র।"

মিস্ কর্ণি তীব্র জবাব করিলেন, "গোপনীয়, না, ঘোড়ার ডিম্! আমি

ঠিক জানি, আমি পড়িতে পারিনা, এমন কোন পত্রই তোমার আসে না। পোষ্ট অফিসের মোহর, দেখিতেছি, কাল্‌কার?"

কার্‌লাইল্‌ আবার বলিলেন "অনুগ্রহ করিয়া ফিরাইয়া দিলে, আমি পরম সুখী হইব।"

তাহার ধীর অথচ কর্ত্তৃত্বপূর্ণ স্বর শুনিয়া বিস্মিত হইয়া মিস্‌ কার্‌লাইল নিরুপায় ভাবে পত্রখানা প্রত্যর্পণ করিলেন, ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি আরম্ভ করিয়াছ, আর্কিবল্ড?"

পকেট্‌বুকে পত্র খানা রাখিয়া পকেটে পুরিতে পুরিতে পূর্ব্ববৎ স্বরে বলিলেন "কৈ, কিছুই না! কাহারও গোপনীয় পত্র দেখা উচিত নয়, কি বল বার্‌বারা?"

বলিয়া বার্‌বারার দিকে চাহিয়া বেশ খোস্‌ মেজাজে হাসিয়া উঠিলেন।

বার্‌বারা কিন্তু হাসিতে পারিলেন না—সবিস্ময়ে তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, এত যে স্থির ধীর গম্ভীর মানুষ কার্‌লাইল্‌, পত্র খানা লইবার সময় তাহারও মুখ খানা, যেন কোন গভীর আবেগে, রক্তিম হইয়া উঠিয়াছিল।

মিস্‌ কার্‌লাইল্‌ পত্র খানা ছাড়িয়া দিয়াছেন সত্য, কিন্তু সন্দেহজনক বিষয়টি তিনি তত সহজে ছাড়িয়া দিতে রাজী নহেন। তাই আবার কার্‌লাইল্‌কে আক্রমণ করিলেন "আমি ঠিক বলিতেছি, আর্কিবল্ড, তোমার ঐ পত্রের উপর ভেন (মাউণ্ট্‌সেভার্ণের) পরিবারের মোহরের ছাপ দেখিয়াছি।"

কার্‌লাইল্‌ কহিলেন "তা, থাক্‌ বা নাই থাক্‌, পত্রস্থ বিষয় শুধু আমার চক্ষুর জন্যই লেখা হইয়াছিল।"

যে কারণেই হউক, মিস্‌ কার্‌লাইল ভ্রাতার স্বরের দৃঢ়তা বড় পছন্দ করিলেন না। তিনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ সকলেই

নীরব রহিলেন, শেষে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বার্‌বারা জিজ্ঞাসা করিলেন "এবার ও কি তুমি মাউণ্ট্‌সেভার্ণদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে ?"

উত্তর হইল "হাঁ।"

বার্‌বারা আবার পারিলেন "এখনো তাঁহারা লেডি ইশাবেলের বিবাহের কথা বলে কি ? এ সম্বন্ধে কিছু শুনিয়াছ কি ?"

"কি শুনিয়াছি, কি না শুনিয়াছি তাহা লইয়া আমার স্মরণ শক্তিটিকে আর বিব্রত করিতে পারি না। ঐ যে! তোমার চা'য়ে আরো চিনি চাই, কেমন ?"

যুবতী উত্তর করিলেন "একটু।"

চিনির পাত্রটি তাহার দিকে সরাইয়া লইয়া, কেহ নিষেধ করিতে না করিতেই কার্‌লাইল বড় বড় চার পাঁচ ডেলা চিনি তাহার পাত্রে নিক্ষেপ করিলেন।

সবিস্ময়ে মিস্ কর্ণি বলিলেন "ও বাবা, এত কেন !"

কার্‌লাইল্ হো-হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন,—বলিলেন "আমার খেয়াল ছিল না কি করিতেছিলাম! বাস্তবিক, বারবারা, তোমার চা'র নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। কর্ণেলিয়া তোমাকে আর এক পাত্র দিবে এখন।"

তীব্র স্বরে কর্ণি উত্তর করিলেন "তা' যেন দিলাম ; কিন্তু এ যে এক পেয়ালা চা ও এতটা চিনি একেবারেই জলে গেল !"

চা পান শেষ হইতে না হইতেই বার্‌বারা লাফাইয়া উঠিলেন "জানিনা, মা আজ আমায় কি বলিবেন। এদিকে দেখিতেছি, আবার আঁধার হইয়া আসিতেছে! মা নিশ্চয়ই ভাবিতেছেন যে এত দেরী করিয়া আমার বাহিরে বাহিরে থাকা ঠিক নয়!"

মিস্ কার্‌লাইল্ বলিলেন "আর্কিবল্ড তোমার সঙ্গে যাইবে এখন।"

তাহার সরল, সহজভাবে কার্‌লাইল্ বলিয়া উঠিলেন "না, না, আমি সে সব পারিব না। আফিসে ডিন্ আমার অপেক্ষায় বসিয়া রহিয়াছে, এবং আমার ও কয়েক ঘণ্টার কাজ বাকী পড়িয়া রহিয়াছে।—য'াক্, যখন পিটারের সাহায্য তোমার ভাল লাগিবে না, তখন কি আর করিব, তাড়াতাড়ি তোমার টুপিটা পরিয়া ফেল বার্‌বারা।"

যখন তাহার তাড়াতাড়ি করার উপরই কার্‌লাইলের কি পিটারের সঙ্গলাভ নির্ভর করিতেছে, তখন বার্‌বারাকে কি আর এই কথা বলিয়া দিতে হইবে? মিস্ কার্‌লাইলের নিকট বিদায় লইয়া তিনি কার্‌লাইলের সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলেন। তাহার হস্ত হইতে যুবক ক্ষুদ্র ছাতাটি আপনার হাতে লইয়া চলিলেন। রাত্রিটি বেশ শান্ত মাধুরিমাময়ী, এখনো বেশ আলোকময়ী। তাহারা মাঠমধ্যস্থ নির্জ্জন রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছেন।

বার্‌বারা কিন্তু ইশাবেল্ ভেনের কথা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তাঁহার কথা, কি তাঁহার অবস্থান কালে কার্‌লাইলের প্রতিনিয়ত ইষ্ট্‌লীন গমনাগমনে যে ঈর্ষ্যার ভাব তাহার মনে উদ্রিক্ত হইত, সেই কথা, তিনি কখনও ভুলিতে পারেন নাই। এখন আবার তিনি সেই বিষয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

"আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আর্কিবল্ড, যে লেডি ইশাবেল্ কখন্ বিবাহ করিবেন বলিয়া তুমি কিছু শুনিয়াছ কি?"

"এবং আমিও তোমায় উত্তর দিয়াছিলাম বার্‌বারা, যে আমার এই সব ভ্রমণ উপলক্ষ্যে আমি যা যা শুনিতে পাই, আমার স্মরণ শক্তিটা সে সকলই বহন করিতে রাজী হয় না।"

তথাপি বার্‌বারা জেদ করিলেন, "কিন্তু কিছুই কি শোন নাই?"

হাসিয়া কার্‌লাইল্ বলিলেন "তুমি একেবারে নাছোড়বান্দা দেখিতেছি! আমার বিশ্বাস, লেডি ইশাবেলের শীঘ্রই বিবাহ হইবার সম্ভাবনা আছে।"

বার্‌বারা, একটু আমোদের হাঁক্‌ ছাড়িলেন "কার্ সঙ্গে?" তেমনি আমুদে হাসি আবার কার্‌লাইলের ওষ্ঠোপরি খল্ খল্ করিয়া খেলিয়া উঠিল "বল দেখি কেমন করিয়া তাহাদিগকে আমি এই সকল আগ্রিম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারিতাম! এইবার কাসেল্ মার্‌লিং হইতে ফিরিয়া আসিয়া হয়তঃ অনেক কথা বলিতে পারিব।"

যুবতী বলিলেন "হাঁ, জানিতে চেষ্টা করিও। হয়তঃ লর্ড ভেনের সঙ্গেই হইবে। আচ্ছা দেখ কে জানি বলিয়াছে যে, এক সঙ্গে মেলামেশার জন্য যতটা বিবাহ হয়, ততটা—"

আর বলা হইল না—দেখিলেন, তাহার দিকে চাহিয়া কার্‌লাইল্ খুব হাসিতেছেন।

"খুব অনুমানটাই করিয়াছ যা হউক্, বার্‌বারা! লর্ড ভেন্ যে মাত্র পাঁচ ছয় বৎসরের ছেলে গো!"

অতিমাত্র অপ্রতিভ হইয়া বারবারা বলিলেন "মোটে!"

কিন্তু কার্‌লাইল্ বেশ আগ্রহের সঙ্গে বলিতে লাগিলেন "এমন চমৎকার ছেলে সংসারে বড় বিরল—সরল প্রাণ, উদার হৃদয়, মনে মুখে এক।" আর পরে কি রকম যেন অন্যমনস্ক ভাবে, সঙ্গিনীর কথা যেন বিস্মৃত হইয়াই, হস্তধৃত ক্ষুদ্র ছাতাটি দিয়া পথি পার্শ্বস্থ বেড়াটির উপর ছিপ্‌টি মারিতে মারিতে বলিলেন, "আমার নিজের যদি কখনো ছেলে-পেলে হয়, তবে যেন উইলিয়ম্ ভেনের মতই হয়।"

স্ফূর্ত্তির সঙ্গে বার্‌বারা বলিয়া উঠিলেন "তুমি চিরকুমারই থাকিবে এতকাল ওয়েষ্টলীনের মনে এইরূপ ধারনাটা বদ্ধমূল করিবার সহায়তা করিয়া, এখন কিন্তু যা হউক্ খুব একটা মনের কথাই বলিয়া ফেলিলে!"

কার্‌লাইল্ একটু জোরে জোরেই বলিয়া উঠিলেন "জানিনা, ওয়েষ্টলীনের নিকট কখনো এমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম কি না।"

এখন বার্‌বারার হাসিবার পালা। হাসিয়া বলিলেন "আমার মনে হয়, কার্য্যকলাপ দেখিয়াই ওয়েষ্টলীন্ বিচার করিয়া থাকে, একজন লোকের ত্রিশ বৎসর বয়স হইতে চলিল——"

বেড়া ও ছাতা দুইটিকেই অনেক পরিমাণে নষ্ট করিয়া, বাধা দিয়া যুবক বলিলেন "না, এখনো আমার ত্রিশ হয় নাই; হয়তঃ তার আগেই আমি বিবাহ-টিবাহ করিয়া পুরাণ হইয়া যাইতে পারি—এবং হইবার সম্ভবনাই খুব বেশি।"

বার্‌বারা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন "তবে পাত্রী ঠিক করিয়া ফেলিয়াছ?"

"করি নাই যে তা'ত' বলি নাই—যথা সময়ে সকলই প্রকাশ হইবে।"

শালটিকে পুনরায় যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিবার ছল করিয়া বার্‌বারা স্বকীয় বাহু সরাইয়া লইলেন; তাহার হৃদ্‌পিণ্ড দপ্ দপ্ করিতেছে: সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছে—তাই তাহার ভয় হইয়াছে, পাছে বা কার্‌লাইল্ তাহার মানসিক উত্তেজনা ধরিয়া ফেলেন। সঙ্গীটি যে তাহার আপনার কথা ছাড়া অন্য কোন স্ত্রীলোককে উদ্দেশ্য করিয়া ওরূপ বলিবেন, তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। হায়! হতভাগিনী আত্মপ্রতারিতা বার্‌বারা।

কিন্তু তাহার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন কার্‌লাইল্ যে একেবারে লক্ষ্য না করিয়াছেন তাহা নহে; কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের সঙ্গে যুবক বলিলেন, "ও কি, তোমার মুখখানা যে বড় বেশী লাল দেখাইতেছে,—বড় বেশি জোর হাটিতেছি কি?"

বার্‌বারা শুনিয়াছেন বলিয়া বোধ হইল না—যেন শাল লইয়া এতই ব্যস্ত। উত্তেজনা একটু মন্দীভূত হইয়া আসিলে তিনি আবার কার্‌লাইলের হাত ধরিয়া চলিলেন; যুবক পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতর জোরে

বেড়া ও ঘাস আঘাত করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন। মিনিট্‌ খানেকের মধ্যেই ছাতার বাঁটটি ভাঙ্গিয়া দুই খণ্ড হইয়া গেল।

হাস্যাস্পদ রূপে হতভম্ব হইয়া কার্‌লাইল্‌ ছাতাটিকে দেখিতে লাগিলেন,—কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বার্‌বারা বলিলেন "আমি আগেই জানিতাম যে তুমি ইহা করিবে। থাক্‌, মনে কিছু করিও না—পুরাণো বইত নয়।"

"এর বদলে তোমায় একটি আনিয়া দিব এখন। রংটা কি? —বাদামি। নিশ্চয়ই আমার মনে থাকিবে। মিনিট্‌ খানেকের জন্য বার্‌বারা এই ভগ্নাবশেষ টুকু ধর ত।" বলিয়া টুকরা দুইখানা তিনি তাহার হাতে দিলেন ও পকেট হইতে নোট বই বাহির করিয়া তাহাতে লিখিয়া রাখিলেন।

বার্‌বারা জিজ্ঞাসা করিলেন "এ আবার কি করা হইল!" কার্‌লাইল্‌ বই খানা যুবতীর চক্ষুর সম্মুখে ধরিলেন—

লেখা রহিয়াছে "বাদামী রংয়ের ছাতা—বা, হে।" ও মুখে বলিলেন "ভুলিয়া যাইব ভয়ে একটা স্মারক লিখিয়া রাখিলাম।"

ইত্যবসরে পুস্তকে লিখিত আরো দুই এক দফা বার্‌বারা তাড়াতাড়ি দেখিয়া লইলেন—"পিয়ানো, প্লেট"—

কারলাইল্‌ বুঝিলেন—বুঝাইয়া বলিলেন "লণ্ডনে আমার যাহা যাহা কিনিতে হইবে, তাহার মধ্যে যখন যেটি মনে পড়ে, তখনি সেটির কথা একটু নোট্‌ করিয়া রাখিয়া দিই।—তা' না হইলে অর্দ্ধেকের কথাই আমার মনে থাকিবে না।"

"লণ্ডনে!—আমিত ভাবিয়াছিলাম যে তুমি ঠিক তার বিপরীত দিকে—কাসেল্‌মার্‌লিংএ—যাইতেছ?"

কথাটা ভুলে কার্‌লাইলের মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে—সংশোধন

করিয়া বলিলেন "হয়ত হুইজায়গাই আমাকে যাইতে হইতে পারে। দেখ দেখ বার্‌বারা, চন্দ্রটি কেমন উজ্জ্বল ভাবে উঠিতেছে!"

যুবতী উত্তর করিলেন "আর ঠিক ইহারই মত—ঐ আকাশের মত— উজ্জ্বল ভাবে আমিও তোমার গুপ্ত খবর জানিয়া ফেলিয়াছি! পিয়ানো! প্লেট! এসব দিয়া তুমি কি করিবে আর্কিবল্ড?"

ধীর ভাবে কার্‌লাইল্ উত্তর করিলেন, "ইষ্টলীন্ সাজাইবার জন্য!"

"ও—কেড়িউদের জন্য!" আর এ সম্বন্ধে বার্‌বারার কোন আগ্রহ বা ঔৎসুক্য থাকিল না।

অল্পক্ষণ পরেই তাহারা "কুঞ্জের" সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কার্‌লাইল্ বার্‌বারার ভিতরে প্রবেশের জন্য দরজা খুলিয়া ধরিলেন।

কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিয়াই স্থির দাঁড়াইয়া যুবতী বলিলেন, "ভিতরে আসিয়া একবার মার সঙ্গে দেখা করিয়া যাইবে না কি? এই আজই তিনি বলিতেছিলেন যে ইদানীং তুমি আমাদের সঙ্গে দেখাশুনা করা একেবারেই বন্ধ করিয়া দিয়াছ!"

"বড়ই ব্যস্ত ছিলাম; আর আজও তাহার সঙ্গে দেখা করিবার মত সময় আমার নাই। আমার হইয়া তুমিই তাহাকে সব বলিও।"

বলিতে বলিতে তিনি আবার ফটক বন্ধ করিয়া দিলেন; কিন্তু তাহাকে ছাড়িয়া দিতে অনিচ্ছুক যুবতী ইহার উপর দিয়াই আনত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফিরিয়া আসিতে কি তোমার সপ্তাহ খানেক লাগিবে?"

"খুবই সম্ভব। এই যে ছাতার ধ্বংশাবশেষ দুইটি লইয়া যাও, বার্‌বারা; আমার সঙ্গেই চলিয়াছিল যে! পুরাণোটি চুরি না করিয়াও তোমাকে নূতন একটি কিনিয়া দিতে পারিব।" খণ্ড দুইটিকে বৃক্ষবাটিকা সমীপবর্ত্তী পথটির উপর নিক্ষেপ করিয়া, রুদ্ধ উত্তেজনার স্বরে যুবতী

বলিলেন,—"আর্কিবল্ড, অনেকদিন হইতেই তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব, ভাবিতেছি। বল, আমায় আহাম্মক মনে করিবে না ?"

"কথাটা কি, বলই না।"

"একবৎসর আগে যখন তুমি আমায় সোণার চেইনটি ও লকেটটি দিয়াছিলে—মনে পড়ে কি ?"

"হাঁ—তারপর ?"

"সেই লকেটের ভিতর আমি রিচার্ডের, এবং য়্যান্ ও মারচুল রাখিয়া দিয়াছি। কিন্তু এখনো ঢের জায়গা রহিয়াছে, এই দেখ"—বলিতে বলিতে লকেটটি তিনি কার্‌লাইলের সম্মুখে খুলিয়া ধরিলেন। চেইনসংযুক্ত করিয়া দিবারাত্রি যুবতী ইহা গলায় গলায়ই রাখিয়া থাকেন।

"না, বার্‌বারা এ আলোয় স্পষ্ট করিয়া দেখা যায় না। যাক্—ঢের জায়গা আছে, তাতে কি ?"

"আমার সকল অন্তরঙ্গ বন্ধুদের—অগত্যা যারা আমার প্রিয় ছিল তাদের সকলের স্মরণ চিহ্ন রাখিবার আমার বড়ই ইচ্ছা হয়। তুমিই আমায় লকেটটি দিয়াছিলে—আমার বড় সাধ যে আর সকলের চুলের সঙ্গে রাখিবার জন্য, তুমিও আমায় একগোছা চুল দিবে।"

তাহার মাথাটি চাহিলে যতটা বিস্মিত হইতে পারিতেন, ততটা বিস্ময়ের স্বরে কার্‌লাইল্ বলিলেন "আমার চুল!—তাতে তোমার বা লকেটটারই কোন উপকার হইবে ?"

যন্ত্রণাসূচক ভাবে তাহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল—হৃদ্-পিণ্ড দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। থতমত করিয়া তিনি কহিতে লাগিলেন, "যে সকল বন্ধুদিগকে আমি—যাহাদের উপর আমার এতটুকুও টান

আছে—তাহাদের একটি একটি স্মরণ চিহ্ন রাখিতে আমার বড় ইচ্ছা হয়, এই মাত্র। আর বেশি কিছু নয়, আর্কিবল্ড।"

যুবতীর মনের আবেগ, কি যে ভাবে প্রণোদিত হইয়া তিনি প্রার্থনাটি করিয়াছেন, সেই ভাবের গভীরতা, কার্‌লাইল উপলব্ধি করিতে পারেন নাই;—সরল সহজভাবে উপহাস করিয়া তিনি বলিলেন "হায়, হায়, কাল কেন আমায় বল নাই! তখন যে আমার চুল ছাঁটা হইয়াছিল; আমি তোমায় এত এত চুলের আগা পাঠাইতে পারিতাম! হাঁসের মত বোকা হয়ে আমায় একেবারে একটা ওয়েলিংটন কি তেমনই একটা কিছু খাড়া করে তুলিও না যে আমারও আবার চুল, আমারও আবার হস্তাক্ষর রাখিতে হইবে!"

দ্রুত পাদক্ষেপে তিনি ত্রস্ত চলিয়া গেলেন। দুই হাতে আপনার মুখ আবৃত করিয়া অবসন্ন মনে বার্‌বারা জোরে জোরে বলিয়া উঠিলেন, "করিলাম কি? করিলাম কি?—না, কি তার প্রকৃতিই এমন উদাসীন—এমন আবেগ-বিহীন? তার হৃদয় কি একেবারেই ভালবাসা স্নেহমমতা-বর্জ্জিত?" তারপরে কতকটা আশ্বস্ত হইয়া আবার বলিতে লাগিলেন "এখন যেমনই হউক না, একদিন সবই হইবে। জানি না, কার মুখ দেখিয়া আজ আমার রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল! আজকার এই রাত্রে প্রাণে আমার কি স্বর্গীয় সুখেরই না সঞ্চার হইয়াছে! যখন সে তাহার মনোনীতা স্ত্রীর কথা বলিতেছিল, তখন তাহার সেই উপহাসের অন্তরালেও সত্যের ঝঙ্কার শুনিতে পাইয়াছিলাম! এ যে কে, তাহা অনুমান করিতে আমাকে আর বেশি দূর যাইতে হইবে না অন্য কাহাকেও সে লক্ষ্য করে নাই, এবং আমি বই অন্য কাহাকেও সে যত্ন আদর করে না। এখন নাই বা বুঝিলে, আর্কিবল্ড—এখন তুমি বুঝিতেও পার না; কিন্তু একবার বিবাহ হউক, তখন বুঝাইব, তোমায় আমি কত প্রাণ দিয়া ভালবাসি।"

বলিতে বলিতে যুবতী একবার আপনার পরম সুন্দর যৌবন-সুলভ উজ্জ্বল মুখখানা তুলিয়া ক্রমোজ্জ্বল চন্দ্রের দিকে তাকাইলেন, তারপরে ফিরিয়া বাগানের রাস্তা ধরিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন—কিন্তু বৃক্ষান্তরাল হইতে টুপীমাথায়দেওয়া একটা লোক যে চুরি করিয়া তাহাকে দেখিয়া গেল, তাহা আর তিনি জানিতে পারিলেন না। তাহাদের এই মিলন ও আলাপ দেখিবার ও শুনিবার জন্য তৃতীয় এক ব্যক্তিও সেখানে ছিল, ইহা জানিলে কি আর বার্‌বারা অত কথা বলিতেন ?

কার্‌লাইলের প্রস্থানের পরে তৃতীয় দিবস প্রাতে এক খানা পত্র হাতে করিয়া মিঃ ডিল্ যাইয়া মিস্ কার্‌লাইলের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। নূতন কয়েকটা মস্‌লিনের পরদা টাঙ্গাইয়া কর্ণি সেগুলি দেখিতে কেমন হইবে, কত দিন টি‍ঁকিবে ইত্যাদি একান্তমনে ভাবিতেছিলেন—কাজেই ডিলের আগমন লক্ষ্য করেন নাই।

কতক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শেষে ডিল্ বলিলেন "মিস্ কর্ণি এই যে আপনার এক খানা পত্র। আমাদের পত্রের সঙ্গে ভুলে পিয়ন্ আফিসে দিয়া গিয়াছিল। মিঃ আর্কিবল্ড লিখিয়াছেন।"

একটু রুক্ষস্বরে রমণী বলিলেন "কেন, আমার কাছে আবার পত্র কেন ? কবে বাড়ী আসিবে কিছু লিখিয়াছেন কি ?"

"আমার পত্রে ত' সে সব কিছুই লিখেন নাই আপনার খানা একবার খুলিয়া দেখুন।"

পত্র খোলা হইলে, একবার কটাক্ষপাত করিয়াই মিস্ কর্ণি একেবারে অবসন্নভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন—জীবনে এত অভিভূত, এত হতভম্ব হইতে আর কখনো তাহাকে দেখা যায় নাই।

কাসেল্‌মার্‌লিং, ১লা মে,

দিদি কর্ণেলিয়া, আজ প্রাতে লেডি ইশাবেল্‌ ভেনের সঙ্গে আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে ; তাড়াতাড়িতে তোমায় সংক্ষেপে একটু লিখিলাম। কাল কি পরশু তোমায় বিস্তারিত পত্র দিব।

তোমার স্নেহের,

আর্কিবল্ড কার্‌লাইল্‌।"

বাক্‌-শক্তি ফিরিয়া আসিলে, মিস্‌ কার্‌লাইলের কণ্ঠ হইতে সর্ব্বপ্রথম ভাঙ্গা-ভাঙ্গা আওয়াজ বাহির হইল "মিথ্যা—প্রতারণা!"

—মিঃ ডিল কিছুই বলিলেন না—সুধু প্রস্তর মূর্ত্তির মত নিশ্চল দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মিস্‌ কার্‌লাইল্‌ উন্মাদিনীর মত গর্জ্জিয়া উঠিলেন "আমি বলিতেছি—নিশ্চয়ই এ সব মিথ্যা—প্রতারণা।"—তারপর সম্মুখবর্ত্তী নিরপরাধ লোকটীর উপরই অন্তর্নিহিত ক্রোধাগ্নি বর্ষণ করিয়া পরুষ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "ওকি হাঁসের মত একটা ঠ্যাঙ্‌ তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ যে?—কি চাও?—আমি বলিতেছি— এসব ফাঁকি, শুদ্ধ প্রতারণা—নয় কি? তুমি কি বল?"

"বিস্ময়ে আমি স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছি মিস্‌ কর্ণি!—কিন্তু প্রতারণা নয়—আমার নিকটও এই মর্ম্মেই পত্র আসিয়াছে।"

"না, সত্য নয়—কথনো হইতে পারে না। তিন দিন পূর্ব্বেও যথন সে এথান হইতে যায়, তথন তাহার মনে বিবাহের কথা এতটুকুও ছিল না, একথা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি।"

"সে কথা আর এথন আমরা কেমন করিয়া বলিতে পারি, মিস্‌ কর্ণি! আমার ধারণা, বিবাহ করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি গিয়াছিলেন।"

উত্তেজিত হইয়া মিস্‌ কর্ণি বলিয়া উঠিলেন “বিবাহের জন্যই গিয়াছিলেন!—না, কথনো সে এত আহাম্মক নয়। তা'তে আবার সেই বিলাসিনী মেয়েটাকে বিবাহ করিতে!—না, না তোমার কথা কিছুতেই ঠিক হইতে পারে না।”

তখন এক টুকরা কাগজ দেখাইয়া বৃদ্ধ ম্যানেজার বলিলেন, “দেশীয় সংবাদ-পত্রে এই কাগজে লিখিত বিবরণটা তিনি প্রকাশ করিতে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। এততেও কি আর অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে?”

মিস্‌ কর্ণি কাগজের টুক্‌রা খানা হাতে করিয়া লইলেন—বাতব্যাধি প্রপীড়িত হস্তের মত তাহার হস্ত কাঁপিতেছে ও বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়া পড়িয়াছে। লিখিত বিবরণ পড়িয়া আর কিছু বুঝিতে বাকি রহিল না। তখন ক্রোধাতিশয্যে কর্ণি কাগজ থানাকে অণু অণু করিয়া ছিঁড়িয়া ইতস্ততঃ ছড়াইয়া ফেলিলেন। তার পর ধীর স্থির ভাবে বলিলেন “তাহাকে এ জীবন থাকিতে আমি ক্ষমা করিব না। আর সেই ছুঁড়ি-টাকেও কথনো আমি ক্ষমা করিব না কি সহিয়া লইব না। এমন নির্ব্বোধ আহাম্মক! লর্ড মাউণ্টসেভার্ণের থরুচে মেয়েকে তা'র মত লোকের বিবাহ করিতে যাওয়া!—“আপনি থাকিতে নাই ঠাঁই, বৌর সঙ্গে আঠারো ধাই!”

প্রভুভক্ত বিচক্ষণ ম্যানেজার নীরব থাকিতে পারিলেন না—বলিলেন “না, মিস্‌ তিনি আহাম্মক নহেন।”

গর্জ্জন ও ক্রন্দনের মাঝামাঝি স্বরে প্রৌঢ়া প্রতিবাদ করিয়া উঠিলেন, “তার চাইতেও অধম—একটা নষ্ট পাগল বই আর কিছুই নয়। বদ্ধ পাগল না হইলে আবার এমন সর্ব্বনেশে কাজে মানুষ যাইতে পারে। উঃ, বলিব কি, আগে যদি আমি এর ঘুণাক্ষরও জানিতে পারিতাম, তবে

আমি ওকে পাগলা গারদে পাঠাইতাম! হাঁ করিয়া চাহিলে কি হইবে! আমি পাঠাইতামই পাঠাইতাম।—যাক্, এখন তারা কোথায় থাকিবে?"

"আমার বিশ্বাস তাঁরা ইষ্টলীনে বাস করিবেন।"

তীব্রস্বরে কর্ণি চিৎকার করিয়া উঠিলেন "কি?—কেরিউদের সঙ্গে একত্র ইষ্টলীনে বাস করিবে। তুমিও ক্ষেপিতেছ, দেখিতেছি।"

"একদিন হঠাৎ পত্রের নকল বহীতে আমি দেখিয়াছিলাম যে তাহাদিগকে বাড়ী দিতে আর্কিবল্ড অস্বীকার করিয়াছেন। তার পূর্ব্বেই বোধ হয় তিনি লেডি ইশাবেলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা ঠিক করিয়া আসিয়াছিলেন, এবং তাই ইষ্টলীন্‌টী নিজের জন্যই রাখিয়াছেন।"

আতঙ্কে মিস্ কারলাইল্ এতক্ষণ হাঁ করিয়া বসিয়াছিলেন। এখন কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া, আসন পরিত্যাগপূর্ব্বক মহিমময়ী দেহযষ্টিটি পূর্ণ দীর্ঘীকৃত করিয়া, বিস্মিত ভদ্রলোকটির পশ্চাতে যাইয়া দাঁড়াইলেন ও দুই হস্তে তাহার কোটের গলদেশ সবলে আকড়িয়া ধরিয়া তাহাকে কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত ইতস্ততঃ আন্দোলিত করিলেন। কৃশ ও খর্ব্ব, দুর্ব্বল ও বৃদ্ধ ম্যানেজার তাহার হস্তে ঠিক পুতুলের মত দেখাইতে লাগিলেন—আর ভাবিতে লাগিলেন, বুঝি বা তাহার দম একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়।

"ধূর্ত্ত বদ্‌মায়েস্, আগে জানিতে পারিলে তোমাকেও আমি পাগ্‌লা গারদে পাঠাইতাম। তুমিও নিশ্চয়ই এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছ, তাহাকে উস্‌কাইয়া দিয়াছ, তাহার সহায়তা করিয়াছ; নিশ্চয়ই তাহার মত তুমিও আগেই সব জানিতে।"

দুর্ব্যবহৃত ভদ্র লোকটি যখন কথা বলিতে সমর্থ হইলেন, তখন হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন "ভগবানের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতাম না। বাস্তবিক্ মিস্ কর্ণি, আমি

দুগ্ধপোষ্য শিশুর মত নিরপরাধ। আজ আফিসে যখন এই চিঠি খানা পাই, তখন ভয়ে ও বিস্ময়ে আমি এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, ফুলের ঘায়েও বোধ হয়, তখন আমি পড়িয়া যাইতাম।

"কেন সে এমন কাজ করিতে গেল? কপর্দ্দকহীনা, ব্যয়বাহুল্য-পরায়ণা এমন একটা মেয়েকে কেন সে বিবাহ করিতে গেল? তুমিই বা কোন্ সাহসে ইষ্টলীন যে কেড়িউ দিগকে দেওয়া হইবে না, সেই গুপ্ত ব্যাপারে লিপ্ত ছিলে? নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই তুমিই তাকে উস্কাইয়া দিয়াছিলে। যাক্—বেশ, খুব বেশ করিয়াছ। আচ্ছা, সে কি এতই আহাম্মক যে এখন আবার ইষ্টলীনে থাকিতে যাইবে?"

"না মিস্ কর্ণি কাজ হইয়া যাইবার পূর্ব্বে আমি এই গুপ্ত ব্যাপারের কিছুই জানিতাম না। আর, জানিলেই বা আমি কি করিতে পারিতাম—আমি ত' আর্কিবল্ডের চাকর মাত্র। এই যে বিজ্ঞাপনটা ছাপিতে দিয়াছেন, ইহাতে তিনি 'ইষ্টলীনের আর্কিবল্ড কার্লাইল্' বলিয়া লিখিয়া দিয়াছেন; তাই বুঝিতেছি যে, সেখানেই তিনি বাস করিবেন।" তার পরে, প্রভু ভক্ত কর্ম্মচারী কর্ণিকে নরম করিবার ভাবে বলিলেন, "আপনি ত' জানেন যে, সেখানে বাস করিবার যোগ্যতা তাহার আছে; আর সেখানে বাস করিতে যাইয়া তিনি এখন তাহার মর্য্যাদাস্বরূপ কাজই করিতেছেন মাত্র। আর, হউক না বড় ঘরের মেয়ে, লেডি ইশাবেলের প্রকৃতিটি কিন্তু বড় মধুর, বড় আদরণীয়।"

কুপিতা মিস্ কর্ণি স্বধু বলিলেন "আমি ঠিক বলিতেছি, এই মূর্খতার ফল তাহাকে হাড়ে হাড়ে ভুগিতেই হইবে।"

বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন "পরমেশ্বর না করুন!" অতি মাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া মিস্ কর্ণি তার স্বরে গর্জ্জিয়া উঠিলেন "আহাম্মক, আহাম্মক কোথাকার! তাহার ঘাড়ে কি চাপিয়াছিল?" প্রসঙ্গটি শেষ করিবার উদ্দেশ্যে ডিল্

বলিলেন "এখন আমাকে তাড়াতাড়ি করিয়া ফিরিতে হইতেছে। আপনি যে মনে করিয়াছেন যে আমাকে আক্রমণ করিবার ও কারণ আছে ইহাতে বাস্তবিকই আমি বড় ক্ষুব্ধ হইয়াছি।"

গরম মেজাজে মিস্ উত্তর করিলেন "আবার যদি আমার সম্মুখে আস, তবে আবার তোমাকে এমনি করিয়াই সাজা দিব।"

একাকিনী হইবামাত্রই তিনি বসিয়া পড়িলেন; তাহার মুখে প্রস্তর মূর্ত্তির মত নিস্পন্দ ভাব প্রকটিত হইয়া উঠিল। হস্তদ্বয় অবসন্ন ভাবে জানুর উপর পতিত হইল আর কার্‌লাইলের পত্র খানা মাটির উপর পড়িয়া গেল। কিয়ৎকাল পরে, তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শক্তি যেন ফিরিয়া আসিল; এবং মনে মনে নানা বিষয়ের তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে এক একবার এক এক হাত তুলিতে লাগিলেন। একটু পরেই উঠিয়া টুপী মাথায় দিয়া ও শাল জড়াইয়া তিনি যাষ্টিশ হেয়ারের গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন। তিনি বেশ বুঝিলেন, দিবাবসান হইতে না হইতেই এই সংবাদটি ওয়েষ্টলীনে রাষ্ট্র হইয়া পড়িবে এবং লোকেরা মনে করিবে যে কারলাইল্ তাহাকে বড় বিশেষ গ্রাহ্য করেন না। তাহার এত আদরের ভাই আজ কি না তাহাকে ত্যাগ করিয়া কোথাকার একজন কে, তাহাকে অধিকতর আপনার করিয়া বসিয়াছে—তাও আবার একপ্রকার গোপনে গোপনে!—ঘটনা প্রকাশ হইবেই—তাহার তাচ্ছিল্যের কথা সকলেই শুনিবে। তবে তিনিই কেন না সে কথা দূর দূরান্তরে প্রচার করিবেন?

যখন তিনি যাইয়া কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন, তখন বার্‌বারা, সচরাচর তাহারা যে ঘরে বসিয়া থাকেন, সেই ঘরে বসিয়া ছিলেন। এই সংবাদে বার্‌বারার প্রাণে কি দারুণ আঘাতই না লাগিবে, ভাবিয়া এত মানসিক যাতনার মধ্যেও কর্ণির অধর প্রান্তে একটা নষ্ট অশুভ হাসি-

রেখা বিকশিত হইয়া উঠিল। কার্‌লাইলের উপর যুবতীর ঐকান্তিক আসক্তি—তাহার পত্নীরূপে গৃহীত হইবার চির-পোষিত, সযত্ন বর্দ্ধিত আশা—তিনি বিলক্ষণ রূপেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

গ্রীষ্মে-পরিধেয় পোষাকে বার্‌বারাকে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। এমন অসময়ে আসিতে দেখিয়া যুবতী ভাবিলেন, "একি, কর্ণেলিয়া আবার কি মনে করিয়া ?" তারপর জানালার উপর দিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, "কেমন আছ ?—বিশ্বাস করিবে কি, মাও আজ, দিনটাকে গরম দেখিয়া, বেড়াইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। বাবা তাহাকে লীনবড়ো গাড়ী করিয়া লইয়া গিয়াছেন। এস, এস,—দরোজা খোলাই আছে।"

কোনও উত্তর না করিয়া মিস্‌ কর্ণি যাইয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন, ও একখানা চেয়ারে উপবেশন করিতে করিতে উপক্রমণিকা স্বরূপ কয়েকবার আঃ, উঃ করিলেন।

তাড়াতাড়ি তাহার দিকে ফিরিয়া যুবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "অসুখ বোধ করিতেছ ? না কি, কিছু তোমার মেজাজ বিগড়াইয়া দিয়াছে !"

ক্রোধে মিস্‌ কর্ণি বলিয়া উঠিলেন "আমায় বিগ্‌ড়াইয়াছে ! হঁা, তুমি তা বলিতে পার। বাস্তবিকই এমন ঘটনা ঘটিয়াছে যে আমার সমস্তটা অন্তরাত্মাই যেন বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছে। কি বলিলে ? এক গেলাস মদ !— আহাম্মক কোথাকার ! আমার কাছে আর কখনো ও সবের নাম টাম করিও না। বার্‌বারা আমাদের ভয়ানক অনিষ্ট হইয়াছে ; আর্কিবল্ড——"

আশঙ্কা ও উদ্বেগে তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই তাড়াতাড়ি যুবতী বলিয়া উঠিলেন "আর্কিবল্ডের ?—হায় ! তবে কি তাহার কোন বিপদ্‌ ঘটিয়াছে—যে গাড়ীতে সে ছিল, সেই গাড়ীটার কোন অনিষ্ট হইয়াছে ? তবে বুঝি তাহার পা—পা—ভাঙ্গিয়াছে !"

আগ্রহ সহকারে কর্ণি বলিলেন "আঃ, তা কেন হইল না! আমার বেশি দুঃখ যে, সে ও তাহার পা, সবই ভাল আছে। না বার্‌বারা, আমাদের দুরদৃষ্ট ইহার অপেক্ষা অনেক গুরুতর।"

বার্‌বারা মনে মনে অনেক রকম বিপদের কথাই ভাবিলেন—মিস্ কুার্‌লাইলের মানসিক ঝোঁক তিনি জানিতেন; অর্থ-সংক্রান্ত বিপদের কথাই তাহার বেশি করিয়া মনে হইতে লাগিল; তাই সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ভয়ে ভয়ে বলিলেন "তবে কি ইষ্ট্‌লীনের সম্বন্ধে? কেড়িউরা বুঝি আসিবেন না।"

তীব্র প্রতিবাদের স্বরে উত্তর হইল "না, তাহারা আর ইষ্ট্‌লীনে আসিতেছে না—তবে অবশ্য অন্য কেহ আসিতেছে। এবং সেই অন্য কেহ আমার পণ্ডিত ভ্রাতা স্বয়ং। বার্‌বারা, আর্কিবল্ড এখান হইতে যাইয়া নিজকে আহাম্মক প্রতিপন্ন করিয়াছে, এবং এবার দেশে ফিরিয়া ইষ্ট্‌লীনে যাইয়া বসবাস করিবে।"

যদিও এই কথার অনেকখানিই বার্‌বারা বুঝিতে পারিলেন না, তথাপি কেমন এক রকম অন্তরনুভূত তৃপ্তিতে তাহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিতেছিল; কিছুতেই তিনি তাহা চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিলেন না।

পরিষ্কার-দর্শী মিস্ কর্ণি মনে মনে বলিলেন "দাঁড়াও, ঠাকরুণ, তোমাকেও দুই এক ধাপ নামিয়া আসিতে হইবে। অত স্ফূর্ত্তি আর থাকিতেছে না!" তার পর প্রকাশ্যে বলিলেন "সংবাদটাতে আজ সকালে যেন আমার মাথায় ঠিক বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইয়াছে। বুড়ো ডিল্‌টাই আমাকে বলিতে. আসিয়াছিল; আর তাহার অত কষ্ট করিয়া আসিবার পুরস্কার স্বরূপ আমি তাহাকে খুব একটু ঝাকিয়া দিয়াছি!"

আশ্চর্য্য হইয়া বার্‌বারা বলিয়া উঠিলেন "ঝাকিয়া দিয়াছ!"

"হাঁ, এতটা যে, শেষে আমারই হাত বেদনা করিতে লাগিল। বড় শীঘ্র আর বুড়োকে ইহা ভুলিতে হইবে না। আর্কিবল্ডকে এই অসৎকার্য্যে সেই উস্‌কাইয়া দিয়াছে ও উৎসাহিত করিতেছে; যে সব কথা আসিয়া তাহার আমাকে জানান উচিত ছিল, তাহা সে আমার নিকট গোপন রাখিয়াছে। আমি এখনো ঠিক বুঝিয়া উঠিতেছিনা যে, এদের দুজনকেই আমি ষড়যন্ত্রের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করাইতে পারি কি না।"

বিস্ময়-নিমগ্না হইয়া বার্‌বারা নীরবে বসিয়া রহিলেন—মিস্‌ কর্ণি যে কোন্‌ দিকে যাইতেছেন, তাহা তিনি এতটুকুও বুঝিয়া উঠিতেছেন না।

"মাউণ্ট্‌ সেভার্ণের সেই মেয়েটাকে বোধ হয় তোমার মনে থাকিতে পারে। গল্পের পরী-রাণীর মত সাজিয়া গুজিয়া সেই যে সম্মিলনীতে সে আসিয়াছিল, এখনো যেন আমার চক্ষুর উপর তাহা ভাসিতেছে:— তা'র এ সকলই সাজে: কিন্তু আমাদের ত' আর এসব মানায় না।"

বার্‌বারা বলিলেন "তাঁহার আবার কি হইল?"

"আর্কিবল্ড্‌ তাহাকে বিবাহ করিয়াছে।"

মিস্‌ কর্ণির অন্তর্দ্দর্শী চক্ষু দুইটি তাহার উপর নিবদ্ধ রহিয়াছে, এই জ্ঞান সত্বেও এবং মন শান্ত করিবার চেষ্টা সত্বেও বার্‌বারার মুখ-মণ্ডল ভূতবৎ বিবর্ণ হইয়া পড়িল। তবে মিস্‌ কর্ণির মত তিনিও প্রথমটায় অবিশ্বাসেরই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, বলিলেন, "মিথ্যা কথা, কর্ণেলিয়া।"

"না, সত্য, অতি সত্য। কাল কাসেল্‌ মার্লিংয়ে তাহাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আঃ, আগে যদি বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিতাম এবং একবার সেখানে যাইতে পারিতাম, তবে মন্ত্র পড়া হইয়া গেলেও আমি এ বিবাহ বন্ধ করিতে পারিতাম!—অন্ততঃ একবার ত চেষ্টা করিয়া দেখিতে

পারিতাম!" তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সরলভাষিণী আবার বলিতে লাগিলেন "কিন্তু কাল আর আজে আকাশ পাতাল তফাৎ হইয়া গিয়াছে!—এখন আর কিছুই করিবার সাধ্য নাই!"

হাঁপাইতে হাঁপাইতে মৃদু স্বরে বার্‌বারা বলিলেন "এই একটু সময়ের জন্য আমায় একটু বিদায় দিন্—মা চাকরদিগকে একটা কথা বলিতে গিয়াছিলেন, আমি তাহা ভুলিয়া গিয়াছি।"

—চাকরদিগকে কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছেন! তড়িদ্গতিতে সীঁড়ি বাহিয়া তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন, এবং তীব্র যন্ত্রণায় কাতর হইয়া আপনার শয়ন কক্ষের মেজের উপর পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন। এক নিমিষে অতীতের উপর যে কুয়াশার অন্ধকার ছিল, তাহা কাটিয়া গেল: স্বর্গারোহণের যে সোপানাবলী এতদিন বার্‌বারার চক্ষুর সম্মুখে ছিল, তাহাও সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হইল। আজ তিনি পরিষ্কার বুঝিলেন যে, নিজে যদিও তিনি কার্‌লাইল্‌কে হৃদয়ের আরাধ্য দেবতার পদে বরণ করিয়া মিথ্যা প্রতারণাত্মক আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন, কার্‌লাইল্ কোন দিন তাহাকে হৃদয়ের কোণেও স্থান দান করেন নাই। হায়, অদৃষ্টের বিড়ম্বণা! এই গত রাত্রিতে—তাহার বিবাহ রজনীতে—ওত' তিনি মধুর সুখময়-কল্পণার স্বপ্নে বিভোর হইয়া, কত কত বিনিদ্র ঘণ্টা কাটাইয়াছেন! নৈরাশ্যে ও দারুণ মর্ম্ম বেদনায় তীব্র অর্ত্তনাদ করিয়া যুবতী দুই হস্তে কাতর চক্ষু চাপিয়া ধরিলেন, আজ হইতে তাহার জীবনের সূর্য্যালোক চিরদিনের মত মেঘান্তরিত হইয়া পড়িল।

কি করিতেছিলেন সে দিকে তাহার লক্ষ্য ছিলনা—তাই আর্ত্তনাদ-ধ্বনিটি একটু জোরেই তাহার মুখ হইতে বহির্গত হইয়াছিল। দরোজার বাহিরে যে পরিচারিকা ছিল, ব্যাপার জানিবার জন্য সে আস্তে দরোজা খুলিয়া ভিতরে চাহিয়া দেখিল। পরিচারিকাটি বুদ্ধিমতী—ভূতলশায়িনী

বার্বারাকে দেখিয়া তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, শারীরিক নহে, মানসিকই তীব্র যন্ত্রণায় তিনি এমন করিতেছেন। এ সময়ে তাহার ঘরে যাওয়াটা সমীচিন নহে—তাই সে পূনর্ব্বার দরোজা বন্ধ করিয়া দিল।

হুড়্কার খটাস্ শব্দটি যুবতীর কানে গেল; তাহার চৈতন্য হইল, বুঝিলেন বর্ত্তমান্ মুহূর্ত্তে মানসিক অবস্থা যেমনই হউক্ না কেন বাহ্যতঃ তাহাকে শান্ত ভাব ধারণ করিতেই হইবে। তখন তিনি উঠিয়া এক গেলাস জল পান করিলেন, যন্ত্র চালিতার মত কেশরাজি বিন্যস্ত ও যন্ত্রণাকুঞ্চিত ললাট-দেশ সমান করিয়া লইলেন, ও বাহ্যতঃ যথাসাধ্য প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করিলেন।

সীঁড়ি বাহিয়া নীচে অবতরণ করিতে করিতে কাতর স্বরে আপনা-আপনি বলিতে লাগিলেন "আর একজনকে বিবাহ করিয়াছে! সেই আর একজন আবার অন্য কেহ নয়—সে! উঃ, আর যে পারি না! কেমন করিয়া কিছুই হয় নাই যে, এমন ভাণ করিয়া চলি!—এসো সহিষ্ণুতা, এসো প্রতারণা—অন্ততঃ তাহার ভগ্নীর সম্মুখে আমাকে সাহায্য করিও।"

বাস্তবিকই, যখন তিনি আসিয়া আবার কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তখন অধর প্রান্তে একটু মৃদু হাসি ফুঠিয়া উঠিয়াছে। বাধ্য হইয়া কয়েকটি মুহূর্ত্ত যে তাহাকে নীরব থাকিতে হইয়াছে তাহা সুদে আসলে পূরণ করিবার জন্যই যেন, মিস্ কর্ণি আর মুহূর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া তাহার দুঃখের ভাণ্ডার খুলিয়া বসিলেন।

"আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আগে যদি ঘুণাক্ষরেও আমি এ ব্যাপারটা জানিতে পারিতাম, তবে নিশ্চয়ই আমি তাহাকে পাগ্‌লা গারদে পাঠাইতাম। ডিল্‌টাকেও আমি তাহাই করিতাম, এমন পাগলের মত যাইয়া নিজের সর্ব্বনাশ করিতে দেওয়ার চাইতে আর্কিকে বছর দুইর মত আট্‌কাইয়া রাখিতে পারিলেই ভাল হইত। যখন আমার হাতধরা

ছেলে মানুষটি ছিল, তখন হইতেই তাহাকে আমি বিবাহ সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিয়াছি, এবং এতদিন আমার বিশ্বাস ও ছিল যে, সে বিবাহ করিবে না।"

বার্‌বারা সুধু বলিলেন "এরূপ বিবাহ তাহার পক্ষে ঠিক হয় নাই।"

"ঠিক গরীবের ছেলের হাতী পোষার মত হইয়াছে! মেয়েটার বর মানুষের ঘরে জন্ম; সৌন্দর্য্য অতুল; খাওয়া-পড়া, চালচলন, ব্যয়বাহুল্য সকল বিষয়েই সর্ব্বনেশে ধরণে লালিত পালিত ও অভ্যস্ত। আর সে কে?—একটা গাধা উকীল বইত' নয়!"

প্রাণে এত বড় দাগা না থাকিলে, এরূপ মন্তব্য শুনিয়া বার্‌বারা নিশ্চয়ই হো-হো শব্দে হাসিয়া উঠিতেন। মিস্ কার্‌লাইল্ বলিয়া যাইতে লাগিলেন "আমি সংকল্প ঠিক করিয়াছি, কালই ইষ্ট্‌লীনে যাইয়া আমি সেই পাঁচ পাঁচটা বাবু চাকরকে বর্‌খাস্ত করিব। গেল শনিবারে সেখানে গিয়াছিলাম—দেখিলাম কি, মস্‌লিন্ পোষাকপরিহিতা তিন তিনটা রূপসী পরিচারিকা আর রঙ্গ-চঙ্গে পোষাক পরিহিত এই ব্যাটারা, কাজে নিযুক্ত হইয়াছে। আঃ, একবার যদি তখন জানিতে পারিতাম যে এ গুলি সব আর্কিবল্ডের নিজের জন্যই!"—তিনি একটু বিরত হইলেন। কিন্তু বার্‌বারা একেবারে নীরব বসিয়া রহিলেন।

কর্ণি আবার বলিতে লাগিলেন, "সেখানে যাইয়া আমি সবগুলিকে তাড়াইয়া দিব; তার পরে আমার নিজের চাকর বাকর লইয়া যাইয়া আড্ডা গাড়িয়া বসিব ও আমার নিজের বাড়ীটা জিনিষ পত্র সমেতই ভাড়া দিব। মেয়েটার ত' যে অমিতব্যয়ী প্রকৃতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তাহাতে দুইটা বাড়ী রাখিতে গেলে খরচ কুলান অসাধ্য হইয়া পড়িবে। আর আমি না গেলে সেই 'সুপরিহিতা, স্বালঙ্কৃতা, কুঞ্চিতকেশা' গাধা খুকীটিকে লইয়া কার্‌লাইলের সংসারী-গৃহস্থালীটি বড়ই চমৎকার হইবে!"

"কিন্তু লেডি ইশাবেল্ কি তা' পছন্দ করিবেন ?"

মিস্ কার্‌লাইল্ উত্তর করিলেন "না করেন ত' মনে মনে মন কলা খাইবেন! তোমাকে সকল কথাই বলা হইয়াছে, বার্‌বারা; তবে, আমি এখন যাই। হায়! এর বদলে যদি আমি তোমায় বলিতে পারিতাম যে, সে যমালয়ে গিয়াছে!—"

কোন অশাম্য আবেগে প্রণোদিত হইয়া বার্‌বারা জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলেন "কেন, তোমার কি বড় হিংসা হইয়াছে ?"

কর্কশ ভাবে মিস্ উত্তর করিলেন "সম্ভবতঃ হইয়াছে! কার্‌লাইল্‌কে যেমন করিয়া আমি মানুষ করিয়াছি,—নিকটেরই হউক, কি দূরের হউক, আর কাহাকেও না ভালবাসিয়া যেমন সকল খানি প্রাণ দিয়া তাহাকে আমি ভাল বাসিয়াছি,—এমন করিয়া যদি তুমি কোন ছেলেকে লালন পালন করিতে, এতখানি যদি তুমি তাহাকে ভালবাসিতে, তবে বুঝিতে পারিতে বার্‌বারা, যখন দেখিতে সে তোমাকে তুচ্ছ ও অবহেলা করিয়া একটি যুবতী স্ত্রীকে তোমার অপেক্ষা অধিক আদরে বুকে টানিয়া লইতেছে, তখন হিংসায় প্রাণ জ্বলিয়া ছাড়্‌খাড়্ হইয়া যায় কিনা!"

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

—•—

লর্ড মাউণ্টসেভার্ণের বিস্ময়।

কার্‌লাইলের সঙ্গে লেডি ইশাবেলের বিবাহের কথা লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ প্রথম সংবাদ-পত্রে দেখিতে পাইলেন। তবে মিস্ কর্ণি যতটা বজ্রাহত হইয়াছিলেন, তিনি ঠিক ততটা হইলেন না। সেই দিনই তিনি বাষ্পীয় যানে চড়িয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; কাজেই এই সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য বর্ণনা করিয়া লেডি মাউণ্টসেভার্ণ যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা তিনি পান নাই। লণ্ডনের কোন হোটেলে কার্‌লাইল্ ও লেডি ইশাবেল্ আসিয়া দুই এক দিনের জন্য অবস্থিতি করিতেছিলেন, এখানে আসিয়া তিনি ইহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। কার্‌লাইল্ তখন গৃহে ছিলেন না।

ঘোর প্যাঁচ না রাখিয়া, অথবা সাদর সম্ভাষণের ঘটা না করিয়া তিনি সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্যাপারখানা কি? তোমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে!"

মুখখানা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সরল মধুর ভাবে আরক্তিম হইয়া উঠিল। যুবতী উত্তর করিলেন,

"হাঁ,—দিন কয়েক হইল।"

"আর সেই উকীল কার্‌লাইলের সঙ্গে!—এত সব কেমন করিয়া ঘটিল?"

যথেষ্ট পরিষ্কার ভাবে উত্তর করিবার জন্য, লেডি ইশাবেল্ কতক্ষণ ভাবিলেন—কেমন করিয়া সংঘটিত হইল। শেষে কহিলেন, "তিনি বিবাহের প্রস্তাব করিলেন, আমি ও সম্মত হইলাম। ইষ্টার পর্ব্বোপলক্ষ্যে তিনি কাসেল্ মার্লিংএ আগমন করেন, এবং সেই সময়ই এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রথমটায় আমি বড় বিস্ময় বোধ করিয়াছিলাম।"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া লর্ড জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা, আমাকে কোন সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল না কেন?"

"আপনাকে জানান হয় নাই! সে কি কথা! কেন মিঃ কার্লাইল্ এবং লেডি মাউণ্টসেভার্ণ দুজনেইত আপনাকে পত্র দিয়াছিলেন।"

এ বিষয়ে লর্ডমাউণ্ট্সেভার্ণ বাস্তবিকই অন্ধকারে ছিলেন; তাঁহার মুখের ভাবেও তাহাই প্রকটিত হইয়া উঠিল। উচ্চ স্বরে তিনি আপনা-আপনি বলিতে লাগিলেন "আমার বোধ হইতেছে তোমার পিতা যে এই ভদ্রলোকটিকে প্রত্যহ ইষ্টলীনে যাইয়া মেশা-মিশি করিতে দিতেন, তাহারই ফলে এইরূপ ঘটিয়াছে।—তাহাতেই বোধ হয়, তুমি ইঁহার সঙ্গে প্রেমে পড়িয়াছিলে!"

কতকটা উল্লসিত স্বরে যুবতী বলিয়া উঠিলেন "না, কখনো না। কার্লাইলের সঙ্গে প্রেমে পড়িবার মত কথা কখনো আমার মনেই হয় নাই!"

ক্ষিপ্র স্বরে লর্ড জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে তাহাকে তুমি ভালবাস না?"

ভীত-অনুচ্চস্বরে যুবতী উত্তর করিলেন "না!—তবে আমি তাকে খুব পছন্দ করি। আঃ, আমার উপর তার এত দয়া!"

দাড়িতে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে গম্ভীর ভাবে আর্ল্ কত কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই ত্রস্ত বিবাহের যে কারণ তিনি নির্দ্ধারণ করিয়া লইয়াছিলেন, ইশাবেল্ যে তাহা একেবারে নষ্ট করিয়া দিলেন!

আরও কত কি ভাবিতে ভাবিতে শেষে উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, কার্লাইল্‌কে যদি তুমি ভালই না বাসিবে, তবে ভালবাসা ও পছন্দ করার মধ্যে যে পার্থক্য তাহা তুমি কেমন করিয়া বুঝিলে? নিশ্চয়ই অন্ত কাহাকেও তুমি ভাল বাস না?"

প্রশ্নটি যাইয়া 'আঁতে ঘা দিয়াছে'—ইশাবেল্‌ একেবারে আরক্তিম হইয়া উঠিলেন। অবনত মস্তকে, পকেট ঘড়ির চেইন্‌টি লইয়া খেলিতে খেলিতে, যুবতী স্থধু উত্তর করিলেন "সময়ে আমার স্বামীকে আমি ভালবাসিতে পারিব।"

অনিচ্ছা সত্বেও লর্ড কাতর স্বরে বলিয়া উঠিলেন "হায়, হতভাগিনী!" কিন্তু অমনিই চাপিয়া গেলেন। সকল জিনিষেরই অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিবার তাঁহার একটা ঝোঁক ছিল; তাই তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন" আমি চলিয়া আসিবার পর হইতে কাসেল্‌ মার্‌লিংএ কে কে বাস করিতেছেন?"

"মিসেস্‌ লেভিসন্‌ আসিয়াছিলেন।"

"আমি পুরুষের কথা, যুবকের কথা, বলিতেছি।"

ইশাবেল্‌ উত্তর করিলেন "কেবল ফ্রান্সিস্‌ লেভিসন্‌।"

"ফ্রান্সিস্‌ লেভিসন্‌! তবেই হইয়াছে! অবশ্যই আমি আশা করিতে পারি, আমি ভরসা করি, ইশাবেল্‌ যে তুমি কখনো এতটা আহাম্মক নও যে তাহাকে তুমি ভাল বাসিয়াছ!"

প্রশ্নটি এমনই তীক্ষ্ণ, এমনই আকস্মিক হইল, তদুপরি ইশাবেলের আত্মোপলব্ধি আবার এতটা প্রবল ও পরিস্ফুট ছিল, যে তিনি প্রশ্ন শুনিয়াই শোচনীয়রূপে হতবুদ্ধি হইয়া পরিলেন। আর তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যকতা রহিল না। কঠিন অথচ সকরুণ দৃষ্টিতে তাহার প্রদীপ্ত অবনত মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া লর্ড বাহাদুর গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন "ইশাবেল্‌, কাপ্তান লেভিসন্‌ বড় ভাল লোক নহেন।

যদি কখনো তুমি তাকে ভাল লোক বলিয়া মনে করিয়া থাক, তবে মন হইতে সেই ভাব দূর করিয়া ফেল; আর তাহার নিকট হইতে খুব দূরে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিও। তাহার পরিচয় বিস্মৃত হইয়া যাও—আর বেশি ঘনিষ্টতা জন্মিতে দিওনা।”

ইশাবেল্‌ কহিলেন “পরিচয় ত’ ত্যাগ করিয়াছি। আর কখনো তাহা জাগাইয়া তুলিবার ইচ্ছা নাই।—কিন্তু, লেডি মাউণ্ট্‌সেভার্ণ নিশ্চয়ই তাহাকে ভাল লোক বলিয়া জানেন; নতুবা কেন তিনি তাহাকে সেখানে থাকিতে দিবেন?”

অর্থসূচক ভাবে লর্ড উত্তর করিলেন, “না, তেমন ভাল মনে করেন না কেহই ফ্রান্সিস্‌ লেভিসন্‌কে সেরূপ মনে করিতে পারে না। একে মামাতো ভাই, তাহাতে আবার, তিনি যে সকল অকর্ম্মণ্য, বিলাসী, মস্তিস্কশূন্য, চাটু-কারের দলে পরিবেষ্টিত থাকিতে ভালবাসেন, এ ও তা’দেরই একজন। কিন্তু ইশাবেল্‌, তুমি যেন একটু বেশি বুদ্ধির সঙ্গে চলিও।—যাক্‌; কিন্তু ইহাতে ত তোমার কার্‌লাইল্‌কে বিবাহ করার ধাঁধাঁর মীমাংসা হইতেছে না; বরং আরো দুর্ব্বোধ্যই হইয়া পড়িতেছে। সে তবে নিশ্চয়ই তোমাকে ফুস্‌লাইয়া একাজ করিয়াছে।”

ইশাবেলের উত্তর করিবার পূর্ব্বেই মিঃ কার্‌লাইল্‌ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। লর্ড মাউণ্ট্‌সেভার্ণকে দেখিয়া অভিবাদনার্থ তিনি হস্ত প্রসারিত করিলেন কিন্তু লর্ড বাহাদুর তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়াই বোধ হইল না।

তিনি বলিলেন “বাধ্য হইয়া ইশাবেল্‌, তোমাকে এখান হইতে একটু উঠাইয়া দিতে হইতেছে—তোমার বোধ হয় আর বসিবার ঘর নাই, যেখানে আমরা যাইয়া একটু বসিতে পারি। মিঃ কার্‌লাইল্‌কে আমি কয়েকটি কথা বলিতে চাই।”

ইশাবেল প্রস্থান করিলে, কার্লাইলের দিকে চেয়ার খানা ঘুরাইয়া লইয়া ও তাহার মুখামুখী হইয়া বসিয়া, রুক্ষও উদ্ধত স্বরে লর্ড বাহাদুর কার্লাইল্কে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়, বিবাহটা কেমন করিয়া সংঘটিত হইল? আপনার আত্মসম্মান কি এতই অল্প যে আমার অনুপস্থিতির সুযোগে আপনি অনধিকারে, অনাহুত ভাবে আমার বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন ও শেষে গোপনে গোপনে লেডি ইশাবেল্ ভেন্কে বিবাহ করিয়া বসিলেন?"

এইরূপ আক্রমণে কার্লাইল্ অপ্রতিভ না হইয়া কতকটা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। তার পরে যথাসম্ভব টান্ হইয়া বসিয়া বলিলেন "মহাশয়, আপনার কথা আমি আদৌ বুঝিতে পারিতেছি না,"—তাহার মুখমণ্ডলে ভয়ের লেশমাত্র চিহ্নও নাই, বরং লর্ড মাউণ্ট্সেভার্ণের অপেক্ষাও তাহাকে উন্নত ও মহান্ই দেখাইতেছে।

লর্ড উত্তর করিলেন "আমি কিন্তু পরিষ্কারই বলিয়াছি। অভিভাবকের অনুপস্থিতির সুযোগ অবলম্বন করিয়া একটী অল্পবয়স্কা বালিকাকে তাহার অপেক্ষা হীনবংশীয় ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ-প্রস্তাবে সম্মতিদান করিতে ফুস্লান, অবৈধ ও চুরীর মত নীচ কার্য্য ব্যতীত আর কি হইতে পারে?"

"লেডি ইশাবেলের সঙ্গে আমার ব্যবহার কোনও মতেই অবৈধ ও ও দুষনীয় হয় নাই—আর ভবিষ্যতেও তাঁহার প্রতি আমার ব্যবহারে সম্মান ও ও সম্ভ্রম ব্যতীত আর কিছুই থাকিবে না। মহাশয় নিশ্চয়ই মিথ্যা সংবাদ পাইয়াছেন।"

তীব্র স্বরে মাউণ্ট্সেভার্ণ প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন "আমাকেত' সত্য মিথ্যা, কোন সংবাদই দেওয়া হয় নাই! খবরের কাগজে মাত্র আমি—লেডি ইশাবেলের একমাত্র আত্মীয় আমি—এই বিষয় অবগত হইয়াছি!"

"যখন আমি এই বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করি—"বিদ্রূপের স্বরে বাধা দিয়া লর্ড বলিলেন "সে ত' মোটে মাসখানেকের কথা হইবে।"

"হাঁ, মাস খানেকই হইবে। ইশাবেলের সম্মতি পাইবার পরে আমি সর্ব্বপ্রথমই আপনাকে পত্র লিখি। আপনি বলিতেছেন যে আপনি আমাদের এই বিবাহের কথা সর্ব্বপ্রথমে সংবাদ পত্রে দেখিতে পান; ইহা যদি আমি মনে করিতে না চাই, তবে আমিই বরং আপনাকে অসৌজন্যের জন্য দায়ী করিতে পারি—আপনিই আমার পত্রের কোন জবাব দেওয়া যোগ্য ও আবশ্যক মনে করেন নাই!"

"সেই পত্রে কি লেখা ছিল?"

"যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সেই সমস্ত, এবং সেই সকলের মীমাংসাকল্পে আমি যাহা করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তাহা এবং লেডি ইশাবেলের ও আমার, উভয়েরই, যতশীঘ্র বিবাহ সম্পন্ন হইয়া যায়, এইরূপ ইচ্ছা, এই সকলই লিখিয়াছিলাম।"

"বলিবেন কি পত্রখানা কোন্ ঠিকানায় দিয়াছিলেন?"

"লেডি মাউণ্ট্ সেভার্ণ তখন আমায় ঠিকানা দিতে পারেন নাই—তবে বলিয়াছিলেন যে প্রত্যহই তিনি আপনার পত্র পাইবার প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন; তাই, বিশ্বাস করিয়া পত্রখানা তাঁহার নিকট দিলে, তাহা তিনি আপনার নিকট পাঠাইয়া দিবেন। কাজেই পত্রখানা আমি তাঁহার নিকট দিই। ইহার পরে এবিষয়ে আর আমি কোন সংবাদই পাই নাই; কেবল কতক দিন পরে লেডি মাউণ্ট্ সেভার্ণ আমায় লিখিয়া পাঠাইলেন যে, আপনি যখন পত্রের কোন উত্তর দেন নাই, তখন নিশ্চয়ই এ বিবাহে আপনি সম্মত আছেন।"

মাউণ্ট্ সেভার্ণ চিৎকার করিয়া উঠিলেন "আপনি কি সত্য কহিতেছেন?"

আবেগহীনভাবে কার্‌লাইল্‌ বলিলেন "কি মহাশয়! আপনার চোখে আমার যে দোষই থাকুক না কেন, অন্ততঃ আমি কখনো মিথ্যার ধার ধারি না। এই মুহূর্ত্তের পূর্ব্বে, সংকল্পিত বিবাহ-ব্যাপার সম্বন্ধে আপনি যে অপরিজ্ঞাত রহিয়াছেন, এরূপ সন্দেহ কখনই আমার মনে উদয় হয় নাই।"

"তবে এই টুকুর জন্য আপনার নিকট আমি অপরাধ স্বীকার করিতেছি।—কিন্তু আদপে এই বিবাহটা কেমন করিয়া সংঘটিত হইল? এমন রীতিবিগর্হিত তাড়াতাড়িতেই বা কাজটা সম্পন্ন করা হইল কেন? ইশাবেলের নিকট শুনিয়াছি যে ইষ্টার পর্ব্বের সময় মাত্র নাকি আপনি এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন, এবং তার মাত্র তিনসপ্তাহ পরেই নাকি বিবাহ-ব্যপার নিষ্পন্ন হয়।"

কার্‌লাইল্‌ প্রত্যুত্তর করিলেন "সম্ভব ও সাধ্যায়ত্ব হইলে যে দিন আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম, সে দিনই বিবাহ করিয়া তাঁহাকে আমি এখানে লইয়া আসিতাম। তাঁর সুখস্বচ্ছন্দতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আমি বরাবর এই কাজ করিয়াছি।"

পূর্ব্ববৎ অপ্রীতিব্যঞ্জক স্বরে লর্ড বাহাদুর পুনরায় বলিলেন "বটে! সম্ভবতঃ আপনি প্রকৃত ঘটনা ও আপনার অভিপ্রায় আমাকে বলিতে দ্বিধা করিবেন না।"

"আমি আপনাকে সাবধান করিয়া দিতেছি যে, প্রকৃত কথাগুলি আপনার নিকট বড় প্রীতিকর বোধ হইবে না।"

মাউণ্ট্‌সেভার্ণ বলিলেন "আচ্ছা, আচ্ছা, সে বিচারের ভার আমার উপরই দিন্।"

"গুড্‌ফ্রাইডের সময় কার্য্যোপলক্ষ্যে আমাকে কাসেল্‌মার্‌লিং এ যাইতে হয়। পরের দিন আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই—

আপনি নিজে এবং ইশাবেল্ আমাকে যাইবার জন্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন; তাহার পরে আমার যাওয়া বোধ হয় অন্যায় নাই :— আমার বিবেচনায় না যাওয়াটাই যেন বরং ভদ্রতাবিরুদ্ধ হইত। যাইয়া জানিতে পাইলাম যে ইশাবেলের সঙ্গে ভয়ানক অসদ্ব্যবহার করা হইয়াছে, আপনার গৃহে তিনি একটি দিনও সুখেশান্তিতে কাটাইতে পারেন নাই—"

বাধা দিয়া মাউণ্ট্ সেভার্ণ বলিয়া উঠিলেন "কি বলিতেছেন মহাশয়, অসদ্ব্যবহার পাইয়াছে, দুঃখে দিন কাটাইয়াছে !"

"আজ্ঞে, মার পর্য্যন্তও খাইতে হইয়াছিল !"—বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে লর্ড বাহাদুর কার্লাইলের দিকে প্রস্তর-মূর্ত্তির মত চাহিয়া রহিলেন।

কার্লাইল্ বলিয়া যাইতে লাগিলেন "সর্ব্বপ্রথমেই আপনাকে আমার বলিয়া রাখা উচিত যে, আপনার ছেলের বালকসুলভ অপরিস্ফুট কথাবার্ত্তায়ই আমি ইহা জানিতে পাই; আপনা হইতে ইশাবেল্ নিশ্চয়ই কখনো একথা আমায় বলিতে যাইতেন না—যদিও, ছেলেটি যাহা বলিয়াছিল, তাহা আর তিনি অস্বীকার করেন নাই। বাস্তবিকই তাঁহার বুক এতটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল ও তিনি এতটা নিস্তেজ ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, একথা অস্বীকার করিবার মত মন আর তাঁহার ছিল না। কথাগুলি শুনিয়া আমার হৃদয়ের সমস্ত ক্রোধ ও ঘৃণা উদ্রিক্ত হইয়া উঠে; এইরূপ নিষ্ঠুর জীবন হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিবার একটা প্রবল বাসনা আমার মনে জাগ্রত হইয়া উঠে; এবং যেখানে তিনি স্নেহ—আমি এমনও আশাকরি যে, সুখও পাইতে পারিবেন, তাঁহাকে সেখানে লইয়া যাইবার জন্য আমার প্রাণে অদম্য আকাঙ্ক্ষা জন্মে। এই সকল কাজ করিবার মত আমার একটিমাত্র পথ ছিল, এবং দুঃসাহসিক ভাবে আমি তাহাই অবলম্বন করি।—অর্থাৎ আমার পত্নীরূপে তাঁহাকে আমি ইষ্টলীনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করি।"

ধীরে ধীরে লর্ডমাণ্ট্‌সেভার্ণের আত্মজ্ঞান ফিরিয়া আসিতেছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে আমায় বুঝিতে হইতেছে যে যখন সেদিন আপনি আমার বাড়ী যান, তখন এই বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিবার কথা আপনার মনে আদৌ ছিল না!"

"এতটুকুও ছিল না, মহাশয়। তাঁহার অবস্থা দেখিয়াই আমি এই অচিন্তিতপূর্ব্ব কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম।"

এখনো হতবুদ্ধিতা ও অপ্রচ্ছন্ন বিরক্তির সঙ্গে লর্ড বাহাদুর কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, আপনি তাহাকে ভালবাসেন কি না?"

রক্তের একটা ঝাপ্‌টা আসিয়া কার্‌লাইলের সমস্ত মুখমণ্ডল রঞ্জিত করিয়া ফেলিল; ক্ষণেক নীরব রহিয়া তিনি উত্তর করিলেন "লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ, এ সকল মনোভাবের কথা প্রায় কেহই কাহার নিকট খুলিয়া বলে না; কিন্তু আমি আপনাকে ঠিক উত্তরই দিব। সমস্ত খানি প্রাণ দিয়া তাঁহাকে আমি ভালবাসি। ইষ্টলীনেই তাঁহাকে আমি ভালবাসিতে আরম্ভ করি; কিন্তু তথাপি, কাসেল্‌মারলিংএ সেই অচিন্তিতপূর্ব্বভাবে যাইয়া না পড়িলে, জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও আমি আমার হৃদয়ের অন্তস্তলে অন্তস্তলেই ভালবাসিয়া যাইতে পারিতাম। তাঁহাকে বিবাহ করিবার কথা যদি ইতিপূর্ব্বে কখনো আমার সাধ্যায়ত্ত বলিয়া মনে হয় নাই, সে শুধু আমাদের উভয়ের বংশ মর্য্যাদার বৈগুণ্যবশতঃ।"

"হাঁ, বৈগুণ্য ছিল বৈকি?"

মন্তব্যের ভাবে কার্‌লাইল্ বলিলেন "কিন্তু ইহার আগেও ত অনেক অনেক মফস্বলের উকীলই এই রকম সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে বিবাহ করিয়াছেন; আমি সেই তালিকায় একটি যোগ করিলাম মাত্র।"

"—কিন্তু আমার ধারণা যে আপনি তাহাকে তাহার বংশমর্য্যাদানুযায়ী রাখিতে পারিবেন না।"

"আমরা ইষ্টলীনেই বাস করিব; তবে অবশ্যই তাঁহার পিতার তুলনায় আমাদের সংসার যাত্রা কতকটা আড়ম্বরহীন ও ব্যয়বাহুল্য-বর্জ্জিত হইবে। প্রথমেই আমি এই কথা লেডি ইশাবেল্‌কে, শুধু তাঁ'কে নয়, লেডি মাউণ্ট সেভার্ণকেও—বলিয়াছিলাম। ইচ্ছা হইলে তখনো লেডি ইশাবেল্‌ তাঁহার সম্মতি প্রত্যাহার করিতে পারিতেন।—আর ইহাও নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছি যে, আমাদের যদি সন্তানাদি হয়, তবে ইষ্টলীন্‌টী, আমাদের পরে, আমাদের জ্যেষ্ঠপুত্র পাইবে। আমার ব্যবসায়টিও বেশ অর্থকরী; আমার নিজেরও বেশ আয় আছে। যদি কালও আমার মৃত্যু হয়, তবেও ইশাবেল্‌কে কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না। ইষ্টলীনের এবং বার্ষিক ত্রিশ হাজার টাকা আয়ের তিনি উত্তরাধিকারিণী হইবেন। যে পত্র খানা হারাইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহাতে এই সকল বিষয়ই বিস্তারিত করিয়া লেখা হইয়াছিল।"

লর্ড বাহাদুর গভীর চিন্তায় নিমগ্ন—কার্‌লাইলের বক্তব্য শেষ হইলেও তিনি কোন উত্তর করিলেন না।

যুবক আবার বলিতে লাগিলেন "এখন বোধ হয় লর্ড বাহাদুর বুঝিতে পারিয়াছেন, যে, লেডি ইশাবেলের প্রতি আমার ব্যবহারে কোন 'চোরাও' মতলব ছিল না।"

এবার হস্ত প্রসারিত করিয়া লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ বলিলেন "আপনি হয়তঃ লক্ষ্য করিয়াছেন মিঃ কার্‌লাইল্‌ যে, প্রথমটায় আপনি হাত বাড়াইয়া দিলেও, আমি তাহা গ্রহণ করি নাই; আর এখন আমি সেই হাত গ্রহণ করিতে গৌরব বোধ করিলেও, আপনি হয়তঃ আমায় তাহা

আর দিতে চাহিবেন না। আমার ভুল বুঝিতে পারিলে, সেই ভুল স্বীকার করিতে আমি কখনো কুণ্ঠিত হই না। এখন আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি, এবং আপনাকে বলিতেছিও যে, আপনার আচরণে অতিমাত্র দয়া ও সম্মান জ্ঞানই প্রকাশ পাইতেছে।”

মৃদু হাসিয়া কার্লাইল্ লর্ড মাউণ্টসেভার্ণের হস্ত ধারণ করিলেন। তাহার হাত ধরিয়া রাখিয়া মৃদু স্বরে লর্ড বলিলেন “অবশ্যই আমার বুঝিতে বাকী নাই যে, আমার স্ত্রীর প্রতি কটাক্ষ করিয়াই আপনি ইশাবেলের প্রতি অসদ্ব্যবহারের কথা বলিয়াছেন। কথাটা কি আপনাদের বাহিরে ও গিয়াছে?”

“আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে আমি কিম্বা ইশাবেল্ একথা কাহাকেও বলি নাই বা বলিব না। আমাদের স্মৃতি-পট হইতে বরং আমরা ইহা মুছিয়া ফেলিতেই চেষ্টা করিব। যা' হইবার হইয়া গিয়াছে—মনে করিতে চেষ্টা করুন যে আপনি যেন ইহা শুনেনই নাই।”

ইহার পর কার্লাইল্ ও ইশাবেলের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদে সারাদিন কাটাইয়া সন্ধ্যাবেলায় লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ তাহাদের নিকট বিদায় লইলেন। যাইবার সময় গম্ভীর ভাবে ইশাবেল্‌কে বলিলেন “আজ প্রাতে তোমার স্বামীকে মারিবার জন্য একরকম প্রস্তুত হইয়াই আমি আসিয়াছিলাম। আর এখন তাহাকে সম্মান করিয়া ফিরিয়া যাইতেছি। সে তোমার উপযুক্ত স্বামীই বটে; তাহাকে ভালবাসিও, শ্রদ্ধা করিও—আর তাহার বিশ্বাস রাখিয়া চলিও।”

সবিস্ময়ে লেডি ইশাবেল্ উত্তর করিলেন “অবশ্যই চলিব।”

কাসেল্ মার্লিংএ যাইয়া লর্ড বাহাদুর স্ত্রীর সঙ্গে একটা ‘অতুলন্ত’ করিয়া বসিলেন—এতটা যে, তাঁহার কণ্ঠস্বর ভৃত্যদের কর্ণে পর্য্যন্ত যাইয়া পঁহুছিল। ক্রোধ ও বিরক্তিতে সেই দিনই আবার কাসেল্ মার্লিং

পরিত্যাগ করিয়া তিনি মাউণ্টসেভার্ণ অভিমুখে রওনা হইলেন। তখন লেডি মাউণ্টসেভার্ণ আপনা আপনি মন্তব্য করিলেন "আবার লণ্ডনে আমাদের দেখা হইবার পূর্ব্বে অবশ্যই তিনি অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়া আসিবেন।"

পঞ্চদশ অধ্যায়।

গৃহে আগমন।

মিস্ কর্ণি আপনার কথানুযায়ীই কাজ করিয়াছেন। পিটার ও দুই জন দাসী সমভিব্যাহারে তিনি আসিয়া ইষ্টলীনে অধিষ্ঠান করিতেছেন এবং ডিলের কাতর আপত্তি সত্ত্বে ও একজন ব্যতীত কার্‌লাইলের নিযুক্ত সকল চাকরদিগকেই বিদায় করিয়া দিয়াছেন।

বিবাহের প্রায় একমাস পরে এক শুক্রবার রাত্রিতে সস্ত্রীক কার্‌লাইল্ আসিয়া ইষ্টলীনে উপস্থিত হইলেন। সংবাদ আগেই দেওয়া হইয়াছিল। তাই যথা সময়ে তাহাদিগকে অভর্থনা করিবার জন্য মিস্ কর্ণি যাইয়া গাড়ীবারান্দার থামের মধ্যে সীঁড়ির উপর দাঁড়াইলেন। তাহার পরিধানে রেশমী পোষাক, মাথায় একটা নূতন টুপী। এই এক মাসে তাহার ক্রোধের মাত্রা অনেকটা প্রশমিত হইয়া আসিয়াছে; আর তাহার কাণ্ডজ্ঞানও বড় প্রবল ছিল—তিনি বুঝিয়াছেন যাহা হইবার তাহা ত' হইয়াছে; এখন মন্দের ভাল যতটা হইতে পারে, তাহারই চেষ্টা করা সঙ্গত।

চারিটি দ্রুতগামী অশ্বসংযুক্ত একটি মনোরম শকট আসিয়া দরোজায় দাঁড়াইল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে মিস্ কার্‌লাইল্ দন্তে ওষ্ঠ পেষণ করিতে লাগিলেন। ইশাবেল্‌কে লইয়া কার্‌লাইল্ আসিয়া সীঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলেন।—মিস্ কারলাইল্‌কে দেখিতে পাইয়া

বলিলেন "কে, কর্ণেলিয়া, তুমি এখানে!—তোমার এত মমতা! কেমন আছ?—ইশাবেল, ইনি আমার ভগিনী।"

লেডি ইশাবেল্‌ হস্ত প্রসারিত করিলেন—মিস্‌ কারলাইল্‌ কোন প্রকারে তাঁহার অঙ্গুলীর অগ্রভাগমাত্র স্পর্শ করিয়া বাধ-বাধ স্বরে বলিলেন "আশা করি আপনি ভালই আছেন।"

তাহাদিগকে পরস্পরের সঙ্গে রাখিয়া, কারলাইল্‌ গাড়ীতে কি কি জিনিষ ফেলিয়া আসিয়াছেন, তাহার সন্ধানে গেলেন। মিস্‌ কারলাইল্‌ ইশাবেল্‌কে একটা বসিবার ঘরে লইয়া গেলেন। এখানে নৈশ-ভোজনের সরঞ্জামাদি আনিয়া আগেই রাখা হইয়াছিল। গৃহে প্রবেশ করিয়া মিস্‌ কর্ণি পূর্ব্ববৎ ক্ষিপ্রকণ্ঠে ইশাবেল্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ভোজনে বসিবার পূর্ব্বে একবার উপরে যাইয়া আপনি কি কাপড়-চোপড় বদ্‌লাইয়া আসিতে চাহেন?"

"হাঁ, আমার ঘরগুলিতে একবার গেলে মন্দ হইত না। ডিনার খাইয়া আসিয়াছি রাত্রিতে আর কিছু খাইব না।"

মিস্‌ কর্ণি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে কিছু পান করিবেন কি?

"ভারি তৃষ্ণা পাইয়াছে বটে!—ইচ্ছা হইলে একটু 'চা' বরং দিতে বলিবেন।"

বিরক্তি সূচক স্বরে মিস্‌ কর্ণি বলিয়া উঠিলেন "চা!—এত রাত্রে! গরম জল আছে কি না তাওত' জানি না। আর এই এগারোটা রাত্রিতে চা খাইবেন, সমস্ত রাত্রিতেও বোধ হয় একবার চক্ষু বুজিতে পারিবেন না।

ইশাবেল উত্তর করিলেন "উঃ!—তা'হলে আর কাজ নাই। যাক্‌ সে জন্য বিশেষ কিছু আসিয়া যাইবে না। আমার জন্য আর কষ্ট করিবেন না।"

মিস্ কারলাইল্ ক্ষিপ্রপদে বাহির হইয়া গেলেন—কি উদ্দেশ্যে, তাহা তিনিই জানেন। প্রধান কক্ষমধ্যে মারভেলের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎকার ঘটিল। কোন কথাবার্ত্তাই হইলনা বটে—কিন্তু উভয়ে উভয়কে কটমট চাহনিতে দেখিয়া লইলেন। মার্ভেল্ আদবকায়দাবিশিষ্ট, ফ্যাশন-দুরস্ত স্ত্রীলোক—ঠিক যাহা কর্ণির চক্ষুশূল, তাহাই। ইত্যবসরে লেডি ইশাবেল্ বসিয়া পড়িয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিয়াছেন, কেমন একটা অবসাদের ভাব আসিয়া তাহার হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে—ইষ্ট্ লীনে যে তিনি আপনার গৃহে আসিয়াছেন, এমনই তাহার মনে হইতেছেনা। হঠাৎ কার্লাইল্ আসিয়া তাঁহার এই শোকের দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। তাড়াতাড়ি নিকটে অগ্রসর হইয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন "ইশাবেল্, প্রিয়তমে, কিসে তোমার এত যন্ত্রণা হইতেছে?"

ধীরে ধীরে পত্নী উত্তর করিলেন "আমার ভারি ক্লান্তি বোধ হইতেছে! তার উপর এ বাড়ী আসিয়া আমার আবার বাবার কথা মনে পড়িয়াছে। আমার নিজের ঘরগুলিতে একবার যাইতে ইচ্ছা হইতেছে, কিন্তু পথ যে চিনিনা।"

কার্লাইল্ও জানেন না— তবে ক্ষণপরেই মিস্ কর্ণি আসিয়া বলিলেন, লাইব্রেরীর অতিসন্নিকটে, সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঘর কয়টাই তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে। লেডি ইশাবেল্ কি তাহার সঙ্গেই উপরে যাইবেন?

না, কার্লাইল্ স্বয়ংই তাঁহাকে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন, এবং তাঁহার দিকে হস্ত প্রসারিত করিলেন। মিস্ কর্ণির নিকট দিয়া যাইবার সময় লেডি ঘোম্‌টাটা মুখের উপর টানিয়া দিলেন।

পাশের কুঠুরীগুলিতে আলো দেওয়া হয় নাই; এবং শয়নকক্ষটিও ভারি নিরানন্দ ও অস্বচ্ছন্দ বোধ হইতেছে। কার্লাইল্ বলিয়া উঠিলেন,

"বাড়ীতে সব যেন কেমন বিশৃঙ্খল হইয়া রহিয়াছে। বোধ হইতেছে, চাকর-বাকর গুলি আমার চিঠির মর্ম্ম ঠিক বুঝিতে পারে নাই—ভাবিয়াছিল যে আমরা কাল রাত্রে আসিব!"

মস্তকাবরণটি খুলিয়া রাখিয়া ইশাবেল্ বলিলেন "আমি ভারি ক্লান্ত ও ও নিরানন্দ বোধ করিতেছি। আমি আজ রাত্রে আর নীচে নাই বা গেলাম; পোষাক-আষাক খুলিয়া রাখিয়া একেবারে শুইবার গাউনই পরিয়া ফেলি?"

তাঁহার দিকে চাহিয়া কার্‌লাইল হাসিতে লাগিলেন "'নীচে নাইবা গেলাম!'—কাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ?—ভুলিয়া গেলে কি যে অবশেষে আবার তুমি তোমার নিজের বাড়ীতেই আসিয়াছ? প্রিয়তমে, আমি ভরসা করি যে, এ বাড়ী তোমার পক্ষে সুখেরই হইবে; এ বিষয়ে আমি চেষ্টার এতটুকু ক্রটীও করিবনা।"

তাহার বুকে মুখ রাখিয়া ইশাবেল্ সজোরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার মুখে চুম্বন করিয়া কার্‌লাইল নানামতে তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বাস্তবিকই তাহার হৃদয় প্রেমেভরা; তাহার ঐকান্তিক চেষ্টা যে, যে দেবদুর্ল্লভ পুষ্প তিনি লাভ করিয়াছেন, তাহা বুকে বুকে করিয়াই রাখেন। কিন্তু এপথের ভীষণ কণ্টকস্বরূপ ভগিনী কর্ণেলিয়ার দাসত্ব হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে না পারিলে তাহার সকল যত্নই বিফল হইয়া যাইতে পারে! ইশাবেল তাহাকে এখনো ভালবাসেন না—যুবতী নিজেও অন্তরে অন্তরে তাহা স্পষ্ট অনুভব করিতেছেন; কিন্তু দিবারাত্রিই সমস্তখানি প্রাণ দিয়া তিনি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন যে তিনি যেন আপনার স্বামীকে—যে কারণেই হউকনা কেন, যাহাকে তিনি স্বেচ্ছায় বিবাহ করিয়াছেন, এবং যাহাকে তিনি ভালবাসা পাইবার যোগ্যপাত্র বলিয়াই জানেন, তাহাকে—মনে প্রাণে ভালবাসিতে পারেন।

মার্‌ভেলের কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে; তাড়াতাড়ি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ইশাবেল্ মুখে চোখে জল দিলেন। মার্‌ভেল আসিয়া যে তাঁহাকে শোক করিতে দেখিবে ইহা তাঁহার ভাল লাগিল না।

কার্‌লাইল্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইশাবেল্, তুমি কি খাইবে?—একটু চা?"

মিস্ কার্‌লাইলের উত্তর মনে পড়িয়া গেল—যুবতী উত্তর করিলেন, "না, আমি কিছুই খাইব না।"

কিন্তু কার্‌লাইল্ জেদ্ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "না, তোমাকে কিছু খাইতেই হইবে: গাড়ীতে তুমি তৃষ্ণা পাইয়াছে বলিয়াছিলে।"

"জলেই হইবে—অর্থাৎ এখন জলই আমার বেশি ভাল লাগিবে। না, সে জন্য তোমাকে আর কষ্ট করিয়া যাইতে হইবে না, মার্‌ভেলই আনিবে এখন।"

কিন্তু কারলাইল্ নিজেই বাহির হইয়া আসিলেন। রাগে ফুলিয়া নিঃশব্দে মার্‌ভেল কর্ত্রীর পোষাক খুলিতে লাগিল। এখানে আসিয়াই তাহার শরীর রাগে গস্ গস্ করিতেছে; বাড়ীতে 'গিন্নি' নাই, ভাঁড়ারী নাই, উপরের শ্রেণীর চাকর-বাকর কেহই নাই। এ আবার কেমন বড় মানুষ! লেডি ইশাবেলের আবার একে বিবাহ করা! তদুপরি ছোট একটা পুলিন্দা লইয়া তাহার ও মিস্ কর্ণির মধ্যে আবার একটা ছোট-খাট রকমের সংঘর্ষণও হইয়া গিয়াছে। পুলিন্দাটি উপরে লইয়া যাইবার জন্য হলে দাঁড়াইয়া মার্‌ভেল উচ্চৈস্বরে ডাকিতেছিল—বিরক্ত ভাবে মিস্ কর্ণি আসিয়া বলিলেন, "নিজেই লইয়া যাওনা কেন বাপু!" শুনিয়া মার্‌ভেলের এমন ক্রোধ ও ঘৃণা হইয়াছিল যে, বক্তার পদমর্য্যাদা জানা না থাকিলে, সে একেবারে তাহার মুখের উপরই হয়তঃ পুলিন্দাটি ছুঁড়িয়া ফেলিত।

পোষাক খোলা হইলে সে জিজ্ঞাসা করিল "আর কি করিতে হইবে ঠাকুরাণি ?"

ইশাবেল্‌ উত্তর করিলেন, "না, আর কিছু করিতে হইবে না। তুমি এখন যাইতে পার।" মার্‌ভেল্‌ চলিয়া গেল, তখন গায় গরম কাপড় জড়াউয়া ইশাবেল্‌ এক্‌খানা পুস্তক লইয়া বসিলেন।

এদিকে কর্ণেলিয়া যখন দেখিলেন যে, একমাত্র তিনিই রাত্রে খাইবেন, তখন যাইয়া তাড়াতাড়ি করিয়া ভোজনে বসিলেন। খুঁজিয়া খুঁজিয়া কার্‌লাইল্‌ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন।

"আমি যে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না কর্ণেলিয়া ? কেবল তোমার চাকর-বাকরদের দেখিতেছি—আমার গুলি সব কোথায় ?"

স্বভাবসিদ্ধ দৃঢ় কণ্ঠে ও ক্ষিপ্রতা সহকারে কর্ণি উত্তর করিলেন, "চলিয়া গিয়াছে।"

কার্‌লাইল্‌ বলিয়া উঠিলেন "চলিয়া গিয়াছে !—কেন ? তাহারা ত' চমৎকার চাকর ছিল ?''

"ভারি চমৎকার ! ফিট্‌ ফাট্‌ বাবু সাজিতে পারিত বটে ! সাংসারিক ব্যাপারে আর হস্তক্ষেপ করিতে আসিও না, আর্কিবল্ড।—চিরটা কালই ত' কেবল ঠকিয়া আসিলে !—যাক্‌, ঐ জিভ্‌টার থেকে আমায় এক টুক্‌রা কাটিয়া দাও না।''

কাটিয়া দিতে দিতে কার্‌লাইল্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন "কিন্তু তা'রা অপরাধটা করিয়াছিল কি ?''

"আর্কিবল্ড কার্‌লাইল্‌, কেমন করিয়া তুমি যাইয়া এমন আহাম্মক বনিলে ? যদি বিবাহের এমনই দরকার হইয়াছিল, তবে আমাদের সমাজে আমাদের সমশ্রেণীতে, কি সুন্দরী যুবতী মিলিত না ?''

বাধা দিয়া কার্‌লাইল্ বলিলেন, "থাম, থাম। এ সম্বন্ধে যা কিছু তোমায় জানান উচিত ছিল, সে সমস্তই আমি যথাসময়ে তোমায় জানাইয়াছি। ক্ষমা করিও, কিন্তু আর এ সম্বন্ধে কোন তর্কবিতর্কের মধ্যে যাইতে ইচ্ছা করি না।—চাকরদের কথা—তারা সব কোথায়?"

কার্‌লাইল্ তাহাকে সবখানি কথা বলিতে নাও দিতে পারেন, এই আশঙ্কায় কর্ণি তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলেন "অমন অনর্থক বোঝা কে টানিতে যায়?—আমি তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছি, আমাদের চা'র চা'রটা চাকর রহিয়াছে, তা'র উপর কর্ত্রী ঠাকুরাণী আবার চমৎকার একটি ঝি লইয়া আসিয়াছেন: সর্ব্বসাকুল্যে এখন পাঁচ পাঁচটি।—আমিও ত এখানেই থাকিব।"

কার্‌লাইল্ একেবারে দমিয়া পড়িলেন। চিরকালই তিনি নিজে ভগিনীর ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া চলিয়া আসিতেছেন; কিন্তু এখন তাহার মনে হইতেছে যে, এখন যেন ভগিনীকে ছাড়িয়া থাকিলেই তাহার ও তাহার স্ত্রীর পক্ষে বেশি মঙ্গলের হইবে। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাড়ী কি করিবে?"

"জিনিষ-পত্র সমেত ভাড়া দিয়াছি: আজ সেখানে ভাড়াটিয়ারা আসিয়াছে। বাড়ী ভাড়া করিয়া সেখানে, কিম্বা রাস্তায়, আর তুমি আমাকে বাহির করিয়া দিতে পারিবে না, আর্কিবল্ড! এক বাড়ীতে থাকিয়াও এখন আমাদের ঢের খরচ পড়িবে। আর আমার মত একটা লোক পাইলে, তোমার মত অবস্থার অনেক লোকই আনন্দে লাফাইয়া উঠিত। তোমার স্ত্রীই গৃহের কর্ত্রী থাকিবেন—তাঁহার এই সম্মান হইতে তাঁহাকে আমি বঞ্চিত করিতে চাই না। আমি বরং সংসারী করার অনেকটা ঝঞ্ঝাট হইতেই তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিতে পারিব। সংসারী কখনো করেন নাই, চাকরদের হুকুম করিতেও বোধ হয় জানেনা, ইহাতে তিনি বরং সন্তুষ্টই হইবেন।"

বিষয়টা এমন ভাবেই কার্‌লাইল্‌কে বুঝান হইল যে, তিনি মনে করিতে লাগিলেন, এই বন্দোবস্তটাই যেন সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। ভগিনীর বিচার-শক্তির উপর বরাবরই তাহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল ঃ অভ্যাসের বেগও আবার আমাদের সকলেরই মনের উপর প্রবল ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে, তথাপি—জোর করিয়া—তিনি আবার বলিলেন।

"ইষ্টলীনে অবশ্যই তোমার থাকিবার জায়গার অভাব হইবে না, কিন্তু—"

কর্ণি আর বলিতে দিলেন না ; তাড়াতাড়ি কহিলেন "ঢের—ঢের জায়গা আছে। আমার বিবেচনায় এ বাড়ীর অর্দ্ধেক একটা বাড়ীতেই আমাদের কুলান হইত। তবু কেবল লেডি ইশাবেলের জন্যই আমরা বড় মানুষ সাজিয়াছি।"

কার্‌লাইল্‌ বলিলেন, "ইষ্টলীন্‌ ত' আমার নিজেরই বাড়ী।"

কর্ণি উত্তর করিলেন "সেটা আবার তোমার আর এক মূর্খতা।"

মন্তব্যটি উপেক্ষা করিয়া কার্‌লাইল্‌ বলিতে লাগিলেন "চাকর-বাকর আমি যত গুলি আবশ্যক মনে করি তত গুলিই রাখিব। আমার স্ত্রীকে জাঁক-জমকে রাখিবার সামর্থ্য আমার নাই সত্য, কিন্তু তাঁহাকে আমি সুখস্বচ্ছন্দতা দিতে চেষ্টার ত্রুটি করিব না। গাড়ী ও ঘোড়ার জন্য একজন লোকের———"

মিস্‌ কর্ণির সর্ব্ব শরীর বিবর্ণ হইয়া গেল ; তিনি বলিলেন, "দোহাই ধর্ম্ম, তুমি এ আবার কি বলিতেছ ?"

"লণ্ডনে আমি একটা গাড়ী ও এক জোড়া ঘোড়া কিনিয়াছি। আর যে গাড়ীতে আমরা আসিয়াছি, সেটা লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ আমায় উপহার দিয়াছেন। ডাকগাড়ীর ঘোড়ায়ই এখন ইহার কাজ চলিবে ; কিন্তু—"

"আঃ আর্কিবল্ড কত যে পাপ করিতেছ !"

কার্লাইল্ প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিলেন "পাপ !"

"স্বেচ্ছাকৃত অপব্যয়ের ফলে শোচণীয় অভাব ঘটিয়া থাকে। ছেলে বেলায় তোমাকে আমি এই শিক্ষা দিয়াছিলাম। মিতাচারী হওয়া পুণ্য-বিশেষ; আর টাকা উড়ান পাপ বই আর কিছুই নহে।"

"ক্ষমতার বেশি ব্যয় করিতে গেলে, পাপ হইতে পারে। কিন্তু বিবেচনার সঙ্গে ব্যয় করিলে উড়ানও হয় না, পাপও হয় না। কর্ণেলিয়া কখনো তুমি এমন ভয় করিও না যে, আমি আমার উপার্জ্জনের বেশি খরচ করিয়া ফেলিব।"

ক্রোধের সঙ্গে মিস্ কর্ণি প্রত্যুত্তর করিয়া উঠিলেন, "তা'র চাইতে বল না কেন যে, ভরা পকেটের চাইতে খালি পকেটই ভাল! ঐ যে সুন্দর পিয়ানোটা আসিয়াছে, তুমিই কি তাহা কিনিয়াছ ?"

"হাঁ, ইশাবেল্‌কে উপহার দিয়াছিলাম।"

মিস্ কর্ণি যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাম হইয়াছে কত ?"

এখনো কার্লাইল্ তাহার ইচ্ছার বশ্যতা একেবারে দূর করিতে পারেন নাই; বলিলেন "শ" এগারো টাকা হইবে।"

ভগিনীর চক্ষুর তারা আকাশে উঠিল; তিনি হাত আছাড়িয়া উঠিলেন। এমন সময়ে প্রভুর আদেশানুযায়ী কতকটা গরম জল লইয়া পিটার আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। কার্লাইল্ উঠিয়া পার্শ্বস্থ তাকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "পিটার মদের পাত্রটি কোথায় ?"

ভৃত্য মদ্যপাত্র আনিয়া উপস্থিত করিল। তখন নিজে কতকটা পান করিয়া তিনি আর কতকটা কিয়ৎপরিমাণ জলের সহিত মিশ্রিত

করিলেন। তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার জন্যও একটু তৈয়িরি করিব কি কর্ণেলিয়া?"

"আবশ্যক হইলে আমি নিজেই করিয়া লইব এখন। এ কার জন্য করিলে?"

"ইশাবেলের জন্য।" তার পর প্রস্তুত মণ্ড লইয়া তিনি যাইয়া ইশাবেলের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ইশাবেল্‌ তখন রুমালে মুখ আবৃত করিয়া, বাহুযুক্ত কেদারাখানির মধ্যে যেন অর্দ্ধনিহিত অবস্থায় বসিয়াছিলেন; তিনি যখন মুখ তুলিয়া চাহিলেন, তখন কার্‌লাইল্‌ দেখিতে পাইলেন, তাঁহার বদনমণ্ডল রক্তিম ও আবেগাকুল, নেত্রদ্বয় উজ্জ্বল, এবং সমগ্র দেহযষ্টি কম্পমান। উদ্বিগ্ন ভাবে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন "ও কি ইশাবেল্‌, হইয়াছে কি?"

যেন বিষম ভয়ে, তাহাকে আকড়িয়া ধরিয়া মৃদু স্বরে যুবতী কহিলেন "মারভেল্‌ চলিয়া যাইবার পর আমি যেন কেমন অবসন্ন বোধ করিতে লাগিলাম। খুঁজিয়া ঘণ্টাটাও পাইলামনা; তাহাতেই আরো বেশি খারাপ বোধ করিতে লাগিলাম। তখন কেহ না কেহ হয়ত আসিতে পারে আশায় কাপড়ে নাক মুখ ঢাকিয়া আসিয়া পড়িয়া রহিলাম।"

"আমি কর্ণেলিয়ার সঙ্গে কথা বলিতেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ তুমি এমন অবসন্ন বোধ করিলে কেন?" "যেমন বোকা আমি! ভীষণ ভীষণ সব কথা আমি ভাবিতেছিলাম—না, না, আপনা হইতেই আসিয়া আমার মনে উদিত হইতেছিল। বল, আমায় মন্দ বলিবেনা, আর্কিবল্ড! —এই ঘরেইত বাবা মারা গিয়াছিলেন।"

গভীর স্নেহের স্বরে কার্‌লাইল্‌ বলিলেন "তোমায় মন্দ বলিব!"

"চাকররা একবার চাম্‌চিকার একটা ভয়ানক গল্প বলিয়াছিল; সেই কথাই আমি ভাবিতেছিলাম!—বাপ্‌রে, কি ভয়ানক!—আমি নিশ্চয়

বলিতে পারি, এমন গল্প তুমি কখনো শোন নাই—আমি ভাবিতে লাগিলাম, "আচ্ছা এখন যদি সেই গুলি আসিয়া জানালার নিকট, ঠিক পরদা গুলির পেছনে, উপস্থিত হয়—যাই এই কথাটা মনে হইল, অমনি আর বিছানার দিকে চাহিতেও আমার সাহসে কুলাইলনা। ভয় হইল, বুঝিবা দেখিতে পাইব যে,—ও কি. তুমি হাসিতেছ!"

বাস্তবিকই কার্‌লাইল্ হাসিতেছিলেন: তিনি বেশ জানিতেন যে এই সকল স্নায়বিক ভয়ের কারণ উপহাস-পরিহাসেই বিদায় করিতে হয়। পত্নীকে তিনি জল ব্রাণ্ডিটুকু পান করাইলেন; তাঁহাকে ঘণ্টাস্থানটি দেখাইয়া ঘণ্টাধ্বনি করিলেন ও শেষে বলিলেন "কালই তোমার ঘর পরিবর্ত্তন করিব।".

"না, না আমরা এই ঘরেই থাকিব। বাবা যে একদিন এইঘরে ছিলেন, এই কথা মনে করিলেও আমার অনেকটা ভাল লাগিবে। আর আমি এমন স্নায়বিক ভয়ে কাতর হইবনা।"

কিন্তু বলিবার অব্যবহিত পরেই তাঁহার কাজ ঠিক তাঁহার উক্তির মিথ্যাত্ব প্রমাণ করিয়া দিল; কার্‌লাইল্ উঠিয়া যাইয়া দরজা খুলিয়াছেন, আর অমনি যুবতী দৌড়াইয়া যাইয়া তাহার পাছে জড়সড় হইয়া দাঁড়াইলেন।—মৃদু স্বরে একপ্রকার কাণে-কাণে, জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার কি বড় দেরী হইবে, আর্কিবল্ড?"

কার্‌লাইল্ উত্তর করিলেন "না একঘণ্টার বেশি হইবেনা।" কিন্তু বলিয়াই একটি হাত পশ্চাদ্দিকে আনিয়া তাঁহাকে দৃঢ় ভাবে জড়াইয়া ধরিলেন। এমন সময় তাহার ঘণ্টাহ্বানের প্রত্যুত্তরে মার্‌ভেল আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। তাহাকে বলিলেন "মিস্ কার্‌লাইল কে যাইয়া বল যে আজ রাত্রে আর আমি নীচে যাইবনা।" তার পর দরজা বন্ধ করিয়া পত্নীর দিকে চাহিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন। পত্নী মনে মনে ভাবিলেন "আমার উপর তাঁর ভারি দয়া!"

পরদিবস প্রভাত হইতেই লেডি ইশাবেল্‌ কার্‌লাইলের যত অসুবিধার আরম্ভ হইল। প্রথমেই একবার প্রাতর্ভোজনের দলটির কথা ভাবিয়া দেখুন না কেন? তাহার সেই আতঙ্কসঞ্চারী-পোষাক পরিধান করিয়া মিস্‌ কর্ণি নীচে নামিয়া আসিয়া, পেরেকের মত সোজা হইয়া টেবিলের পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন; তার পর মিঃ কার্‌লাইল্‌ নামিয়া আসিলেন। সর্ব্বশেষে মনোরম পোষাকে বিভূষিত হইয়া লেডি ইশাবেল্‌ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"সুপ্রভাত। আশা করি, রাত্রে বেশ ঘুম হইয়াছিল," বলিয়া মিস্‌ কর্ণি তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন।

"বেশ হইয়াছিল" বলিতে বলিতে ইশাবেল্‌ তাহার বীপরিত দিকে বসিয়া পড়িলেন। টেবিলের শীর্ষ দেশের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করিয়া মিস্‌ কর্ণি বলিলেন "ঐ খানে আপনার স্থান।—তবে আপনি ইচ্ছা করিলে, আজ বরং আপনার হইয়া আমিই কফিটা দিতে পারি।"

লেডি ইশাবেল্‌ উত্তর করিলেন "তবে ত' বাঁচিয়া যাই।"

রুক্ষ মূর্ত্তিতে, ভার-ভার মেজাজে কর্ণি কফি বণ্টন করিয়া দিতে লাগিলেন। ভোজন-পর্ব্ব সমাধা হইতে না হইতেই, পিটার আসিয়া বলিল যে মাংসওয়ালা কতটা মাংস দিতে হইবে, তাহা জানিতে আসিয়াছে। মিস্‌ কর্ণিকে যেমন অগ্রাহ্য করিয়া আসিয়াছে, লেডি ইশাবেল্‌কেও আজ সে তেমনই করিল। কর্ণি তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন: হতবুদ্ধি ভাবে লেডি নীরবে বসিয়া রহিলেন—জীবনে কখনো যে তিনি এমন কাজের মধ্যে যা'ন নাই, কখনো যে এমন প্রশ্ন তাঁহাকে কেহ করে নাই। সংসারী করিতে কি লাগে, সে বিষয়ে তিনি একেবারে অনভিজ্ঞা। এক টুক্‌রা মাংসই দিতে বলিবেন, না আস্ত জানোয়ারটাই দিতে বলিবেন, তিনি ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছেন

না। কালামুখী মিস্ কর্ণির উপস্থিতিবশতঃই তিনি এতটা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন; একাকিনী হইলে হয়তঃ বলিতেন "বলনা, আর্কিবল্ড, কতটা দিতে বলিব।"

পিটার এখনো দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

শেষে বাধ-বাধ স্বরে ইশাবেল্ বলিলেন "এই—এই—কতকটা 'রোষ্ট' ও কতকটা ঝোল করিবার মতন।"

অতি অনুচ্চস্বরে তিনি কথা কয়টি বলিলেন: কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলে, আমাদের মধ্যে যাহারা বড় বেশি সাহসী, তাহারাও কাপুরুষতার পরিচয় দিয়া বসেন। পত্নীর সহায়তা করিতে যাইয়া সংসারীতে তেমনি অনভিজ্ঞ, স্বামী মিঃ কার্লাইল্ ও তাঁহার কথাটিই একটু জোরে জোরে বলিলেন মাত্র!

মিস্ কর্ণি লাফাইয়া উঠিলেন,—এতটা মূর্খতা তাহার সহ্য হইল না। "বুঝিতে পারিতেছেন কি লেডি ইশাবেল্, যে এমন ফর্‌মায়েস্ শুনিলে মাংসওয়ালাকে অন্ধকার দেখিতে হইবে? আজকার মত, কোন জিনিষ কতটা লাগিবে না লাগিবে, তাহা আমিই বলিয়া দিব কি?—মাছ-ওয়ালাও ত' আসিল বলিয়া।"

হাঁফ ছাড়িয়া লেডি ইশাবেল্ বলিলেন "দিন্ না, দিন্। এ সব আমি কখনো করি নাই—কিন্তু নিশ্চয়ই শিখিয়া লইতে পারিব।—আমার মনে হয় না যে ঘরকন্নার কিছুই আমি জানি।"

মিস্ কর্ণি লম্বা পাদক্ষেপে বাহির হইয়া গেলেন। তখন, পিঞ্জিরা-মুক্ত বিহঙ্গিনীর মত লেডি ইশাবেল্ যাইয়া স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইলেন "তোমার হয় নাই, আর্কিবল্ড?"

"এই হইয়াছে প্রিয়ে!—বাঃ, এই যে আমার কফি পড়িয়া রহিয়াছে। এই—হইল।"

"চলনা, একবার মাঠে বেড়াইয়া আসি।" উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঢল-ঢল সোহাগে বাম হস্তে পত্নীর ক্ষীণ কটি-রেখা বেষ্টন করিয়া যুবক বলিলেন, "এখন বাগানে বেড়াইতে যাওয়া আর চন্দ্রলোকে বেড়াইতে যাওয়া সমান কথা। নয়টা বাজিয়া গিয়াছে ঃ আর মাস খানেক হইতে চলিল যে আমি আফিসে যাই না। আজ একবার গেলে হইত না?"

ইশাবেলের নেত্রদ্বয় জলে ভরিয়া উঠিল "সত্য, কিন্তু আমার কেবলই ইচ্ছা হয় যে তুমি সর্ব্বদাই আমার নিকটে নিকটে থাক—একটি মুহূর্ত্তের জন্য ও না তোমাকে আমার চোখের আড়াল হইতে হয়! তুমি কাছে না থাকিলে, ইষ্টলীনই যে ইষ্টলীন্ লাগিবে না।"

সোহাগ-মৃদুকণ্ঠে কার্‌লাইল্‌ কহিলেন "যতটা পারি, নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে সঙ্গে রহিব। চল, সদর দরজা পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে যাইবে এখন।" ক্ষণপরে তাহারা দুইজনেই বাহিরে আসিলেন।

ভগিনীর সম্বন্ধে কথা বলিবার উত্তম সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে ভাবিয়া কার্‌লাইল্‌ বলিলেন "কর্ণি ত' আমাদের সঙ্গেই থাকিতে চায়। কি যে করিব বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। একবার ভাবি, সে এখানে থাকিলে সংসারীর অনেকটা ঝঞ্ঝাট হইতে তুমি অব্যাহতি পাইতে পার; আবার ভাবি, আমরা নিজেরা নিজেরা থাকিতে পারিলেই বেশি সুখে থাকিতে পারিতাম।"

রুক্ষমেজাজী কর্ণি যে স্থায়ী রক্ষক স্বরূপ তাঁহার ঘাড়ে চাপিয়া বসিতে যাইতেছে, এই ভাবনায় ইশাবেলের হৃদয় একেবারে দমিয়া পড়িল। কিন্তু তাঁহার রুচি এমন মার্জ্জিত, আত্মসম্মান এমন জাগ্রত, এবং অপরের হৃদয়ে আঘাত দিতে তাঁহার এমন কুণ্ঠা ছিল যে, মুখ ফুটিয়া তিনি কোন আপত্তিই করিলেন না।—সুধু বলিলেন "তোমরা যেমন ভাল মনে কর, তাহাই করিতে পার।"

গম্ভীর ঐকান্তিকতার সঙ্গে স্বামী কহিলেন, "যাহাতে তোমার সুখ বোধ হইবে, যাহাতে তুমি বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করিবে, আমি তাহাই করিতে চাই; এবং সেই রকম বন্দোবস্তই করিব। তোমার সুখ স্বচ্ছন্দতা সাধনই এখন আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান ব্রত।"

তিনি অকপট সত্যই বলিয়াছেন—ইশাবেল্ ও তাহা বুঝিলেন। মনে করিলেন,—এমন সততসতর্ক প্রেমপরায়ণ রক্ষক পার্শ্বে থাকিতে, মিস্ কর্ণি কিছুতেই তাঁহার জীবনের সুখ-শান্তি নষ্ট করিতে পারেন না। বলিলেন "তিনি এখানেই থাকুন না, আর্কিবল্ড; আমাদের কোনই অসুবিধা হইবে না।"

চিন্তিত ভাবে কার্‌লাইল্ মন্তব্য করিলেন "আচ্ছা, দুই একমাস দেখাই যাউক না কেন, এই বন্দোবস্তে কি রকম চলে।"

তাহারা আসিয়া দরজার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। এতক্ষণ তাহাদের হাতে হাত ধরা ছিল। এখন স্বামীর হাত ছাড়িয়া দিতে অনিচ্ছুক ইশাবেল্ কহিলেন "হায় যদি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া তোমার কেরানীর কাজ করিতে পারিতাম! এই এতটা পথ আর আমার একা যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না!"

কার্‌লাইল হাসিয়া উঠিলেন, মাথা নাড়িয়া বলিলেন "ভারি দুষ্ট তুমি! ঘুষ দিয়া আবার তুমি আমায় তোমার সঙ্গে ফিরাইয়া নিতে চাও!—কিন্তু সেটি আর হইতেছে না।" বলিতে বলিতে বিদায়-চুম্বন করিয়া তিনি অফিস অভিমুখে চলিয়া গেলেন।

ইশাবেল্ ঘরে ফিরিয়া আসিলেন,—কামড়ায় কামড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। পিতার আমলে কেমন সব ভরা-ভরা বোধ হইত—আর এখন কেমন খালি-খালি! তাঁহার পোষাক পরিবার ঘরে হাঁটুর উপর বসিয়া মার্‌ভেল একটা গাটুরি খুলিতেছিল; তাঁহাকে দেখিয়া উঠিয়া দাড়াইয়া বলিল "ঠাকুরাণি, একটা কথা শুনিবেন কি?"

"কি কথা ?"

তখন মার্ভেল্ তাহার দুঃখ-ভাণ্ডার খুলিয়া বসিল। এত অল্প চাকর-বাকর যে বাড়ীতে, সে বাড়ীতে তাহার পোষাইবে না। তাঁহার অনুমতি পাইলে, সে আজই চলিয়া যাইতে চাহে। এই অনুমতি পাইবার ভরসায় সে আর নিজের জিনিষ-পত্র খোলে নাই।

ইশাবেল্ বুঝাইয়া কহিলেন, "চাকর বাকরদের সম্বন্ধে একটু ভুল হইয়া গিয়াছে ; শীঘ্রই তাহা-সংশোধন করা হইবে।—তবে, বিবাহের আগেই ত তোমায় আমি বলিয়াছিলাম যে মিঃ কার্লাইলের দাস দাসীর সংখ্যা তেমন বেশি হইবে না।"

"এ সকলই আমি সহ্য করিতে পারিতাম, ঠাকুরাণি ; কিন্তু কিছুতেই আমি এক বাড়ীতে"—"মন্থরা' নামটাই তাহার জিহ্বাগ্রে আসিয়াছিল, কিন্তু সে চাপিয়া গেল, বুঝিল কাহার সম্বন্ধে কথা হইতেছে—"মিস্ কার্লাইলের সঙ্গে বাস করিতে পারিব না। আমাদের দুই জনেরই মেজাজ গরম—শেষে কোন দিন বা একটা 'অতুলন্ত' ঘটিয়া বসিবে!—না, কুবেরের ভাণ্ডারের বিনিময়েও আমি এখানে থাকিতে রাজী নই। বর্ত্তমান মাসের মাইনে না পাইলেও আমি থাকিব না।"

আত্মসম্মানের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া লেডি ইশাবেল্ আর কিছুতেই তাহাকে থাকিতে বলিতে পারেন না—যদিও বুঝিয়া উঠিতেছেন না, ঝি ব্যতীত কেমন করিয়া চালাইয়া উঠিবেন। ক্যাস বাক্সটি টানিয়া লইয়া গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার কত পাওনা হইয়াছে ?"

তাড়াতাড়ি মার্ভেল জিজ্ঞাসা করিল "মাসের শেষ পর্য্যন্ত ?"

অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে ইশাবেল্ কহিলেন "না, আজ পর্য্যন্ত।"

"আমি ত' হিসাব করিবার অবসর পাই নাই।"

কাগজ পেন্সিল লইয়া ইশাবেল্ তখনই হিসাব করিয়া, কড়ায় ক্রান্তিতে তাহার প্রাপ্য ফেলিয়া দিলেন,—বলিলেন, "যাহা তুমি ন্যায্য ভাবে পাইতে পার, কি অন্যত্র পাইতে, তাহার বেশি দিলাম। আমাকে আগে জানান তোমার উচিত ছিল।"

মার্ভেলের দুই চক্ষু বহিয়া দর দর ধারে জল পড়িতে লাগিল : সে অনেক ওজর আপত্তি দেখাইতে বসিল। কিন্তু লেডি ইশাবেল্ আর অপেক্ষা না করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। মার্ভেলও সেই দিনই বিদায় হইল।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্ব্বে যখন পোষাক পরিবর্ত্তন করিবার জন্য ইশাবেল্ কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তখন মিস্ কর্ণির পরিচারিকা যয়েশ আসিয়া উপস্থিত হইল। "আমি এ সকল কাজ বিশেষ কিছুই জানি না। তবে, মিস্ কর্ণি আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

ইশাবেল্ ভাবিলেন "কর্ণির ভারি দয়া!"

যয়েশ আবার বলিতে লাগিল "চাবিগুলি দিয়া আমায় যদি বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে, কোন ভাল পরিচারিকা না পাওয়া পর্য্যন্ত, আপনার জিনিষ-পত্রের ভার আমি যথাসাধ্য লইতে পারি।"

"চাবির কথাত আমি কিছুই বলিতে পারিব না—আমি ত' কখনো রাখি নাই।" বলিয়া যয়েশকে সব দেখিয়া শুনিয়া লইতে আদেশ করিয়া ইশাবেল্ নীচে নামিয়া আসিলেন। তখন ছয়টা বাজে-বাজে হইয়াছে; এই তাঁহাদের ডিনার ভোজনের সময়। কার্লাইলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে আশায় তিনি বাগানের ফটকের নিকট দাঁড়াইলেন। কার্লাইল এখনো আসিতেছেন না—তিনি কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া রাস্তাদিয়া চাহিয়া দেখিলেন—না, এখনো তাহার আসিবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। তখন আবার ক্লান্ত ভাবে ফিরিয়া আসিয়া রাস্তা হইতে

অদৃশ্য একটি ঘনপত্র তরুমূলে উপবেশন করিলেন। মে মাসের শেষ: সেই হিসাবে বাতাসটা বেশ একটু উষ্ণমধুর বোধ হইতেছিল।

এই ভাবে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল—তখন দ্রুত পাদক্ষেপে কার্‌লাইল্‌ আসিয়া ফটক পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন; তিনি নবীন দুর্ব্বাদলের উপর দিয়া আসিতেছিলেন—সম্মুখেই দেখিলেন, বৃক্ষ কাণ্ডে কমনীয় শরীর বিন্যস্ত করিয়া, মোহিনী মূর্ত্তি—তাহার হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা—সুখে ঘুমাইয়া রহিয়াছেন। টুপী ও ছাতা পদ প্রান্তে পড়িয়া রহিয়াছে: ওষ্ঠদ্বয় ঈষদুন্মুক্ত, গণ্ডদ্বয় আরক্তিম, আর তাঁহার রমনীয় কেশদাম মন্দ সমীরণে বিক্ষিপ্ত ও দোলায়মান। অপূর্ব্বশ্রী বালিকার মত—দৈব-সৌন্দর্য্য-ভূষিতা মহিমময়ী চিত্রার্পিত মূর্ত্তির মত,—সুষুপ্তা উদ্ভিন্নযৌবনা ইশাবেল্‌কে আপনার মনে করিয়া, আনন্দাতিশয্যে তাহার হৃদপিণ্ড দ্রুততর স্পন্দিত হইতে লাগিল। আত্মবিস্মৃত হইয়া, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তিনি এই সুষুপ্ত সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন। তাহার মুখমণ্ডল এক অপূর্ব্ব অন্তরনুভূত হাসির জোছনায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।—হঠাৎ ইশাবেল্‌ চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন, কোথায় রহিয়াছেন তাহা যেন তাঁহার মনে আসিতেছে না। তাহার পর চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন "এই যে, আর্কিবল্ড! আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম কি?"

"হাঁ গো,—এতটা যে, কেহ আসিয়া চুরি করিয়াও লইয়া যাইতে পারিত!—তা' কিন্তু আমি সহ্য করিতে পারিতাম না, ইশাবেল্‌।"

"আমি ত' তোমার পদ-শব্দ শুনিবার আশায় কাণ পাতিয়া বসিয়া ছিলাম; কেমন করিয়া যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি, তাহা বুঝিয়াই উঠিতেছি না।"

তাঁহার বাহুতে বাহু জড়াইয়া হাটিতে হাটিতে স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সারাটা দিন তুমি কি করিয়াছ?"

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া যুবতী কহিলেন "বলিতে পারি না। কখনো নূতন পিয়ানোটা লইয়া বসিয়াছি, কখনো ঘড়িটা কেন তাড়াতাড়ি চলেনা, তাহাই দেখিয়াছি। আর ভাবিয়াছি, তুমি কখন আসিবে।—আর্কিবল্ড, গাড়ীটা ও ঘোড়াগুলি আসিয়া পৌঁছিয়াছে।" "জানি, প্রিয়তমে। বাহিরে কি অনেকটা বেড়াইয়া আসিয়াছ?"

"না, তোমার অপেক্ষায় ছিলাম।" তারপরে ইশাবেল্ মার্ভেলের কথা পাড়িলেন। কার্লাইল্ ভারি বিরক্ত বোধ করিতে লাগিলেন, বলিলেন, শীঘ্রই আর একজন যোগাড় করিয়া দিবেন। ইশাবেল্ কহিলেন লেডি মাউণ্ট্সেভার্ণের চাকুরীতে একজন ছিল, তাহাকে খবর দিলে হইতে পারে। কার্লাইল্ বলিলেন "তবে তাহাকেই লিখিয়া পাঠাও।"

ইতিমধ্যে তাহারা আসিয়া হলে উপস্থিত হইয়াছেন। এখানে মিস্ কর্ণি তাহাদিগের অপেক্ষা করিতেছিলেন; এখন দেখিতে পাইয়া নিতান্ত বিরক্ত ভাবে বলিলেন "তোমার জন্য ডিনারের আধ ঘণ্টা দেরি হইয়া গেল, আর্কিবল্ড!" তারপর ইশাবেলের দিকে চাহিয়া বলিলেন "আর, ঠাকরুণ, আমিত ভাবিয়াছিলাম যে, আপনি বোধ হয়, হারাইয়াই গিয়াছেন!"

ইশাবেল্কে যখন তখনই তিনি এই সর্ব্বথা আপত্তিজনক 'ঠাকরুণ' সম্বোধনটি করিতেন। কোনো মতেই, বিশেষতঃ বয়সের হিসাবেও, ইশাবেল্কে মিস্কর্ণি এইভাবে সম্বোধন করিতে পারেন না। যখনই শুনিতেন, তখনই মিঃ কার্লাইল বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিতেন, যদিও প্রকাশ্যে সাহস করিয়া ভগিনীকে কিছু বলিতেন না।

অফিস্ হইতে আগে বাহির হইতে পারেন নাই, ত্রস্ত শুধু এই কথা কয়টি বলিয়া তিনি বেশপরিবর্ত্তনের জন্য উপরে চলিয়া গেলেন। ইশাবেলও, কর্ণির অধিকতর অসন্তুষ্টি প্রকাশের ভয়ে তাহার পশ্চাৎ

পশ্চাৎ দৌড়াইলেন। শেষে একা আর ডিনার ঘরে প্রবেশ করিতে সাহস না করিয়া দরজার বাহিরে যাইয়া কার্‌লাইলের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া কার্‌লাইল্ বলিলেন "ওকি, ইশাবেল, তুমি এখানে যে!"

"তোমার জন্য। তোমার হইয়াছে?"

"প্রায়," বলিতে বলিতে, ভিতরে টানিয়া লইয়া কারলাইল্ তাঁহাকে সস্নেহে বুকে চাপিয়া ধরিলেন।

পরদিবস প্রাতে একটা তুমুল ঝড় উপস্থিত হইল। গির্জ্জায় যাইবার জন্য কার্‌লাইল্ ছোট ঘোড়ার গাড়ীটা সাজাইতে বলিলেন। বাধা দিয়া ভগিনী বলিলেন "তুমি ভাবিয়াছ কি, আর্কিবল্ড? আমি কখনো এমন কাজ করিতে দিব না।"

"কেমন কাজ?"

"রবিবারে গরু ঘোড়া চড়িয়া বাহির হওয়া।" তারপর তীরবেগে ইশাবেলের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বুঝাইয়া বলিলেন "আমি ধর্ম্ম কর্ম্ম মানিয়া চলি। রবিবারে গাড়ী চড়িয়া বেড়ান আমি দেখিতে পারিব না।"

শুনিয়া ইশাবেল্ বড় সুখ বোধ করিলেন না। কিন্তু যদিও বেশ বুঝিলেন, এই গরমে গির্জ্জায় হাটিয়া গেলে ও সেখান হইতে হাটিয়া বাড়ী ফিরিতে হইলে, সে দিনটাই তাঁহার মাটি হইবে, তথাপি তাহার কুসংস্কারে আঘাত করিয়া মিস্ কর্ণিকে অসন্তুষ্ট করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না—পরের প্রাণে আঘাত দিতে স্বভাবতঃই তিনি একটা বেদনা বোধ করিতেন।

মৃদু স্বরে স্বামীকে বলিলেন "আর্কিবল্ড, ধীরে ধীরে হাটিয়া গেলে, হয়তঃ আমার কোন অসুখ হইবে না।"

মৃদু হাসিয়া তেমনি মৃদু স্বরে স্বামী কহিলেন- "সাড়ে দশটার মধ্যে প্রস্তুত হইয়া থাকিও।"

ইশাবেল্ বাহির হইয়া আসিলেন। তখন কর্কশ স্বরে মিস্ কর্ণি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে তিনি হাটিয়াই যাইতেছেন?"

ভ্রাতা উত্তর করিলেন "না, এত গরম তিনি কখনই সহ্য করিতে পারিবেন না; আর আমিও এভাবে তাঁহাকে যাইতে দিতে পারি না। আমরা উপাসনা ইত্যাদি আরম্ভ হইবার আগেই গির্জ্জায় যাইয়া পৌছিব। তা'তে আর ধর্ম্মাচার ভ্রষ্ট হইতে হইবে না।"

তীব্র স্বরে মিস্ কর্ণি প্রত্যুত্তর করিলেন—"কেন, তিনি কি মোমের পুতুল যে গলিয়া যাইবেন?"

"ইশাবেল্ সুকুমার কোমল লতিকার মত। তাঁহাকে আদর করিয়া আমি বুকে তুলিয়া লইয়াছি—আমার স্রষ্টার সম্মুখে পবিত্র শপথ করিয়াছি, তাঁহাকে ভালবাসিব, সযত্নে প্রতিপালন করিব। ভগবানের সাহায্যে, আমি ইহা কার্য্যেও পরিণত করিব।" দৃঢ় ও ভগিনীরই মত তীব্রকণ্ঠে এই কথা কয়টি বলিয়া কার্‌লাইল্ কক্ষ ত্যাগ করিলেন। শুনিয়া যেন দারুণ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া মিস্ কর্ণি দুই হস্তে কপাল চাপিয়া ধরিলেন।

যথাসময়ে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। ইশাবেল্ প্রস্তুত ছিলেন, উঠিয়া বসিলেন। কার্‌লাইল্ স্বয়ং চালক হইয়া গাড়ী হাঁকাইয়া দিলেন। ধূলিময় রাস্তার উপর দিয়া, সুবৃহৎ একটি ছাতা মাথায় করিয়া, মিস কর্ণি রৌদ্র-দগ্ধ হইয়া, পদব্রজেই চলিয়াছেন। নিকট দিয়াই গাড়ী চলিয়া গেল—একটিবারও তিনি ফিরিয়া চাহিলেন না।

সকলে আসিয়া গির্জ্জায় পঁহুছিলেন—এই প্রথম, কার্‌লাইল্ ইশাবেল্‌কে লইয়া ইষ্টলীনের নির্দ্দিষ্ট আসনে যাইয়া উপবেশন করিলেন। কর্ণি কিন্তু আপনার চির-পুরাতন আসনই গ্রহণ করিলেন।

যাষ্টিস্‌ এবং মিসেস্‌ হেয়ারের সঙ্গে বার্‌বারাও আসিয়াছেন। তাহার মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছে—তিনি তাহা বুঝিতে পারিতেছেন; কিন্তু কোন মতেই চাপিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। যাহার আশ্রয় ও রক্ষার লালসায় তিনি জীবনের এতটা দিন কাটাইয়াছেন, আজ তাহারই আশ্রয়-ছায়ার নিম্নে বসিয়া, যে অলোকসামান্যরূপবতীর মধুর-গম্ভীর নেত্রদ্বয় ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তাহার লোলুপ নেত্রদ্বয় ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহাকেই দেখিতে চাহিতেছে। সে দিনকার উপাসনা ও প্রার্থনায় হতভাগিনীর যে বিশেষ কোন উপকার হইয়াছিল এমন ত' মনে হয় না।

উপাসনান্তে ইশাবেল্‌ ও কার্‌লাইল্‌ গির্জ্জার পশ্চিম প্রান্তে, লর্ডমাউণ্ট-সেভার্ণের সমাধিস্থান দেখিতে চলিলেন। খোদিত অক্ষরগুলির উপর যুবতীর চক্ষুর্দ্বয় পড়িল—কিন্তু মুখমণ্ডল তাঁহার ঘোম্‌টায় ঢাকা রহিয়াছে!—

তাঁহার নির্ব্বাক্‌ দীর্ঘনিশ্বাসের ধ্বনি শুনিতে পাইয়া কার্‌লাইল তাঁহার বাহু আপনার পার্শ্বদেশের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া মৃদু স্বরে কহিলেন, "না প্রিয়তমে, এখানে এতটা উতলা হওয়া ভাল দেখাইবে না। শান্ত হইবার চেষ্টা কর।"

প্রাণের উচ্ছ্বাসে ইশাবেল্‌ বলিলেন "এইত সে দিন তাঁহার সঙ্গে একত্রে এই গির্জ্জায় আসিয়াছিলাম!—আর আজ তিনি কোথায়!"

ইতিমধ্যে তাঁহারা বেড়াটির দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কৌতুহলপরবশ হইয়া কোন লোক যদি এখন রাস্তায় দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে থাকে, তবে সেও পশ্চাতেই, অলক্ষ্য, রহিয়া যাইবে। হৃদয়াবেগের সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া ইশাবেল্‌ অবিলম্বে বলিয়া উঠিলেন, "সমাধির চতুষ্পার্শ্বে লৌহ-শিক দিয়া বেড়া দেওয়া উচিত।"

কার্‌লাইল্‌ কহিলেন "আমি ও তাই ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু লর্ডমাউণ্ট-

সেভার্ণকে বলিলে, তিনি অনুমত করিয়াছিলেন। যা'ক্, আমিই ইহা করিব।"

নিতান্ত কৃতকৃতার্থের মত পত্নী উত্তর করিলেন "আমার জন্য তোমার এতটা খরচ লাগিল।"

কার্লাইল্ তাঁহার মুখের দিকে ত্রস্ত কটাক্ষপাত করিলেন; কেমন একটা অশুভ আশঙ্কা তাহার মনে উদিত হইল যে হয়তঃ কখনো বা ভগিনী ইহাঁর কাণের নিকটেই, খরচ-পত্র সম্বন্ধে কিছু বলিয়া বসিয়াছেন! এবং তাড়াতাড়ি বলিলেন "তুমি জান ত' ইশাবেল্, যে, সমস্ত সংসারের বিনিময়েও আমি এ খরচ করিতে কুণ্ঠিত হইব না।"

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া যুবতী কহিলেন "কিন্তু তোমার ঋণ পরিশোধ করিবার মত আমার কিছুই নাই!"

কার্লাইলের মনে অতিমাত্র আহ্লাদের সঞ্চার হইয়াছে। তাহার দৃষ্টিতে তাহার প্রাণের আনন্দ উছলিয়া উঠিতেছে; দেখিয়া ইশাবেলের ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদুমধুর হাসি রেখা ফুটিয়া উঠিল। হঠাৎ স্ফূর্ত্তির সঙ্গে তিনি বলিয়া উঠিলেন "ঐ যে, গাড়ী আসিয়াছে! চল এখন বাড়ী যাই।"

ফটকের বাহিরে দাঁড়াইয়া পাদ্রী পরিবারের সঙ্গে কয়েকটি মহিলা কথা বলিতেছিলেন। বার্বারাও তাহাদের মধ্যে ছিলেন। জ্বালাময়ী দৃষ্টিতে তিনি চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন, কার্লাইল্ তাহার আদরিণী স্ত্রীকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন,—নিজেই গাড়ী হাঁকাইয়া লইয়া চলিলেন। যাইবার সময় তাহার দিকে চাহিয়া কার্লাইল্ অভিবাদন করিলেন; শুষ্ক শ্বেত ওষ্ঠে বার্বারাও প্রত্যভিবাদন করিলেন।

তাহার এই বিবর্ণতা কাহারও চক্ষু এড়াইল না; কাতর স্বরে তিনি কৈফিয়তের ভাবে বলিলেন "উঃ, কি ভয়ানক গরম!"

দলের একজন বলিলেন "মিঃ এবং মিসেস্‌ হেয়ারের সঙ্গে গাড়ীতে গেলে না কেন? তাঁহারা ত' ডাকিয়াছিলেন!"

মর্ম্মপীড়িতা উত্তর করিলেন "হাটিয়া যাইতে বড় ইচ্ছা হইয়াছিল।"

যাইতে যাইতে ইশাবেল্‌ তাঁহার স্বামীকে বলিলেন "কেমন দিব্য মেয়েটি? নাম কি?"

"বার্‌বারা হেয়ার।"

ষোড়শ অধ্যায়।

—※—

বার্‌বারার মুখ ফুটিল।

লেডি ইশাবেল্ ও মিঃ কার্‌লাইলের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য পার্শ্ববর্ত্তী সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলি গাড়ী করিয়া ইষ্টলীনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। অন্যান্যের সঙ্গে যাষ্টিশ্ হেয়ারও পত্নীকন্যা সমভিব্যাহারে আসিয়াছেন।

পোষাক-পরিধানের ঘরে বসিয়া ইশাবেল্ তখন যয়েশের সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন। এই পরিচারিকাটিকে তিনি অনেকটা পছন্দ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা যয়েশ, আমার কাছে কাজ করিতে তুমি প্রস্তুত আছ?"

আনন্দে তাহার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—বলিল "আমার কি তেমন অদৃষ্ট হইবে! তবে, আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমায় কাজে রাখেন, আমি প্রাণপণ আপনাকে খুসি করিতে চেষ্টা করিব। আমার বিশ্বাস, আপনার চুল আমি এখন বেশ করিয়া বিন্যাশ করিতে পারি—এই জন্য আমার নিজের চুল লইয়া আমি দিনরাত কত না খাটিতেছি।"

ইশাবেল্ জোরে জোরে হাসিয়া বলিলেন "কিন্তু মিস্ কার্‌লাইল্ হয়তঃ তোমাকে ছাড়িতে চাহিবেন না!"

"না, তা' তিনি আপত্তি করিবেনা। এই সে দিন তিনি নিজেও একথা বলিয়াছিলেন! তবে তাঁর গাউন্‌টাও আমাকে ঠিক করিয়া

দিতে হইবে। তা' আমি পারিব—আপনার ত' আর তেমন বেশি কাজ নয়।"

গম্ভীরতা অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিয়া লেডি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার টুপীও বুঝি তুমিই বানাও ?"

ঈষৎ হাসিয়া পরিচারিকা উত্তর করিল "বানাই বটে, তবে তা'রই ইচ্ছামত করিতে হয়।"

তাঁহাদের মধ্যে এই ভাবে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, এমন সময় দরজার উপর একটা মৃদু ঘা পড়িল। যয়েশ যাইয়া দরজা খুলিল। ওয়েষ্ট্‌-লীনের একটি ঝি নূতন নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছে। সে ই ঘা দিয়াছে। ইহাদের মধ্যে যে কথা বার্ত্তা হইল, ইশাবেল্‌ তাহা শুনিতে পাইলেন।

"কর্ত্রী ঠাকুরাণী এখানে আছেন ?"

"হাঁ।"

"পিটার বলিয়া দিয়াছে যে, কয়েকজন লোক দেখা করিতে আসিয়াছেন।—হেয়ার্‌রা আসিয়াছে, যয়েশ,—আর সেও সঙ্গে আছে। গাড়ী হইতে নামিবার সময় তার টুপীটার যা অবস্থা হইয়াছিল, তা' আর তোমায় কি বলিব !"

তীব্র স্বরে যয়েশ জিজ্ঞাসা করিল "সে কে ?"

"কেন, তুমি যেন আর কিছুই জান না !—মিস্‌ বার্‌বারা গো, মিস্‌ বার্‌বারা। বিবাহের জন্য সম্ভাষণ করিতে তিনিও এখানে আসিয়াছেন ! আমাদের কর্ত্রীর গেলাসে না আবার বিষ মিসাইয়া দেয়, আমার ত' সেই ভয় হইয়াছে। দুঃখের কথা কি আর বলিব,—আজ কর্ত্তা বাড়ী নাই। তা' না হইলে তিন জনের এই মিলনে কি মজাটাই না হইত !"

বলিয়া সে চলিয়া গেল। তখন দরজা বন্ধ করিয়া যয়েশ কর্ত্রীর

নিকট ফিরিয়া আসিল ; একটি বারও তাহার মনে হয় নাই যে, তাহাদের এই অর্দ্ধ-পরিস্ফুট কথা তাঁহার কর্ণ গোচর হইয়াছে।

পরিচারিকা বলিল "সুসান্ বলিয়া গেল যে, মিঃ ও মিসেস্ হেয়ার এবং কুমারী বার্‌বারা ও আর কে কে দেখা করিতে আসিয়াছেন।"

সুসানের রহস্যময় কথাগুলি মনে মনে তোল্ পাড় করিতে করিতে লেডি ইশাবেল্ নীচে নামিয়া আসিলেন।

হেয়াররা অনেকক্ষণ বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিলেন। শেষে তাহারা যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় মিস্ কর্ণি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বার্‌বারাকে কিছু দেখাইবেন বলিয়া তিনি তাহাদের প্রত্যা- বর্ত্তনে আপত্তি উত্থাপন করিলেন। কিন্তু আর একজন যাষ্টিশের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ আছে বলিয়া সস্ত্রীক যাষ্টিশ হেয়ার গাত্রোত্থান করিলেন,—বলিলেন "তবে ইচ্ছা হইলে, বার্‌বারা অপেক্ষা করিয়া যাইতে পারে।"

বার্‌বারার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল, কিন্তু মিস্ কর্ণি যে তাহাকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া যাইতে বলিলেন, সেই নিমন্ত্রণটি রক্ষা করিতে তিনি কোন আপত্তি করিলেন না।

ডিনারের সময় উপস্থিত হইলে, বেশ পরিবর্ত্তনের জন্য ইশাবেল্ উপরে গেলেন। কাজ করিতে করিতে যয়েশ চাকুরীর কথা পারিল, "মিস্ কার্‌লাইল্ স্বীকৃত হইয়াছেন—তবে তিনি বলিয়া দিয়াছেন, এবং আমি নিজেও ভাবিতেছিলাম, যে, আমার জীবনের সঙ্গে যে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা বিজড়িত রহিয়াছে, তাহা আগেই আপনাকে বলিয়া লইব।"

"কি কথা ?"

তখন যয়েশ তাহার বৈমাত্রেয়া ভগিনী য়্যাফাই সম্বন্ধীয় সমস্ত ঘটনা যথাযথ, অর্থাৎ তাহার বিশ্বাসানুযায়ী, বর্ণনা করিয়া গেল। সকল শুনিয়া ইশাবেল্ বলিলেন, "না, ইহাতে আমার মতের কোন পরিবর্ত্তন

হইতে পারে না। তোমার ত আর কোন দোষ নাই। তুমি আমার কাছেই থাকিবে।''—বলিয়া চেয়ারে হেলান দিয়া অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কেশ বিন্যাস সমাপ্ত হইলে, যয়েশ জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্‌ পোষাকটা ঠাকুরাণী ?"

হঠাৎ ইশাবেল্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন "যয়েশ, তখন দরজার নিকট দাঁড়াইয়া তুমি আর সুসান্‌ কি বলাবলি করিতেছিলে ? মিস্‌ হোয়ারের আমাকে বিষ খাইতে দেওয়ার কথা কি যেন বলিতেছিলে না ? সুসানকে বলিয়া দিও যে, এত জোরে কাণ কথা যেন আর কখনো না বলে।"

শুনিয়া যয়েশ কতকটা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল—কিন্তু হাসিয়া বলিল, "যত পাগলের কাণ্ড ঠাকুরাণী ! আসল কাথাটা এই, লোকের বিশ্বাস ছিল যে, কুমারী বার্‌বারা আমাদের কর্ত্তার উপর অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন—এমন কি তাঁহাকে রীতিমত ভালই বাসিতেন, এবং অনেকে মনেও করিত যে, ইহাঁদের বিবাহ হইবে। আমার কিন্তু মনে হয় না যে, যতই কেন না ভালবাসেন, মিস্‌ বার্‌বারা কখনো তাঁহাকে সুখী করিতে পারিতেন।"

লেডি ইশাবেলের মুখের উপর দিয়া একটা উষ্ণ স্রোত প্রবাহিত হইয়া গেল—ঈর্ষ্যার মত কেমন একটা ভাব ধাঁ করিয়া আসিয়া তাঁহার হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। আপনার স্বামীর প্রতি অপর কোন রমণী আসক্তা আছেন, কি ছিলেন, ইহা শুনিলে কোন রমণীই প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারেন না। অমনি মনে আশঙ্কা ও সন্দেহ হয়—স্বামী কি প্রতিদান দেন নাই ?

লেডি ইশাবেল্‌ মুখে কিছুই বলিলেন না। বেশবিন্যাস সমাপ্ত হইলে তিনি নীচে নামিয়া আসিলেন। সুন্দর কালো লেশের পোশাকে ও বহুমূল্য ভূষণে তাঁহাকে বড়ই রমনীয় দেখাইতেছিল। তাঁহার অতুল্য শ্রী,

তাঁহার পরিধেয়, এমন কি তাঁহার নামখোদিত সুন্দর মূল্যবান্ রুমাল খানা দেখিয়াও ঈর্ষ্যায় কাতর হইয়া কুমারী বার্‌বারা মুখ ফিরাইয়া বসিলেন; ইহাদের কিছুই দেখিতে তিনি প্রস্তুত নহেন। নীলাভ রেশমী বসনে ও মানসিক উত্তেজনায় পক্কদাড়িম্ববৎ গণ্ডদ্বয়ে, তাঁহাকেও বড় মনোরম দেখাইতেছিল। কার্‌লাইল্ তাহাকে যে হারটি দিয়াছিলেন, আজিও তিনি সেইটি গলায় দিয়াই আসিয়াছেন—এপর্য্যন্ত এক মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি ইহা কণ্ঠদেশ হইতে পৃথক্ করেন নাই।

ইশাবেল্ তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া উদ্যানের উপরিস্থ গবাক্ষ সমীপে যাইয়া দণ্ডায়মান হইলেন।—কার্‌লাইল্ আসিতেছিলেন—দেখিয়া মস্তক সঞ্চালন করিয়া উভয়কে অভিবাদন করিলেন। তাহাকে দেখিয়া বার্‌বারার গণ্ডদ্বয়ের দাড়িম্ববং পক্কবিম্ব বর্ণে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ইশাবেল্ ইহা লক্ষ্য করিলেন।

গৃহে প্রবেশ করিয়া, বার্‌বারার সঙ্গে করমর্দ্দন করিতে করিতে কার্‌লাইল্ জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন আছ, বার্‌বারা? যা'হোক্ এতদিন পরে যে, আমাদিগকে দেখিতে আসিতে পারিলে!" তার পর পত্নীর দিকে সস্নেহে আনত হইয়া মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "আর তুমি কেমন আছ প্রিয়তমে?"—এই অভিবাদনের মধ্যেও ইশাবেল্ কিন্তু চিরাভ্যস্ত চুম্বনটির অভাব অনুভব করিলেন। তবে কি তিনি চান যে, কার্‌লাইল্ তাঁহাকে প্রকাশ্যেই চুম্বন করিবেন?—না, ঠিক্ তা' নয়; কিন্তু আজ যেন কেন এই বাদটুকু তাঁহার ভাল লাগিল না।

ভোজনান্তে মিস্ কর্ণি বার্‌বারাকে লইয়া বাহিরে আসিলেন। পাঠক পাঠিকা হয়তঃ ভাবিতেছেন যে, ইষ্ট্‌লীনের প্রমোদ উদ্যানের সৌন্দর্য্য, কি লতিকাগৃহের দুর্ল্লভ আমদানী, দেখাইতেই কর্ণি তাহাকে লইয়া গিয়াছেন। না, সে সবের কিছুই না; তাহার নিকট লাউ কুমড়ার বীজ ও ক্ষেত্রের

যে মূল্য, লক্ষ পুষ্প-ক্ষেত্রের ও সে মূল্য নয়,—তিনি তাহাকে এই সকল সংগৃহীত বীজ ও চাড়াই দেখাইতে লাগিলেন। বার্বারার আসিতে তেমন ইচ্ছা ছিল না—হউক্ না পরের স্বামী, তবু কার্লাইলের নিকট থাকিতেই তা'র ইচ্ছা। কিন্তু কি করিবেন? মুখ ফুটিয়া বলিবার যে যো নাই!

মিস্ কর্ণির দ্রষ্টব্য দেখিতে দেখিতে হঠাৎ যুবতী জিজ্ঞাসা করিলেন "তাঁহাকে কেমন লাগিতেছে?"

প্রৌঢ়াকে স্বীকার করিতে হইল যে, তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহার চাইতে অনেক বেশি ভালই লাগিতেছে। "আমি ভাবিয়াছিলাম, বড় মানুষের মেয়ে আসিতেছে, না জানি কি বিবিয়ানা চালই চালিতে চাহিবে, কিন্তু এর সে সব কিছুই নাই।—এক কার্লাইল্‌কে লইয়াই ব্যস্ত: সে ছাড়া বোধ হয় ইহার আর অন্য চিন্তা নাই। ঠিক বিড়াল যেমন করিয়া ইঁদুরের আশায় বসিয়া থাকে, এও তেমনি কার্লাইল্ কখন বাড়ী ফিরিবে, তাহার অপেক্ষা করিতে থাকে। আর্কিবল্ড কাছে না থাকিলে, তা'র অস্তিত্ব বুঝিয়া উঠাই ভার!"

একটা গোলাপ ফুল ছিঁড়িয়া লইয়া, খণ্ড খণ্ড করিতে করিতে বার্বারা বলিয়া উঠিলেন "অস্তিত্ব বুঝিয়া উঠাই ভার! তবে, কেমন করিয়া সময় কাটায়?"

আঙ্গুল মট্‌কাইয়া কর্ণি কহিলেন, "কিছুই না করিয়া! এই একটু গাইল, এই একটু বাজাইল, এই একটু পড়িতে বসিল, কি কেহ আসিলে তাহার সঙ্গে একটু কথা বার্ত্তা কহিল – ঠিক এমনি করিয়া অলসের মত সময় কাটায়! সকালে জল খাইবার পরেই সে ফুঁস্‌লাইয়া আর্কিবল্ডকে এইখানে লইয়া আসে। সেটাও যেমন গাধা!—তা'র কি এমন ভাবে মজা উচিত? ইহাতে তা'র আফিসে যাইতে দেরী হইয়া যায়—কাজের

অনেক ক্ষতি হয়।—তার পরে আবার যখন সে আফিসে যাইবে, তখনো এই বাগানের মধ্য দিয়া গেট্‌ পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে নাচিতে নাচিতে যাইবেই—ইহাতে তাহার আরো দেরী হইয়া যায়! এক দিনকার কথাই বলি, শোন। সকাল বেলা হইতেই খুব বৃষ্টি হইতেছে। সে দিনও সে আর্কিবল্ডের সঙ্গে বাহির হইবে! আমি বলিলাম—না বলিয়া যে পারি না—"আপনার কাপড়-চোপর সব নষ্ট হইয়া যাইবে;" তিনি উত্তর করিলেন 'হউক্‌ গিয়া।" আর সেই আঁচলধরা আর্কিবল্ডটাও শাল জড়াইয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া গেল! এইত গেল সকাল বেলায়। বৈকালেও সে ফটকের কাছে যাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেই। এই আজ কেবল তোমার জন্য যাইতে পারে নাই। হায়, দুঃখের কথা কি আর বলিব! যে আর্কি আমার, কাজ ছাড়া কিছুই জানিত না, তা'র কাছে আজকাল স্ত্রী আগে, পরে কাজ!"

বলপূর্ব্বক উদাসীনের ভাব অবলম্বন করিয়া বার্‌বারা কহিলেন "আমার মনে হয়, এ ত' স্বাভাবিক।"

কর্ণি তীব্র প্রতিবাদ করিয়া উঠিলেন "আর আমার মনে হয়, এ স্রধু আহাম্মকী। আমি তা'দের সঙ্গে বড় মেলামেশা করি না—বিশেষতঃ বৈকালে। তখন তা'রা দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া বাগানে বেড়াইতে বাহির হয়; অথবা সে গাইতে বসে, আর ঠিক যেন সে একটা সোণার পুতুল এমনি ভাবে আর্কিবল্ড তাহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া শুনিতে থাকে! বাহ্যিক ব্যবহার দেখিয়া বিচার করিতে গেলে, বোধ হয় যে কার্‌লাইল্‌ তাহাকে সংসারের যাবতীয় মোহরের অপেক্ষাও মূল্যবান্‌ মনে করিয়া থাকে। কালরাত্রে যে তামাসাটা দেখিয়াছি! দুই জনে গাড়ী করিয়া কোথায় বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল; রাত্রি যখন প্রায় সাড়ে সাতটা তখন বাড়ী ফিরিয়া আসিল। আর্কিবল্ডের মাথাধরা-টরা কিন্তু একদম

নাই, বলিলেই হয়। কাল কিন্তু তাহার ভারি মাথা ধরিল। খাইয়াই সে যাইয়া পাশের ঘরে সোফার উপর টান্‌-টান্‌ হইয়া পড়িল। কর্ত্রী এক পেয়ালা গরম চা লইয়া তার পিছু পিছু চলিয়া গেল—নিজের পেয়ালা কিন্তু টেবিলের উপরই ঠাণ্ডা হইতে লাগিল। আমি অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। যখন দেখিলাম যে তিনি আর আসিলেনই না, তখন চা'র কথাটা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য যাইয়া দরজা ঠেলিয়া ঢুকিলাম। দেখি কি, ঠাকুরাণীর বড় আদরের রুমাল খানা আর্কিবল্ডের কপালের উপর ইউ-ডি কলোনে চুপ্‌-চুপ্‌ করিতেছে! তিনি স্বয়ং হাঁটু পাতিয়া বসিয়া তাহার মুখের উপর চাহিয়া রহিয়াছেন?—আর আর্কিবল্ড তাহার কোমর জড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছেন! এখন বল দেখি বার্‌বারা, এমন করিয়া একটা পুরুষকে লইয়া পুতুল খেলা আর কখনো দেখিয়াছ কি? এদের কি বুদ্ধির লেশ ও আছে? বিবাহের আগে কিন্তু ঘুমাইলেই আর্কির মাথা ধরা সারিয়া যাইত!"

বার্‌বারা কোন উত্তর করিলেন না, বরং অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া হাটিতে লাগিলেন।

হাটিতে হাটিতে তাহারা মালীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মিস্‌কর্ণি তাহাকে কি বলিতে লাগিল; বার্‌বারা ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

এদিকে, বার্‌বারা ও কর্ণি বাহির হইয়া গেলে, ইশাবেল্‌ ও তাঁহার স্বামী যাইয়া পিয়ানো লইয়া বসিলেন। বার্‌বারা যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন ইশাবেলের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহার প্রাণে তীব্র জ্বালা ও দারুণ লোভের সঞ্চার হইল। কর্ণির মত তিনিও দরজাটি ঈষৎ ফাঁক করিয়া চোরের মত কক্ষ্যভ্যন্তরে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে—স্পষ্ট কিছুই দেখা যাইতেছে না; কিন্তু

বার্‌বারা স্পষ্টই দেখিতে পাইলেন যে, ইশাবেল্ পিয়ানোর সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছেন, আর কার্‌লাইল্ তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। ইশাবেল্ গাহিতেছেন—"অপর অধরে যবে হাসি ফুটে উঠে—।"

সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "আর্কিবল্ড, এই গানটা তুমি এত পছন্দ কর কেন ?"

"বলিতে পারি না। তোমার মুখে শুনিবার আগে আর কখনো এত ভাল লাগে নাই।"

"এতক্ষণেও কি তাহারা ফিরিয়া আসেন নাই ? এখন পাশের ঘরে যাইবে কি ?"

"আর এই গানটা মাত্র—'বলে কি হইবে প্রিয়ে কত ভালবাসি!'—ভাবটা বড়ই মধুর ও হৃদয়স্পর্শী।"

"বাস্তবিকই ভারি মধুর। আশ্চর্য্য, তোমার রুচি ঠিক বাবারই মত! এই সকল প্রশান্তভাবপূর্ণ, উচ্চকল্পনাপ্রসূত গান তাঁহার বড়ই ভাল লাগিত—আর তোমার ও লাগে।" তারপর হাসিয়া বলিলেন "আর সত্য কথা বলিতে গেলে, আমার ও লাগে। বাবার কাছে যখন এই গান গুলি করিতে থাকিতাম, মিসেস্‌ ভেন্ তখন নানাপ্রকার মুখভঙ্গী করিতে থাকিত আর কাণে আঙ্গুল দিয়া বসিত! আর বাবাও তা'র উপযুক্ত পুরস্কার দিতেন; সে যখন উচ্চস্বরে তা'র বড় আদরের ইটালীদেশের গানগুলি করিতে বসিত, বাবা তখন ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেন। যখন সে আমাদের সঙ্গে লণ্ডনে ছিল, তখনকার কথা বলিতেছি।"

তারপর তিনি সুমিষ্ট, অনুচ্চ ও ঐকান্তিক স্বরে, অতি সুন্দর ভাবে সঙ্গীতটি আরম্ভ করিলেন—যখন চরমসীমায় যাইয়া পৌঁছিলেন, তখন পিয়ানোটির স্বর লহরীও ধীরে ধীরে যাইয়া নীরব পড়িল। চতুর্দ্দিকে এক অপূর্ব্ব নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল।

তখন স্বামীর স্কন্ধে মস্তক হেলাইয়া, উর্দ্ধ নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, যুবতী কহিলেন "আর না, হয়েছে। আজ তোমায় অন্ততঃ দশটি গানও শুনাইলাম। তোমার বথ্‌সিস্‌ দেওয়া উচিত।"

কার্‌লাইল্‌ও বথ্‌সিস্‌ দিলেন!—তাঁহার দেবদুর্ল্লভ মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া, গভীরতম সোহাগভরে চুম্বনের উপর চুম্বন করিতে লাগিলেন! জানালার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, শার্সির উপর কপাল বিন্যস্ত করিয়া বার্‌বারা সুমলিন নৈশ আকাশের দিকে চক্ষু ফিরাইলেন—একটি অনুচ্চ যন্ত্রণাধ্বনি আপনা-আপনি তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল! প্রায় এমনই সময়ে স্বামীর বাহু আশ্রয় করিয়া, ইশাবেল্‌ বাহির হইয়া আসিলেন। "এই যে, কুমারী বার্‌বারা, আপনি এখানে একা দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন! আমায় মাফ্‌ করুন। আমার বিশ্বাস ছিল যে, এখনো আপনি মিস্‌ কার্‌লাইলের সঙ্গেই রহিয়াছেন।"

কার্‌লাইল্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন "কর্ণেলিয়া কোথায়, বার্‌বারা?"

মর্ম্মপীড়িতা সুধু উত্তর করিলেন "আমি এইমাত্র আসিয়াছি। তিনিও বোধহয় আসিলেন বলিয়া।"

বলিতে না বলিতেই চিৎকার করিতে করিতে কর্ণেলিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন—ক্রোধে তাহার স্বর চড়িয়া গিয়াছে।

"আর্কিবল্ড, তুমি নাকি মালীকে মটরের বীজ গুলিকে ডিম্বাকৃতি করিয়া লাগাইতে বলিয়াছ? আমি চতুর্ভুজাকৃতি করিতে বলিয়াছিলাম।"

ভ্রাতা সুধু কহিলেন "ইশাবেল্‌ ডিম্বাকৃতিই বেশি পছন্দ করেন।"

ভগিনী আবার কহিলেন "না, চতুর্ভুজ করিলেই ভাল হইবে।"

"ঠিকই হইয়াছে, কর্ণেলিয়া। আর ব্লেয়ারের কোন দোষ নাই; সে আদেশানুযায়ীই কাজ করিয়াছে। আমার ইচ্ছা যে কেয়ারিটা ডিম্বাকৃতিই করা হয়।"

কর্ণি চিৎকার করিয়া উঠিলেন "লোকটা একটা নিরেট্ গাধা, তার উপর আবার খচ্চরের মত অবাধ্য!"

"আমার কিন্তু ঠিক উল্‌টা বিশ্বাস, কর্ণেলিয়া।—লোকটা খুবই ভাল।"

আঙ্গুল মট্‌কাইয়া মিস্ কর্ণি বলিয়া উঠিলেন "তা' ত' হইবেই। তুমিত' কোন দিনও কাহারও দোষ দেখিতে পাও না! কোন কোন বিষয়ে চিরকালই তুমি আহাম্মক, আর্কিবল্ড!"

প্রফুল্লতার সঙ্গে কার্‌লাইল্ হাসিয়া উঠিলেন: তাহার প্রকৃতি চিরকালই ধীর, শান্ত; তদুপরি, বাল্যকাল হইতেই তিনি ভগিনীর নিকট ইত্যাকার কুৎসিৎ অভিনন্দন পাইতে অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছেন। ইশাবেল্ মনে মনে ভারি বিরক্ত বোধ করিলেন—দিনের দিন স্বামীর উপর তাঁহার আসক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে।

ইতিমধ্যে বার্‌বারা ও ইশাবেল্ যাইয়া টেবিলের পার্শ্বে উপবেশন করিতেছিলেন; তাহাদিগের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া কার্‌লাইল্ বলিলেন "যা'ক্, সকলেই যে তেমন মনে করে না, সে ও ভাল।"

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া ধীরে ধীরে রাত্রিতে আসিয়া পরিণত হইয়াছে; না, দেখিতে দেখিতে ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দশটা বাজিয়া গেল। সবিস্ময়ে বার্‌বারা চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন "উঃ, এত রাত্রি হইয়াছে! নিশ্চয়ই এতক্ষণে কেহ আমাকে নিতে আসিয়া থাকিবে!"

কিন্তু অনুসন্ধানে জানা গেল যে, তখনো কোন লোক আসিয়া পৌঁছায় নাই।

তখন কতকটা অস্থিরভাবে বার্‌বারা বলিলেন "তবে দেখিতেছি, পিটারকেই আমার বিরক্ত করিতে হইতেছে। শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া মা হয়তঃ ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন; আর বাবা আমার কথা ভুলিয়াই গিয়াছেন!"

তারপর হাসিয়া কহিলেন "কিন্তু বাহিরে পড়িয়া থাকিলে ত' আর আমার চলিবে না !"

অর্থসূচকভাবে কার্‌লাইল্‌ বলিলেন "যেমন এক রাত্রিতে ছিলে, বার্‌বারা !"

—যে রাত্রিতে যুবতী রিচার্ডের সঙ্গে কথা বলিতে যাইয়া, বাহিরে পড়িয়া থাকিবার মত হইয়াছিলেন, কার্‌লাইল্‌ সেই রাত্রির দিকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা কয়টি বলিয়াছেন। ইহাতে অনেক দুঃখময় স্মৃতি জাগরিত হইয়া, বার্‌বারার মুখের উপর একটা বিষাদের ছায়া পড়িল।

মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় সকল ভুলিয়া যাইয়া বার্‌বারা বলিয়া উঠিলেন "না, আর্কিবল্ড, সে কথা আর তুলিও না।"—ইশাবেল্‌ বড় বিস্ময় বোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মুখে কিছু বলিলেন না।

বার্‌বারা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "পিটার আমায় দিয়া আসিতে পারিবে না ?"

কার্‌লাইল উত্তর করিলেন "না, অনেক রাত্রি হইয়াছে ; আমার নিজেরই তোমাকে লইয়া যাওয়া উচিত।"

শুনিয়া বার্‌বারার হৃদয় দুর্‌ দুর্‌ করিতে লাগিল। যখন তিনি আপনার পরিত্যক্ত পরিধেয় পরিতে লাগিলেন, তখনো—যখন তিনি লেডি ইশাবেল্‌ ও মিস্‌ কর্ণির নিকট বিদায় লইলেন, তখনো—দুর্‌ দুর্‌ করিতে লাগিল ; তার পরে যখন তিনি কার্‌লাইলের সঙ্গে বাহিরে আসিয়া তাহার বাহু অবলম্বন করিয়া চলিলেন, তখন একেবারে ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ করিয়া উঠিল ! সবইত ঠিক আগের মত রহিয়াছে—কেবল সে ই আর এক জনের স্বামী হইয়া পড়িয়াছে। কেবল এই টুকুত !—কিন্তু এই এত টুকুতেই কত আকাশ পাতাল ব্যবধান হইয়া গিয়াছে।

জুন মাসের রাত্রি—বেশ একটু সুখোষ্ণ, বেশ চিত্তাকর্ষক ; জ্যোৎস্না

বিভূষিতা নহে, নিদাঘের দীর্ঘস্থায়ী গোধূলীর লোহিত রাগে ঈষদুদ্ভাসিতা। পুষ্পোদ্যানটি অতিক্রম করিয়া তাহারা আসিয়া সদর রাস্তায় পড়িলেন। শেষে আবার এই সদর রাস্তা পার হইয়া মাঠমধ্যবর্ত্তী একটি সঙ্কীর্ণ রাস্তার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই রাস্তাটি যাষ্টিশ্‌ হেয়ারের গৃহের পশ্চাদ্দিক দিয়া চলিয়া গিয়াছে। বার্‌বারা স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন।

কার্‌লাইল্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন "এত রাত্রে এই মাঠের রাস্তাটা দিয়া যাইতে চাও নাকি? শিশির পড়িয়া ঘাসগুলি এতক্ষণে নিশ্চয়ই ভিজিয়া গিয়াছে; আর পথও কিছু বেশি।"

"কিন্তু সদর রাস্তার ধূলা ত' আর ভোগ করিতে হইবে না।"

"তা' বটে! তোমার যদি ইচ্ছা হয় ত' চল। মিনিট্‌ তিনেকের ত' কথা।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া যুবতী আপন মনে কহিলেন "উঃ, তার কাছে ফিরিয়া যাইবার জন্য কি ব্যস্ত! এখনি একটা 'হস্তন্যস্ত' করিতে হইবে— নহিলে আমার বুক্‌ ফাটিয়া চৌচিড় হইয়া যাইবে!"

তাহারা পাশাপাশি হইয়া চলিয়াছেন, বার্‌বারা কার্‌লাইলের বাহু ধরিয়া, আর কার্‌লাইল্‌ তাহার ক্ষুদ্র ছাতাটি হস্তে করিয়া। ইশাবেল্‌কে বিবাহ করিতে যাইবার পূর্ব্ব রজনীতেও তাহারা এই ভাবেই গিয়াছিলেন— তবে এবার আর কার্‌লাইল্‌ ছত্রদ্বারা বেড়ার উপর আঘাত করিতেছেন না। যুবতীর মনে সেই রাত্রির একটা উজ্জ্বল ছবি প্রতিফলিত হইয়া উঠিল; তখন যত কথা হইয়াছিল, যত মিথ্যা আশায় তিনি প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন, সকলই তাহার কাণের নিকট ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, তাহার হৃদয়ের দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। আর, সেই মিথ্যা আশার তীব্র পরিণাম তাহাকে ভয়ানক অস্থির করিয়া তুলিল।

স্ত্রীলোকের জীবনে প্রায়ই এমন দুই এক মুহূর্ত্ত উপস্থিত হয়, যখন তিনি এতটা আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়েন যে, আপনার আচরণের দিকে আর তাহার লক্ষ্য থাকে না; ঔচিত্যানুচিত্যের পার্থক্য ভুলিয়া যাইয়া, বাস্তব জীবনের কার্য্যকলাপেও তিনি উপন্যাসসুলভ, উপন্যাস-সম্ভব ভাবের বিকাশ ফলাইয়া তুলেন। অনেকবার এমন ঘটনা না ঘটিতে পারে; আবেগ, ভাব ও মেজাজের উপর পূর্ণ ক্ষমতাও আধিপত্যশালিনী, গম্ভীর-বুদ্ধি, চাপাপ্রকৃতির স্ত্রীলোকের জীবনে এরূপ অবস্থা না হইলেও হইতে পারে,—কিন্তু শতকরা নিরনব্বই জন রমনীই দুই একটি অসতর্ক মুহূর্ত্তে, এমন মূর্খতা, এমন আত্মাবমাননার কার্য্য করিয়া বসেন যে শেষে সমস্ত জীবন ভরিয়া তাহার জন্য আত্মগ্লানি ভোগ করিয়া থাকেন। বার্‌বারা হেয়ারের মেজাজও আজ ঠিক তাহার বশে নাই! তাহার প্রেম, তাহার ঈর্ষা, বিবাহের পর হইতেই যে দুরন্ত যন্ত্রণা তাহার হৃদ্‌-পিণ্ড ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিতেছিল, সেই দারুণ যন্ত্রণা; আর তাহাকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করিয়া অন্যকে বিবাহ করা হইয়াছে এই মর্ম্মের, অপমানের বৃশ্চিক দংশন, সকলই আজ প্রদাহিকা শক্তি লইয়া তাহার মনে টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। আজিকার সন্ধ্যাটি নব দম্পতির সাহচর্য্যে কাটাইতে যাইয়া তাহাদের মানসিক সুখের যে সুস্পষ্ট চিত্র তিনি দেখিয়া আসিয়াছেন, আপনার কার্‌লাইল্‌কে তাহার পত্নীর উপর যে অপরিমেয় সোহাগ-আদর বর্ষণ করিতে দেখিয়াছেন, সে সকলই তাহাকে ক্রমে ক্রমে এতটা উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছে যে তাহার মেজাজ, জিহ্বা ও কল্পনা উন্মত্ত বেগে কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে। আপনাকে তিনি চিরদিনের মত একেলা, যাহা কিছু জীবনকে প্রিয় করিয়া থাকে, সে সকল হইতেই চিরকালের মত বহিষ্কৃতা, বোধ করিতেছেন। 'তা'রাইত সংসার—তিনিত' ইহার বাহিরে! আজ তাহার অস্তিত্ব-অনস্তিত্বে কার্‌লাইলের কি

আসিয়া যায়?—'এতটুকু আত্মসংযম থাকিলেও বার্‌বারা, যে কথাগুলি বলিতে যাইতেছেন, যে কথার স্মৃতি দুঃস্বপ্নের মত চিরকাল তাহাকে পীড়া দিতে থাকিবে, যে কথা মনে হইলেই লজ্জায় তাহার মুখমণ্ডল লাল হইয়া উঠিবে, সেই কথা জিহ্বাগ্রেও আনিতেন না! তবে, (যদি তাহার পক্ষে কিছু বলিলেও বলা যায়) কার্‌লাইলের সঙ্গে তাহার বড় অন্তরঙ্গ ঘনিষ্টতা আছে বলিয়াই তাহার কার্য্যকলাপ যে টুকু সমর্থন করা যাইতে পারে। বার্‌বারার নিজের মনের ঐকান্তিক আসক্তির কথা বাদ দিলেও, কার্‌লাইলের উপর অভিমান ও অত্যাচার করিবার মত কতকটা অধিকার তাহার ছিলই। বাল্যকাল হইতেই তাহারা সহোদর-সহোদরার মত অবাধ মেশামিশিতে চলিয়া আসিতেছেন। ইহার ফলে লজ্জাসঙ্কোচের মাত্রা অনেক পরিমাণে তিরোহিত হইয়াছে।—কার্‌লাইল্ কিন্তু বার্‌বারার মনে যে তুমুল ঝড় বহিতেছিল, তাহার লেশমাত্রও বুঝিতে পারেন নাই—আর বুঝিবেনই বা কেমন করিয়া? তাহার জ্ঞান-বিশ্বাসেত' কথনো তিনি এমন ঝড় বহিবার কোন কারণ প্রদান করেন নাই!—তিনি বরং, যাহাতে উপেক্ষিতা অভিমানিনীর অভিমানের শিখা লেলিহান হইয়া উঠে, অজ্ঞাতভাবে তাহাই করিতেছিলেন—নিতান্ত ভাল মানুষটির মত, অপ্রাসঙ্গিক অবান্তর বিষয়ের কথা উত্থাপন করিতেছিলেন।

"তোমার বাবা কখন ঘাস কাটাইতে আরম্ভ করান, বার্‌বারা?"

কোন উত্তর নাই; যুবতী প্রাণের উচ্ছাস চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। কার্‌লাইল্ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "জিজ্ঞাসা করিতেছি কি, তোমার পিতা কখন ঘাস কাটাইতে আরম্ভ করেন।"

এবারো কোন উত্তর নাই; বাস্তবিকই এখন কোন উত্তর করা যুবতীর সাধ্যাতীত। -তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে; মুখমণ্ডল

খিঁচিয়া আসিতেছে। আর তাহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস—অন্ততঃ ধ্বনিটা শুনিয়া তেমনই বোধ হইল—হঠাৎ তাহার, মুখ হইতে বহির্গত হইল। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া কার্ লাইল্ জিজ্ঞাসা করিলেন "একি! তোমার অসুখ করিয়াছে? কি হইয়াছে বার্ বারা?"

আর বাধা মানিল না; ক্রোধ, মেজাজের উগ্রতা, তীব্র অনিষ্টবোধ, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, সব একসঙ্গে হইয়া একটা মহামারী কাণ্ড ঘটাইয়া তুলিল হিষ্টেরিয়ার যেমন হয়, এতগুলি ভীষণ ভাবের সমাবেশে বাব্ বারার শরীর ও তেমন ঠক্ ঠক্ কাঁপিতে লাগিল। কতকটা কোলে করিয়া, কতকটা টানিয়া, লইয়া যাইয়া কার্লাইল তাহাকে বেড়ার গায়ে ঠেঁস্ দিয়া দাঁড় করাইলেন ও নিজের বাহু দিয়া আগ্ লাইয়া রাখিলেন। এত গভীর নীরব রাত্রে এ আবার কিসের গোলযোগ ভাবিয়া, সবিস্ময়ে দুইটা বাছুর সঙ্গে করিয়া একটা গরু আসিয়া একদৃষ্টে তাহাদিগকে দেখিতে লাগিল।

অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত এই দুরন্ত ভাবোচ্ছ্বাসের সঙ্গে লড়াই করিয়া বার্বারা কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন। ক্রমে ঘন ঘন প্রবল শ্বাস পড়া ও হিষ্টেরিয়ার লক্ষণগুলি অনেকটা মন্দীভূত হইয়া আসিল। কিন্তু উত্তেজনা ও ক্রোধের মাত্রা তেমনই রহিয়া গেল। কার্লাইলের স্পর্শে আজ প্রাণে আগুণ জ্বলিয়া উঠিতেছে; তাহার হাত সরাইয়া দিয়া, বেড়ার গায়ে পিঠ লাগাইয়া যুবতী হেলান দিয়া দাঁড়াইলেন। কার্লাইলের ইচ্ছা হইতেছে, দৌড়াইয়া যাইয়া সমীপবর্ত্তী পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া তাহার মুখে চোখে সিঞ্চন করেন; কিন্তু সঙ্গে যে টুপী ছাড়া আর কিছুই নাই! কিঞ্চিৎ পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "বার্ বারা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল বোধ করিতেছ কি? আচ্ছা, তোমার আবার এ সব হইল কি?"

আবেগাতিশয্যে ও আত্মসংযমের অভাবে যুবতী গর্জ্জিয়া উঠিলেন "এ সব হইল কি! তুমি, তুমি কার্‌লাইল্‌, একথা জিজ্ঞাসা করিতে পার?"

কার্‌লাইল্‌ একেবারে অবাক্‌ হইয়া পড়িলেন; কিন্তু সমবেদনার দুর্ব্বোধ্য নিয়মে তাহার হৃদয়ে ধীরে ধীরে প্রকৃত ব্যাপারের একটা অস্পষ্ট অপ্রীতিকর ধারণা জাগ্রত হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার কথা আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছিনা, বার্‌বারা। আমার কোন কাজে, কথায় কি ব্যবহারে যদি তুমি ব্যথা পাইয়া থাক, তবে তা'র জন্য বাস্তবিকই আমি খুব দুঃখিত—আমি জ্ঞাতসারে তাহা করি নাই।"

"বাস্তবিকই দুঃখিত! সন্দেহ কি? আমার জন্য তোমার কি আসিয়া যায়?" তা'র পর মৃত্তিকায় পদাঘাত করিয়া কহিতে লাগিলেন "কাল যদি আমি মাটির নীচেও যাই, তা'হলেই বা তোমার ক্ষতিবৃদ্ধি কি? আদর করিবার জন্য, সোহাগ করিবার জন্য, ভাবিবার জন্য, তোমার ত' স্ত্রীই রহিয়াছে; আমি কে?"

নিজের সম্মান রক্ষার দিকে যুবতীর যতটা দৃষ্টি ছিল, কার্‌লাইলের তদপেক্ষা অধিক ছিল; উদ্বেগে চতুর্দ্দিকে কটাক্ষ পাত করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন "চুপ, চুপ,!"

"চুপ!—হাঁ, তুমি ত' তা' বলিবেই। আমার দুঃখ, আমার যন্ত্রণায় তোমার কি? শোন, আর্কিবল্ড কার্‌লাইল, যে যন্ত্রণায় জীবন যাপন করিতেছি, তাহার পরিবর্ত্তে আমি বরং মরিতেও প্রস্তুত! আমার প্রাণের বেদনা আমার সহ্যশক্তির সীমা অতিক্রম করিয়াছে!"

অতিমাত্র উত্যক্ত ও বিরক্ত বোধ করিয়া কার্‌লাইল্‌ বলিতে লাগিলেন "তোমার কথা বুঝিতে পারিতেছি না, এখন ত' আর একথা

বলিতে পারি না। কিন্তু, স্নেহের বার্বারা, আমি ত কখনো এমন কোন কাজ করি নাই, এমন কোন কথা বলি নাই, যাহাতে করিয়া তুমি মনে করিতে পার যে, আমি—যে, আমি—যে,—আমি তোমাকে ভালবাসা দেখাইয়াছিলাম।”

কষ্টে শ্বাস ফেলিতে ফেলিতে যুবতী কহিলেন “কখনো এমন কোন কাজ কর নাই! যখন তুমি প্রায় আমার ছায়ারই মত প্রতিনিয়ত আমার অনুসরণ করিতে, যখন আমাকে এইটি দিয়াছিলে”—বলিতে বলিতে জামার বোতাম খুলিয়া, লকেটটি হাতে তুলিয়া তাহার চক্ষুর সম্মুখে ধরিলেন; “যখন তুমি সহোদরের অপেক্ষাও বেশি ঘনিষ্টভাবে আমার সঙ্গে মেশামিশি করিয়াছিলে, তখন?”

“তখনও বার্বারা, অন্যভাবে, অন্য উদ্দেশ্যে নয়—ঠিক ভাই এরই মত চোখে দেখিয়াছি, ভাই এরই মত ভাল বাসিয়াছি।—তা’র বেশি কিছু করি নাই—কখনো মনেও ভাবি নাই” সরল সহজ ভাবে তিনি এই কথা কয়টি বলিলেন।

“কি, ভাই এরই মত! তা’র বেশি কিছু কর নাই!” উত্তেজনায় তাহার কণ্ঠস্বর আবার চড়িয়া উঠিল: আর বোধ হয় তিনি ইহা সংযত রাখিতে পারিলেন না!—“কিন্তু এই মেশামিশিতে আমি যে তোমাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিলাম, তাহা কি তোমার বিবেচনা করা উচিত ছিল না?—আমার মর্ম্মে আঘাত দিতে কি তোমার এতটুকুও কুণ্ঠা বোধ হয় নাই?—উঃ, এমন তুমি!”

কাতর স্বরে যুবক কহিলেন “আস্তে, বার্বারা আস্তে। এতটা অবুঝ্ হইও না—একটু শান্ত, একটু স্থির হও। আমার ব্যবহারে যদি কখনো তুমি, প্রকৃত পক্ষে আমি তোমাকে যতটা ভালবাসিয়াছি, তাহার অপেক্ষা বেশি ভালবাসার আভাষ পাইয়া থাক, সেটা তবে আমার

সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় ও অজ্ঞাতসারেই হইয়াছে!—তা'র জন্য বাস্তবিকই আমি বড় দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইয়াছি।"

ধীরে ধীরে বার্‌বারা শান্ত ভাব ধারণ করিতেছিলেন। এমন তীব্র ও আকস্মিক বর্ষণে তাহার হৃদয়ের ভার অনেকটা লঘু হইয়া আসিয়াছে—কিন্তু অতিমাত্র অবসাদে তাহার বদনমণ্ডল নিষ্প্রভ ও নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়াছে। কার্‌লাইলের দিকে এই মুখ তুলিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "সে যদি না আমাদের মধ্যে আসিত, তবে তুমি আমাকে ভাল বাসিতে ত'?"

"বলিতে পারি না—এখন তাহা কেমন করিয়া বলিব? আমি ত' তোমাকে পরিষ্কারই বলিতেছি যে, কখনো আমি তোমাকে বন্ধুর মত, ভগিনীর মত বই অন্য চোখে দেখি নাই।—আর যে কি হইত, বা করিতাম, এখন তাহা বলিতে পারি না।"

তখন যুবতী কাতর স্বরে বলিতে লাগিলেন "লোকে এই ভালবাসার কথা না জানিলে, আমি অধিকতর শান্ত ভাবে সহ্য করিতে পারিতাম। আমাদের বিবাহ হইবে বলিয়া সমস্তটা ওয়েষ্টলীনই এতদিন কাণাঘুষা করিয়াছে; আর আজ তাহারা আমাকে স্তধু কৃপার চোখে দেখিতেছে! হায়, আর্কিবল্ড, ইহার বদলে তুমি আমাকে প্রাণে মারিলে না কেন?"

যুবক আবার কহিলেন, "বড়ই দুঃখিত হইয়াছি বার্‌বারা, ইহার অধিক আর এখন আমার বলিবার কিছুই নাই।—তবে আশা করি যে, শীঘ্রই তুমি এ সকল ভুলিয়া যাইতে পারিবে। তোমায় আমায় যে কথা হইল, এই রাত্রির সঙ্গে সঙ্গেই তাহা বিস্মৃতির জলে ডুবাইয়া দিতে চেষ্টা করিও—তবে এখনো আমাকে বন্ধু বলিয়া, ভাই বলিয়াই জানিও। তার পর গম্ভীরতর স্বরে কহিলেন "তুমি ঠিক জানিও, বার্‌বারা, এই

ভাবে আত্ম প্রকাশ করাতে তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধার এতটুকুও লাঘব হয় নাই—কথনো হইবে না।"

বলিয়া তিনি আবার চলিবার উপক্রম করিলেন—কিন্তু বার্‌বারা এক পদ ও নড়িলেন না। তাহার বিবর্ণ কপোল বহিয়া নীরবে ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রু ঝরিতেছে। ঠিক এমনি সময়ে কে জিজ্ঞাসা করিল "কে, কুমারী বার্‌বারা ?"

বন্দুকের গুলিতে আহতার মত বার্‌বারা চমকিয়া উঠিলেন। বেড়ার অপর পার্শ্বে তাহাদের প্রধান পরিচারিকা উইল্‌সন্ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে !—পরিচারিকা বলিতে লাগিল যে, য়্যাম্পার বাড়ীতে ছিল না ; এ দিকে রাত্রি ও বেশি হইতেছে বলিয়া মিসেস্ হেয়ার তাহাকেই কুমারীকে লইয়া যাইবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। কার্‌লাইল্ হাত ধরিয়া তাহাকে বেড়া পার করাইয়া দিলেন। তথন মৃদু স্বরে যুবতী কহিলেন "এথন আর তোমার আমার সঙ্গে আসিবার আবশ্যক নাই।"

যুবক কহিলেন "না, তোমাকে একেবারে বাড়ী পর্য্যন্ত রাখিয়াই আসিব।" তথন বার্‌বারা তাহার হাত ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন।

কিয়ৎকাল নীরবে চলিয়া তাহারা আসিয়া কুঞ্জের থির্‌কি দ্বারে উপনীত হইলেন। উইল্‌সন্ ভিতরে প্রবেশ করিল। তথন বার্‌বারার উভয় হস্ত ধারণ করিয়া কার্‌লাইল্ বলিলেন "বিদায় বার্‌বারা। ভগবান্ তোমার আত্মার শান্তি বিধান করুন !"

বার্‌বারা চিন্তা করিবার অবসর পাইয়াছেন। উত্তেজনা নির্ব্বাপিত হইয়া আসাতে আপনার এই নির্লজ্জ অভিনয়ের কথা মনে করিয়া এথন তিনি আপনাকে বড় ধিক্কার দিতেছেন। যুবতী কি রকম দমিয়া পড়িয়াছেন, কতটা বিবর্ণ হইয়াছেন, কারলাইল্ তাহা লক্ষ্য না করিয়া পারিলেন না।

নিতান্ত মর্ম্মপীড়িত ভাবে যুবতী কহিলেন "নিশ্চয়ই আমি পাগল হইয়াছিলাম, নহিলে এ সকল কথা আমি কেমন করিয়া মুখে আনিলাম। দোহাই তোমার, আমার কথাগুলি ভুলিয়া যাও।"

"তোমাকেত' আগেই আমি এ কথা বলিয়াছি।"

রুদ্ধ-শ্বাসে কাতর ভাবে যুবতী জিজ্ঞাসা করিলেন "বল, বল, তোমার—তোমার—স্ত্রীর নিকট বলিয়া দিয়া আমায় আর তুমি অপমানিত করিবে না?"

তিরস্কারের চক্ষুতে চাহিয়া, তিরস্কারের স্বরে কারলাইল্ শুধু বলিলেন, "বারবারা!"

বারবারা বুঝিলেন, বলিলেন—"তোমায় ধন্যবাদ।—তবে এখন যাও।"

কিন্তু তখনো কারলাইল্ তাহার হাত ধরিয়া রহিলেন "আশীর্ব্বাদ করি, ভরসা করি, শীঘ্রই আমার অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি আসিয়া তোমার এই হৃদয়-ভরা প্রেমের অধিকারী হইবে।"

উত্তেজিত ভাবে যুবতী বলিয়া উঠিলেন "কখনই না, কখনই না। এত সহজে আমি ভাল বাসি না, বা ভুলিতে পারিব না।—ঠিক জানিও তুমি, মরণ পর্য্যন্ত আমি কুমারী বারবারা হেয়ারই থাকিব।"

চিন্তাভারাক্রান্ত হৃদয়ে কারলাইল্ গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন। বার্‌বারার হৃদয়ের এই আকস্মিক অভিব্যক্তিতে তাহার হৃদয়ে বিষাদ (বোধ হয় একটু গরিমাও) উপস্থিত হইয়াছে—বার্‌বারাকে যে তিনি বরাবরই প্রীতির চক্ষুতে দেখিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু সে প্রীতি বার্‌বারার হৃদয়ের আসক্তির অনুরূপ, কি তাহার স্ত্রীকে তিনি যে প্রীতির চক্ষুতে দেখিয়া থাকেন, তাহার অনুরূপ, নহে—ইহা সম্পূর্ণই এক নূতন রকমের। ভগিনীর সঙ্গে আমরা যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি, যেরূপ ভাবে মিলিয়া মিশিয়া থাকি, তাহার অপেক্ষা ঘনিষ্টতর ভাবে কখনো

কি তিনি বারবারার সঙ্গে ব্যবহার করিয়াছেন, কথনো কি মেলা মেশা করিয়াছেন?—আপনার বিবেককে তিনিও এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। বিবেক বলিল, "তা' একটু করিয়াছ বই কি!—তবে ইহার ফলে যে অনিষ্ট ঘটিল,—তুমি অবশ্যই সে সম্বন্ধে কথনো কোন সন্দেহ মনে স্থান দাও নাই।"

সর্ব্বশেষে এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি আপনার মানসিক অবসাদটা দূরে ঝাড়িয়া ফেলিতে চেষ্টা করিলেন "ভগবান্‌ করুন, শীঘ্রই যেন মনের মানুষ পাইয়া সে আমাকে ভুলিয়া যায়। আর ঐ যে কি বলিয়াছে—চির কাল কুমারী বারবারা হেয়ারই থাকিবে, সে সব যত নাই-পাগ্‌লামো! উদ্ভ্রান্ত প্রেমিকা যুবতীরা এমন ধারা ছাই পাশ——"

এমন সময়ে কোন সুমিষ্ট কণ্ঠ ডাকিল "আর্কিবল্ড!"

কারলাইল্‌ তখন স্বকীয় গৃহের অতি সন্নিকটবর্ত্তী একটা বৃক্ষের নিকট দিয়া যাইতে ছিলেন। সেই বৃক্ষান্তরাল হইতেই একটি অস্পষ্ট মূর্ত্তি তাহাকে এই রূপ ভাবে ডাকিয়াছে।

তাড়াতাড়ি তাহার সন্নিকটে যাইয়া, তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া, কারলাইল্‌ বলিয়া উঠিলেন, "কে, প্রিয়তমে, তুমি!"

"তোমাকে দেখিবার জন্য আমি বাহিরে আসিয়াছি,—কতক্ষণ হইল তুমি আসিয়াছ!"

পত্নীর হাত ধরিয়া পাশাপাশি হাটিয়া যাইতে যাইতে কারলাইল্‌ বলিলেন, "বাস্তবিকই অনেক ক্ষণ হইয়াছে। মধ্যপথে একটা ঝির সঙ্গে দেখা হইয়াছিল বটে, কিন্তু একেবারে বাড়ী রাখিয়া আসাটাই ভাল মনে করিলাম।"

"হেয়ারদের সঙ্গে তোমার খুব ঘনিষ্টতা?"

"সব—কর্ণেলিয়ার সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক আছে যে"

"বারবারা দিব্যি মেয়ে, নয় কি ?"

"চমৎকার।"

"এমন অবস্থায়—তোমার সঙ্গে যথন আগের এতটা মেশামিশিও—তোমাদের ছ'জনের মধ্যে যে ভালবাসাটা হইল না কেন, তাই ভাবচি!"

কারলাইল্ খুব হাসিয়া উঠিলেন—অর্থশূন্য হাসি নয়; এই মাত্র যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার পরে কি আর পরিহাসের হাসি আসিতে পারে ?

"ওকি, হাসিতেছ যে!—তবে ভালবাসিয়াছিলে, আর্কিবল্ড ?"

অতি মৃদু স্বরে, ঠিক যেন প্রাণের অন্তঃস্তল হইতে—অন্ততঃ কার্‌লাইলের কাণে তেমনই ভাবে ধ্বনিত হইয়া উঠিল,—যুবতী এই কথা কয়টি জিজ্ঞাসা করিলেন। বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কারলাইল্ জিজ্ঞাসা করিলেন "কি, কি বলিলে ইশাবেল্?"

"কথনো তুমি বার্‌বারা হেয়ারকে ভালবাস নাই ?"

"তাহাকে ভালবাসি নাই?—তোমার মাথায় আবার এ কি ঢুকিয়াছে, ইশাবেল্ ?—একটি বই স্ত্রীলোককে আমি কথনো ভাল বাসি নাই: আর সেই একটি কেই আমি জীবনসঙ্গিনী করিয়াছি।"

সপ্তদশ অধ্যায়।

—❀—

জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে।

দেখিতে দেখিতে একটি বৎসর কাটিয়া গেল—নূতন বৎসর আসিল। একমাত্র মিস্ কর্ণির জন্যই ইশাবেলের এই বৎসরে যেটুকু অশান্তি গিয়াছে। অধিবাসি-অধিবাসিনীদিগকে জ্বালাইয়া পোড়াইয়া কর্ণি এখনো ইষ্টলীনেই রহিয়াছেন; মুখে ইশাবেল্‌কে কর্ত্রী বলিয়া মানিলেও কার্য্যতঃ তাঁহাকে একটি যন্ত্রচালিত পুতুল করিয়া রাখিয়াছেন মাত্র। পদে পদে যথেচ্ছ-চারিণী কর্ণি তাঁহার আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ করিয়াছেন; তাঁহার হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় লালসাগুলি প্রতিহত করিয়াছেন, সঘৃণ দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার কার্য্য কলাপের দোষ ধরিয়াছেন। প্রতি পদে এইরূপে প্রতিহত হইয়া, আপনার গৃহে আসিয়াও লেডি ইশাবেল্ তীব্র জ্বালাময় অধীনতা বোধ করিতেছেন। কার্‌লাইল্ কিন্তু ইহার বিন্দুবিসর্গও জানেন না। বাড়ীতে ত' তিনি সুধু সকাল ও সন্ধ্যায় থাকেন; তখনো আবার সাংসারিক কোন বিষয়ে মনোযোগ করেন না—সুধু পত্নীকে লইয়া রহস্যা-লাপ করিয়া থাকেন। নিজের ব্যবসায়সম্বন্ধীয় কাজের ঝঞ্ঝাট্ও এত বাড়িয়া যাইতেছে যে, অন্য কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিবার অবসরও তিনি বড় বেশি পা'ন না। শেষে একদিন নানা প্রকারে উত্যক্ত হইয়া লেডি ইশাবেল্‌কে স্বামীর নিকট বলিতে হইল যে, মিস্ কর্ণি তাহাদের সঙ্গে না থাকিলেই তাহারা বেশি সুখী হইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি এমনই কোমল, পরের প্রাণে বেদনা দিতে তিনি

এতটাই কাতর ছিলেন যে, এই ন্যায্য অনুরোধ করিতে যাইয়াও, তাঁহার মুখের রং অধিকতর লাল হইয়া উঠিল, বুক্ ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল—যেন কতই দুষ্কর্ম্ম করিতেছেন! শুনিয়া কারলাইল্ ভগিনীকে স্বগৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। চক্ষু ঘুরাইয়া কর্ণি গর্জ্জিয়া উঠিলেন "স্ত্রীর পক্ষ টানিয়া কথা বলিতে লজ্জা হইল না!" সত্য-পরায়ণ কারলাইল্ সোজাসুজি বলিলেন "হাঁ, তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াই বলিতে আসিয়াছি।" মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া মিস্ লাফাইয়া কক্ষের বাহির হইয়া পড়িলেন, আর ইশাবেলের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি, ঠাকুরাণি, যে, এই এত বড় বাড়ীটার একটা কোণেও আমার থাকিবার স্থান হইতেছে না?'—পরের প্রাণে, এমন কি শত্রুর প্রাণেও, আঘাত দিতে ইশাবেল্ কিছুতেই পারিতেন না। তাই, কর্ণির নিকট এক প্রকার ত্রুটি স্বীকার করিয়াই স্বামীকে যাইয়া সকল কথা ভুলিয়া যাইতে বলিলেন। সরল-প্রকৃতি, নিঃসন্দিগ্ধচিত্ত স্বামীও বাস্তবিকই সব ভুলিয়া গেলেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারের ঘুণাক্ষরও যদি একটিবার জানিতে পারিতেন, তবে কি আর তিনি ভগিনীর দাসত্ব হইতে পত্নীকে বিমুক্ত করিতে মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিতেন!

এমন একটি দিনও যাইত না, যে দিন মিস্ কর্ণি ইসারা ইঙ্গিতে লেডি ইশাবেল্‌কে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিতেন না যে, তাঁহাকে বিবাহ করিয়া কার্‌লাইল নিজের স্বার্থের গোড়ায় তীক্ষ্ণ কুঠারাঘাত করিয়াছেন—কতটা অনর্থক ব্যয়বাহুল্যই না তিনি এই সংসারের উপর আনিয়া ফেলিয়াছেন। শুনিয়া শুনিয়া তাঁহার হৃদয় একেবারে দমিয়া গেল; চব্বিশ ঘণ্টার জন্যই এইরূপ একটা দুশ্চিন্তা তাঁহার মনে ঘুরপাক খাইতে লাগিল যে, অন্য বিষয়ে যাহাই হউক, আর্থিক সম্বন্ধে কার্‌লাইলের পক্ষে

তিনি একটা দুর্ব্বহ ভারস্বরূপ হইয়াই পড়িয়াছেন! গত খ্রীষ্টমাস পর্ব্বোপলক্ষ্যে বালক পুত্রটিকে লইয়া লর্ডমাউণ্ট্ সেভার্ণ এখানে আসিয়াছিলেন। বাহ্যতঃ প্রশান্তভাবে লেডি ইশাবেল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে বিবাহ করিতে যাইয়া কার্লাইল্ কি নিজের সীমার বড় বাহিরে যাইয়া পড়িয়াছেন; তাঁহাকে বিবাহ করিয়া কি কার্লাইল্‌কে বড় অসমর্থনীয়রূপে অর্থব্যয় বহন করিতে হইতেছে? লর্ড মাউণ্ট্ সেভার্ণের উত্তরটিও সুখকর হইল না। তিনি বলিলেন যে বাস্তবিকই কার্লাইল্‌কে অনুচিতরূপে অর্থব্যয় করিতে হইতেছে; এবং এই সদাশয়তায় জন্য তাহার নিকট ইশাবেলের চিরকৃতজ্ঞ থাকা উচিত। শুনিতে শুনিতে ইশাবেলের বক্ষস্থল উন্নত-আনত করিয়া একটা প্রবল দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল; তিনি ভাবিলেন, শত অসুবিধা, অপরিমেয় অশান্তি, ভোগ করিতে হইলেও এখন তিনি মিস্ কর্ণিকে সহিয়া লইবেনই। পারিবারিক ব্যয় বহনে ইনিত কম সহায়তা করিতেছেন না—নিজে একটা সংসার পাতিয়া থাকিতে গেলে যতটা খরচ পড়িত, ততটা ত' তিনি এখানেও দিতেছেন। ইহাতে কি কার্লাইলের কম আনুকূল্য হইতেছে? কর্ণিত' নিজের টাকা বাঁচাইবার জন্য তাঁহাদের সংসারে আসেন নাই। তাহাকে দূর করার বিরুদ্ধে ইহাই হইল সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অন্তরায়।—বিশেষ, তাহার টাকা পয়সা যাহা আছে, পরিণামেত' কার্লাইল্‌কেই তিনি সে সমস্ত দিয়া যাইবেন। এত সব ভাবিয়া চিন্তিয়া ইশাবেল ঠিক করিলেন, তাহার ইষ্ট্ লীনে অবস্থান সম্বন্ধে আর কথনো কোন আপত্তি উত্থাপন করিবেন না। ইশাবেল,-অনেকেই হয়তঃ যতটা বিশ্বাস করিবেন না, কি কল্পনাও করিতে পারেন না, স্বভাবতঃই তদপেক্ষা অনেক অধিক ভীরুপ্রকৃতিক ও সহজাভিমানিনী, বড়মানুষের কন্যা হইয়াও নিতান্ত সরলসহজভাবে প্রতিপালিতা এবং সংসারিক বিষয়ে

সম্পূর্ণ ই অনভিজ্ঞা। তাঁহার পক্ষে সংসারের সঙ্গে কি মিস্ কর্ণির সঙ্গে বিবাদে আঁটিয়া উঠা কি বড় সহজ কথা! বিশেষতঃ, যে কপর্দ্দকহীন শোচনীয় অবস্থায় পিতা তাঁহাকে মৃত্যু সময়ে ফেলিয়া গিয়াছিলেন; একটু মাথা রাখিবার মত স্থানের অভাবে কাসেল্মার্লিংএ তাঁহাকে যে অপমান, যে লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছিল; যে শোচনীয় অভাবে পতিত হইয়া তাঁহাকে কার্লাইলের ও দান গ্রহণ করিতে হইয়াছিল—সেই সকল একসঙ্গে হইয়া তাঁহার হৃদয়ে আত্ম-অনাদরের একটা গভীর সচেতন ভাব সর্ব্বদার জন্য জাগরূক করিয়া তুলিয়াছে! তাই, তাঁহার জন্য কার্লাইল্ যে পরিমাণ লোক-লস্কর নিযুক্ত করিয়াছেন, কি অন্যান্য ব্যয়-বাহুল্যতা করিতেছেন, তাঁহার পিতার সঙ্গে তুলনায় তাহা অযথেষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইলেও, ইশাবেল্ তাহা ঘৃণাকরা কি তাহাতে বিরক্তি বোধ করা ত' দুরের কথা, বরং মনে মনে কার্লাইল্কে সেইজন্য ধন্যবাদই প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু তাই বলিয়া চব্বিশ ঘণ্টাই যদি তাঁহার কাণের নিকট বলা হয় যে, তিনি কার্লাইলের উন্নতির পথের কণ্টকস্বরূপ, যে তাঁহার জন্য কার্লাইল্কে অবস্থার অতিরিক্ত খরচ বহন করিতে হইতেছে, তবে তাঁহার হৃদয় কি আর ঘৃণা ও বিরক্তিতে অস্থির না হইয়া থাকিতে পারে! হায়, যদি তিনি একটিবারও মন খুলিয়া স্বামীকে আপনার হৃদয়ের ব্যথা দেখাইতেন, একটিবারও যদি কার্লাইল্ আন্তরিক প্রেমের ও ভরসার স্বরে তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিতে পারিতেন যে, এসব, তাহার সঙ্কীর্ণচেতাঃ অর্থলিপ্সুকা ভগিনীর মিথ্যা অভিযোগ ব্যতীত আর কিছুই নহে!—কিন্তু ইশাবেল্ সে পথে চলিলেন না। কৃতজ্ঞতার ভারে প্রপীড়িতা হইয়া অভিমানিনী, মিস্ কর্ণির বাক্য-যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিয়া যাইতেন, আর নিতান্ত অসহ্য হইলে, দুই হস্তে ব্যথিত কপাল চাপিয়া ধরিতেন—কিন্তু আর কথনো প্রতিবাদ করিতেন না।

ফেব্রুয়ারি মাসে একদিন চাকর-বাকরদিগের উপর ভীষণরূপে ক্রোধাগ্নিবর্ষণ করিয়া, মিস্‌কর্ণি, ইশাবেলের নিকট হইতে অনতিদূরে, বড় গম্ভীর ও নিঃশব্দ হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন ; শূন্য মনে নির্জ্জীব ভাবে বসিয়া বসিয়া ইশাবেল্ শেষে এই অপ্রীতিকর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া আপনা-আপনিই বলিয়া উঠিলেন

"আঃ সন্ধ্যাটা হয় না কেন !"

তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া না বলিলে কি হইবে ! তাহার কাণের নিকট ত বলা হইয়াছে ! অমনি কর্ণি জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন, সন্ধ্যার জন্য এত ব্যাকুল যে ?"

"তখন যে আর্কিবল্ড আসিবে।"

মিস্ কর্ণি একটা বিরক্তিসূচক ধ্বনি করিলেন ; শেষে বলিলেন,—"তোমাকে যেন বড় ক্লান্ত দেখাইতেছে, লেডি ইশাবেল্ !"

"হাঁ, বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি।"

"তা'র আর আশ্চর্য্য কি ? সমস্ত দিন যদি আমাকে কাজ না করিয়া বসিয়া থাকিতে হইত, তবে আমি হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া মরিয়াই যাইতাম !"

লেডি ইশাবেল্ বলিলেন "করিবার যে কিছুই নাই !"

"করিবার ইচ্ছা থাকিলে কি আর কাজের অভাব হয় ! কেন, চুপ করিয়া বসিয়া না থাকিয়া তুমি ত' টেবিলে ব্যবহার করিবার এই গামোছা গুলি তৈয়ার করিবার সম্বন্ধে আমার সহায়তাও করিতে পারিতে।"

বিস্মিতা লেডি বলিয়া উঠিলেন "আমি টেবিলের গামোছা তৈয়ার করিতে যাইব !"

অসহিষ্ণু ভাবে মিস্ কর্ণি বলিয়া উঠিলেন "তার চাইতেও হেয় কাজ তুমি করিতে পার ঠাকুরানি! কাজের মধ্যে আবার এ কাজ সে কাজ কি ?"

ধীরে ধীরে লেডি ইশাবেল্ কহিলেন "এই রকমের কাজ যে আমি জানি না, বুঝিওনা।"

"চেষ্টা করিবার আগে অপর কেহও জানে না বা বোঝে না। হাত দুইখানা সাম্‌নে করিয়া বসিয়া না থাকিয়া আমি বরং জুতা তৈয়ার এবং ছেঁড়া জুতা সেলাই করিতেও প্রস্তুত। সময়ের এরূপ অপব্যবহার নিতান্তই পাপের কাজ!"

অপরাধীর স্বরে ইশাবেল্ কহিলেন "আজকাল আমার শরীর তেমন ভাল বোধ হয় হয় না। এখন আর কোন শ্রম করিতে পারি না।"

"এরূপ অবস্থা হইলে আমি ঘরে বসিয়া না থাকিয়া গাড়ী করিয়াও হাওয়া খাইতে বাহির হইতাম। অবসন্ন ভাবে ঘরে বসিয়া থাকিলে রোগীর কখনো ভাল হয় না।"

"কিন্তু গেল সপ্তাহে ঘোড়া দুইটা চমকিয়া উঠাতে আমি যে ভয় পাইয়াছিলাম, তদবধি আর আর্কিবল্ড, নিজে হাকাইয়া লইয়া না গেলে আমাকে গাড়ী করিয়া বাহিরে যাইতে দিতে চাহে না।"

প্রতিবাদ করাই হইল তাহার প্রকৃতি; তাই কর্ণি বলিয়া উঠিলেন "না, জনের গাড়ী চালান'তে কোনই দোষ নাই। আর অভিজ্ঞতার কথা ধরিতে গেলে, ঠাকুরানি, তোমার স্বামীর চাইতে তাহার অভিজ্ঞতা বড় কম নয়।"

"কিন্তু ঘোড়াগুলি যখন ভয় পায়, তখন ত' জনই গাড়ী হাকাইতেছিল?"

"তা' হাকা'ক্ না—কিন্তু ঘোড়াগুলি একবার ভয় পাইয়াছিল বলিয়া যে আবারও ভয় পাইবে, তা'র কি কোন 'মানে' আছে? যাও না, এখনই জন্‌কে ডাকিয়া গাড়ী সাজাইয়া আনিতে বল না। আমার মতে ত' তোমার এরূপ বেড়ান' নিতান্তই আবশ্যক।"

দৃঢ়তা সহকারে মস্তক নাড়িয়া ইশাবেল্ বলিলেন "না, পাল্কী-গাড়ী ব্যতীত অন্য কোন গাড়ীতেই তাহাকে সঙ্গে না লইয়া বাহির হইতে আর্কিবল্ড আমাকে নিষেধ করিয়া গিয়াছে। এখন আমার জন্য সে ভারি ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।"

কর্ণি বলিলেন "আমার বোধ হয়, লেডি ইশাবেল্ সম্প্রতিক তুমি একটু বেশি কল্পনাপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছ।"

নরম ভাবে উত্তর হইল "আমারও তাই মনে হয়। ছেলেটা হইয়া গেলেই আমি ভাল হইব। তখন আর কাজের অভাবে আমাকে অস্থির হইতে হইবে না—এমনিতেই ঢের-ঢের কাজ করিতে হইবে।"

কেমন একটা অদ্ভুত অসন্তুষ্টির স্বরে মিস্ কর্ণি বলিলেন "আমাদের অনেককেও সঙ্গে সঙ্গে খাটিতে হইবে।—ও কি! এ সব আবার কি!—এমন অসময়ে যে আর্কিবল্ড বাড়ী আসিল!"

সানন্দ বিস্ময়ে, "আর্কিবল্ড!" মাত্র এই কথাটি বলিয়াই ইশাবেল্ দৌড়িয়া চলিলেন ও হলের মধ্যে স্বামীকে দেখিতে পাইয়া, তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিলেন "আঃ, আর্কিবল্ড, আমার প্রিয়তম, ঠিক যেন অমাবস্যায় পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছে এমন মনে হইতেছে! কি মনে করিয়া আসিয়াছ?"

তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া আসিতে আসিতে, স্বামী মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন "তোমায় গাড়ী করিয়া বেড়াইতে লইয়া যাইব বলিয়া।"

"কৈ, সকাল বেলায় ত' কিছু বল নাই?"

"সকালে ফিরিতে পারিব কি না, তখন যে ঠিক ছিল না।" তারপর পিটার আসিলে, তাহাকে আদেশ করিলেন "ছোট ঘোড়ার গাড়ীটা তাড়াতাড়ি সাজাইয়া আন।"

ইশাবেল্ বেশ পরিবর্ত্তন করিতে উপরে চলিয়া গেলেন। মিস্ কর্ণি

বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন, তুমি আবার কোথায় যাইতেছ ?"

"এই একটু বেড়াইতে।"

স্তব্ধ বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া ভগিনী বলিয়া উঠিলেন—"বেড়াইতে !"

"ইশাবেল্‌কে লইয়া যাইব বলিয়া। বর্ত্তমান অবস্থায়, জন্‌কে দিয়া পাঠাইতে আর ভরসা হয় না।"

শুনিয়া মিস্ কর্ণির মেজাজ একেবারে গরম হইয়া উঠিল ; তা'র পরে একটু ঠাণ্ডা হইলে, সপরিহাস প্রতিবাদের স্বরে কহিলেন "এই এম্‌নি ভাবেই বুঝি, দুপুর বেলাই আফিস হইতে পলাইয়া পলাইয়া—কাজ কর্ম্ম সব করা হইবে ?—বাঃ. দিব্যি পথ আবিস্কার করিয়াছ।"

প্রফুল্ল চিত্তে ভ্রাতা উত্তর করিলেন "কাজের অপেক্ষা ইশাবেলের স্বাস্থ্য রক্ষাই এখন আমার নিকট অধিকতর প্রয়োজনীয়। তুমি কিন্তু বেশ বলিয়াছ, কর্ণেলিয়া !—এত গুলি কেরানী রহিয়াছে : ডিল্ নিজে রহিয়াছে—ইহাতেও কি আমি এক আধ টুকু অবসর লইতে পারি না ?"

"তোমার চাইতে জন্ ভাল গাড়ী চালাইতে পারে।"

"সে সম্বন্ধে ত' কথা হইতেছে না।"

বেশ বিন্যাস করিয়া ইশাবেল্ নামিয়া আসিলেন ; তাঁহার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত, তাঁহার অবসাদ সম্পূর্ণ তিরোহিত। তাঁহাকে গাড়ীতে উঠাইয়া কার্‌লাইল্ গাড়ী হাঁকাইয়া দিলেন।—তখন মিস্ কর্ণির মুখের যে ভাব হইয়াছিল, তাহা দেখিলে কড়া-ভরা দুধও বোধ হয় দই হইয়া যাইত।

এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিত। ইহাতে ইশাবেল্ যে তেমন সুখী হইতে পারেন নাই, তাহা বড় আশ্চর্য্যের কথা নহে। কার্‌লাইল্ নিকটে

থাকিলে, কর্ণির ক্রোধের ঝালটা তাহারই উপর বর্ষিত হইত। তবে তিনি এতটাই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, ইহাতে তাহার মনে বিশেষ কোন ভাবান্তর হইত না। কিন্তু তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, ইশাবেল্‌কেও আবার এ সকল সহ্য করিতে হইতেছে।

এপ্রিল্ মাসের একদিন ভোর-ভোর সময়ে লেডি ইশাবেলের পোষাক পরিবার ঘরে বসিয়া পরিচারিকা যয়েশ করে· কর পেষণ করিতেছে: তাহার দুই গণ্ড বহিয়া দরবিগলিত ধারে অশ্রু পড়িতেছে। তাহার মনে বড় ভয় হইয়াছে: অসুখ ত' সে অনেকই দেখিয়াছে, কিন্তু এমন ধারা অসুখ ত' কখনো দেখে নাই!—পাশের ঘরে, জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে ইশাবেল্ পড়িয়া রহিয়াছেন।

কিয়ৎকাল পরে নিঃশব্দে দরজা খুলিয়া মিস্ কর্ণি আসিয়া প্রবেশ করিলেন। জীবনে বোধ হয় এত ধীর মন্থর গতিতে তিনি কখনো চলেন নাই। নিতান্ত নিরীহের মত তিনি একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। যয়েশ দেখিল, প্রভাতাকাশের মত তাহার মুখমণ্ডল পাণ্ডু বর্ণ ধারণ করিয়াছে।

ফিস্ ফিস্ করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রাণের আশঙ্কা আছে কি, যয়েশ?"

"উঃ, ঠাকুরাণি, আমার মনে বড় ভরসা নাই।—দাঁড়াইয়া দেখিতেই যে কষ্ট, জানি না, সহ্যকরা কি ভয়ানক!"

"স্ত্রীলোক হইলেইত' এ ভীষণ অভিসম্পাতের ভাগিনী হইতে হইবে। উঃ, এ বিপদের সম্ভাবনার মধ্যেও না যাইয়া তুমি আর আমি কি বুদ্ধিমানের কাজই না করিয়াছি, যয়েশ!" তারপর, একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিয়া উঠিলেন "না, আমি ভরসা করি যে কোন বিপদই ঘটিবে না—সে মারা পড়িলে আমার ভাল লাগিবে না।"

খুব অস্ফুট, খুব ভীতিবিজড়িত স্বরে তিনি কথা গুলি বলিলেন। তাহার এত ভয়, এত উদ্বেগ হইয়াছে কেন?—ঊষার মলিন আলোকেও যে তাহার মুখখানা বড় উদ্বিগ্ন, বড় ভীত দেখাইতেছে।—

উভয়েই কিয়ৎকাল নীরব রহিলেন। শেষে, মিস্ কর্ণি আবার বলিতে লাগিলেন "যদিই কোন বিপদ ঘটে, যয়েশ—"

বাধা দিয়া পরিচারিকা কহিল "কেন ঠাকুরাণি, আপনি এত বিপদের আশঙ্কা করিতেছেন? আর সকলের যখন হয়, তখন তা'দের অবস্থাও কি এমনই হয় না!"

মিস্ কর্ণি বলিলেন "না, শত্রুর ও যেন এমন অবস্থা না হয়! ডাক্তার মার্টিন্‌কে আনিতে লীন্‌বরোতে ও চার ঘোড়ার গাড়ী গিয়াছে।"

বিষম ভয়ে যয়েশ একেবারে লাফাইয়া উঠিল "ডাক্তার আনিতে চা'র ঘোড়ার গাড়ী গিয়াছে! কখন গিয়াছে? কে পাঠাইয়াছে?"

"পাঠান হইয়াছে, কেবল তাই আমি জানি। কার্‌লাইল্‌কে অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলাম, সেও কিছুই বলিতে পারিল না।"

যয়েশ কোনই উত্তর করিল না—ভয়ে তাহার চক্ষু, মুখ শুকাইয়া গিয়াছে।—এত লোকজনপূর্ণ বাড়ীটি,—সব নীরব, নিস্তব্ধ! হঠাৎ পাশের ঘরে ভীষণ আর্ত্তনাদ শুনিতে পাওয়া গেল। মিস্ কর্ণি উঠিয়া দাঁড়াইলেন—ঠিক বলিতে পারি না, তিনি কাঁপিতেছিলেন কি না।

"না, আমি এ সব সহ্য করিতে পারি না, যয়েশ - আমি চলিলাম। তুমি একবার যাইয়া জানিয়া আস, চা কফি কিছু লাগিবে কি না।"

যথার্থই কাঁপিতে কাঁপিতে পরিচারিকা উত্তর করিল "আমি এখনি যাইতেছি—এই কয়েক মিনিটের মধ্যে।"

ইতি মধ্যে, ইশাবেল্ যে ঘরে ছিলেন, সেই ঘরে প্রবেশ করিবার যে দরজা, পদাঙ্গুলিতে ভর দিয়া চোরের মত কর্ণেলিয়া যাইয়া

সেখানে দাঁড়াইয়াছেন। যয়েশ বেশ জানিত যে ইহার দর্শনলাভ ইশাবেলের নিকট বড় প্রীতিকর বোধ হইবে না: তাই ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল "ও কি, আপনি আবার ভিতরে যাইতেছেন নাকি? তাঁ'দের ইচ্ছা নয় যে, ঘরে অন্য কোন লোক থাকে: আমাকেও বাহিরে আসিতে বলিয়াছিলেন।"

মিস্ উত্তর করিলেন "না আমি ভিতরে যাইতেছি না। যাইয়াত' আর কোন উপকার করিতে পারিব না। যা'দের সে সাধ্য নাই, তা'দের দূরে দূরে থাকাই ভাল।"—বলিতে বলিতে তিনি বারান্দা দিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

যয়েশ বসিয়াই রহিল: তাহার পক্ষে সময় যেন আর কিছুতেই ফুরাইতে চাহিতেছে না। অবশেষে ডাক্তার মার্টিন আসিয়া ইশাবেলের কক্ষে প্রবেশ করিলেন, ও অব্যবহিত পরেই বাহির হইয়া যয়েশ যে ঘরে, সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যয়েশ ভাবিল, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে "কোন ভয় নাইত?"—কিন্তু তাহার জিহ্বা যেন তালুর সঙ্গে লাগিয়া গিয়াছে: সে কোন কথা বলিতে না বলিতেই ডাক্তার বাহিরে চলিয়া গেলেন।

এদিকে, মিঃ ওয়েইন্‌রাইট্ আসিয়া কার্‌লাইলের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কার্‌লাইল্ তখন অস্থির ভাবে পাদচারণা করিতেছিলেন—সমস্তটি রাত্রি ভরিয়াই তিনি এইরূপ করিয়াছেন। ডাক্তারকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহার মুখমণ্ডল একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—জিজ্ঞাসা করিলেন "ডাক্তার মার্টিন্ কি বলেন?"

"আমি যাহা বলিয়াছি, তাহার বেশি আর কিছু বলিতেছেন না। উপসর্গসমূহ বড়ই আশঙ্কাজনক: কিন্তু তাঁ'র বিশ্বাস, লেডি ইশাবেল্ সারিয়া উঠিবেন। এখন ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা অবলম্বন ব্যতীত আর উপায় নাই।"

কার্‌লাইল্ আবার অবসন্ন ভাবে পাদচারণা করিতে লাগিলেন।

"আমার বিবেচনায় আপনার এখন একবার লিট্‌ল্‌কে আনিতে পাঠান উচিত। এ রকম দীর্ঘসময়ব্যাপী ক্ষেত্রে—"

—এই লিট্‌ল্ সাহেব সেখানকার গির্জ্জার পাদ্রী: তাই তাহার নাম শুনিয়াই কার্‌লাইলের মনে কত রকম কি দুশ্চিন্তা জাগিয়া উঠিল—ভয়ে ও নৈরাশ্যে তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন।

বুঝিয়া ডাক্তার তাড়াতাড়ি বলিলেন "না, না, আপনার স্ত্রীর জন্য আনাইতে বলি নাই। সন্তানটা যদি নাই বাঁচে—"

অনির্ব্বচনীয় উপশমের আবেগে আকুল হইয়া, তাহার হাত ধরিয়া কার্‌লাইল্ বলিয়া উঠিলেন "আঃ রক্ষা পাইলাম!"

"কি আশ্চর্য্য, আমার কথার অর্দ্ধেক শুনিয়াই আপনি ধাঁ করিয়া মন্তব্য ঠিক করিয়া ফেলিলেন যে, আপনার স্ত্রীর আত্মা পলায়নোন্মুখ হইয়াছে!—না, মহাশয়, সে আশঙ্কা করিবেন না; ভগবানের আশীর্ব্বাদে তিনি আপনাকে আরো কয়টি সন্তানের পিতা করিয়া যান তাহাই দেখুন।"

কার্‌লাইল্ মনে মনে কহিলেন "ভগবান কি তাই করিবেন!"

—প্রসব হইয়া গিয়াছে:—বেলা দ্বিপ্রহর হয় হয়, এমন সময়ে, পোষাক পরিধানের ঘরে পাদ্রী লিট্‌ল্ সাহেব, মিঃ কার্‌লাইল্ ও মিস্ কার্‌লাইল আসিয়া একটা বড় টেবিলের পার্শ্বে উপবেশন করিয়াছেন—টেবিলের উপরে, পাদ্রী সাহেবের সন্নিকটে, একটা মূল্যবান চীনে মাটীর পাত্রে নাম-করণ-ও ধর্ম্মাভিষেককরণের জন্য কতকটা জল রহিয়াছে। ক্ষণ পরেই বোধ হইল যেন একটা ফ্ল্যানেলের পুঁটুলি লইয়া যয়েশ আসিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল।

কার্‌লাইল্ চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন "এখনো বাঁচিয়া আছে কি?"

"বোধ হয় আছে।"

উপাসনান্তে, ধর্ম্মাভিষেকের জন্য পাদ্রী সাহেব সন্তানটি তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "নাম ?"

আগে এ সম্বন্ধে কার্‌লাইল্‌ কখনো চিন্তা করেন নাই : কিন্তু এখন বেশ তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলেন "উইলিয়ম্‌"—এই নামটি যে ইশাবেলের বড় প্রিয়।

পাদ্রী জলে অঙ্গুলী প্রবেশ করাইলেন। বাধা দিয়া ভারি গোল-মেলে ভাবে যয়েশ তাড়াতাড়ি বলিয়া উটিল, "আমায় মাফ করুন্‌—আমি আগে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। এটি খোকা নয়—খুকী"

শুনিয়া সকলেই ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন, শেষে পাদ্রী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "নাম ?"

কার্‌লাইল্‌ বলিলেন, "ইশাবেল্‌ লুসী।"—মিস্‌ কর্ণি একটা ক্রোধ-ব্যঞ্জক নাসিকাধ্বনি করিয়া উঠিলেন। তাহার আশা ছিল, তাহার নামানুসারেই মেয়েটার নাম রাখা হইবে : তা' না করিয়া কার্‌লাইল্‌ কি না, আপনার মার ও ইশাবেলের নামের অনুকরণে নামকরণ করিলেন।

—সন্ধ্যার পূর্ব্বে কার্‌লাইল্‌ স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারিলেন না। যখন তিনি তাঁহার মুখের উপর আনত হইয়া দেখিতেছিলেন, তখন তাহার নেত্রপল্লব চক্‌ চক্‌ করিতেছিল। ইশাবেল্‌ তাহার প্রাণের আবেগ বুঝিতে পারিলেন—তাঁহার ক্ষীণ শুষ্ক ওষ্ঠদ্বয় বিভিন্ন করিয়া, একটা ম্লান ক্ষীণ হাসিরেখা ফুটিয়া উঠিল।—বলিলেন,

"আমি, বোধ হয়. বড়ই কাতর ও অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলাম—আর তোমাকে কত উদ্বেগ, কত যন্ত্রণাই না পাইতে হইয়াছে !—যা'ক্‌, কাটাইয়া যে উঠিয়াছি, সেই জন্যই আমি ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিতেছি।—কত যে ধন্যবাদ দিতেছি, ভুক্তভোগী বই অপরে তাহা বুঝিতে পারিবে না।"

আস্তে আস্তে কারলাইল্ বলিলেন "না, তা'রা ও কিছু কিছু বুঝিতে পারে। ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দেওয়া যে কি, তাহা আজিকার আগে আমি বুঝিতেই পারি নাই।"

"আজই বা কিসে বুঝিলে ?—খুকী ভাল আছে বলিয়া ?"

"না, প্রিয়তমে, তুমি, আমার তুমি, নির্ব্বিঘ্ন হইয়াছ বলিয়া, আমার তুমি আমারই রহিয়াছ বলিয়া।" তার পর পত্নীর মুখে মুখ লুকাইয়া বলিলেন, "প্রার্থনা যে কি—মর্ম্ম-পীড়ায় কাতর হইয়া ভগবান্‌কে ডাকা যে কি—আজিকার আগে তাহা আমি বুঝিতেই পারি নাই!"

কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ইশাবেল্ জিজ্ঞাসা করিলেন "লর্ড মাউণ্টসেভার্ণকে জানাইয়াছ ?"

"হাঁ, আজ বৈকালে লিখিয়াছি।"

"আমার নামে খুকীটির নামও ইশাবেল্ রাখিয়াছ কেন ?"

"আমি ত' জানি না আর কোন্ নাম বেশি মানাইত ?"

"একখানা চেয়ার আনিয়া আমার কাছে বস না কেন ?"

মাথা নাড়িয়া কারলাইল্ বলিলেন "বড়ই ইচ্ছা হইতেছে কিন্তু কি করিব!—ডাক্তার তোমার এখানে থাকিবার জন্য আমাকে মোটেই চা'র মিনিট সময় দিয়াছেন। এই দরজার বাহিরেই ঘরি হাতে করিয়া মিঃ ওয়েইন্‌রাইট্ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।"

ইশাবেলের নেত্রপল্লব একটু আর্দ্র হইয়া উঠিল: কিন্তু ওষ্ঠপ্রান্তে ম্লান হাসি-রেখা ফুটিয়া উঠিল। তেমনি শুষ্ক ক্ষীণ হাসি হাসিয়া, একটি স্পষ্টশ্রুত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কারলাইল্ বাহির হইয়া আসিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

—–◆◆◆—–

উইলসন্ 'একখানে শতখান করিল।'

নবপ্রসূতা কন্যাটি এখনও বাঁচিয়া রহিয়াছে : আর, বাঁচিবে বলিয়াই ভরসা করা যাইতেছে। তাই একজন পরিচারিকার প্রয়োজন হইয়াছে ; বিশেষতঃ ইশাবেলের শরীর বড় সহজে সারিয়া উঠিবার আশা হইতেছে না। জ্বর ও দুর্ব্বলতা যেন পরস্পরের মধ্যে আড়াআড়ি করিয়া তাঁহাকে লইয়া টানাটানি করিতেছেই।

একদিন ইশাবেল্ ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশায়িতা অবস্থায় বসিয়া রহিয়াছেন : হঠাৎ মিস্ কর্ণি আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করিয়াই বলিতে লাগিলেন "অবশেষে তোমার আয়ার কাজ করিতে কে আসিয়াছে বল দেখি ?"

"তা' আমি জানিব কেমন করিয়া ?"

"মিসেস্ হেয়ারের পরিচারিকা—উইল্‌সন্। তা'দের ওখানে সে তিন বছর পাঁচ মাস ছিল, এখন বারবারার সঙ্গে একটা ঝগড়া হইয়াছে বলিয়া চলিয়া আসিতেছে। একবার তাকে দেখিবে কি ?"

"তাকে দিয়া কাজ চলিবে কি ? স্বভাব চরিত্র ভাল ত' ?"

মিস্ কারলাইস্ উত্তর করিলেন "সাধারণতঃ চাকরবাকরগুলি যেমন মন্দ হয়, সে তেমন হইবে না। ধীর, স্থির এবং সম্মানসম্ভ্রম বোধ ও আছে। তবে জিহ্বাটা বড় মস্ত—বোধ হয় এখান হইতে লক্ষ্ণৌ সহর পর্য্যন্ত।"

হাসিয়া ইশাবেল্ কহিলেন “যা’ক্ তা’তে আমার খুকীর ত’ আর কোন অনিষ্ট হইতেছে না। এতদিন বয়স্থাদের পরিচর্য্যা করিয়াছে ঃ এই সব শিশু সন্তানদের লালন পালন করিতে পারিবে কি ?”

“তা সে খুব ভালই পারিবে। পিনারদের ওখানে পাঁচ বছর সে এই কাজ করিয়াছে।”

তখন লেডি ইশাবেল্ তাহাকে দেখিতে চাহিলেন ; মিস্ কর্ণি বাহির হইয়া আসিলেন, কিন্তু অব্যবহিত পরেই আবার একাকিনী ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন “দেখ, এখনই যেন তাহাকে নিযুক্ত করিয়া বসিও না। যদি তাহাকে দিয়া চলিতে পারে, বোঝ, তবে ঠিক উত্তর পাইবার জন্য তাহাকে অন্য এক সময় আসিতে বলিয়া দিও। আর তা’র মধ্যে আমি মিসেস্ হেয়ারের ওখানে যাইয়া, ওর সেখান হইতে চলিয়া আসা সম্বন্ধে যত-ইতি জানিয়া আসিব।—সে ত’ বারবারার দোষই দিবে। তাই, নিযুক্ত করিবার আগে তা’র সম্বন্ধে ভাল করিয়া জানিয়া শুনিয়া লইতে হইবে।”

এটা ত’ ঠিক কথা ; ইশাবেল্ আর ইহাতে আপত্তি করিবেন কেন ?—ক্ষণকাল পরেই একজন দীর্ঘাকার স্ত্রীলোক আসিয়া উপস্থিত হইল—দেখিতে শুনিতে বেশ ; চক্ষুর তারা দুইটিও কালো।

লেডি ইশাবেল্ জিজ্ঞাসা করিলেন “মিসেস্ হেয়ারের চাকুরী ছাড়িয়া আসিতেছ যে ?”

“ঠাকুরাণি, কুমারী বার্‌বারার স্বভাবের দোষে। সম্প্রতিক—বিশেষতঃ এই একটা সপ্তাহ ধরিয়া—আর কিছুতেই যেন তা’র মন উঠে না। কি আর বলিব, প্রায় বাপেরই মত উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছে। অনেক বারই আমি কাজ ছাড়িয়া দিব বলিয়া ভয় দেখাইয়াছি। কাল রাত্রে আবার একটা ভাঙ্গা-ভাঙ্গি হইয়াছে ; তাই আজ সকালে চলিয়া আসিয়াছি।”

"একেবারে কাজে জবাব দিয়া ?"

"হাঁ, ঠাকুরাণি ; বার্‌বারার ব্যবহারে আমি এতটাই উত্তাক্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আপনার কাজ করিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইতেছে—একবার রাখিয়া দেখিতে পারেন।"

"মিসেস্ হেয়ারদের বাড়ীতে ত' প্রধানা পরিচারিকার কাজ করিয়াছ ?"

"আজ্ঞে, ঠাকুরাণি।"

"তবে আমার কাজে তোমার তেমন ভাল না লাগিবারই কথা। এখানে যয়েশই প্রধানা পরিচারিকা : একভাবে তোমাকে তাহার অধীন হইয়া থাকিতে হইবে। তাহার উপর আমার খুব আস্থা আছে। আমার অসুখ হইলে, কি আমি অন্যত্র গেলে, তা'র উপরই শিশুর তত্ত্বাবধানের ভার পড়িবে।"

"তা' হো'ক্, যয়েশকে আমরা সকলেই বেশ পছন্দ করি।"

আর দুই একটা কথাবার্ত্তার পরে লেডি ইশাবেল্ তাহাকে সন্ধ্যাবেলায় আসিতে বলিয়া দিলেন।

মিস্ কর্ণি কুঞ্জে যাইয়া 'যত ইতি' জানিয়া আসিয়াছেন। মিসেস্ হেয়ার তাহার বিরুদ্ধে কিছুই বলেন নাই। কাজেই সে যখন সন্ধ্যাবেলা আসিল, তখন তাহাকে পরদিবস সকালবেলা হইতেই কাজে আসিতে বলিয়া দেওয়া হইল।

পরবর্ত্তী দিবস অপরাহ্ণে ইশাবেল্ তাঁহার শয়ন কক্ষের সোফার উপর ঠিক যেন নিদ্রিতার মত পড়িয়া রহিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে তখন তাঁহার, ক্রমিক জ্বরে ও দুর্ব্বলতায় যেমন হইয়া থাকে, অর্দ্ধ নিদ্রিত, অর্দ্ধ জাগ্রত প্রলাপের অবস্থা। হঠাৎ পাশের ঘরে আপনার নামটি উচ্চারিত হইতে শুনিয়া তাঁহার এই ভাব অনেকটা তিরোহিত হইল।

উভয় কক্ষের মধ্যবর্ত্তী দরজাটী ঈষৎ উন্মুক্ত ছিল। অপর কক্ষে নিদ্রিত শিশুটিকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া উইল্সন্ য়য়েশের সঙ্গে গল্প-সল্প করিতেছে।

মন্তব্যের ভাবে উইল্সন্ কহিল, "তাঁকে কি রোগাই না দেখাচ্ছে!"

য়য়েশ—"কা'কে?"

উইল্—আমাদের কর্ত্রীঠাকুরাণীকে, আমার ত' মনে হয় না যে আর সারিয়া উঠিতে পারিবেন!"

য়য়েশ—"না, এখন বেশ তাড়াতাড়ি সারিয়া উঠিতেছেন। এক সপ্তাহ আগের অবস্থা দেখিলে, এখন তাঁ'র কোন অসুখ যে আছে, তুমি এমনই মনে করিতে না—অবশ্যই আমি তুলনার কথা বলিতেছি।"

উইল্—"ওমা, তুমি বল কি য়য়েশ!—আচ্ছা, ভাল মন্দ যদি কিছু হয় ই, আর একজনের প্রাণটা তা' হ'লে আবার দশ হাত উচু হইয়া উঠিবে না?"

বিরক্ত ভাবে য়য়েশ বলিল "যাও!"

কিন্তু উইল্সন্ বলিয়া যাইতে লাগিল"তুমি জন্ম ভরিয়া খুব "যাও যাও" বলিতে থাক! আমি ঠিক জানি যে, আবার তা'র প্রাণে আশা গজাইয়া উঠিবেই। আর তুমি ইহা ধ্রুব সত্য বলিয়াই জানিও যে, তোমাদের কর্ত্তাকেও সে এবার 'পটাইবেই': আবার কি আর তার হাত গলিয়ে যেতে দিবে? তার ভালবাসার এক চুলও এদিক্ ও দিক্ হয় নাই।"

য়য়েশ—"ও কেবল তোমাদের গল্প ও কল্পনা। ওয়েষ্টলীনের কাজই এই! কখনও মিঃ কার্লাইলের তা'র জন্ত কিছুই 'বয়ে' যায় নাই।"

উইল—"তুমি আর কি জান? আমি কিছু কিছু দেখিয়াছি। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, মিঃ কার্লাইল্ তাহাকে চুমো দিয়াছে।"

যয়েশ—"যত নাই কথা! তা'তে আর কিই বুঝা যায়?"

উইল্‌—"না, তা'তে আর তেমন বিশেষ কিছু বুঝায় না।—কিন্তু তা'র গলায় যে চেইন্‌ ও লকেট দেখিয়াছ, সেও মিঃ কার্‌লাইলই দিয়াছে।"

প্রসঙ্গটি প্রীতির ভাবে চালাইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হইয়া, যয়েশ বিরক্ত ভাবে বলিল "কা'র গলায়?—যাক্‌ সে সম্বন্ধে আমি আর কিছু শুনিতে চাই না।"

উইল্‌সন শুনাইবেই—বলিল "বাঃ, যেন কিছুই জান না! এখন জিজ্ঞাসা করা হইতেছে, কা'র গলায়!—কেন বার্‌বারার। দিয়েছে অবধি, কখনো সে গলা থেকে খোলে নাই—ঘুমের সময় ও খোলে কি না, সন্দেহ!"

যয়েশ "তা'র মূর্খতার আরো বেশি পরিচয়!"

উইল্‌—"যে দিন কার্‌লাইল্‌ লেডি ইশাবেল্‌কে বিবাহ করিতে যাইবে, তাহার আগের দিন রাত্রে বার্‌বারা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মিস্‌ কার্‌লাইলের কাছে ছিল! শেষে কার্‌লাইল্‌কে সঙ্গে করিয়া বাড়ী যায়। রাত্রিটি ভারি চমৎকার ছিল—তখন চন্দ্র উঠিতেছিল, আর ঠিক যেন দিনের মত আলো। যাইতে যাইতে, যেমন করিয়াই হউক, কার্‌লাইল্‌ বার্‌বারার ছাতাটা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। আর আমাদের দরজার কাছে আসিয়া; কি আর বলিব, চমৎকার একটি প্রেমের অভিনয় করিয়া বসিল।"

ব্যঙ্গস্বরে যয়েশ জিজ্ঞাসা করিল "তুমি বুঝি তার তৃতীয় পক্ষ ছিলে?"

"ছিলাম বৈকি!—তবে জানিয়া শুনিয়া নহে। কৃপণ যাষ্টিশটার জ্বালায় বাড়ীতে কাহাকেও লইয়া যাইবার 'যো' নাই: তরী তর্‌কারীর বাগানেও আবার ফুলকপির চাইতে বড় গাছ নাই যে সেখানে দাঁড়াইয়াই বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে গল্প সল্প করিয়া যাইব। একমাত্র উপায়, সাম্‌নে যে

ঝোপ গুলি আছে, তা'রই একটার মধ্যে দাঁড়াইয়া আধঘণ্টাটেক কথা-বার্ত্তা বলা। সেই দিন আমার একজন বন্ধুর আসিবার কথা ছিল—আঃ, লোকটা শেষে কি নেমকহারাম বেইমানই না হইয়া দাঁড়াইল; তিন মাস আমার সঙ্গে এতটা করিয়া, শেষে কিনা যাইয়া আর এক জনকে বিবাহ করিল! তা'রই অপেক্ষায় আমি গাছগুলির আঁড়ালে দাঁড়াইয়াছিলাম। হঠাৎ বার্‌বারা ও কার্‌লাইল্‌ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। যুবতীর ইচ্ছা যে কার্‌লাইল্‌ও তাহার সঙ্গে ভিতরে যান; কিন্তু তিনি যাইতে রাজী নহেন। কাজেই, সেখানে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। লকেটার সম্বন্ধে ও সেই লকেটে রাখিবার জন্য কার্‌লাইল্‌ যে তাহাকে একগাছা চুল দিয়াছিল সেই সম্বন্ধে, কি কি কথা হইল—আমি সবটা ধরিতে পারিলাম না; ধরা পড়িবার ভয়ে একটু নিকটেও যাইয়া দাঁড়াইতে পারিলাম না। কিন্তু যা শুনিলাম, তাহাতেই বুঝিলাম যে, বেশ একটা প্রেমের অভিনয় হইয়া গেল। নিশ্চয়ই সেই রাত্রে বার্‌বারা ঠিক বুঝিয়াছিলেন যে, তিনিই মিসেস্‌ কার্‌লাইল্‌ হইবেন।"

"বাঃ বেশ গল্পবাদিনী যা হোক্‌! এইনা তুমি বলিলে যে, যে দিন তিনি বিবাহ করিতে যান, ঠিক তার আগের রাত্রে এই ঘটনা ঘটিয়াছে।"

"সে ও ঠিক—এ ও ঠিক। কারলাইল্‌ চলিয়া গেলে, তা'র মুখ চোখ যেন আহ্লাদে হাসিতে ছিল; সে স্পষ্টই বলিয়া উঠিল 'আমাদের বিবাহ হইয়া না গেলে, সে কিছুতেই বুঝিতে পারিবে না যে, আমি ত'াকে কত ভালবাসি।' তুমি ঠিক জানিয়া রাখ, জয়েস্‌, যে, এদের দুজনের মধ্যে প্রেমের অনেক লীলাখেলা হইয়াছে। তবে এই বিয়ে সম্বন্ধে আমার মনে হয় কি যে, ইসাবেল্‌ আসিয়া যখন তাহার চোখের পথে পড়েন, তখন তাঁহার মর্য্যাদা ও সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ এড়াইতে না পারিয়া

কার্লাইল্ এই পুরাণো প্রেম ত্যাগ করেন। এমন 'ধোওয়া মাল্সা' হওয়া পুরুষের, বিশেষতঃ যা'দের আবার কার্লাইলের মত রূপ-গৌরব আছে, তাদের—প্রকৃতিগত। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার বিশেষ কিছুই নাই।"

দৃঢ় স্বরে জয়েস্ বলিল "না, মিঃ কার্লাইল্ এমন চপল প্রকৃতির লোক নহেন।"

"দাঁড়াও, আগে সব বলিয়া নিই। এই ঘটনার দুই তিন দিন পরে, বিবাহের সংবাদ লইয়া মিস্ কর্ণি আমাদের বাড়ী যা'ন। আমি তখন উপরে কর্ত্রীর ঘরে ছিলাম, আর তা'রই নীচের ঘরে বসিয়া ইহাদের কথাবার্ত্তা হইতেছিল। জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া ছিলাম বলিয়া আমি সব শুনিতে পাইলাম। একটু পরেই দেখি, কি এক ছল করিয়া কুমারী উপরে আসিলেন আর দৌড়িয়া যাইয়া নিজের ঘরে ঢুকিলেন—আমিও যাইয়া বারেন্দায় দাঁড়াইলাম। তার একটু পরেই সেই ঘরের মধ্যে কান্নার কি ঘ্যাঙানির শব্দ শুনিতে পাইলাম। তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছেন ভাবিয়া আমি আস্তে আস্তে দরজা খুলিয়া ঘরে গেলাম। কি আর বলিব যয়েশ, তখন তা'র অবস্থা দেখিয়া আমার প্রাণে যে বেদনা হইয়াছিল, এমন আর আমার কখনো হয় নাই। দেখি কি, মেজের উপর পড়িয়া কুমারী গড়াগড়ি যাইতেছেন, হাতে হাত মোচ্ড়াইতেছেন, আর তাহার মুখখানা, মৃত্যুযন্ত্রণায় যেমন হয়, তেমন ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে! তিন মাসের মাহিয়ানা খোওয়াইয়াও যদি একটা সান্ত্বনার কথা বলিতে পারিতাম, তবে তাহাও করিতে আমি প্রস্তুত ছিলাম; কিন্তু অমন্ যাতনার সময় যাইয়া বাধা দিতে সাহস হইলনা। তাই আবার তিনি দেখিতে না দেখিতে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিলাম।"

যয়েশ্,—"যে না চায় আমারে, তা'কে নিক্ চামারে' ; আমার জন্য যে ভাবেনা, তা'র জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া দেহপাত করা, নিতান্ত গাধা না হইলে কেউ করেনা !'

উইল্‌সন "মিঃ কার্‌লাইল্ তা'র জন্য ভাবিতেন কিনা, তা'কে ভাল বাসিতেন কিনা, সে সম্বন্ধে তুমি কিছুই জাননা, অথচ ঠিক সেই বাষ্টিশের মত এমনই এক গুঁয়ে তুমি যে, জেদ করিয়া বলিবেই, 'না, কার্‌লাইল্ মোটেই ভাবিতেন না।' দোহাই তোমার ভাল মানুষির, মধ্যে মধ্যে এই রকম বাধা না দিয়া আগে আমার কথাগুলিই শুনিয়া যাও। তার পরে, বিয়ে করিয়া যখন কার্‌লাইল্ আমাদের কর্ত্রীকে লইয়া বাড়ী আসিলেন, তখন দেখা করিবার জন্য এক দিন বড় জাকজমক করিয়া বাষ্টিশ্, তাঁর স্ত্রী ও বার্‌বারা এখানে আসিল। এটুকু বোধ হয় তুমি এর মধ্যেই ভুলিয়া যাও নাই। বাপ মা সকলেই চলিয়া গেলেন ; কিন্তু কুমারী বৈকালবেলাটা এখানেই কাটাইবেন বলিয়া রহিয়া গেলেন।"

যয়ে—"হাঁ, এ সব আমার মনে আছে।"

"উইল্,—ঘ্যাম্পার বাড়ী ছিল না বলিয়া রাত্রে তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য আমাকেই আসিতে হইল। আমি মাঠের রাস্তা ধরিয়া আসিতেছিলাম ; মাঝামাঝি আসিয়া কি দেখিলাম, বল দেখি !"

চক্ষু তুলিয়া চাহিয়া যয়েশ্ বলিল "কি আর দেখিবে ! বোধ হয় একটা সাপ।"

"তা' সাপই বটে ! আমি একেবারে আসিয়া বার্‌বারা ও কার্‌লাইলের উপর পড়িয়াছি, আর কি ! কি হইয়াছে, ভগবান্ জানেন। আমি দেখি কি, বেড়ার গায়ে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া কুমারী কাঁদিতেছেন—শোকে দুঃখে বুক ভাঙ্গিয়া গেলে মানুষ যেমন করে, তেমনি করিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছেন। বোধ হইল যেন যুবতী তাহাকে ভর্ৎসনা

করিতেছেন ; আর তিনি যেন নিজের আচরণের জন্য কৈফিয়ৎ দিতেছেন ; আমি শেষে কার্‌লাইল্‌কে বলিতে শুনিলাম, 'এখন হইতে আমরা সুধু ভাই-বোনের মত ব্যবহার করিতে পারি'। ধরা পড়িবার ভয়ে আমি বার্‌বারাকে ডাকিলাম। অমনি মিঃ কার্‌লাইল বেড়া ডিঙ্গাইয়া এ পারে আসিলেন। কুমারী বলিলেন, 'না, আর তোমাকে যাইতে হইবে না ; কিন্তু তিনি তাহা কানেই তুলিলেন না—সঙ্গে সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া আমাদের খিড়্‌কি দুয়ার পর্য্যন্ত আসিলেন! দরজা খুলিবার জন্য আমি একটু এগিয়ে গেলাম! কিন্তু আড়্‌ চোখে আড়্‌ চোখে চাহিয়া দেখি কি, কুমারীর দুই হাতে ধরিয়া মিঃ কার্‌লাইল্‌ তাহার মুখের কাছে মুখ আনত করিয়াছেন। আর যে তা'দের মধ্যে কি হইয়াছিল, তা, স্পষ্টই বলিতেছি, আমি কিছু জানিনা।"

ক্রোধ ও ঘৃণার স্বরে যশেশ মন্তব্য করিল "তা" যাই হউক, এটা আমি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি যে, এখনো মিঃ কার্‌লাইল্‌কে ভাল বাসিতে যাওয়া তা'র পক্ষে নিরেট্‌ মূর্খতা বই আর কিছুই নহে।"

উইল্‌—"মূর্খ যে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ; কিন্তু এখনো ভালবাসে। বাড়ীর সাম্‌নের রাস্তাটা দিয়া যখন মিঃ কার্‌লাইলের যাইবার কথা, তখন প্রায়ই সে, গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিয়া যাইয়া থাকে! আমি বেশ বুঝিয়াছি যে, নিজের প্রাণের অশান্তিতে, লেডি ইশাবেলের হিংসায়ই, সে এমন খিট্‌খিটে হইয়া পড়িয়াছে। এই এক বৎসরের মধ্যে তা'র এতটা পরিবর্ত্তনই হইয়াছে যে, এখন আর তা'কে ঠিক আগের মানুষই মনে হয় না! যদি কখনো মিঃ কার্‌লাইলের মন আমাদের কর্ত্রীর উপর হইতে চটিয়া যায়, এবং—"

রুক্ষস্বরে যশেশ্‌ সম্‌ঝাইয়া দিল "ছি, উইল্‌সন! আপনার পদ ও অবস্থা বিস্মৃত হইলে কি?"

"কেন, এমন কি বলিয়াছি? আর, যাহা বলিয়াছি তাহার এক চুল ও মিথ্যা নহে। পুরুষগুলি নির্লজ্জরূপে চঞ্চল, স্বামীগুলি প্রণয়িনীদের অপেক্ষাও মন্দ। আমিত' অন্যায় কিছু বলিতেছিনা! যাক্, যে বিষয়ে কথা হইতেছিল,—আমাদের কর্ত্রীর যদি ভালমন্দ কিছু হয়ই, তবে বার্‌বারা যে তাঁহার স্থান অধিকার করিবে, ইহা অদৃষ্টের মত ধ্রুব ও সত্য বলিয়া জানিও।" ধীর শান্তভাবে যয়েশ প্রত্যুত্তর করিল "কিন্তু তাঁ'র কিছুই হইতেছেনা।"

অনপ্রতিভ উইলসন্ বলিতে লাগিল" আহা, তাই হউক, তাই হউক!—অন্ততঃ আমার কোলের এই ক্ষুদ্র শিশুটির জন্য ও যেন তাঁ'র কোন অমঙ্গল না ঘটে। বিমাতা হিসাবে বার্‌বারা কখনই ভাল হইবে না। প্রথম পক্ষের স্ত্রীকে যে ঘৃণা করে, হিংসাদ্বেষ করে, সে কখনে তা'র সন্তানকে ভাল বাসিতে, যত্ন করিতে পারেনা। সে নিশ্চয়ই ইহার উপর হইতে মিঃ কার্‌লাইলের মনও ফিরাইয়া দিবে—

"দৃঢ় স্পষ্টার্থকস্বরে যয়েশ বাধা দিল। "উইল্‌সন্ তোমায় আমি সাবধান করিয়া দিতেছি। ইষ্ট্‌লীনে আসিয়া যদি তুমি এই প্রসঙ্গ লইয়া আন্দোলন করিতে যাও, আমি তবে কর্ত্রীকে বলিয়া দিব, যে তুমি তোমার পদের সম্পূর্ণই অনুপযুক্ত।"

"কিন্তু এই সব কথাই আমি' বুকে টোকা দিয়া বলিতে পারি।"

"আর তুমিও জানিয়া রাখিও," যয়েশ বলিতে লাগিল, "যখন আমি কোন কাজ করিতে সংকল্প করি. তখন আমি তাহা করিয়া থাকি। মিস্ কার্‌লাইল্ বড় মিথ্যা বলেন নাই যে, ওয়েষ্টলীনে সকলের চাইতে তোমার জিহ্বাই বড়। কিন্তু মিঃ কার্‌লাইলেরই ভাত খাও, কি, মিঃ হেয়ারেরই খাও, এই প্রসঙ্গটি তোমার জিহ্বার পক্ষেও উপযুক্ত নহে। আর এক কথা উইল্‌সন্—আমার বোধ হইতেছে, মিঃ হেয়ারের বাড়ীতে

তুমি দস্তুরমত 'আড়িপাতা' ব্যবসায় করিয়াছ; সাবধান, এবাড়ীতে কখনো সে সব করিতে যাইও না।"

বড়ই আমোদের হাসি হাসিয়া উইল্‌সন্ বলিল, "চিরকালই তুমি এমন সহজবুদ্ধির লোক! থাক্, আমার যাহা বলিবার ছিল, আমি বলিয়াছি—এখন আমি চুপ করিতে পারি। তোমার ভয় নাই, আমি এমন আহাম্মক নই যে, এই সকল কথা লইয়া চাকর-বাকরদের সঙ্গে গল্প করিতে যাইব।"

এখন, পাঠক পাঠিকা, একবার লেডি ইশাবেলের অবস্থাটা কল্পনা করিতে চেষ্টা করুন। তিনি এই আলাপের প্রত্যেকটি শব্দই শুনিয়াছেন। অতি সহজেই অনেকে হয়তঃ বলিবেন "ওঃ, চাকর-বাকরদের গল্পগুজবি আবার কে কবে বিশ্বাস করিয়া থাকে?"—কিন্তু এরূপ ভাবা ও বলা শরীর ও মনের স্বাস্থ্যের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে। তাঁহার শরীর সুস্থ ও সবল থাকিলে, ইশাবেল্ হয়তঃ একথা একেবারে গ্রাহ্যই করিতেন না। কিন্তু এখন যে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন, শরীর দুর্ব্বল, সর্ব্বদা জ্বর-জ্বরভাবাক্রান্ত—অর্দ্ধ প্রলাপের অবস্থা। তাই সহজেই তাঁহার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গেল যে, মিঃ কার্‌লাইল্ কখনো তাঁহাকে ভাল বাসেন নাই; সুধু তাঁহার রূপের মোহে মজিয়া, ও আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির জন্যই তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের মালিক বার্‌বারাই!

ঐ অর্দ্ধশয়ানের অবস্থায়ই এইরূপ ভাবিয়া ভাবিয়া মনটি তাঁহার ভারি উত্তেজিত ও উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। হিংসা ও জ্বর, তা'র সঙ্গে প্রেমের তৃষ্ণা মিলিয়া, তাঁহার মস্তিষ্কটিকে একেবারে উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। মধ্যাহ্নভোজনের সময় প্রায় হইয়া আসিয়াছে; কার্‌লাইল্ আসিয়া তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু প্রবেশ করিয়াই তাঁহাকে দেখিয়া একেবারে

চম্‌কিয়া উঠিলেন। তাঁহার বিবর্ণ গণ্ডদ্বয় ক্ষয়কাশাক্রান্ত রোগীর মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, চক্ষুর্দ্বয় ছল্‌ছল্ করিতেছে।

দ্রুতপাদক্ষেপে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার শরীর আবার খারাপ বোধ হইতেছে ?"

সোফা হইতে কতকটা দাঁড়াইয়া উঠিয়া ইশাবেল্ আবেগাতিশয্যে স্বামীকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া, বলিয়া উঠিলেন "উঃ, আর্কিবল্ড, আর্কিবল্ড, না, না তাকে বিবাহ করিও না——কবরেও আমি শান্তি পাইব না !"

হতবুদ্ধি বিস্ময়ে কার্‌লাইল্ মনে করিলেন, অতিমাত্র শারীরিক দুর্ব্বলতায় একটা ক্ষণস্থায়ী মতিবিভ্রম ঘটিয়াছে ; এবং তাহার বশবর্ত্তিনী হইয়া ইশাবেল্ এইরূপ 'আবল-তাবল' বকিতেছেন। তিনি প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু বোধ হইল, পত্নী যেন প্রবোধ মানিতে প্রস্তুত নহেন। অশ্রুপ্লাবিত হইয়া ভীষণ অন্তর্দ্দাহে ভীষণ ভাষায় আবার ইশাবেল্ বলিয়া উঠিলেন—

"না, করো না, কিছুতেই তা'কে বিয়ে ক'রোনা ; আমার খুকীকে সে কেবল জ্বালা যন্ত্রণা দিবে—খুকীকে ভালবাস্‌তে তোমায় দিবে না ; আমার খুকীর উপর হ'তে তোমার মন ফিরিয়ে নিবে !—আমার স্মৃতিও তোমার মন থেকে মুছে ফেল্‌বে। না, আর্কিবল্ড, ক'রোনা, কিছুতেই তা'কে বিয়ে ক'রোনা।"

সান্ত্বনার ভাবে কার্‌লাইল্ বলিতে লাগিলেন, "ইশাবেল্, নিশ্চয়ই তুমি কোন ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়াছ, এবং তারই প্রভাবে এই সব কি বকিতেছ ! তুমি ঘুমাইয়াছিলে ; এখনো তোমার ঘুমের মোহ যায় নাই। একটু শান্ত হইয়া বস—আবার তোমার স্মৃতি ঠিক ফিরিয়া আসিবে। এই যে, প্রিয়ে, এম্‌নি করিয়া আমার কাঁধে মাথা রাখিয়া একটু চুপ করিয়া থাক।"

ইশাবেল্ কিন্তু চুপ করিতে পারিলেন না—আবার বলিতে লাগিলেন "উঃ, সে তোমার স্ত্রী !—না, আর যে ভাবিতে পারি না। প্রাণ যায় !

প্রাণ যায়! কর, আর্কিবল্ড, প্রিয়তম, প্রতিজ্ঞা কর, কথনো তুমি তাকে বিবাহ করিবে না!"

তাঁহার কথা শুনিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া কার্‌লাইল্ বলিলেন "বুদ্ধির সঙ্গে যা' কিছু চাইবে, সে সকলই তোমায় দিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি; কিন্তু তুমি কি যে বলিতেছ, কি যে চাহিতেছ, আমি যে তার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না! কাহাকেও ত' বিবাহ করিবার আমার কোন কথা নাই—কোনই সম্ভাবনা নাই; এইত আমার আদরিণী স্ত্রী তুমি—সম্মুখেই রহিয়াছ।

উজ্জ্বল বিস্ফারিত নেত্রে স্বামীর চক্ষুর উপর স্থির দৃষ্টিপাত করিয়া ইশাবেল্ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি যদি মরিয়া যাই?—আমিত' মরিতে পারি—তুমিত' জান, আমার মরিবার আশঙ্কা আছে; আর অনেকেই ভাবিতেছে যে, আমি নিশ্চয়ই মরিব। বল, তা' হলেও অন্যায় করিয়া সে আসিয়া আমার স্থান দখল করিয়া বসিবে না?"

"না কখনই সে বসিবে না---যা'র কথাই না কেন তুমি বলিতেছ। আচ্ছা, ইশাবেল্, তুমি কি স্বপ্ন দেখিয়াছিলে? কার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া তোমার প্রাণে এত যন্ত্রণা হইতেছে?"

ভর্ৎসনাবিমিশ্র কাতর চক্ষুতে চাহিয়াই ইশাবেল্ বলিয়া উঠিলেন "আর্কিবল্ড, তোমায়ও কি একথা বলিয়া দিতে হইবে? আমায় বিবাহ করিবার আগে কি তুমি কাহাকেও ভালবাস নাই? হয়তঃ তার পরেও তা'কে ভাল বাসিয়াছ, এখনো তা'কেই ভাল বাসিতেছ?"

এতক্ষণে কার্‌লাইল্ তাঁহার এই পাগ্‌লামোর মধ্যেও একটা 'সূত্র' পাইলেন। সান্ত্বনার স্বর পরিত্যাগ করিয়া দৃঢ় স্থির কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কার কথা বলিতেছ, ইশাবেল্?"

"বার্‌বারা হেয়ারের কথা।"

কার্‌লাইল্ ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন—তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইয়াছেন। এই পুরাতন অপবাদটা আবার ইঁহার মস্তিষ্কে প্রবেশলাভ করিল কেমন করিয়া? যে সোফার উপর ইশাবেল্‌কে ধরিয়া তিনি বসিয়াছিলেন, সেই সোফার উপর হইতে উঠিয়া প্রশান্ত মহিমান্বিত মূর্ত্তিতে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমার এবং বার্‌বারার সম্বন্ধে তুমি কি যে ধারণা করিয়াছ, ইশাবেল্, তাহা আমি বুঝিয়াই উঠিতে পারিতেছি না। আমার কথা শোন, বিশ্বাস কর। বিবাহের পূর্ব্বে কি পরে, কখনো বার্‌বারা হেয়ার্‌কে আমি ভালবাসি নাই—ভালবাসা ত দূরের কথা, ভালবাসার ভাণও কখনো আমি করি নাই! কেন তোমার মনে এইরূপ একটা ধারণা হইয়াছে আমায় তাহা বলিতেই হইবে।"

একথার কোন উত্তর না দিয়া ইশাবেল্ জিজ্ঞাসা করিলেন "কিন্তু সে ত তোমায় ভালবাসিত?"

কার্‌লাইল্ মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিলেন; তিনিও বেশ জানেন যে বার্‌বারা তাহাকে ভালবাসেই। কিন্তু সকল গুলি অবস্থা, বিশেষতঃ যে ভাবে তিনি ইহা জানিতে পারিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিয়া, মনুষ্যত্ব থাকিতে আর কেমন করিয়া তিনি স্ত্রীর নিকটও তাহা স্বীকার করিতে পারেন? তাই কহিলেন "যদি তাই হইয়া থাকে, তবে তার মত বুদ্ধিমতী কে আমি যতটা আহাম্মক মনে করিতে পারিতাম, সে তার চাইতেও অধিক ভর্ৎসনার যোগ্য আহাম্মকের মত কাজ করিয়াছে। স্ত্রীলোকের পক্ষে অপ্রার্থিতভাবে ভালবাসিতে যাওয়াও যে কথা, স্ত্রীধর্ম্ম পরিত্যাগ করাও সেই কথা!—আমি বিশেষ কিছু বলিতে পারি না, তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, বার্‌বারা যদি আমাকে ভালবাসিয়াও থাকে, তবে তাহা সে আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতভাবেই করিয়াছে! জেনো ইশাবেল্, আমি ঠিক

বলিতেছি--বার্‌বারাকে দিয়া আমাকে সন্দেহ করা যে কথা কর্ণেলিয়াকে দিয়া সন্দেহ করাও সেই কথা।"

তখন ইশাবেল্ বেশ জোরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন—কিন্তু দুঃখে কি যন্ত্রণায় নহে; প্রাণের আরামে, হৃদয়ের শান্তিতে। বক্ষস্পন্দনও মন্দীভূত হইয়া আসিল, হৃদয় আবার অনির্ব্বচনীয় বিশ্বাস ও শান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। গ্রীবা অবনত করিয়া স্নেহগদ্গদ কিন্তু যন্ত্রণাকাতর স্বরে কার্‌লাইল্ আবার বলিতে লাগিলেন

"ইশাবেল্, আমি কখনো মনে করিতে পারি নাই যে, আমাদের এই একটা বৎসর অবস্থান একেবারেই বৃথা গিয়াছে! প্রকৃত আন্তরিক প্রেমের আর এমন কি প্রমাণ আছে যাহা এই একবৎসরে আমি তোমাকে দিই নাই?"

ইশাবেল্ মুখ তুলিয়া চাহিলেন—অনুশোচনায় তাঁহার নেত্রপল্লব ভিজিয়া গিয়াছে এবং আপনার উভয় হস্ত মধ্যে স্বামীর হস্ত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন "আমার উপর রাগ করিও না, আর্কিবল্ড। তোমার জন্য প্রাণে যদি আমার কম 'টান' থাকিত, তবে এই সন্দেহ ও এই যন্ত্রণা আজ আর আমাকে ভুগিতে হইত না।"

কারলাইল্ আবার হাসিলেন—ঠিক সেই প্রেমের, স্নেহের হাসি। তারপর পত্নীর অধরে অধর লাগাইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তবে এখন একবার বলদেখি, কেমন করিয়া এমন একটা ধারণা তোমার মাথায় প্রবেশ লাভ করিয়াছিল?"

হঠাৎ ইশাবেলের মনে একটা প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত হইয়া উঠিল যে, স্বামীর নিকট তিনি সমস্ত কথাই খুলিয়া বলিবেন—এক বৎসর পূর্ব্বে মরেশ ও সুসানের গল্প প্রসঙ্গে যাহা শুনিয়াছিলেন, আর এই মাত্রও যে সাংঘাতিক কথাগুলি অলক্ষিতে শুনিয়া ফেলিয়াছেন, সে সকল কথাই

বলিবেন : কিন্তু অমনি আবার স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস পুনঃস্থাপিত হইয়াছে বলিয়া, তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, এইরূপ বাজে কথার উপর মূল্য স্থাপন করিয়া—দাস দাসীদের কথাবার্ত্তায় মন দিতে যাইয়া, তিনি নিতান্ত হীনতারই পরিচয় দিয়াছেন! তাই লজ্জায় ঘৃণায় আর কিছু বলিতে পারিলেন না। সুধু অবনত মস্তকে, আরক্তিম মুখে নীরবে বসিয়া রহিলেন।

কার্‌লাইল্ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাহাতে আমার উপর হইতে তোমার মন বিগড়াইয়া যায়, কেহ কি সেই চেষ্টা করিতেছে ?"

"আর্কিবল্ড! না। কেহ কি এরূপ সাহস করে ?"

"তবে কি তুমি স্বপ্ন দেখিয়াছিলে ?—জাগিয়াও তাহা ভুলিতে পার নাই ?"

" সময়ে সময়ে, বিশেষতঃ জ্বরের রাগে, বৈকাল বেলায় আমার যে ঘুম আসে, তার মধ্যে আমি অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখি! আমার মনে হয় কি, আর্কিবল্ড্, যে সময় সময় আমার একটু আধটু প্রলাপের ভাব আসে, আর তখন কি যে ঠিক, কি যে অঠিক, কি যে প্রকৃত কি যে কল্পনাপ্রসূত, তাহা আর বুঝিয়া উঠিতে পারি না।"

তাঁহার শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে ইসাবেল্ যাহা বলিলেন, তাহা সত্যই; কিন্তু উত্তরটি ঠিক ফাঁকি দেওয়া গোঁছের হইল; কিন্তু কার্‌লাইলের কাণে তাহা বাজিল না। যে গোলকধাঁধার মধ্যে তিনি পড়িয়াছেন ইহাকেই তাহার যথাসম্ভব সুমীমাংসা মনে করিয়া তিনি অনেকটা আশ্বস্ত বোধ করিতে লাগিলেন। পত্নীকে এসম্বন্ধে আর কোন প্রশ্নই করিলেন না। সুধু বলিলেন "পার যদি, এমন ধারা স্বপ্ন আর দেখিতে যাইও না। আর যদি কখন দেখিয়াই ফেল, তবে তাহাদিগকে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিও—কারণ একদিকে যেমন ইহাতে আমার প্রতি অবিচার

করা হয়. তেমনি অপর দিকে তোমার নিজের প্রাণেও দুরন্ত অশান্তি আসে। সর্ব্বদাই মনে রাখিও ইসাবেল, তোমার সঙ্গে আমি প্রেম ও আইন, এই উভয় বন্ধনেই আবদ্ধ। এমন অবস্থায় ঘার্ বার হেয়ারের সাধ্য কি যে, তোমার ও আমার মধ্যে আসিয়া দাঁড়ায়!"

জগতে সন্দেহ ও ঈর্ষ্যার মত কল্পনাপ্রিয়, ভ্রান্তিপূর্ণ, ও ক্ষমতাবান্ রিপু কথনো হয় নাই, কথনো হইবেও না। কিন্তু এই গুরুতর ব্যাপারটিকে নিতান্তই অবান্তর, অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া কার্লাইল্ তাহা একেবারে মন হইতে মুছিয়া ফেলিলেন। জ্বরের রাগে, প্রলাপের ঘোরে ইসাবেলের মনে এই সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল; জ্বর হ্রাস হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহার বিলোপ হইবে, নিতান্ত সরল সহজভাবে এই কথাটি তাহার মনে হইয়াছে। কিন্তু তাহা আর হইল না। স্বামীর কথায় সরল আস্থা স্থাপন করিয়া, তখন অবশ্যই ইসাবেল আপনার আচরণের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ধীরে ধীরে আবার তিনি সেই অত্যন্ত অসুখকর, মর্ম্মন্তুদ আশঙ্কার বশীভূত হইয়া পড়িলেন। স্বামীর নিজের অস্বীকারবাক্য হইতেও পরিচারিকা উইল্সনের মুখনিঃসৃত জ্বালাময় কথাগুলিই তাঁহার হৃদয়ের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়া বসিল। ঈর্ষ্যার বর্ণনা করিতে যাইয়া মহাকবি সেক্সপিয়ার ইহার রং পীত ও সবুজ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন; আমি কিন্তু সাদা ও কাল বলিতেই অধিকতর ইচ্ছুক, কারণ ঈর্ষ্যার প্রকৃতিই এমন যে ইহা সাদাকে কালো, এবং কালোকে সাদা দেখিয়া থাকে। ইহার আলোকে, যে কল্পনায় সত্যের লেশও নাই, যে কল্পনা সুধুই কল্পনা, তাহাও অভ্রান্ত সত্য বলিয়া অনুমিত হয়, আর যৎপরোনাস্তি অসম্ভব ও অসঙ্গত ঘটনাও নিতান্তই সঙ্গত বাস্তবিক ঘটনা বলিয়া প্রতিভাত হয়। মুখে কিন্তু ইসাবেল্ স্বামীকে আর একটি কথাও বলিলেন না। তিনি বরং—যদি কথনো পাঠক স্ত্রীর

মনে আপনার প্রতি সন্দেহ জন্মাইয়া মজা দেখিতে যাইয়া থাকেন, তবে সহজেই বুঝিতে পারিবেন—তিনি বরং তাহার প্রতি আরও বেশি আসক্ত তাহার প্রণয়লাভের জন্য অধিকতর ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তলে তবে কিন্তু বার্‌বারা হেয়ারের মূর্ত্তিটি, দুঃস্বপ্নের মত, তাঁহার অনুসরণ করিতে থাকিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

—————

কাপ্তান থর্ণের ওয়েষ্টলীনে আগমন।

"আজিকার দিনটি কি মনোরমই না বোধ হইতেছে, বার্‌বারা।"

"হাঁ মা, ভারি সুন্দর দিন।"

"মনে হইতেছে যে একটু বেড়াইয়া আসিলে আমার শরীরটা বরং একটু ভালই লাগিবে।"

বার্‌বারা উত্তর করিলেন "তা' হইবে বৈকি মা। একটু বেশী বেড়াইলে এতদিনে বেশ ফল পাইতে। যে দিনটা ভাল থাকে, সে দিনেই তোমার এক একবার বাহির হওয়া উচিত।"

মিসেস্ হেয়ার উত্তর করিলেন "কিন্তু বাছা, তেমন উৎসাহ কি তেজ যে আর আমার নাই। বসন্তের প্রথমকার উজ্জ্বল দিন কয়টা, কি নিদাঘের প্রথমকার ঈষৎ গরম দিন কয়টা মাত্র আমার মনে একটু স্ফূর্ত্তির, একটু উল্লাসের সঞ্চার করিয়া থাকে। আমার মনে হইতেছে যে, আজ আমার বাহিরে যাওয়া নিতান্ত উচিত। তোমার বাবা বাগানেই আছেন; যাও, একবার যাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আস যে, আমার সঙ্গে যাওয়া তাঁহার পক্ষে সুবিধাজনক হইবে কি ?"

বার্‌বারা যাইতেছিলেন কিন্তু একটু থমকিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন" মা, এই তিন সপ্তাহ ধরিয়াত' আমাদের নূতন পোষাক-আষাক যা' যা' কিনিতে হইবে, তুমি সেই সকলের কথাই বলিয়া আসিতেছ। আজ কেন যাইয়া সেই সকল কিনিয়া আন না ?"

তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অনিশ্চয়তার সঙ্গে জননী কহিলেন "হাঁ, তা গেলে হয় বৈ কি। —তবে আমি ত' কিছু বলিতে পারি না।"

"হাঁ, আজই যাওয়া যা'ক, ইহার চাইতে ভাল দিন আর পাওয়া যাইবে না।" বলিয়া বার্বারা চলিয়া গেলেন।

যাষ্টিস্ বাগানে দাঁড়াইয়া মালীর উপর কি একটা সামান্য ত্রুটির জন্য তর্জ্জন গর্জ্জনের উপক্রম করিতেছিলেন। এমন সময় বার্বারা যাইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। পিতাকে ইনি অপেক্ষাকৃত কম ভয় করিয়া থাকেন। ডাকিলেন "বাবা?"

মোটাসোটা দেহটিকে কন্যার দিকে ফিরাইয়া যষ্টিশ্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, কি চাই?"

"মা বলিতেছেন যে এই সুন্দর দিনটায় একটু বেড়াইয়া আসিলে, তাঁহার শরীরটা বোধ হয় কিছু ভাল বোধ হইবে। গাড়ীটা পাইতে পারি কি?"

তখনি উত্তর না করিয়া পিতা একবার আকাশের দিকে চাহিয়া লইলেন, শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাইবে?"

"আজ একবার বাজার সদায় করিতে চাই।" তারপর পিতার মুখের উপর একটু বিরক্তির ঘনীভূত ছায়া দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন "লীনবড়োতে নয়, বাবা, এই আমাদের ওয়েষ্ট্ লীনেই।"

যাষ্টিশ সবিস্ময় বিরক্তির সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন "আর তা'র বুঝি ইচ্ছা যে, আমি তোমাদিগকে গাড়ী করিয়া লইয়া যাই! আঃ, দোকানগুলি আর একটু দূরে হইল না কেন? এই শেষবারে ত তোমরা একটা দোকানে যাইয়া আমাকে অন্ততঃ দেড়টি ঘন্টাত' বসাইয়া রাখিয়াছিলে!"

"বেন্‌জামিনও ত' আমাদিগকে লইয়া যাইতে পারে।"

বড়মানুষি ধরণে পদক্ষেপ করিতে করিতে ভোজন কক্ষের জানালার নিকট যাইয়া তিনি ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "য়্যান্, আজ কি তুমি বাজার করিতে যাইতে চাও ?"

ভয়ে ভয়ে ধীরে অনুচ্চস্বরে রমণী উত্তর করিলেন "না, একেবারে আজই যাইতে চাই, তা' নয়—বাজার করিতে যে কোন দিন গেলেই হইবে। গাড়ীটা কি আজ তোমার নিজের কোন কাজে লাগিবে ?"

"বলিতে পারিনা।" তিনি এখনো এ বিষয়ে কোন চিন্তাই করেন নাই ; তবে, তাহার ইচ্ছা যে, প্রত্যেকটি কর্ম্ম-কল্পনা, প্রত্যেকটি প্রস্তাবই তাহা দ্বারা উত্থাপিত ও পরিচালিত হইবে, তাই, স্ত্রীর প্রস্তাবে কোন নিশ্চিত উত্তর করিলেন না।

তখন মিসেস্ হেয়ার বলিলেন "এমন দিনটা ঘরে বসিয়া কাটাইতে ইচ্ছা হয় না। আর, বার্বারার গ্রীষ্মের পোষাকও ত' এখন না করিয়া দিলে নয়।"

বিরক্তিস্বরে যাষ্টিশ্ বলিয়া উঠিলেন "সে ত' কেবলই পোষাক কিনিতেছে।"

"না, বাবা, আমি—"

"হয়েছে, আর মুখে মুখে প্রতিবাদ না করিলেও চলিবে, ঠাকুরাণি ! যা' তোমার আবশ্যক, তার ডবল্ তোমার রহিয়াছে।"

"দেখ; রিচার্ড, তোমার গাড়ীর যদি তেমন আবশ্যক থাকে, তবে না হয় হাঁটিয়াই যাই। আমার মনে হইতেছে কি যে, আজ বোধ হয় আমি হাঁটিয়া যাইয়া বেশী ক্লান্ত হইয়া না পড়িয়াও বাড়ী ফিরিয়া আসিতে পারিব।"

"আর তুমিই না এক সপ্তাহখানেক বিছানায় পড়িয়া রহিয়াছ ! বলনা, আর কি চাই ! ওয়েষ্টলীনে হাটিয়া যাওয়া আসার কথাটা তুমি কোন্ সাহসে বলিলে ? আঃ কি আহাম্মক সব !" বলিতে বলিতে

যাষ্টিশ হেয়ার আবার মালী বেন্‌জামিনের নিকট চলিয়া গেলেন। জননী ও কন্যা তাহাদের যাওয়া হইবে, কি, না হইবে, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

জননী কহিলেন "বুঝিতে পারিতেছি না, বার্‌বারা, তোমার বাবা গাড়ী লইয়া কোথায় যাইবেন?"

স্বাধীনচেতা কুমারী উত্তর করিলেন "আমি ঠিক জানি, কোথাও না"

"আঃ, আস্তে!"

"আমি অত ভয় করি না। কোথাও তাঁ'র নিজের যাইবার নাই, শুধু অন্যের ইচ্ছায় বাধা দিতেই হইবে, এই জন্যই আমাদিগকে গাড়ীটা দিতেছেন না। হাটিয়াই চলনা মা, আসিবার সময় না হয় একটা ভাড়াটিয়া গাড়ীতেই আসিব এখন।"

মিসেস্ হেয়ার মাথা নাড়িয়া বলিলেন "অবশ্যই আমি যে হাটিয়া না যাইতে পারি, তাহা নহে। তবে তোমার বাবা মত না দিলে কিছুতেই যাইতে পারি না।"

এদিকে মিঃ হেয়ার যাইয়া গাড়ী প্রস্তুত করিতে বলিয়া দিয়াছেন। তদনুসারে বেন্‌জামিন গাড়ী সাজাইয়া সদর দরজায় আনিয়া হাজির করিল। মিসেস্ হেয়ার ও বার্‌বারা আসিয়া গাড়ীতে উঠিল। স্বামী তথনো বাগানেই দাঁড়ান ছিলেন। তাহার দিকে চাহিয়া একটু প্রেমময় হাসি হাসিয়া মিসেস্ হেয়ার বলিলেন "তবে যাই রিচার্ড!"

"কিন্তু ডিনারের আগেই যেন আবার বাড়ী ফিরিয়া আসা হয়। আর দেখিও, বার্‌বারা যেন আবার বড় বেশী খরচ করিয়া না বসে।"

গাড়ী চলিয়া গেল। জামা-কাপড়ের দোকানে পৌঁছিয়া মিসেস্ হেয়ারের খেয়াল হইল যে, তাহার টাকার থলিয়াটা কোথায় পড়িয়া গিয়া

থাকিবে, বলিলেন "একবার গাড়ীটা দেখিয়া আস না বার্‌বারা, বোধহয় সেখানেই ফেলিয়া আসিয়া থাকিব।"

বার্‌বারা গাড়ীতে চলিয়া আসিলেন, কিন্তু থলিয়াটা পাইলেন না। তখন কোচম্যান্‌কে বলিলেন "মার ব্যাগটা একবার খুঁজিয়া দেখনা ?" বলিয়া তিনি রাস্তার অধো দেশের দিকে শূন্য নয়নে চাহিয়া রহিলেন। এমন সময় রাস্তার উপর একটি ভদ্রলোক পাদচারণা করিতেছিলেন; সান্ধ্যসূর্য্যকিরণে তাহার বক্ষোপরিস্থ স্বর্ণচেইন চিক্‌চিক্‌ করিতেছিল। বার্‌বারা তাহাকে অন্যমনস্কভাবে দেখিতে লাগিলেন। হঠাৎ ভদ্রলোকটি হাত হইতে দস্তানা খুলিয়া ফেলিয়া গোঁফে চাড়া দিতে লাগিলেন। বার্‌বারা দেখিলেন, তাহার হাতটি সাদা ধব্‌ধব্‌ করিতেছে; আর অনামিকায় একটি হীরকাঙ্গুরীয় জ্বল্‌জ্বল্‌ করিতেছে। হঠাৎ তাহার ভ্রাতার বর্ণনা ও তৎসঙ্গে সঙ্গে কোন একজন লোকের হীরক খণ্ড ব্যবহার করার কথা বার্‌বারার মনে পড়িয়া গেল।

যুবতী বেশ মনোযোগ সহকারে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। দিব্য সুন্দর চেহারা, বয়স সাতাইসের কাছাকাছি, দেহ দীর্ঘ, সুগঠিত, কিন্তু অপেক্ষাকৃত কৃশ; আর মুখের উপর বেশ একটা হাসি-হাসি মধুর ভাব যেন লাগিয়াই রহিয়াছে। চুল ও চক্ষুর তারকা কৃষ্ণবর্ণ। আস্তে আস্তে চিন্তাকুলভাবে শিস্‌ দিতে দিতে তিনি হাটিয়া আসিতেছিলেন।

হঠাৎ কে একজন বলিয়া উঠিল "এ কি!—থর্ণ যে! এসো ভায়া, এসো।"

বার্‌বারা চাহিয়া দেখিলেন, বক্তা অন্য কেহ নহে—অট্‌ওয়ে বীথেল রাস্তার অপর ধারে দাঁড়াইয়া আগন্তুককে উদ্দেশ্য করিয়া এই কথাগুলি বলিয়াছে। শেষোক্ত ব্যক্তি কিন্তু বড় অন্যমনস্কভাবে চলিতেছিল; তাহার

কথা শুনিতে পাইয়াছে এমন বোধ হইল না। তাই বীথেল আরও জোরে ডাকিল

"কাপ্তেন থর্ণ!"

এবার কথাটা সম্বোধিতের কাণে গেল; মস্তক নাড়িয়া উত্তর করিয়া সে বেড়া ডিঙ্গাইয়া বীথেলের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইল! 'কাপ্তান থর্ণ' নামটি শুনিয়াই বার্‌বারা একেবারে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন তাঁহার বুদ্ধিশুদ্ধি ও কল্পনা সবই যেন কেমন গোলমেলে হইয়া পড়িয়াছে।

ইতিমধ্যে ব্যাগটি হাতে করিয়া কোচ্‌ম্যান আসিয়া বলিল" এই যে পাওয়া গিয়াছে, ঠাকুরাণী।—কেমন করিয়া কম্বলের ভাঁজের মধ্যে গিয়াছিল।"

বার্‌বারা কিন্তু তাহার কথা শুনিতে পাইলেন না; একটি মাত্র বিষয় ব্যতীত, বাহ্যজগতের কোন অস্তিত্বই তখন তাহার নিকট নাই। তাহার মনে তখন এক বিন্দু সন্দেহও নাই যে, এত দিন পরে, হ্যালিজানকে প্রকৃত যে ব্যক্তি খুন করিয়াছিল, সেই আসিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। —আগন্তুক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রিচার্ডের বর্ণিত লোকটির সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে—সেইরূপ, সেই বর্ণ, সেই উচ্চতা, সেই বিলাসিতা, এমন কি নামটি ও ঠিক সেই—কাপ্তান্ থর্ণ!—যুবতীর গণ্ডদ্বয় রক্তহীন হইয়া পড়িল, তাহার বুকের মধ্যে তীব্র যন্ত্রণা হইতে লাগিল। কোচ্‌-ম্যান আবার কহিল "এই যে ব্যাগ পাওয়া গিয়াছে ঠাকুরাণী।"

—এবার যুবতী একবার তাহার দিকে চাহিলেন সত্য, কিন্তু ব্যাগটি না লইয়া কি তাহাকে কিছু না বলিয়াই সোজাসুজি রাস্তা দিয়া ছাটিয়া চলিলেন। একটু দূরে ডাক্তার ওয়েইন্‌রাইট্ দাঁড়াইয়াছিলেন। নিকটে উপস্থিত হইয়া, কোন প্রকার শিষ্টাচার প্রদর্শন না করিয়াই বার্‌বারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মিঃ ওয়েইন্‌রাইট্, অই যে অট্‌ওয়ে বিথেলের সঙ্গে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে ওই লোকটা কে জানেন কি?"

হ্রস্বদৃষ্টি ডাক্তার চক্ষুর উপর চশ্‌মা আঁটিয়া বার্‌বারার অভিলক্ষিত দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দেখিয়া বলিলেন "ঐ যে? ও—কে একজন কাপ্তান থর্ণ। বোধ হয় হারবার্টস্‌দের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া থাকিবে।"

প্রাণের ব্যগ্রতায় যুবতী এক নিঃশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন "কোথা হইতে আসিয়াছ? কোথায় বাড়ী?"

"ওর সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছুই জানিনা। আজ সকালে মাত্র ইহাকে আমি ছোট স্মিথের সঙ্গে দেখিতে পাই; ত'ার কাছেই শুনিয়াছি যে, এ হার্‌বার্টসদের একজন বন্ধু।—ওকি বারবারা, তোমাকে যেন কেমন দেখাইতেছে না?"

যুবতী কোন উত্তর করিলেন না। ইতিমধ্যে কাপ্তান থর্ণ ও বীথেল তাহাদিগের দিকেই আসিতেছিলেন। নিকটে আসিলে বীথেল্, বার্‌-বারাকে দেখিয়া অভিবাদন করিল, কিন্তু তিনি এতই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, প্রত্যভিবাদন করিতে একেবারে ভুলিয়াই গেলেন। মিঃ ওয়েইন্‌রাইট্ চলিয়া গেলেন। মিসেস্ হেয়ার দরজা পর্য্যন্ত আসিয়া দাঁড়াইলেন—বার্‌বারাও আস্তে আস্তে ফিরিয়া চলিলেন।

মা বলিলেন "তুমি এত দেরী করিলে, বার্‌বারা! ব্যাগটা কি পাওয়া যায় নাই?"

তখনো বার্‌বারার সমগ্রখানি মনই দূরগামী মনুষ্যমূর্ত্তিটির উপর নিবদ্ধ ছিল—চক্ষু দুইটিও তাহাকেই সাগ্রহে দেখিতে ছিল। যন্ত্রচালিতার মত কোচ্‌ম্যানের হাত হইতে ব্যাগটা লইয়া জননীর হাতে দিতে দিতে বলিলেন" মিঃ ওয়েইন্‌রাইটের সঙ্গে কথা বলিতে গিয়াছিলাম।"

"তোমাকে এমন বিবর্ণ দেখাইতেছে কেন?—তোমার শরীর কেমন আছে?"

"ওঃ—বেশ ভাল আছে। চল মা, তাড়াতাড়ি বাজার করা শেষ করিয়া ফেলি।" বলিয়া যুবতী দোকানীর হিসাব মিটাইতে গেলেন। মিসেস্ হেয়ার বড় আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিলেন; 'বার্‌বারার আবার হইল কি? গরজ করিয়া বাজার করিতে আসিয়া এখন আবার তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া যাইতে চাহিতেছে কেন? ভারি অন্য মনস্ক, চিন্তামগ্ন বোধ হইতেছে না!' প্রকাশ্যে বলিলেন "কোন্ রেশমী কাপড়টা লইবে, তাহা ঠিক করিয়া দিলেই হয়।"

"যেটা হয়। তুমিই যা' হয় একটা পছন্দ করিয়া লও মা।"

"তোমার আবার এ কি হইয়াছে, বার্‌বারা?"

অন্যমনস্কভাবটা কতকটা দূরীভূত করিতে চেষ্টা করিয়া কাষ্ঠহাসি হাসিতে হাসিতে বার্‌বারা বলিলেন "বোধ হয়, বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি বলিয়া এমন দেখিতেছ। না, মা সবুজ রং এরটা আমার ভাল লাগিতেছে না। ঐ আর একটাই লও।"

তাহারা বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। পাঁচমিনিট্ পরেই সকলেই ডিনার খাইতে বসিলেন। এই পাঁচমিনিট্ আপনার খাস্ কামড়ায় বসিয়া বার্‌বারা অনেক চিন্তা করিলেন; কিন্তু কার্‌লাইল্‌কে জানান ব্যতীত আর কোন কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে পারিলেন না।

এখন কেমন করিয়া, কি উপলক্ষ্যে কার্‌লাইলের সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ হইতে পারে? ব্যাপারটাও এমন গুরুতর যে দেরী করাও বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত হইবে না। বুঝিলেন সে দিনই তাহার একবার ইষ্টলীনে যাওয়া আবশ্যক; কিন্তু বাড়ীতে কি ওজর দেখাইয়া যাইবেন? নানা প্রকারের উপায় ভাবিতে ভাবিতে যুবতী নীচে আসিয়া ডিনারে বসিলেন। সৌভাগ্যক্রমে খাইতে খাইতে মিসেস্ হেয়ার বলিলেন যে মিস্‌কর্ণির নূতন জামাটার মত একটা জামা তৈয়ার করিবেন বলিয়া তিনি কতকটা

রেশ্‌মী কাপড় কিনিয়া আনিয়াছেন। ভোজনান্তে একজন পরিচারিকাকে পাঠাইয়া নমুনাটা আনাইবেন।

সুযোগ বুঝিয়া বার্‌বারা তাড়াতাড়ি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন "আমি নিজেই যাইনা কেন মা!" এত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তিনি কথা কয়টা বলিয়াছেন যে, অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন "ওকি, এত গরজ যে?"

হাসিয়া মিসেস্‌ হেয়ার বলিলেন "ওর যে যাইবার জন্য এতটা আগ্রহ দেখিতেছ, ইহা স্বাভাবিক। আমার বিশ্বাস, এই সুযোগে ও একবার খুকীটিকেও দেখিয়া আসিতে চাহে, অল্পবয়সের মেয়েরা ছোট ছোট ছেলেপেলেদের বড় ভালবাসে কিনা"

বার্‌বারার মুখমণ্ডল একটু লাল হইয়া উঠিল; কিন্তু তিনি কোন প্রতিবাদ করিলেন না। রিচার্ডের ভাবনায় তাহার অন্তরাত্মা ভরপুর আজ আর আহারে তাহার রুচি নাই, মুখে আর হাত উঠিতেছেনা। খাদ্যদ্রব্যগুলি লইয়া কতক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া শেষে একপ্রকার অস্পৃষ্ট অবস্থায়ই সে গুলিকে পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন।

পিতা সমালোচনা করিলেন "দেখিলে, দেখিলে, বিলাসিতার উপকরণ কিনিয়া আনিয়া ওর মাথাটা কেমন বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছে; শয়নে ভোজনে কেবল সেই কথাই ভাবিতেছে!"

সে যেমনই হউক, বার্‌বারার ইষ্ট্‌লীন যাওয়া সম্বন্ধে কেহ কোন আপত্তি করিলেন না—অবিলম্বেই তিনি রওনা হইয়া পড়িলেন!

বার্‌বারা যখন ইষ্ট্‌লীনে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন সেখানকার মধ্যাহ্ন ভোজন সবে মাত্র শেষ হইয়াছে। যুবতী জিজ্ঞাসা করিলেন "মিস্‌ কর্ণি কোথায়!"

পরিচারক বলিল "তিনি আজ কোথায় বেড়াইতে গিয়াছেন। আর আমাদের কর্ত্রীঠাকুরাণী এখনো কাহারও সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেন না।"

বার্‌বারার যেন কিস্তিমাৎ হইয়া গেল। এখন কি করিবেন! একটা উপলক্ষ্য করিয়া বলিতে পারিলে হইত! কিন্তু তাহা ত' আর হইল না! কাজেই বাধ্য হইয়া তাহাকে বলিতে হইল যে, মিঃ কার্‌লাইলের সঙ্গেই তিনি দেখা করিতে চাহেন। তখন পিটার তাহাকে লইয়া গিয়া বৈঠকখানায় কক্ষে বসাইয়া প্রভুকে সংবাদ দিতে গেল। ক্ষণপরেই কার্‌লাইল্ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তাহাকে দেখিয়াই বৎসরেক পূর্ব্বের সেই নৈশ আলাপ ও সাক্ষাতের কথা যুবতীর মনে তীব্রভাবে জাগরিত হইয়া উঠিল; লজ্জায় তাহার চক্ষু মুখ দিয়া একটা ভীষণ জ্বালা বাহির হইতে লাগিল। সেই দুর্ঘটনার পরে তিনি বিশেষ সতর্কভাবে কার্‌লাইলের সঙ্গে আলাপব্যবহার করিয়াছেন—কখনো যাহাতে মনের বেদনা, হৃদয়ের প্রেম ব্যক্ত হইয়া না পড়ে সর্ব্ব প্রযত্নে তাহার চেষ্টা করিয়াছেন; মুখের কথায়, কার্য্যে ও ব্যবহারে, শান্ত, অনাসক্ত, শিষ্টাচারসঙ্গতভাবই অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন। পূর্ব্বকার ঘনিষ্ট "আর্কিবল্ডের" পরিবর্ত্তে এখন দূর-দূরভাবাপন্ন "মিঃ কার্‌লাইল্" বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন।

আজ কতকটা অপ্রস্তুত, উদ্বিগ্নভাবে বলিয়া উঠিলেন "তোমাকে বিরক্ত করিতে হইল বলিয়া আমি আন্তরিক দুঃখিত, মিঃ কার্‌লাইল্।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, এখন একবার বস বার্‌বারা।"

যুবতী বলিতে লাগিলেন "মা একটা পোষাকের নমুনা দেখিতে চাহিয়াছেন বলিয়া আমি মিস্ কর্ণির সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তোমার সঙ্গে দেখা করাই আমার আবশ্যক। যে

লেপ্টেনাণ্ট্ থর্ণকে প্রকৃত দোষী বলিয়া রিচার্ড বলিয়াছিল, তাহার কথা বোধ হয়, তোমার মনে আছে ?”

“হাঁ, আছে বৈ কি।”

“আমার বোধ হয়, সে এখন ওয়েষ্ট্ লীনেই আছে।” ব্যগ্র ঔৎসুক্যের সঙ্গে কার্‌লাইল্ বলিয়া উঠিলেন “কে!—সেই থর্ণ!”

“নিশ্চয়ই এ অন্য কেহ নয়।” তারপর যে ভাবে থর্ণের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছে, সেই সব তিনি বর্ণনা করিলেন; অট্‌ওয়ে বীথেল্‌ও যে, তাহাকে কাপ্তান্ থর্ণ’ বলিয়াই সম্বোধন করিয়াছে, তাহাও বলিলেন।

“বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা বটে, বার্‌বারা। কোন বিদেশী যে ওয়েষ্ট্ লীনে আসিয়াছ, তাহা ত’ আমি জানিতাম না।”

“মিঃ ওয়েইন্‌রাইট্ ও বলিলেন, হারবার্টস্‌দের বন্ধু, কাপ্তান থর্ণ। ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বের লেপ্টেনাণ্ট্ এখন কাপ্তান্ হইয়া থাকিবে।”

সায়সূচকভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া, কার্‌লাইল চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

কিয়ৎকাল পরে বার্‌বারা জিজ্ঞাসা করিলেন “এখন আমাদের কি করা উচিত ?”

কোন গভীর চিন্তার সময় কার্‌লাইল্ কপালের উপর হাত বুলাইতে থাকেন। এখনো তাহা করিয়া উত্তর করিলেন “এ বিষয়ে কর্ত্তব্য অব-ধারণ করা বড় কঠিন, বার্‌বারা।—তোমার বর্ণনা রিচার্ডের বর্ণনার সঙ্গে বেশ মিলিয়া যাইতেছে!—আচ্ছা, লোকটাকে দেখিতে কি ভদ্র লোকের মত ?”

“অত্যন্ত। আমার ত’ বোধ হইল, খুব বড়মানুষি ধরণের লোক।”

আবার কার্‌লাইল্ চুপ্ করিলেন। রিচার্ডও ত বলিয়াছিল যে খুব পাকা বড়মানুষ।—শেষে মন্তব্যের ভাবে বলিলেন “প্রথমটায় বার্‌বারা, চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে, এই সেই লোক কিনা। যদি ঠিক হয় যে,

একই লোক, তবে তখন বিবেচনা করিয়া পন্থা অবলম্বন করা যাইবে। দেখি, খুঁজিয়া আমি কি বাহির করিতে পারি—তখন তোমাকে জানাইব।”

বার্‌বারা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হলের মধ্য দিয়া সঙ্গে যাইতে যাইতে, আলোচ্য বিষয়ে গভীর নিমজ্জিত হইয়া, কার্‌লাইল তাহার পাশাপাশি হাঁটিয়া একেবারে বাগানের মধ্যদিয়াও চলিলেন। পোষাক পরিধানের কক্ষে গবাক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া লেডি ইশাবেলের হিংসা-জ্বল-জ্বল চক্ষুর্দ্বয় যে তাহাদিগের কার্য্যকলাপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অবলোকন করিতেছিল, ইহার বিন্দুবিসর্গও তাহাদের কেহ জানিতে পারিলেন না।

কার্‌লাইল্ জিজ্ঞাসা করিলেন “অট্‌ওয়ে বীথেল্সের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্টতা দেখিলে?”

“ঘনিষ্টতার কথা কিছু বলিতে পারিনা। তবে বেশ জানাশুনা আছে, এমন ভাবেই বীথেল্ তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেছিল।”

“তোমার মা নিশ্চয়ই ইহাতে খুব আকুল হইয়া পড়িয়াছেন?”

বার্‌বারা উত্তর করিলেন “না, মাকে ত' এ বিষয়ে কিছুই বলি নাই। এই অনিশ্চিত বিষয়ে ভাবিয়া ভাবিয়া মা একেবারে মারাই পড়িতেন!”

“আঃ এমন একটা লোক যদি পাওয়া যাইত যে, আগের থর্ণকেও জানে! এই দু' জনই এক লোক, ইহা ঠিক জানিতে পারিলে, অনেকটা কাজ হাসিল হইয়া যাইত।”

তাহারা আসিয়া বাগানের দরজার নিকট উপস্থিত হইলেন; করমর্দ্দন করিয়া কার্‌লাইল্ বার্‌বারাকে বিদায় দিলেন। যুবতী একটু দূরে যাইতে না যাইতেই, কার্‌লাইল্ দেখিতে পাইলেন, বার্‌বারার বিপরীত দিক হইতে দুইটি ভদ্রলোক এ দিকপানে আসিতেছে: এক-জনকে চিনিলেন, টম্‌হার্‌বার্ট! অপর, তাহার মন বলিতে লাগিল, কাপ্তান থর্ণ। ইহারা আসিয়া না পৌছান পর্য্যন্ত তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন।

টম্‌হারবার্ট খোলা প্রাণের পুরুষ; কার্‌লাইল্‌কে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন "কি সৌভাগ্য যে, তোমার সঙ্গে দেখা হইল! দোহাই তোমার সাধুতার, দুই চুমুক মদ দিয়া আমাদের মান রাখ; ভারি তৃষ্ণা পাইয়াছে। বোচ্যাম্প্ এর ওখানে একটু বেড়াইতে গিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা সকলেই বাহির হইয়াছে। কাপ্তান থর্ণ, মিঃ কার্‌লাইল্।"

সাদরে কার্‌লাইল্ তাহাদিগকে গৃহে লইয়া আসিলেন, ও জলযোগ প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ করিলেন। আস্তে আস্তে একখানা ইজি-চেয়ারে অর্দ্ধশায়িত হইয়া হারবার্ট একটি চুরুট্ ধরাইলেন ও ডাকিয়া বলিলেন "নাও, থর্ণ, এই কচুপাতার চুরুট্ই একটা টান।" তারপর কার্‌লাইলের দিকে চাহিয়া বলিলেন "ভয় নাই, তোমাকেও দিচ্ছি, কার্‌-লাইল্" চুরুটের বাক্সটি তাহার দিকে ধরিলেন, কিন্তু অমনি আবার সরাইয়া লইলেন" ওঃ—হো, তুমি যে মেয়েমানুষ; চুরুটের গন্ধ সহিতে পারনা। যাক্, লেডি ইশাবেল্ এখন কেমন আছেন?"

"এখনও বড় কাতর।"

"কি সর্ব্বনাশ! এখনও? আমার কথা বলিও যে, তাঁর এই অসুখের জন্য আমি বড় দুঃখিত; বলিবে ত! কিন্তু—শোন, চুরুটের গন্ধ ত' আবার তাঁহার নাকে যাইয়া লাগিবে না!" কতকটা আশঙ্কা ও উদ্বেগের ভাব তাহার মুখে প্রকটিত হইয়া উঠিল।

"কোন ভয় নাই" বলিয়া কার্‌লাইল্ কাপ্তান থর্ণের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এই পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের সঙ্গে আপনার বেশ জানা-শুনা আছে?"

হাসিয়া কাপ্তান থর্ণ বলিলেন "আমি মাত্র কাল এখানে আসিয়াছি।"

উত্তরটিকে সম্ভবতঃ এড়ানো গোঁছের মনে করিয়া, কার্‌লাইল্ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে আপনি আর কখনো এখানে আসেন নাই?"

"না।"

তখন হারবার্ট বলিলেন "ইনি আর আমার ভাই য্যাক্ একই সৈনিক বিভাগে কাজ করিয়া থাকেন। মাছ ধরিবার জন্য য্যাক্ ইহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠায়। ইনি আসিবেন কি না আসিবেন, কিছুই লিখিলেন না।—হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন; আর এদিকে য্যাক, কে জানে কোথায় বেড়াইতে গিয়াছে। কবে আসিবে কিছুই জানা নাই। তাই ইনি বলিতেছেন যে, শীঘ্রই চলিয়া যাইবেন।"

তখন মাছধরার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। কথায় কথায় মিঃ থর্ণ সমীপবর্ত্তী "নীচু পুষ্করিণী" নামক একটা পুষ্করিণীর কথা পাড়িয়া ফেলিলেন, অমনি কার্‌লাইল্ জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন "আপনি কোন্‌টার কথা বলিতেছেন? আমাদের এখান হইতে অল্প দূরে দূরে ঐ নামের দুইটি পুকুর আছে।" "এখান থেকে মাইল্ তিনেক দূরে স্কোয়ার থর্পের—আমি যদি না ভুলিয়া গিয়া থাকি—খামার জমির উপর যে পুকুরটা আছে, আমি তা'রই কথা বলিতেছি।"

কার্‌লাইল্ হাসিয়া বলিলেন "তবে বোধ হয় এ প্রদেশে আপনি আরও আসিয়া থাকিবেন। তিন বৎসরের কম হইবেনা যে, স্কোয়ার থর্পের মৃত্যু হয়; তারপর ঐ জমি জমা তাহার জামাইর হাতে যায়, এবং পুষ্করিণীটাও ভরিয়া ফেলা হয়।"

ঔদাসীন্যসহকারে, কিন্তু এই প্রসঙ্গটিতে আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে স্পষ্ট অনিচ্ছার ভাব প্রকাশ করিয়া, থর্ণ বলিলেন "কোন বন্ধুর নিকট শুনিয়াছিলাম।"

তখন কথায় কথায় কার্‌লাইল্, রিচার্ডের বর্ণিত কাপ্তান্ থর্ণের 'আড্ডা' সোয়েইন্‌সনের কথা পাড়িলেন। আগন্তুক বলিলেন সে জায়গাটা তিনি "একটু একটু চিনেন বটে," "কিছুদিন" তিনি সেখানে বাস

করিয়াছিলেন। তখন কারলাইলের এক প্রকার দৃঢ় প্রত্যয় হইল যে বারবারার সন্দেহ অমূলক নহে। রিচার্ডের বর্ণনার সঙ্গেও ত যেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মিলিয়া যাইতেছে। "এই আসিতেছি" বলিয়া তিনি একটু বাহির হইয়া আসিলেন।

যয়েশ্ আসিয়া বলিল "আজ্ঞে, কর্ত্রীঠাকুরাণী অনেকক্ষণ ধরিয়া আপনাকে ডাকিতেছেন।"

তিনি কহিলেন "এই ভদ্রলোক কয়টি গেলেই, আমি তাঁহার নিকট যাইব। তাঁহাকে ইহা বলিয়া ও কোন একটা উপলক্ষ্য করিয়া এখনি একবার এই ঘরে আসিও। হারবার্টএর সঙ্গে যে নূতন লোকটি বসিয়া রহিয়াছে, তাহাকে একবার তোমায় ভাল করিয়া দেখিতে হইবে। আমার বোধ হইতেছে, তুমি আগেও ইহাকে দেখিয়া থাকিবে। আমি যাইতেছি—যা' হয় একটা কিছু লইয়া শীঘ্রই তুমিও আসিও।"

বিস্মিতা পরিচারিকাকে পরিত্যাগ করিয়া কার্লাইল্ অভ্যাগতদিগের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। একটু জল লইয়া যয়েশ্ও শীঘ্রই তাহার অনুগমন করিল, এবং যেন টেবিলের উপর জিনিষপত্রগুলি গুছাইয়া রাখিতেছে এমন ভাবে কয়েক মিনিট্ দেরী করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

ভদ্রলোক দুইটি চলিয়া গেলে, কার্লাইল্ যয়েশ্কে ডাকিয়া আনিলেন। "কেমন যয়েশ, চিনিতে পারিয়াছ ?"

"আজ্ঞে, একটুকুও না।"

"ভাল করিয়া কয়েক বৎসর আগের কথা একবার মনে করিয়া দেখ দেখি।"

যয়েশ্ যেন মহা ফাঁপড়ে পড়িল—কিন্তু দৃঢ়ভাবে বলিল "না, কিছুই মনে হইতেছে না।"

"আচ্ছা, মনে করিয়া দেখ দেখি, এই লোকটিই সোয়েইন্ হইতে ঘোড়ায় চড়িয়া য়্যাকাইর কাছে যাইত কিনা।"

ময়েশের মুখমণ্ডল গভীর রক্তিমবর্ণ ধারণ করিল, শুধু "উঃ, মহাশয়!" ব্যতীত সে আর কিছুই বলিতে পারিল না!

কার্লাইল্ বলিলেন "ইহারও নাম থর্ণ। আমি ভাবিয়াছিলাম কি যে দু'জনই বা এক লোক হইবে।"

ময়েশ্ বলিল যে, সে আজ কত দিনের কথা; আর সে মাত্র একবারই তাহাকে দেখিয়াছিল, তাহার বিশেষ কিছুই মনে নাই, তবে আগন্তুককে দেখিয়া কিছুতেই তাহার মনে সেই লোকটির কথা উদয় হয় নাই।

ময়েশের নিকট হইতে কোন দিকেই স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইবার মত কার্লাইল্ কিছু সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। পর দিবস তিনি অট্ওয়ে বীথেলের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

জিজ্ঞাসা করিলেন "হারবার্টস্‌দের ওখানে যে কাপ্তান থর্ণ আসিয়াছেন, তাহার সঙ্গে কি তোমার বিশেষ জানাশুনা আছে।"

একটু পরিহাসের স্বরে বীথেল কহিল "তা' আছে বৈ কি!—দুই দুইটি ঘণ্টা তাহার সঙ্গে কাটাইয়াছি!—এইটুকু সময়ই মাত্র তাহাকে আমি দেখিয়াছি।"

কার্লাইল্ বলিয়া উঠিলেন "ঠিক বলিতেছ?" বীথেল্ উত্তর করিল "ঠিক! কেন, তুমি আবার কি ভাবিয়া এসব কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? পরশু রাত্রে টম্‌দের ওখানে গিয়াছিলাম, তখনই থর্ণ আসিয়া উপস্থিত হয়। ঘণ্টা দুই বসিয়া গল্পস্বল্প করিয়া, চুরুট মদ টানিয়া বাড়ী আসি।"

তখন খোলাখুলিভাবেই কার্লাইল্ হঠাৎ আসল কথাটি পারিলেন "য়্যাফাই হ্যালিজনের পিছনে পিছনে যে থর্ণ ঘুরিয়া বেড়াইত, এ কি

সেই নয়! বলনা—ইচ্ছা করিলেই ত' তুমি আসল কথাটা বলিয়া ফেলিতে পার।"

আপাতবিস্মিতভাবে কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বীথেল শেষে বলিয়া উঠিল "কি ভয়ানক মিথ্যাকথা! এ কখনই সেই থর্ণ—"বলিয়াই তাড়াতাড়ি কথা ঘুরাইয়া বলিল "কোন্ থর্ণের কথা তুমি বলিতেছিলে?'

"তুমি আসল কথাটা এড়াইতে চাহিতেছে, বীথেল! যে থর্ণ হ্যালিজনের ব্যাপারে লিপ্ত ছিল—অন্ততঃ সেইরূপ প্রকাশ পাইয়াছে—আমি সেই থর্ণের কথা বলিতেছি। এ কি সেই লোক নহে?"

উগ্রভাবে বীথেল্ প্রত্যুত্তর করিল "আমি কখনো মনে করি নাই যে, তুমি এত বড় আহাম্মক! আমি ত' তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হ্যাফাই সংক্রান্ত ব্যাপারে থর্ণ নামের কেহ সংশ্লিষ্ট ছিল বলিয়া আমি জানিনা। জানিতে চাই, কেন আমার কথা বিশ্বাস করা হইতেছেনা। এই পরশু রাত্রের পূর্ব্বে আমি কখনও থর্ণকে দেখি নাই—আবশ্যক হইলে, আমি এ বিষয়ে শপথগ্রহণ করিতে ও প্রস্তুত আছি।"—বলিয়াই বীথেল্ হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল! বিষয়গুলি মনে মনে জল্পনা করিতে করিতে কার্‌লাইল তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ভাবিবার কথা বটে; চরিত্রের বল না থাকিলেও, বীথেলের মেজাজটি চিরকালই বড় ঠাণ্ডা; কিন্তু প্রথমে যখন থর্ণের কথা তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়, তখনও যেমন, এখনও তেমনই, যেন সে কতকটা মেজাজ হারাইয়া বসিল। কার্‌লাইল্ বেশ বুঝিলেন, কিছু যেন চাপিয়া যাওয়া হইল, তাহার ব্যবহারের অন্তরালে যেন কোন রহস্য রহিয়া গিয়াছে; কিন্তু কি যে সেই রহস্য সে সম্বন্ধে তিনি কোন অনুমানও করিতে পারিতেছেননা। এই লোকটাই সেই থর্ণ কিনা, এ সম্বন্ধে বীথেলের সঙ্গে আলাপ করিয়াও তিনি কোন তথ্যই বাহির করিতে পারিলেননা। চিন্তাভারাক্রান্তমনে

তিনি আফিসের দিকে ফিরিয়া চলিলেন। পথিমধ্যে টম্ হারবার্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল।

তাহাকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কাপ্তান্ থর্ণ কি কিছুদিন তোমার ওখানে থাকিতে যাইতেছেন?"

টম্ উত্তর করিলেন "সে চলিয়া গিয়াছে,—এই মাত্র তাহাকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া আসিলাম।"

'পাখী উড়িয়া গিয়াছে!' এখন আর বিশেষ কিছু সুবিধা হইবার নহে; তাই হারবার্টকে বিদায় দিয়া তিনিও চলিয়া আসিলেন।

ডিনারের জন্য আফিস্ হইতে ফিরিবার সময় কার্লাইল্ একবার 'কুঞ্জে' যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বাহ্যদৃষ্টিতে, মিসেস্ হেয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেই যেন তাহার এই পদার্পণ। তাহার প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময়, উদ্বেগাতিশয্যে মর-মর হইয়া, বারবারাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখস্থ উদ্যানের মধ্যবর্ত্তী পথ ধরিয়া চলিলেন ও ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি জানিতে পারিলে?"

"না, সন্তোষজনক কিছুই নয়। লোকটা চলিয়া গিয়াছে।"

"চলিয়া গিয়াছে!" আশঙ্কা ও উদ্বেগে যুবতীর চক্ষুর্দ্বয় কপালে উঠিল।

তখন কার্লাইল্ তাহাকে সমস্তই খুলিয়া বলিলেন।

কতকটা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বারবারা জিজ্ঞাসা করিলেন "অনিষ্ট হইবার ভয়ে কি লোকটা ইচ্ছাপূর্ব্বকই এত তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল?"

"না, তেমন বোধ হয় না—তবে আসিবেই বা কেন?"

"কাল কথা-প্রসঙ্গে এমন কিছু বলিয়াছিলে কি, যাহাতে সে মনে করিতে পারিত যে তাহাকে সন্দেহ করা হইতেছে?"

"না, এতটুকুও না।—ওকালতীতে গেলে তুমি বড় সুবিধা করিতে পারিতে না, বারবারা!"

"লোকটা কে? কি করে?"

"রাজার অধীনে সৈনিকবিভাগে কাজ করে। আর বিশেষ কিছু সংগ্রহ করিতে পারি নাই। টম্ অবশ্যই বলে যে, সদ্বংশে ইহার জন্ম; কিন্তু আমার মন হইতে এ সন্দেহটা কিছুতেই যাইতেছে না যে, এই সেই লোক।"

"এখন কি আর কিছুই করা যায় না!"

"ফটকের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া যাইতে যাইতে কারলাইল্ বলিলেন "বর্ত্তমান্ অবস্থায় আর কিছুই করা যাইতে পারে না। সময়ে সকলই প্রকাশ হইবে, স্থধু এই ভরসায়ই যথাসাধ্য সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে এখন অপেক্ষা করিতে হইতেছে।"—বলিতে বলিতে কারলাইল্ অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছেন। বারবারা, যতদূর দেখা গেল, তাহাকে দেখিতে লাগিলেন, শেষে যখন আর দেখা গেল না, যখন তাহার পদশব্দও শূন্যে মিলাইয়া গেল, তখন ফটকের ঠাণ্ডা লৌহফলকের উপর কপাল বিন্যস্ত করিয়া বারবারা কাতরস্বরে আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন "হাঁ, এমনি করিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া কত কত বৎসর, হয়ত: চিরকালই বা, অপেক্ষা করিতে হইবে! আর হতভাগ্য রিচার্ড!—নাজানি সে কত দুঃখে, কত অভাবে, তা'র নির্ব্বাসিতের জীবন-যাপন করিতেছে!—উঃ!"

ইহার পরে বেশ শান্তি ও শৃঙ্খলার সঙ্গে কয়েকটি বৎসর কাটিয়া গেল। ইশাবেল্ যথাসময়েই বেশ সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিয়াছেন।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।